[হোমিওপ্যাথি-প্রচার]　　　　[তৃতীয় সংখ্যা।

হোমিওপ্যাথিমতে

জ্বর-চিকিৎসা।

বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

তিনভাগ-একত্র

নূতন সংস্করণ।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

ঢাকা

মহেশ্বর-যন্ত্রে শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১

১০ই ভাদ্র।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।　　　　অসমর্থপক্ষে ১৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীকৃত

হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা।

পঞ্চম সংস্করণ।

ইহাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া, অধিকার, আময়িক প্রয়োগ, লক্ষণাদি সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়; ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহারতত্ত্ব; এবং সকল রোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, কারণ ও চিকিৎসাদি সন্নিবিষ্ট আছে। সংক্ষেপতঃ একখানি পুস্তক অবলম্বনে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্যই এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা গৃহস্থ, ছাত্র, ও চিকিৎসক সকলের পক্ষেই উপযোগী। আকার রয়েল আটপেজি ১০৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫॥০ টাকা, ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা। পুস্তকের প্রারম্ভে সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

ওলাউঠার চিকিৎসা।

ডিমাই ১২ পেজি ১৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৹ আনা, ডাক মাশুল ৵১০ আনা। এই পুস্তকে ওলাউঠার নিদানাদি ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। ভৈষজ্যতত্ত্বের প্রথমে সমালোচনা দ্রষ্টব্য। ২০১. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

প্রায়ই আশ্রয়নিষ্ঠ এবং অনেক সময় উপচয়, উপশম, পর্য্যায় ও দেশকালাদির সহিত সংসৃষ্ট। বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত ঔষধের বিশেষত্ব নিরূপিত হয় না, এবং ঔষধের বিশেষত্ব নিরূপণ ব্যতীত প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায় না। বিশেষ লক্ষণগুলি প্রায়ই অন্য লক্ষণের আনুষঙ্গিক। সুতরাং মূল লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আনুষঙ্গিক বিশেষ লক্ষণের বলে ঔষধ ব্যবস্থা করা বিহিত নহে। ঔষধের সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকার লক্ষণের সমষ্টি রোগীর লক্ষণের সহিত ঐক্য করিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু কোন কোন রোগে ও কোন কোন ঔষধে এই প্রকার সম্যক সাদৃশ্য নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। সে সকল স্থলে কেবল বিশেষ লক্ষণ দেখিয়াই ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। রোগের বিশেষ লক্ষণে ও ঔষধের বিশেষ লক্ষণে ঠিক সাদৃশ্য থাকিলেও রোগ আরোগ্য হয়। এজন্য বিশেষ লক্ষণগুলি বড়ই প্রয়োজনীয়।

৪। ব্যাধি একাঙ্গীন রোগ নহে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন রোগ। প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক ক্রিয়ায় ও বিধানে এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একাঙ্গ পীড়িত হইলে অন্যাঙ্গও পীড়াক্রান্ত হয়। অতএব রোগীর প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে একাঙ্গীন লক্ষণে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেও সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দূরীকৃত হয়।

৫। সমষ্টিগত লক্ষণরাশি রোগের বাহ্যপ্রতিবিম্ব, অভ্যন্তরগত শারীরিক পরিবর্ত্তন রোগের প্রকৃত মূর্ত্তি। এই উভয়ের সম্বন্ধ, রোগের নিদান, রূপ, সম্প্রাপ্তি (প্যাথলজি), গতি ও বিশেষ প্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগীর ধাতু, জীবনবৃত্তি ও কুলদোষ প্রভৃতি প্রণিধান পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর লক্ষণ সকলের সমষ্টি একরোগ মনে করিয়া ঠিক তাহার সদৃশ ঔষধ নিরূপণ করিয়া লওয়া উচিত। লক্ষণ সমষ্টি পৃথক্ পৃথক্ পুঞ্জে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক লক্ষণ পুঞ্জের ঔষধ স্থির করা বিহিত নহে। কোন ঔষধের লক্ষণে যখন রোগীর প্রত্যেক লক্ষণের যুগল প্রাপ্ত হইবার আশা করা যায় না, তখন বিশেষ বিশেষ রোগীর প্রকৃতিগত বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ ও বিশ্লেষণ (য়্যানালিসিস) করিয়া তাহার সম ঔষধ নির্ব্বাচন করা শ্রেয়ঃ। লক্ষণ বিশ্লেষণেই চিকিৎসকের নৈপুণ্য প্রকাশ পায় এবং

ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে রোগারোগ্যেও অকৃতকার্য্য হইতে হয়। (বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থানান্তরে দেওয়া হইল)।

৬। প্রকৃত সদৃশ ঔষধ প্রযোজিত হইলে রোগের নিয়মিত বৃদ্ধির সময় রোগ বিবর্দ্ধিত হয় না। অতএব কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগের পরেও রোগের উপচয় (এগ্রাভেশন) উপস্থিত হইলে অথবা একেবারেই উপচয় উপস্থিত না হইয়া রোগ ক্রমে ক্রমে কঠিনতর হইয়া উঠিলে ঠিক সদৃশ ঔষধ যে নির্ব্বাচিত ও প্রযোজিত হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ঔষধ প্রয়োগে যেমন রোগের লক্ষণের তীব্রতার হ্রাস হয়, সেইরূপ সময়ে সময়ে উহা বৃদ্ধিও পাইতে পারে। এপ্রকার ঘটিলে এবং সম্প্রাপ্তি-গত কোন বৈলক্ষণ্য না জন্মিয়া থাকিলে ঔষধ পরিবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্ববৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। রোগীর কতকগুলি লক্ষণ অন্তর্হিত ও কতকগুলি পূর্ব্ববৎ তীব্রাকারে অবশিষ্ট থাকিলে যে ঔষধে এই প্রকার পরিবর্ত্তন জন্মে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু চিকিৎসাকালে কখন কখন এরূপ নূতন ও স্বতন্ত্র লক্ষণরাশি প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে পূর্ব্বের লক্ষণ সকলের সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না. এরূপ অবস্থায় ঔষধ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৭। সাধারণতঃ তরুণ রোগে ঔষধের নিম্নক্রম ও পুরাতন রোগে উচ্চ-ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রোগীর ধাতু, প্রকৃতি ও ঔষধ-গ্রাহিতা-শক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন মাত্রা ও ক্রম সম্বন্ধে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভবপর নহে। পুরাতন রোগে নিম্নক্রম অপেক্ষা উচ্চক্রম অধিকতর ফলপ্রদ। নিম্নক্রম ব্যবহারে পুরাতন রোগে অনেক সময় রোগের লক্ষণ বিবর্দ্ধিত হয়।

৮। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পুনঃপ্রয়োগের সাধারণ নিয়ম এই যে প্রয়োজিত ঔষধে নিশ্চিত উপকার দর্শিলে ঔষধ প্রয়োগে বিরত থাকিয়া শরীরের স্বাভাবিক আরোগ্য-শক্তির কার্য্য হইতে দেওয়া উচিত। অনন্তর কৃত উপকার স্থগিত হইলে তৎকালীয় লক্ষণানুরূপ সেই ঔষধ বা অন্য ঔষধ পুনরায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। (সংকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে মাত্রা ও ক্রম বিচার দ্রষ্টব্য)।

৯। এলোপ্যাথি, কবিরাজী বা অন্য কোন মতে চিকিৎসিত কোন রোগীকে হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা করিতে হইলে পূর্ব্ব ঔষধের ক্রিয়া

নষ্ট করিবার নিমিত্ত চিকিৎসার প্রারম্ভে এক দুই মাত্রা ক্যাম্ফা, নক্সভমিকা বা সলফার ব্যবহৃত হয়। এরূপ অবস্থায় অনেক সময় তরুণ রোগে নক্সভমিকা ও পুরাতন রোগে সলফার সমধিক উপযোগী।

১০। রজস্বলাবস্থা ও গর্ভাবস্থায়ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

১১। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন কালে অন্য কোন প্রকার ঔষধাদি, ঔষধ-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য, ও কর্পূর সেবন করা নিষিদ্ধ। ঔষধ সেবনের অন্যূন এক ঘটিকা পূর্ব্বে বা পরে পান, তামাক ও জল খাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

১২। চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষাকালে রিপার্টরির পরিচ্ছেদানুরূপ রোগীর আনুপূর্ব্বিক সমগ্র ইতিবৃত্ত জানিয়া বা লিখিয়া লইবেন, অর্থাৎ (১) জ্বরের নিদান বা গৌণ ও মুখ্যকারণ; (২) গাত্র-তাপ; (৩) নাড়ীর অবস্থা; (৪) জ্বরের অবস্থা, (ক) পূর্ব্ব লক্ষণ, (খ) শীতের আরম্ভ-স্থান, (গ) শীতের অবস্থান, (ঘ) শীতাবস্থায় প্রকাশিত সবিস্তার লক্ষণ; (ঙ) শীতের হ্রাস-বৃদ্ধি; (চ) শীতের ন্যায় উত্তাপের সবিশেষ, অবস্থা ও উত্তাপাবস্থায় প্রকাশিত লক্ষণাদি; (ছ) ঘর্ম্মাবস্থার বিবরণ, অর্থাৎ ঘর্ম্ম শীতল কি উষ্ণ, অধিক কি অল্প, শরীরের কোন স্থানে প্রকাশিত প্রভৃতি লক্ষণ, (জ) জ্বরের অবস্থাত্রয়ের কোন অবস্থার সমধিক প্রাবল্য বা একেবারে অভাব; (ঝ) বিরামকালীন লক্ষণ; (ঞ) রোগীর মানসিক লক্ষণ; (৫) রোগীর ধাতু; (৬) বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ অন্য কোন রোগীতে সচরাচর প্রকাশিত হয় না এমন কোন লক্ষণ, (৭) জ্বরের প্রকৃতি, (৮) জ্বরের উপস্থিতির সময়; ইত্যাদি বিষয় গুলি লিখিয়া লইয়া রোগীর লক্ষণ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন। (বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য)।

১৩। সবিরাম জ্বরের চিকিৎসায় শীতের আরম্ভ স্থান ও জ্বরের সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন কোন প্রধান চিকিৎসক শীতের আরম্ভস্থান ঔষধ নির্ব্বাচনে অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করেন।

উপক্রমণিকা।

গাত্রতাপ।—তাপমান যন্ত্রদ্বারা শরীরের তাপের পরিমাণ সহজে নিরূপিত হইয়া থাকে। চিকিৎসায় তাপমান যন্ত্রের নিতান্তই আবশ্যক। একটি সেলফ রেজিষ্টারিং ক্লিনিক্যাল থার্ম্মোমেটার রাখাই ভাল। তাপমান একটি পারদ পূর্ণ কাচের নল। ঐ নলের গাত্রে কতকগুলি রেখা ও সংখ্যা আছে। উহার আকৃতি এইরূপ :—
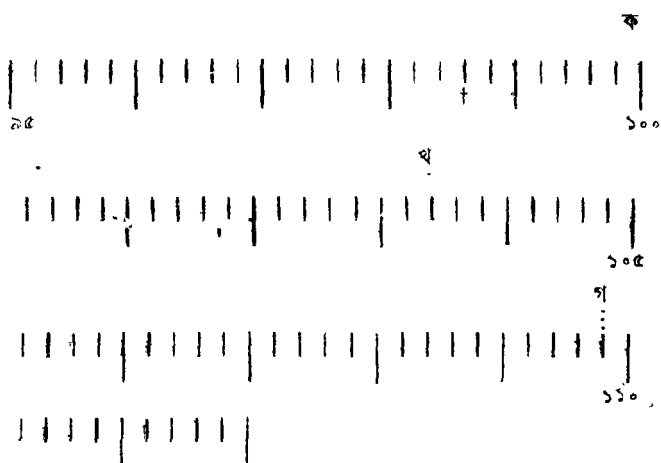
ইহার এক একটী বড় রেখা এক ডিগ্রী (অংশ) এবং দুইটী বড় রেখার মধ্যে যে ক্ষুদ্র রেখা আছে উহার এক একটী এক ডিগ্রীর পঞ্চমাংশ জ্ঞাপক। ৯৮.৪ ডিগ্রীতে যে ক্ষুদ্র বানচিহ্ন আছে উহাকে ইণ্ডেক্স বা নির্দ্দেশক চিহ্ন বলে। উহা শরীরের স্বাভাবিক তাপ জ্ঞাপক। তাপমানের ইনডেক্সস্থিত পারদ (ক) পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে শরীর-তাপ ১০০.৪, (খ) পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে ১০৩.৮, এবং (গ) পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে ১১০ ডিগ্রী হয়। ক, খ, গ, অক্ষর গুলি তাপমানে নাই। কেবল সুবিধার্থে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। শরীরের তাপ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইনডেকস্ হইতে পারদ নামাইয়া ৯৮,

ডিগ্রীতে আনিতে হয়। দক্ষিণ হস্তে তাপমানযন্ত্র ধারণ করিয়া আস্তে আস্তে বাম হস্ত-তলে আঘাত করিলেই পারদ নামিয়া আইসে। অনন্তর তাপমানের কন্দদেশ বা পারদকুণ্ড রোগীর কক্ষতলে স্থাপন করিয়া ৫—১০ মিনিট রাখিতে হয়, পরে বাহির করিয়া দেখা যায় পারদ কত ডিগ্রী উঠিয়াছে। যত উঠে বা নামে শরীরের তাপ তত ডিগ্রী। তাপমান যন্ত্র রোগীর গাত্রে সংলগ্ন করিবার পরে উহা ধৌত করিয়া রাখা উচিত।

সুস্থাবস্থায় মনুষ্য শরীরের তাপ গড়ে ৯৮.৪; মুখগহ্বরের তাপ ৯৯.৫; রক্তের তাপ ১০০ অংশ। শরীরের তাপ ৯৯.৫ অংশের উর্দ্ধে উঠিলে অথবা ৯৭.৩ অংশের নিম্নে নামিলে কোন প্রকার রোগ আছে বলিয়া বুঝা যায়। পারদ নিম্নে নামিলে দ্রুত অবসন্নকর রোগ, অথবা দীর্ঘকালব্যাপী রোগজনিত জীবনীশক্তির ক্ষীণতা; এবং উর্দ্ধে উঠিলে জ্বর কিম্বা তৎসংসৃষ্ট অন্য কোন ব্যাধির বিদ্যমানতা বুঝায়। ১০০ হইতে ১০১ সামান্য জ্বর; ১০৩২ অনুৎকট জ্বর; ১০৫ উৎকট জ্বর; ১০৬—১০৭ সঙ্কটসূচক বা সাংঘাতিক জ্বর জ্ঞাপক। প্রতিদিন এক সময়ে রোগীর গাত্রতাপ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন ৮ ঘটিকা তাপ পরীক্ষার প্রশস্ত সময়। উৎকট রোগে প্রতিদিন ৪।৫ বার গাত্র-তাপ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

গাত্রতাপ আড়াই ডিগ্রী অধিক হওয়া অপেক্ষা এক ডিগ্রী কম হওয়া অধিক আশঙ্কার কারণ। মস্তিষ্কের আবরণ-ঝিল্লীর প্রদাহ, ও ফুসফুসপ্রদাহ প্রভৃতি রোগে গাত্রতাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। গাত্রতাপ ১০৮.৫ হইলে রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রী আসন্ন মৃত্যু-জ্ঞাপক। পক্ষান্তরে অবিরাম জ্বর, সবিরাম জ্বর, অন্তর্বিধ জ্বর, পতনাবস্থা, ও ক্ষয়কর পুরাতন রোগে স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অধিক পরিমাণে ক্রমাগত হ্রাসও মৃত্যুর আসন্নতা ব্যঞ্জক।

বালকের শরীরের উত্তাপ যুবকের শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কখন কখন পাকাশয়ের পীড়া বশতঃ বালকের গাত্রতাপ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অতএব কেবল তাপাংশ দৃষ্টে বালকদিগের উৎকট রোগ হইয়াছে সহসা এরূপ মনে করা বিহিত নহে।

"টাইফয়েড জ্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে সায়াহ্নে তাপাংশ ১০২ বা ১০৩ হইলে

সামান্য জ্বর, এবং ১০৫ বা তদূর্দ্ধ হইলে উৎকট জ্বর বুঝা যায়। দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যাকালে গাত্রতাপ কমিয়া যাইতে থাকিলে উহা টাইফয়েড জ্বর নয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সন্নিপাত ও অন্যান্য জ্বরে রক্তস্রাবাদি উপসর্গ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে গাত্রতাপ বৃদ্ধি পায়। কম্পজ্বরে জ্বর প্রকাশিত হইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্ব্ব হইতেই গাত্রতাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উত্তাপের অতিশয় আধিক্যে রোগের গাঢ়মূলতা বুঝায়। হামজ্বরে পীড়কা বিনির্গত হইবার পরেও পুনরায় গাত্রতাপের বৃদ্ধি ফুসফুসের প্রদাহাদি উৎকট উপসর্গ সূচক। আমবাতে তাপাংশ ১০৪ হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ, এবং সূতিকাজ্বরে ১০৫ পেলভিক সেলুলাইটিস উৎপত্তির সন্দেহ সূচক। ফুসফুস-প্রদাহে ১০৪ ভয়ব্যঞ্জক। রোগের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় গাত্রতাপের বৃদ্ধি পুনরাক্রমণ জ্ঞাপক। গাত্রতাপের আধিক্য প্রদাহের আনুষঙ্গিক। অতএব প্রদাহের লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রতাপেরও লাঘব হয়। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পড়িলে সুলক্ষণ মনে করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গাত্র-তাপ বাড়িলে, আন্যান্য সুলক্ষণ থাকিলেও কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতেছে বা পূয জন্মিতেছে বুঝা যায়।"

নাড়ী, শ্বাস ও গাত্র তাপের সম্বন্ধ।—শরীরের উত্তাপ এক অংশ বর্দ্ধিত হইলে প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২। ৩ বার বর্দ্ধিত হয়, যথা,—স্বভাবতঃ গাত্রতাপ ৯৮·৪ অংশ, এবং প্রতি-মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ৭৫ ও শ্বাসের গতি ১৮ বার থাকিয়া যদি শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া ১০০ ডিগ্রী হয় তবে নাড়ীর স্পন্দন ৯০। ৯৫ এবং শ্বাসের গতি প্রায় ২৩ হইবে। সামান্যতঃ সুস্থাবস্থায় এক একবার শ্বাসে ৪ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

নাড়ী।—শরীরের যে সকল স্রোত (নালী) দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে সর্ব্বশরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে ধমনী বা নাড়ী কহে। সাধারণতঃ মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। গ্রীবা ও জানুদেশেও নাড়ীর বেগ অনুভব করা যাইতে পারে। সুস্থাবস্থায় সাধারণতঃ প্রতি-মিনিটে বয়ঃক্রমানুসারে যেরূপ নাড়ীর স্পন্দন হয় নিম্নে তাহার সংখ্যা উল্লিখিত হইল:—

জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত	প্রতিমিনিটে	১৪০ বার
দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত	”	১২০ বার
চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত	”	১০০ বার
সপ্তম হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত	”	৯০ বার
অষ্টাদশ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত	”	৭৫ বার
বৃদ্ধ বয়সে	”	৭০ বার

কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী স্বভাবতঃই মৃদু বা দ্রুত থাকে। তাহা দেখিয়া রোগ মনে করা উচিত নহে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ৮। ১০ বার ন্যূন স্পন্দন হইলে জীবনী-শক্তি হ্রাস পড়িয়াছে অনুমান করা কর্ত্তব্য।

বিচক্ষণ চিকিৎসক অঙ্গুলী দ্বারাই নাড়ীর গতি নিরূপণ করিতে পারেন। স্থূল, কোমল ও দ্রুত নাড়ী জ্বরবোগের পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞাপক। দ্রুত, কঠিন ও পূর্ণ নাড়ী প্রদাহসূচক। আহারান্তে বা সন্ধ্যাকালে নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি বিলেপী জ্বরের লক্ষণ। নাড়ীর বিষম গতি, পর্য্যায়শীলতা ও উৎক্ষেপণ হৃদ্রোগের পরিচায়ক। ক্ষীণ সূত্রবৎ নাড়ী, দ্রুত অবসাদকর রোগ অর্থাৎ বিসূচিকা ও রক্তস্রাবাদি হইতে উৎপন্ন হয়।

হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে নাড়ীর মন্দ বা দ্রুতগতি জন্মে। নাড়ীর দ্রুতগতি দ্বারা স্নায়বীয় রোগ এবং দুর্ব্বলতা সহকারে উত্তেজনা বুঝা যায়। এক আকুঞ্চন হইতে অন্য আকুঞ্চনের মধ্যবর্ত্তী সময় প্রতিনিয়ত সমান হইলে নাড়ীর সমগতি এবং মধ্যে মধ্যে দ্রুত ও মধ্যে মধ্যে মন্দ হইলে বিষমগতি বলে। সময়ে সময়ে নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত হইলে উহাকে ক্ষণ-বিলুপ্ত বা পর্য্যায়শীল নাড়ী কহে। নাড়ীর সমগতি সুলক্ষণ। রক্তসঞ্চলন, নিশ্বাস ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য নাড়ীর বিষমগতি জন্মিবার কারণ। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসে রক্তসঞ্চলনের ব্যাঘাত বশতঃ নাড়ী পর্য্যায়শীল হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণানুসারে নাড়ীর স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব জন্মে। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস হইলে নাড়ী কোমল ও দুর্ব্বল হয়।

শ্বাস।—সাধারণতঃ প্রতিমিনিটে ১৬ বার নিশ্বাস গৃহীত ও ১৫ বার প্রশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শরীরের রক্তের ভাগ কম হইলে শ্বাস শীতল

হয়। শীতল শ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ। ফুসফুসের রোগে শ্বাসের বৃদ্ধি এবং দুর্ব্বলতাদি হইলে উহার ন্যূনতা জন্মে। শিশুর শ্বাসের সংখ্যা স্বভাবতঃ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

পিপাসা।—জ্বর ও প্রদাহে মুখগহ্বরে রক্তাধিক্য বশতঃ মুখ-শোষ জন্মে। শরীরে রক্তের স্বল্পতা অথবা রক্তের জলীযাংশের স্বল্পতা হইলেই পিপাসার উৎপত্তি হয়।

ক্ষুধা।—পুরাতন পীড়ায় ও রোগের পরিণামাবস্থায় ক্ষুধামান্দ্য সুলক্ষণ নহে। পাকাশয়ের উত্তেজনা, ক্রিমদোষ বা মধ্যান্ত্রগ্রন্থির পীড়ায় অতি ক্ষুধা জন্মে।

মুখাকৃতি।—"মুখমণ্ডল সমস্ত শরীরের দর্পণ স্বরূপ।" রোগে প্রশান্ত ও প্রসন্ন বদন শুভ লক্ষণ কিন্তু হৃদ্রোগে অনেক যন্ত্রণার পর রোগীর প্রশান্ত ও প্রসন্ন মুখাকৃতি সুলক্ষণ নহে। মুখাকৃতির চিন্তাকুলতা তরুণরোগের প্রারম্ভ;শ্বাসকাস,যান্ত্রিক-প্রদাহ ও জননেন্দ্রিয়ের রোগের পরিচায়ক। আতঙ্কচিহ্ন জলাতঙ্ক, শোণিতস্রাব,উন্মত্ততা ও দুর্ঘটনা, নিস্পন্দভাব দুর্ব্বলতা, সংজ্ঞাশূন্যতা ও মূর্চ্ছাবায়ু; সন্দিগ্ধতা পানাত্যয়, কোপনভাব উন্মত্ততা, জলাতঙ্ক, ও মস্তিষ্ক-প্রদাহ; সলজ্জতা ও অবনীর্ষতা কৃত্রিম মৈথুন ও ধ্বজভঙ্গ, নয়নে অনিচ্ছা ও উৎসাহশূন্যতা,মুখমণ্ডলের মলিনতা বা আরক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর ও দন্তে কৃষ্ণবর্ণ মলসঞ্চয় জ্বর, মুখমণ্ডলের অস্বাভাবিক পরিপূর্ণতা ও রক্তাধিক্য হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, সুরাসক্ততা,সন্ন্যাস রোগ ও টাইফয়েড জ্বর; এবং "নাসাগ্রের সূক্ষ্মতা, নয়নের নিমগ্নতা, শঙ্খ বা ললাট-প্রান্তের অবনতি,ললাট-ত্বকের কুঞ্চিততা ও বিশুষ্কতা, কর্ণের শীত-স্পর্শ ও সঙ্কুচিততা, কর্ণ-লতিকার উৎপাটিততা, মুখমণ্ডলের হরিৎ, কৃষ্ণ, নীল বা সীসবৎ বর্ণ" মৃত্যুর আসন্নতা জ্ঞাপক।

চক্ষু।—চক্ষের রক্তবর্ণ স্থানিক প্রদাহ, অথবা মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ জ্ঞাপক। কুঞ্চিত কনীনিকা মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ জন্মে, এবং অপস্মার, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংন্যাস, মস্তিষ্কোদক প্রভৃতি রোগে বিদ্যমান থাকে। প্রসারিত কনীনিকা চক্ষে আলোক প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা, মস্তিষ্কের জলসঞ্চয় বা প্রচাপন, সংন্যাস রোগ, মস্তিষ্কোদকের শেষাবস্থা, এবং আমাশয় বা অন্ত্রের উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক-রোগের প্রথমাব-

স্থায় কুঞ্চিত কনীনিকা শীঘ্র প্রসারিত হইয়া পড়িলে মস্তিষ্কে রস-ক্ষরণ বা অন্যবিধ পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। আলোকাতঙ্ক মস্তিষ্কের প্রদাহ ও উত্তেজনার এবং চক্ষুর বিধান-তন্তুর প্রদাহের লক্ষণ। মস্তিষ্ক ও দর্শন-স্নায়ুর রোগের প্রাক্কালে ক্ষীণদৃষ্টি, যুগল-দৃষ্টি, অর্দ্ধদৃষ্টি ও মক্ষিদৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে। তির্য্যক্‌দৃষ্টি সংন্যাস বা মস্তিষ্ক-রোগের লক্ষণ।

জিহ্বা।—(১) জিহ্বার শুষ্কতা তরুণ জ্বর, (২) অত্যন্ত আরক্ততা স্ফোটজ্বর, (৩) প্রান্ত ও অগ্রভাগের আরক্ততা পিত্তজ্বর, (৪) বিদারিত জিহ্বা সন্নিপাতজ্বর, (৫) লেপাবৃত জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, (৬) লঙ্কামরিচের গুঁড়িকা বিক্ষিপ্তবৎ জিহ্বা আরক্তজ্বর; (৭) মধ্যভাগ লেপাবৃত ও প্রান্তদেশ আরক্ত জিহ্বা বিলেপী জ্বর জ্ঞাপক, (৮) প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ জিহ্ব পরিষ্কার হইতে থাকিলে আরোগ্যোন্মুখতার সূচনা ও জিহ্বা উত্তরোত্তর অধিকতর কপিশবর্ণ, মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে বিপদের আশঙ্কা জন্মে; (৯) পাণ্ডুর, শুভ্র, লোহিত, প্রসারিত ও প্রকম্পিত জিহ্বা দুর্ব্বলতা ও রক্তের জলীয়তা, (১০) উজ্জ্বল আরক্ততা শরীরের রক্তপ্রবানতা; (১১) জিহ্বার কাল এবং বেগুণি বং ফুসফুসে রক্তসঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা জ্ঞাপক। (১২) জিহ্বার প্রান্তে আরক্ততা ও মধ্যভাগে বিশেষতঃ মূলদেশে লেপ অগ্নিমান্দ্য; (১৩) জিহ্বার হরিদ্রাবর্ণ পাণ্ডুরোগ সূচক। (১৪) জিহ্বাসঞ্চলনে অসমর্থতা, অথবা বাহির করিলে একপার্শ্বে বক্র হইয়া পড়া জ্বর ও অন্যান্য তরুণ রোগে কুলক্ষণ, পক্ষাঘাতেও জিহ্বার এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ঘর্ম্ম।—গাত্রত্বক খর স্পর্শ, রুক্ষ, দাহযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকিলে জ্বর বুঝা যায়। এই অবস্থার পরে ঘর্ম্ম সুলক্ষণ বটে। বিষমজ্বর ও প্রাদাহিক জ্বরাদির পরে ঘর্ম্মস্রাব হইলে অনেকটা উপশম বোধ হয়। কিন্তু ঘর্ম্ম হইলেও যদি জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ হ্রাস না পড়ে তবে অন্য কোন উপসর্গ আছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম হইলে দুর্ব্বলতা এবং শীত ও জ্বরের পরে রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম হইলে বিলেপী জ্বর বুঝা যায়।

কম্প।—বিষমজ্বর, সূতিকাজ্বর, ও অন্যান্য তীব্র জ্বরের প্রথম অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রবল গাত্রকম্প হয়।

বমন।—আমাশয়ের উপদাহ এবং মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বশতঃ বমন হয়।

হিক্কা।—বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক-পেশীর ক্ষণস্থায়ী আকুঞ্চন বশতঃ হিক্কা জন্মে। কৃমি, আমাশয় বা যকৃতের প্রদাহ, জরায়ুর উপদাহ প্রভৃতি নানা কারণে হিক্কা হয়।

বেদনা।—প্রদাহের বেদনা চাপিলে ও পেশীর বেদনা সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়। স্নায়ুশূলের বেদনায়, চাপনে ও সঞ্চালনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। যকৃতে প্রদাহ হইলে দক্ষিণ স্কন্ধে এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা অনুভূত হয়।

মল।—পাংশু বা কর্দ্দমবর্ণ মলে পিত্তের অভাব; কৃষ্ণবর্ণ মলে পিত্তাধিক্য, সবুজবর্ণ মলে পাকস্থলীর অম্লত্ব, এবং মলে আমরক্ত অন্ত্রের প্রদাহ সূচক। তণ্ডুলাম্বুবৎ মলে ওলাউঠা, আমময় মলে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ ও কঠিন শুষ্ক মলে উহার শুষ্কতা বা শিথিলতা বুঝা যায়।

মূত্র।—সুস্থকায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক সের হইতে এক সের দশ ছটাক পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হয়। (১) লোহিত ও স্বল্পমূত্র প্রদাহ; (২) প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার মূত্র, স্নায়বীয় রোগ; (৩) মূত্রের দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, কৃমি; (৪) ধূম্রবর্ণ, রক্তের বিদ্যমানতা; (৫) গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, পিত্তের অবস্থিতি, (৬) লোহিতবর্ণ, অম্লত্ব, (৭) আবিলতা, শ্লেষ্মা বা পূযের বর্ত্তমানতা, (৮) মলিন কপিশ বা মূত্রের ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রক্তের বিগলিত অবস্থা, (৯) মূত্রের ফেনার অদৃশ্যতার অভাব, অণ্ডলাল, (১০) মূত্রে অধঃপতিত পদার্থ সাধারণতঃ যকৃদ্রোগ; এবং (১১) মূত্রে রক্ত,বৃক্ককের প্রদাহ, বৃক্কক হইতে মূত্রাশয়ে অশ্মরির গতি, টাইফাস ও সন্নিপাত জ্বরাদি জ্ঞাপক। (১২) মূত্রে শর্করা মধুমেহ; শুক্র, শুক্রমেহ, অণ্ডলাল, বৃক্ককপ্রদাহ বা ব্রাইটস ডিজিজ; শ্লেষ্মা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ; ও প্রস্তররেণু, অশ্মরি বুঝায়। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১" হইতে ১০২৫।

প্রতিহারক।—এই পুস্তকে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে যদি তাহার অতিমাত্রা বশতঃ কোন অসুখকর লক্ষণ উপস্থিত হয় তবে দুই বিন্দু কর্পূরের উগ্র অরিষ্ট অথবা কাফির উগ্রফাণ্ট পান করিলেই তাহা নিবারিত

হইবে। কিন্তু কর্পূর সেবনে হাইড্রাষ্টিস ও সিমিসিফুগার ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লক্ষণানুসারে বিষম-গুণ ঔষধ গুলিও ব্যবহৃত হয়।

পথ্য।—অধিকাংশ তরুণ রোগেই অদ্রব পথ্য ব্যবস্থেয় নহে। বিশুদ্ধ জল, এরোরুট ও সাগুর মণ্ড, যবের মণ্ড, লাজমণ্ড, আঙ্গুর, বেদনা, কমলা-লেবু ও ইক্ষুরস এবং মাংসের ক্বাথ ইত্যাদি পথ্য প্রদান করা উচিত। পুরাতন রোগে নিয়মিত ও অভ্যস্থ আহার পরিবর্ত্তন করার বিশেষ আবশ্যক করে না। তবে রোগীর যাহা সহ্য হয় না অথবা যাহাতে তাহার শারীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্মে এ প্রকার কোন কোন দ্রব্য বর্জ্জন করা বিহিত।

জ্বরের লক্ষণ-বিশ্লেষণ।

প্রথমতঃ চিকিৎসক রোগীর লক্ষণগুলি লিখিয়া লইবেন; তৎপরে এই রিপার্টরি লইয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে সেই সকল লক্ষণের ঔষধ নির্দ্ধারণ করিবেন এবং যে ঔষধের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ দেখিবেন তাহাই নির্ব্বাচন ও ব্যবস্থা করিবেন। ব্যবস্থাকালে পুস্তকের শেষভাগে ব্যবস্থেয় ঔষধের বিবরণ ও লক্ষণ ভাল করিয়া পড়িয়া লইবেন। দৃষ্টান্ত যথা:—

জ্বরের প্রকৃতি।

দ্ব্যাহিক,—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শীতের পূর্ব্বে,—

অঙ্গে বেদনা,—কার্ব্বো-ভে, * ইউপ-পার্ফো, * নক্স, ন্যাট-মিউ, রস।

জৃম্ভণ,—এন্ট-টার্ট, আর্ণ, * আর্স, ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে, ইপিকাক, নিক, * ন্যাট-মিউ, নক্স, রস।

শীত।

সময়, পূর্ব্বাহ্ন ১১টা :—* ক্যাক্ট, কার্ব্বো-ভেজি, ক্যাম, চিন-সল, হাইওস, ইপিকাক, লোব, * * ন্যাট-মিউ, * * নক্স, ওপি, পলিপ, পল্স, * সিপি, সিলি, সল্ফ।

কম্পাকর ঃ—একন, এগাব, এম কা, এনাক, এণ্ট-ক্রড, * এণ্ট-টার্ট, আর্স, বেল, বার্ব্ব, * ব্রাই, ক্যাল্ক, * ক্যাম্ফ, ক্যাম্থ, ক্যাপ্স, কষ্ট, * চেলিড, * * চিন, চিন-সল, কক, কুপ, ডলক, * ইলাপ্স, * ইউপ-পার্প্যু, জেলস, গ্রাফ, * হিপ, * * ইগ্নে, ইপি, * কালী-আইওড, ক্রিয়োস, * লরো, লোব, লাইকো, ম্যাঙ্গ, মেনি, মার্ক, * * মিউর-এসি, * * ন্যাট-মিউ, * * নকস্, * ওপি, *পেট্রো,* ফস, *ফস-এসি, * পডো, পলস, * রস, সাবাড, স্যাম্বু, * সিকেল, * সিপি, * * সিলি * ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, সলফ, * * থুজা, ভিরাট।

অগ্রগামী ঃ—* আর্স, *ব্রাই, চিন, চিন-সল, ইগ্নে, ন্যাট-মিউ, *নকস্।

অঙ্গ-বেদনা ঃ—একন, আর্স, বেল, ব্রাই, ডলক, ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ পার্প্যু, গ্রাফ, হেল, ল্যাক, লাইকো, মারকিউরিয়াল, মেজ, ন্যাট-মিউ, * * নকস্, ওপি, * পলস, * রস, * সাবাড, সিপি, সলফ।

নখের নীলবর্ণ ঃ—আর্স, * এসাফ, এপিস, আর্ণ, আর্স, * কার্ব্বো-ভেজি, * চিন-সল, কক, কোন, * ড্রোস, * ইউপ-পার্ফো, ইপি, মেজ, * * ন্যাট-মিউ, * নক্স, * পেট্রো, ফস-এসি, সলফ, * থুজা।

ত্বকের নীলবর্ণ ও চিহ্ন :—* * নক্স।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা ঃ—আর্ণ, ক্যাম্ফ, * ইউপ-পার্ফো, ফস, ন্যাট-মিউ, * নক্স, * ষ্ট্রাম।

জলপানান্তে বমন ঃ—আর্ণ, * আর্স, * ইউপ-পার্ফো, নক্স।

শিরোবেদনা ঃ—২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জলপানে শীতের বৃদ্ধি ঃ—এলম, * আর্স, এসার, ক্যান, * * ক্যাপ্স, * চিন, কক, * ইলাপ্স, ইউপ-পার্ফো, * লোব, লাইকো, মেজ, * * নক্স, * রস, সিলি, টার, * ভিরাট।

নিদ্রা ঃ—এণ্ট-ক্রুড, এণ্ট-টার্ট, এপিস, জেলস, * কালী-আইওড, লাইকো, মার্ক, মেজ, * ন্যাট-মিউ, * নক্স-ম, নক্স, ওপি, পডো, সোর, সিলি।

নিদ্রা, শীতান্তে ঃ—* এপিস, আর্স, ক্যাম্ফ, লাইকো, মেজ, নক্স-ম, * নক্স, স্যাবিন।

উত্তাপ।

শিরোবেদনা :—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পিপাসা :—৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বদন একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর :—একন, বেল, বোভ, ক্যাম্ফ, ক্রোক, ইপিকাক, নক্স, ওপি, ফস, পলস।

নড়িলে চড়িলে কম্প :—এপিস, * আর্ণ, ** নক্স, পডো, ষ্ট্রামো।

গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা :—কার্ব্বো-এ, চেলিড, * সিনা, কক, ডিজি, * ইউপ-পার্ফো, ফেরি, কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, * মেনি, মার্ক, নক্স, রস, রোব, * ভিরাট।

অঙ্গবেদনা :—আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভেজি, চিন, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্প, লাইকো, পলস, রস, সিকেল, সিপি, সলফ।

ঘর্ম্ম।

প্রভূত :—৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘর্ম্মে বেদনার শান্তি :—* আর্ণ, বেল, ক্যালাড, চেলিড, * ল্যাক, ** ন্যাট মিউ, * নক্স, সিকেল।

বিরাম।

মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ :—* আর্ণ, * আর্স, ক্যাম্ফ, চিন, * ইউপ-পার্ফো, ফেরি, * ন্যাট-মিউ, * নক্স, পেট্রা, রস, সিপি।

এস্থলে লক্ষণের সমষ্টি ২৪। এবং লক্ষণে ঔষধের অধিক উল্লেখের সংখ্যা,—নক্স ২৩, ন্যাটমিউ ১৬, ইউপ-পার্ফো ১৪, আর্স ১৪, চিন...১০। সুতরাং এই রোগীর পক্ষে নক্স-ভমিকা ব্যবস্থেয়।

---

(২) দৃষ্টান্ত যথা:—ত্রিশবৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক চারিমাস যাবৎ পৈত্তিক সবিরাম জ্বরে ভোগিতেছিলেন। কুইনাইন ও ক্যালোমেল সেবন করা হইয়াছিল। কুইনাইন সেবনে জ্বরের প্রকৃতি চাপা পড়িয়াছিল

বটে কিন্তু তাহার অস্থিতে অবিরাম ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, অন্তরে অতিশয় উত্তাপ, পিপাসার আধিক্য, শ্রান্তি, শিরোঘূর্ণন, দুর্ব্বলতা, কার্য্য করিতে অশক্তি, রাত্রিতে সুনিদ্রার অভাব, ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল। অনন্তর একদিন অপরাহ্নে সহসা শিরোঘূর্ণন ও শীত উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইল। বমন হইতে লাগিল। বিদীর্ণ ও আকৃষ্টবৎ অস্থি-বেদনা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রোগিণী বলিতে লাগিলেন যে তাহার মস্তকে ও শিরার অভ্যন্তরে যেন অগ্নি স্থাপিত রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব; উৎকণ্ঠা; চক্ষুর জ্বালা ও আরক্ততা; অবিরত বমন; অত্যন্ত পিপাসা; দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শীতল, দুর্ব্বলকর, আঠা আঠা ঘর্ম্মের উদ্রেক; প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। অস্থি-বেদনা অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতে জ্বরকালীন ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করাতে তখনই বেদনার শান্তি জন্মিয়াছিল। অনন্তর জ্বরের বিরাম হইবার একটু পরেই আর্সেনিক ব্যবস্থা করাতে আর জ্বর ফিরিল না এবং তিনি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। বিশ্লেষণ যথা,— (১) শীত ও আন্তরিক উত্তাপ :—এনাক, আর্স, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো, হেলি, কালি, নক্স ভম, ফস, ফস-এসি, পলস, স্যাব, ষ্টান, সলফ, ভিরাট &c। (২) অপরাহ্নে জ্বর :—আর্স, নক্স-ভম, ফস, ফস-এসি, পলস, ষ্টান, সলফ, ভিরাট &c। (৩) শীতল, আঠা আঠা, দুর্ব্বলকর, ঘর্ম্ম :—আর্স, নক্স, ফস, ফস-এসি, ষ্টান &c। (৪) উত্তাপাবস্থায় পিপাসা :—আর্স, নক্স, ফস &c। (৫) অস্থিতে বিদীর্ণকর বেদনা :—আর্স। সুতরাং সকল লক্ষণ গুলিই আর্সেনিকে উৎপন্ন হয় বলিয়া আর্সেনিকই এস্থলে ঠিক ব্যবস্থেয় ঔষধ।

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ জ্বর-চিকিৎসা গ্রন্থ ও অন্যান্য চিকিৎসা গ্রন্থ অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের নূতন সংস্করণ সঙ্কলিত হইল। এ সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুল পরিমাণে নূতন উপাদান সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার কলেবর সমধিক পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণ, আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের কার্য্যকারিতা পরিবর্দ্ধিত হইয়া জ্বর-জর্জ্জরিত বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ উপকারে আসিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। আষাঢ়। ১৩০১।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এইক্ষণ জ্বররোগে এদেশে যেরূপ জর্জ্জরিত, বিশেষতঃ সুচিকিৎসক বিহীন পল্লীগ্রাম গুলি এই রোগ দ্বারা যে প্রকার প্রপীড়িত তাহাতে জ্বর-চিকিৎসা সম্বন্ধে ভদ্রলোক মাত্রেরই কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই মতের ঔষধ গুলি অতিশয় সুখ-সেব্য ও স্বল্প মূল্য। রোগের প্রথম উপক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে এবং পুরাতন রোগেও প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত ও ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় বিষয়ী-লোকদিগের হস্তেও এতদ্দ্বারা আশ্চার্য্য উপকার দর্শে। এই সকল কারণে আমার পরম সুহৃৎ পরদুঃখ-কাতর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ঘোষ আমাকে একখানি জ্বর-চিকিৎসা লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই অনুরোধে ও উপদেশে কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি এই জ্বর-চিকিৎসা সঙ্কলন করিয়াছি। এই পুস্তকে এতদ্দেশে সচরাচর যে সকল জ্বর হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ও চিকিৎসা, জ্বররোগে ব্যবহৃত ঔষধ সকলের বিস্তারিত লক্ষণ, এবং নাড়ী ও গাত্রতাপাদির পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি জ্বর চিকিৎসায় একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের কিয়ৎপরিমাণে উপকার দর্শিলেই পরিশ্রম সফল মনে করিব। আগষ্ট, ১৮৮২।

জ্বর-চিকিৎসার সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

জ্বর-চিকিৎসা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
।৶	১২	১০৩২	১০৩।
২	১৮	০২	-২।
৫	১৮	অর্দ্র	আর্দ্র।
৬	৩	জীবাণূ	জীবাণু।
৬	৪	ফুসফুস	ফুসফুসে।
৯	১৪	বোগের	রোগের লক্ষণ।
১১	১০	প্রত্যেহ	প্রত্যহ।
২১	১৩	গ্লানি	গ্লানি।
২২	৮	ডেণ	গ্রেণ।
২৫	১৭	আবেশ্যকীয়	আবশ্যক।
২৮	১৮	আমশয়িক	আমাশয়িক
২৮	২১	নাব্রীর	নাড়ীর।
৩৩	২৪	মসিননার	মসিনার।
৩৪	২০	১১৪হইতে ১৪০	১৪হইতে ৪০।
৩৭	১৮	টিউক্রিয়	টিউক্রিয়ম।
৩৮	৬	দিগেঘ	দিগের।
৩৮	১০	এব	এবং।
৪০	১৩	ধাকিলে	থাকিলে।
৫২	৭	আউওড	আইওড।
৬১	৭	তাপে	তাপ।
৬২	৪	লোকদিগকে	লোকদিগের।
৬২	২১	অগুম্নালিক	আগুলালিক।
৬৩	৪	শোণিত	শোণিতে।
৬৩	২৪	অত্যন্ত	অত্যন্ত।
৬৪	২৪	বাক	বাক্য।
৬৯	১৩	ব্যবস্থা	ব্যবস্থা করা।
৮৪	১৩	দিলও	দিলেও।

জ্বর-চিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই অস্বাভাবিক গাত্রোত্তাপ, দ্রুতনাড়ী, লেপাবৃত জিহ্বা, আমাশয়ের ক্রিয়াবিকার, স্বল্প ও আরক্ত মূত্র এবং অতিশয় পিপাসা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ প্রাদাহিক রোগে এবং উপঘাত প্রাপ্তির পরে জ্বর লক্ষণ অবস্থিতি করে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাধির সহিত সংসৃষ্ট না থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র রোগ স্বরূপ জ্বর প্রকাশ পায়। প্রতিশ্যায় বা অজীর্ণ অথবা ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন প্রকার বিষবৎ পদার্থ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া এইরূপ জ্বর উৎপন্ন হয়। এই শেষোক্ত প্রকারের জ্বর প্রধানতঃ দুই ভাগে * বিভক্ত যথা,—সবিরাম ও অবিরাম। তন্মধ্যে এতদ্দেশে যে গুলি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহারই বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইল।

জ্বর সহকারে পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে বসন্তজ্বর বা মোহজ্বর; শিরঃপীড়া ও অতিসার থাকিলে সন্নিপাত জ্বর; মস্তকে সর্দ্দি থাকিলে হামজ্বর; এবং অতিশয় শিরঃপীড়া থাকিলে মোহজ্বর সন্দেহ করা যাইতে পারে।

জ্বরে গাত্রতাপ ১০৩ তাপাংশ হইলে ঈষৎ উগ্র; ১০৪ তাপাংশ হইলে উগ্র; ১০৫ তাপাংশ হইলে অতিশয় উগ্র; ১০৬ তাপাংশ হইলে সঙ্কটজনক; এবং ১০৭ তাপাংশ হইলে সাধারণতঃ সাংঘাতিক জ্বর বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গ, বয়ঃক্রম, ধাতু, প্রকৃতি ও জাতি অনুসারে জ্বরের প্রকৃতির তারতম্য জন্মে।

---

*কেহ কেহ পূতিবাষ্পজ বা ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, সন্তত জ্বর, (একজ্বর) ও স্ফোটজ্বর এই তিন ভাগে জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন।

সবিরামজ্বর।

(ক) পূতিবাষ্পজ-জ্বর-ম্যালেরিয়স ফিভারস।

(১) বিষমজ্বর † ইণ্টারমিটেণ্ট ফিভার।

যে দেশে অধিক পরিমাণ অনূপভূমি ও পয়ঃপ্রণালীবিহীন পলিভূমি আছে সেই দেশেই বিষমজ্বর ও স্বল্প বিরামজ্বর বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। ভূমি যতই কর্ষিত ও পরিশুষ্ক হয় এবং পয়ঃপ্রণালীর যতই আধিক্য জন্মে ততই এই সকল রোগ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

বিষমজ্বর পর্য্যায়ক্রমে শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থাবিশিষ্ট এক প্রকার মুক্তাহ্ন-ষঙ্গী জ্বর। এই জ্বর শীত হইয়া আরম্ভ হয় ও ঘর্ম্ম হইয়া বিরাম পায় এবং কিয়ৎকাল বিরামের পরে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। কিছুকাল সম্যক বিরামের পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে বিষমজ্বর, সবিরামজ্বর, বা সপর্য্যায় জ্বর বলে। জ্বরের উষ্ণাবস্থাকে প্রকোপকাল এবং বিচ্ছেদ অবস্থাকে বিরামকাল কহা যায়।

সকল প্রকার বিষমজ্বরেরই এই বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হয় যে জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় যখন রোগী শীতানুভব করিতে থাকে, তখন সহসা দ্রুতবেগে শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় এবং জ্বরের শেষ অবস্থায় বিরামকাল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই শারীরিক উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিষমজ্বরে গাত্রতাপ ১০৫।১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়; এবং সময়ে সময়ে ১০ মিনিটে °২ ডিগ্রী করিয়া বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

প্রকারভেদ।—বিষমজ্বর অন্যেদ্যুষ্ক (ঐকাহিক), তৃতীয়ক (দ্ব্যাহিক) ও চতুর্থক (ত্র্যাহিক) প্রধানতঃ এই তিন প্রকারে বিভক্ত। ঐকাহিক (কোটিডিয়ান) ২৪ ঘণ্টা অন্তর প্রতিদিন একবার প্রকাশ পায় এবং উষ্ণ-

---

† নিদানোক্ত বিষমজ্বর ভাষায় সবিরামজ্বর, সপর্য্যায়জ্বর, পালাজ্বর, ও কম্পজ্বর নামে সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রধান দেশে বসন্তকালেই অধিক উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে এই জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়। ইহাতে শীত কম ও তাপ অধিক থাকে। তৃতীয়ক (টার্শিয়ান) জ্বর ৪৮ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ এক দিবস পরে এক দিবস মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ পায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে এবং শিশু, যুবক, ও শোণিত-প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে বসন্ত ও বর্ষাকালে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয়। চতুর্থক (কোয়ার্টান) জ্বর ৭২ ঘণ্টা অন্তর প্রায়ই শরৎ ও হেমন্তকালে অপরাহ্নে উপস্থিত হয়। বিষমজ্বর প্রত্যহ দুইবার প্রকাশ পাইলে উহাকে দোকালীনজ্বর বলে। প্রতিদিন জ্বরারম্ভের সময় আগুয়াইয়া আসিলে অগ্রগামী বা এণ্টিসিপেটিং এবং পিছাইয়া পড়িলে পশ্চাদ্গামী বা রিটার্ডিং জ্বর বলে। জ্বরের পশ্চাদ্গামিত্ব সুলক্ষণ, ইহাতে জ্বর শীঘ্র আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা; অগ্রগামিত্ব দুর্লক্ষণ, ইহাতে সবিরামজ্বরের এক-জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল জ্বরের শীতাবস্থা যতই দীর্ঘ থাকে, জ্বরের ভোগকাল ততই সংক্ষিপ্ত হয়।

যে সকল ব্যক্তি পূতিবাষ্প (ম্যালেরিয়া) প্রধান স্থানে বাস করে তাহাদের শারীরিক উত্তাপ-উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষীণতা জন্মে এবং অনায়াসে ঋতু-পরিবর্ত্তন সহ্য হয় না; সুতরাং যে সকল শারীরিক ক্রিয়াদ্বারা শরীর-গত পূতিবাষ্প নিঃসারিত হয়, তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে এবং পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়। জ্বরের শীতাবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ প্লীহা, যকৃৎ, অন্ত্র ও সময়ে সময়ে বৃক্ককের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্মে। রোগীর বর্ণ মলিন, অঙ্গ কৃশ, উদর স্ফীত ও কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। প্লীহা সবিশেষ বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্লীহা আরোগ্য না হইলে প্রায়ই জ্বর আরোগ্য হয় না। যত দিন প্লীহা বিবর্দ্ধিত থাকে, ততদিন বারংবার জ্বর প্রকাশ পায়। বিষমজ্বরের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত শরীর একরূপ দুর্ব্বল থাকে, যে সামান্য কারণে পুনরায় জ্বর হইতে পারে। বিষমজ্বর স্থান বিশেষে বা দেশ বিশেষে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে স্থানিক (এণ্ডেমিক) রোগ কহে।

কারণ।—ম্যালেরিয়া বা পূতিবাষ্প অর্থাৎ একপ্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম বিষবৎ পদার্থ এই রোগের উদ্দীপক কারণ। শ্রান্তি, অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ, অপর্য্যাপ্ত বা অনুপযুক্ত আহার, অমিতাচার, নিশা-বায়ু এবং বিষম-

জ্বরের পুর্ব্বাক্রমণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। কিন্তু এই ম্যালেরিয়া যে কি, আজিও তাহার সর্ব্বসম্মত সুনিশ্চিত মীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে স্থান বিশেষে কতকগুলি পর্য্যায়শীল রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সেই সকল স্থান হইতে একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া এই সমস্ত রোগ জন্মে। এই বাষ্পই ম্যালেরিয়া বা পূতিবাষ্প নামে অভিহিত হইয়াছে। নদীর আর্দ্র কুল-ভূমি, পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নস্থ নিবিড় বন, সাময়িক জলপ্লাবনাধীন স্থান, অনূপ-ভূমি এবং জল-সিক্ত নিম্নস্তর বিশিষ্ট শুষ্ক বালুকাময় অনুর্ব্বর প্রদেশ ম্যালেরিয়ার আবাস ভূমি। গলিত উদ্ভিদ হইতেই যে কেবল ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হয় ইহা সত্য নহে। সিক্ত ভূমি শুষ্ক হইবার সময় উহা হইতেও ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল স্থান বৎসরের কোন সময় কেবল জলসিক্ত হয় সময়ান্তরে তাহা স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যে স্থানের নিম্নস্তর নিরন্তর আর্দ্র, সেই স্থান কখনই সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না বলিয়া সর্ব্বদাই অস্বাস্থ্যকর থাকে।

মৌসুমি বায়ুর (মনসুন) অব্যবহিত পরে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে যখন আর্দ্রভূমি শুষ্ক হইতে থাকে, তখনই অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়। এই অদৃশ্য পদার্থ বায়ুতে ভাসমান থাকিয়া বিচরণ করে। ভূ-পৃষ্ঠে বাস বা শয়ন করিলে যত ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর উৎপন্ন হয় একটু উচ্চস্থানে বা গৃহের উপরি তলে থাকিলে তত হয় না বলিয়া ম্যালেরিয়া বায়ু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু বলিয়া বোধ হয়। রাত্রিকালেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাদুর্ভাব। যেহেতু নিশাবায়ু সেবনেই পূতি বাষ্পজ রোগ অধিক জন্মে। বায়ু কর্ত্তৃক এই বাষ্প এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হয়; সুতরাং অনুপভূমি বা পূতি বাষ্পময় স্থানের মধ্যদিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যাহারা সেই বায়ুর বিপরীত দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করে তাহারা নিশ্বাস দ্বারা অধিক পরিমাণে ঐ বাষ্প গ্রহণ করে সুতরাং সত্বর জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বায়ুর পশ্চাৎ দিকে ম্যালেরিয়া দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট জন্মে না। যে স্থান হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় সেই স্থান ও মনুষ্যের আবাস ভূমির মধ্যে বৃক্ষ শ্রেণী থাকিলে তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া বিনষ্ট অথবা উহার গতি প্রতিরুদ্ধ হয়। অগ্নির উত্তাপেও ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়, অতএব

ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে রাত্রিতে প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে উপকার দর্শে। কেহ কেহ বলেন, ইউকালিপ্টস বৃক্ষ, সূর্য্যমুখী ফুল ও তুলসী ম্যালেরিয়া নাশক। বাটীতে উহাদের বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া দ্বারা অপকার জন্মে না।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কয়েকটী নির্দ্ধারিত নিয়ম দৃষ্ট হয়, যথাঃ—(১) নিম্ন ও আর্দ্র স্থানেই ম্যালেরিয়ার সমধিক প্রাবল্য দেখা যায়। (২) ৬০ তাপাংশের নীচে ইহা প্রায় বিকসিত হয় না। (৩) ৩২ তাপাংশ উত্তাপে ইহার প্রবল কার্য্যকারিতা প্রতিরুদ্ধ হয়। (৪) বিষুবরেখা ও সমুদ্রকূলের নিকটেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য দেখা যায়। (৫) নিবিড় বৃক্ষ-পত্রে ম্যালেরিয়া সংগৃহীত ও উহার গতি সংরুদ্ধ হয়। (৬) বায়ু সহকারে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। (৭) যেখানে ম্যালেরিয়া নাই সে স্থানেও পতিত ভূমি কর্ষণ, রেলওয়ের রাস্তা নির্ম্মাণ ও খালাদি খনন করাতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইতে পারে। (৮) অভিজ্ঞতা দ্বারাই কেবল ম্যালেরিয়ার বিদ্যমানতা জানা যায়। (৯) জলরাশি ম্যালেরিয়া আকর্ষণ ও পরিশোষণ করে। (১০) ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশ সকল যতই পরিষ্কৃত ও অধ্যুষিত হয় ততই ম্যালেরিয়া জনিত পর্য্যায় জ্বর বিলুপ্ত হইতে থাকে। কেবল যে গলিত উদ্ভিদ ও অনাবৃত সজল ভূমি হইতেই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়, এমন নহে। গৃহের অভ্যন্তর ভাগ আর্দ্র থাকিলে অথবা গৃহের নিম্নদেশ বা নিকট দিয়া পয়ঃ প্রণালী থাকিলেও বায়ু দূষিত হইয়া বিবিধ প্রকার পূতিবাষ্পজ রোগ উৎপন্ন করে।

ম্যালেরিয়া-জ্বরের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে এক প্রকার কীটাণু হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। পূতিবাষ্পাদিতে এই কীটাণু বাস করে। চক্ষুর অগোচর অনুবীক্ষণ-দৃষ্ট এক জাতীয় জীবাণুকে ব্যাকটিরিয়া বলে। এই জীবাণু পরাঙ্গপুষ্ট অর্থাৎ অপর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিসূচিকাদি ব্যাপক ও সংক্রামক রোগ সকল এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণু হইতেই সমুৎপন্ন হয়। এই জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সংক্রামক রোগ সম্ভূত হয়। প্রথমে জল বায়ু বাষ্পাদি সহযোগে এই সকল জীবাণুর বীজ প্রাণী-

দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় কিছু কাল পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের বিকার জন্মায় ও রোগ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস এই জাতীয় একপ্রকার জীবাণু রক্তে ইহাদের অবস্থিতি বশতই ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু বা কীটাণু নিশ্বাস দ্বারা ফুসফুস অথবা পানাহার সহযোগে উদরে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প কাল মধ্যে বিখণ্ডিত, বিবর্দ্ধিত ও সংখ্যাতীত হইয়া পড়ে এবং রক্তে ও প্লীহাদি-যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে জ্বর-কগ্ন ব্যক্তির মূত্রে ও ঘর্ম্মে ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস নামক জীবাণু দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের মৃত্তিকা ও বায়ুতেও এই সকল জীবাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শোণিতে প্রবিষ্ট করিলে ম্যালেরিয়া বিষ-দূষিত রোগীর ন্যায় লক্ষণ এবং পর্য্যায় জ্বর ও প্লীহার বিবৃদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

গৃহীত ম্যালেরিয়ার পরিমাণ এবং রোগীর স্বাস্থ্য ও বলানুসারে রোগের উগ্রতার তারতম্য জন্মে। অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিলেই প্রবল স্বল্প-বিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন সংযত আকারে অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর প্রকাশ না পাইয়া হিমাঙ্গের ন্যায় এক প্রকার অবস্থা জন্মে এবং উহাতে কতিপয় ঘটিকার মধ্যেই রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রভাব বশতঃ সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া এরূপ ঘটে। ইহাকেই দূষিত বিষমজ্বর বলে। পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরস্থ হয়, যে শিরঃপীড়া, গ্লানি বা উদরাময় ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াই উহার বিষক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতদ্দ্বারা রক্তাতিসার বা শিরঃশূল জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষ গ্রহণ সময়ে শরীরের যে যন্ত্রের ক্ষীণতা থাকে তাহাতেই উহার ক্রিয়া সহজে প্রকাশ পায়। অমিতাচারী, ক্ষীণবল ও গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিরা যে পরিমাণ ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের তাহাতে তত অপকার জন্মে না।

এই বিষ একবার মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে এতদ্দ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে পুনর্ব্বার ম্যালেরিয়া গ্রহণ ব্যতীতও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কয়েক মাস বা

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের এমন একপ্রকার অবস্থা থাকিয়া যায়, যে সামান্য কারণে অর্থাৎ সর্দ্দি বা রৌদ্র লাগাইলে, আহারের অত্যাচারে বা আর্দ্র বস্ত্র ধারণ করিলে কিম্বা সিক্তপদে অধিকক্ষণ থাকিলে পুনর্ব্বার জ্বর উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ পূর্ব্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ সাধারণতঃ বিষগ্রহণের চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, জৃম্ভণ (হাইতোলা); অঙ্গ-মর্দ্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), এবং আমাশয়ে একপ্রকার যাতনা; কখন কখন বা জঙ্ঘা, পৃষ্ঠ বা কটিদেশে বেদনা বা গ্লানি, অথবা চক্ষু ও করতলে দাহ, কর্ণে শব্দ, কিম্বা সামান্য শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। অনন্তর (১) সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশে শীতানুভব; মুখমণ্ডল ও অঙ্গুলী সঙ্কুচিত এবং ত্বক্ রোমাঞ্চিত হয়। তৎপরে কম্প ও দন্ত-ঘর্ষ জন্মে। সময়ে সময়ে পূর্ব্ববর্ণিত পূর্ব্বরূপাবস্থার লক্ষণ গুলি উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই শীত ও কম্প প্রকাশিত হয়। কম্প সহকারে নাসাগ্র ও ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নিশ্বাস দ্রুত, নাড়ী বেগবতী, জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক হয়। এবং পৃষ্ঠ, কটি ও অঙ্গে প্রবল বেদনা থাকে। *ইহাকেই বিষম জ্বরের শীতাবস্থা বলে। এক্ষণ রোগীর শীতানুভব সত্ত্বেও* কক্ষতলে তাপমান-প্রয়োগে তাহার গাত্র-তাপ বিবর্দ্ধিত ও হস্তপদাদির তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্ট হয়। ম্যালেরিয়ার বিষক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইলেই অন্যান্য অবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যে যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার জনিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে শিরঃপীড়া, শিরোগৌরব, নিদ্রাবেশ, প্রলাপ ও কর্ণনাদ; ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে বক্ষঃস্থল ভার, ঘনশ্বাস ও নাড়ীর ক্ষীণতা; এবং আমাশয়, যকৃৎ বা অন্ত্রে রক্তসঞ্চিত হইলে বমন, বিবমিষা, পিত্তের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। শীতাবস্থা অবসানের প্রাক্কালে শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বহির্ভাগে শীতলতা অনুভূত হয়। অনন্তর অর্দ্ধ ঘটিকা হইতে তিন চারি ঘটিকার মধ্যে শীত ও কম্প হ্রাস পড়ে এবং দ্বিতীয় বা উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হয়। কাহার কাহার একেবারেই শীতাবস্থা প্রকাশ পায়না। শীতের পরিবর্ত্তে অত্যন্ত স্নায়বীয়তা, আমাশয়ে বেদনা,

দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় কিছু কাল পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের বিকার জন্মায় ও রোগ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস এই জাতীয় একপ্রকার জীবাণু রক্তে ইহাদের অবস্থিতি বশতই ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু বা কীটাণু নিশ্বাস দ্বারা ফুসফুস অথবা পানাহার সহযোগে উদরে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প কাল মধ্যে বিখণ্ডিত, বিবর্দ্ধিত ও সংখ্যাতীত হইয়া পড়ে এবং রক্তে ও প্লীহাদি-যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে জ্বর-রুগ্ন ব্যক্তির মূত্রে ও ঘর্ম্মে ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস নামক জীবাণু দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের মৃত্তিকা ও বায়ুতেও এই সকল জীবাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শোণিতে প্রবিষ্ট করিলে ম্যালেরিয়া বিষ-দূষিত রোগীর ন্যায় লক্ষণ এবং পর্য্যায় জ্বর ও প্লীহার বিবৃদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

গৃহীত ম্যালেরিয়ার পরিমাণ এবং রোগীর স্বাস্থ্য ও বলানুসারে রোগের উগ্রতার তারতম্য জন্মে। অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিলেই প্রবল স্বল্প-বিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন সংযত আকারে অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর প্রকাশ না পাইয়া হিমাঙ্গের ন্যায় এক প্রকার অবস্থা জন্মে এবং উহাতে কতিপয় ঘটিকার মধ্যেই রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রভাব বশতঃ সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া এরূপ ঘটে। ইহাকেই দূষিত বিষমজ্বর বলে। পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরস্থ হয়, যে শিরঃপীড়া, গ্লানি বা উদরাময় ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াই উহার বিষক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতদ্দ্বারা রক্তাতিসার বা শিরঃশূল জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষ গ্রহণ সময়ে শরীরের যে যন্ত্রের ক্ষীণতা থাকে তাহাতেই উহার ক্রিয়া সহজে প্রকাশ পায়। অমিতাচারী, ক্ষীণবল ও গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিরা যে পরিমাণ ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের তাহাতে তত অপকার জন্মে না।

এই বিষ একবার মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে এতদ্দ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে পুনর্ব্বার ম্যালেরিয়া গ্রহণ ব্যতীতও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কয়েক মাস বা

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের এমন একপ্রকার অবস্থা থাকিয়া যায়,যে সামান্য কারণে অর্থাৎ সর্দ্দি বা রৌদ্র লাগাইলে, আহারের অত্যাচারে বা আর্দ্র বস্ত্র ধারণ করিলে কিম্বা সিক্তপদে অধিকক্ষণ থাকিলে পুনর্ব্বার জ্বর উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ পূর্ব্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ সাধারণতঃ বিষগ্রহণের চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, জৃম্ভণ (হাইতোলা); অঙ্গ-মর্দ্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), এবং আমাশয়ে একপ্রকার যাতনা; কখন কখন বা জঙ্ঘা, পৃষ্ঠ বা কটিদেশে বেদনা বা গ্লানি,অথবা চক্ষু ও করতলে দাহ, কর্ণে শব্দ, কিম্বা সামান্য শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। অনন্তর (১) সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশে শীতানুভব; মুখমণ্ডল ও অঙ্গুলী সঙ্কুচিত এবং ত্বক্ রোমাঞ্চিত হয়। তৎপরে কম্প ও দন্ত-ঘর্ষ জন্মে। সময়ে সময়ে পূর্ব্ববর্ণিত পূর্ব্বরূপাবস্থার লক্ষণ গুলি উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই শীত ও কম্প প্রকাশিত হয়। কম্প সহকারে নাসাগ্র ও ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নিশ্বাস দ্রুত, নাড়ী বেগবতী, জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক হয়। এবং পৃষ্ঠ, কটি ও অঙ্গে প্রবল বেদনা থাকে। ইহাকেই বিষমজ্বরের শীতাবস্থা বলে। এক্ষণ রোগীর শীতানুভব সত্বেও কক্ষতলে তাপমান-প্রযোগে তাহার গাত্র-তাপ বিবর্দ্ধিত ও হস্তপদাদির তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্ট হয়। ম্যালেরিয়ার বিষক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইলেই অন্যান্য অবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যে যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার জনিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে শিরঃপীড়া, শিরোগৌরব, নিদ্রাবেশ, প্রলাপ ও কর্ণনাদ; ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে বক্ষঃস্থল ভার,ঘনশ্বাস ও নাড়ীর ক্ষীণতা; এবং আমাশয়, যকৃৎ বা অন্ত্রে রক্তসঞ্চিত হইলে বমন, বিবমিষা,পিত্তের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। শীতাবস্থা অবসানের প্রাক্কালে শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বহির্ভাগে শীতলতা অনুভূত হয়। অনন্তর অর্দ্ধ ঘটিকা হইতে তিন চারি ঘটিকার মধ্যে শীত ও কম্প হ্রাস পড়ে এবং দ্বিতীয় বা উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হয়। কাহার কাহার একেবারেই শীতাবস্থা প্রকাশ পায়না। শীতের পরিবর্ত্তে অত্যন্ত স্নায়বীয়তা, আমাশয়ে বেদনা,

অবিরত বমন, অথবা তন্দ্রা-দোষ জন্মে। শিশুদিগের শীতাবস্থায় কখন কখন আক্ষেপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উষ্ণাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে দাহ প্রকাশ পায়। অনন্তর রোগীর মুখমণ্ডলের আরক্ততা, নাড়ীর বেগের দ্রুততা, কপাল-প্রান্তের শিরাস্পন্দন, উগ্রতা, অস্থিরতা ও অতিশয় পিপাসা জন্মে। শীত ও উষ্ণাবস্থায় রোগী বারম্বার অল্প, তীব্র ও জ্বালাকরমূত্র পরিত্যাগ করে। উষ্ণাবস্থায় গাত্রতাপ সাধারণতঃ ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী হইয়া উঠে। এই অবস্থা তিন হইতে আট ঘটিকা অবস্থিতি করে। (৩) অবশেষে তৃতীয় বা ঘর্ম্মাবস্থা উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ গ্রীবা ও মুখমণ্ডলে, অনন্তর সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম হয়। দাহ, পিপাসা, শিরঃপীড়া ও অস্থিরতাদির বিরতি জন্মে। এইক্ষণে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হইয়া উঠে। রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে; এবং সচরাচর নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ঘর্ম্মাবস্থা গড়ে তিন চারি ঘণ্টা থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায় কখন কখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বা স্তব্ধতা বশতঃ সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত অথবা অকস্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে। (৪) ঘর্ম্মাবস্থার অবসানে জ্বর ছাড়িয়া বিরামাবস্থা উপস্থিত হয়। বিরামাবস্থায় ভিন্নভিন্ন রোগীর ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহার কাহার কেবল দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না। কোন কোন রোগীর দুর্ব্বলতা, অগ্নি-মান্দ্য ও অন্যান্য ক্রিয়া-বিকার দেখা যায়। বিষম জ্বরের ভোগ কাল গড়ে ছয়ঘণ্টা, কিন্তু কখন কখন তদপেক্ষা অল্প বা অধিক দৃষ্ট হয়।

বিষমজ্বরের আক্রমণ কালে তাপমান দ্বারা শরীর-তাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহা স্বাভাবিক পরিমাণ ৯৮·৪ অংশ হইতে ১০৫ বা ১০৬ অংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই জ্বরের আবেশ আরম্ভ হইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্ব্বেই শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রোগ অন্তর্হিত হইবার কয়েক দিন পরেও এই প্রকার শারীরিক তাপের বর্দ্ধিত ভাব দেখা যাইতে পারে। রোগান্তে যতদিন গাত্রতাপের এরূপ অবস্থা থাকে, ততদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগ-মুক্ত হয় নাই মনে করা উচিত।

যদিও প্রকৃত বিষমজ্বরে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত বিদ্যমান থাকে; কিন্তু সচরাচর, বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রমণের পরে ইহার বিস্তর ব্যতিক্রম দৃষ্ট

হয়। কখন এরূপ ঘটে যে, শীতাবস্থা আর প্রকাশ পায়না অথবা অতি অল্প প্রকাশ পায় এবং কম্প ব্যতীত কেবল উষ্ণাবস্থা উপস্থিত হয়। অথব পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের কোন কোন অবস্থা একবারেই অবর্ত্তমান থাকে। এই রোগে প্রায়ই প্লীহা ও যকৃতাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্র পীড়িত হইয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রের বিকৃতি ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা উঁহাদের রুগ্নাবস্থা নিরূপণ করা যায়। অনেকানেক রোগীর শিরোলক্ষণ জন্মে এবং জ্বরের প্রকোপ কালে, বিশেষতঃ উষ্ণাবস্থায় বিলক্ষণ প্রলাপ উপস্থিত হয়। কাহারঁ কাহারও আমাশয়িক উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং অবিরত দুর্নিবার বমন হইতে থাকে, আহার ঔষধ কিছুই আমাশয়ে থাকে না।

পরিণাম।—ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বর অনেকদিন থাকিলে প্রায়ই রক্ত-স্বল্পতা বা এনিমিয়া, প্লীহা যকৃতের রুগ্নতা, দেহের শীর্ণতা, শোথ, শীতাদ, ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকার, উদরাময় ও রক্তাতিসারাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বিনির্ণয়।—বিষম জ্বরের বিরামকালে রোগের সকল সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। স্বল্প-বিরামজ্বরে জ্বরের সম্যক বিরাম জন্মে না, রোগ লক্ষণ কিয়ৎকাল কেবল মগ্নাবস্থায় থাকে। বালকদিগের বিষমজ্বর প্রায়ই স্বল্প-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মার বিলেপী জ্বর ও গভীর-মূল ব্রণ-শোথের পূযোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী জ্বর হইতে ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বর পৃথক করা বিশেষ কঠিন নহে। যক্ষ্মার জ্বর ও ব্রণ-শোথের জ্বরে যক্ষ্মা ও ব্রণ-শোথের অন্যান্য যে সকল লক্ষণ থাকে ম্যালেরিয়ার জ্বরে তাহা থাকে না।

অতিরিক্ত কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবন বশতঃও কখন কখন ম্যালেরিয়ার লক্ষণের ন্যায় কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। উহা কুইনাইনের বিষ-ক্রিয়ার ফল, বাস্তবিক জ্বর নহে। উহাকে ডম-এগিউ বা জীর্ণ জ্বর বলা যায়। সামান্যতঃ অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত "ঘুষ ঘুষে" জ্বরও বলে।

প্রজ্ঞান।—সামান্য সবিরাম জ্বর সাংঘাতিক নহে। তবে প্লীহা-যকৃতের বিবৃদ্ধি, শোথ, উদরাময় ও মুখ-ক্ষতাদি উপসর্গ বিলক্ষণ গুরুতর। তৃতীয়ক জ্বর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য; চতুর্থক দুরারোগ্য; ঐকাহিক সমধিক

সঙ্কটাপন্ন। অগ্রগামী জ্বর রোগের বৃদ্ধি ও পশ্চাদ্গামী জ্বর জ্বরের হ্রাস জ্ঞাপক।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিমতে বিষম-জ্বরের চিকিৎসা তত সহজ নহে। চিকিৎসকের ভৈষজ্যতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ঔষধ নিরূপণে সমধিক পারদর্শিতা না থাকিলে এই জ্বর চিকিৎসায় সত্বর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। চিকিৎসার প্রথমে রোগীর সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ গুলি অর্থাৎ জ্বরের ভোগ ও বিরাম কালে প্রকাশিত, সকল অবস্থায় অভিব্যক্ত, লক্ষণ-সমষ্টি অতি সাবধানে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সংগৃহীত লক্ষণ সমষ্টির ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচন করা বিধেয়। ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচিত ও প্রযোজিত না হইলে অবিলম্বে ও নিশ্চিতরূপে জ্বর আরোগ্য হয় না। সদৃশ ঔষধ স্থিরীকৃত হইলে সাধারণতঃ তরুণ রোগে তাহার নিম্নক্রম ও পুরাতন রোগে উচ্চক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর নিম্ন ক্রমে উপকার না দর্শিলে উচ্চক্রম, ও উচ্চক্রমে উপকার না দর্শিলে নিম্ন ক্রমও ব্যবহৃত হয়। ক্রম সম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম হইতে পারে না। ইহা প্রত্যেক চিকিৎসকের নিজের ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করে। সবিরাম জ্বরে জ্বরের বিরাম-কালই ঔষধ প্রয়োগের সুসময়, তখন শরীর অপেক্ষাকৃত উপদ্রবশূন্য থাকে বলিয়া ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপে প্রকাশ পায়। বিরামকালে যথাবিহিত ঔষধ ব্যবহারের পর জ্বরের যদি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় অর্থাৎ জ্বর যদি অগ্রগামী ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, অথবা পশ্চাদ্গামী ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় তবে প্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়া হইতেছে জানিতে হইবে, তখন অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সেই ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মান উচিত নহে। জ্বরের আর এক আক্রমণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। ফলতঃ কি নূতন, কি পুরাতন কোন রোগেই, কোন ঔষধ প্রয়োগের পর রোগের সুস্পষ্ট বা ক্রমাগত উৎকর্ষ দৃষ্ট হইলে অন্য কোন ঔষধ বা সেই ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ বিহিত নহে। (মৎকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে মাত্রা ও ক্রম-বিচার দ্রষ্টব্য)।

যদিও বিরাম কালই ঔষধ প্রয়োগের উপযুক্ত সময় বটে, কিন্তু জ্বর-কালেও কোন কোন লক্ষণের অতিশয় প্রাবল্য থাকিলে ও নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে রোগীর যন্ত্রণার উপশমার্থ বিশেষ বিশেষ লক্ষণে বিশেষ বিশেষ ঔষধ

ব্যবহৃত হয়। শীতের আতিশয্যে কাম্ফর, ভিরেট্রম, বা চায়না ব্যবস্থা করিলে শীতভোগ অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়ে। দাহাবস্থায় অতিশয় অস্থিরতা, পিপাসা ও আকুলতা থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থেয়; শিরোবেদনা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য। অধিক বমন হইলে ইপিকাক; ঘর্ম্মাবস্থার প্রাবল্যে ফস ফরিক এসিড; ও অবসন্নকর অতিঘর্ম্মে আর্স, কার্ব্বো, ইপি; এবং গাত্র-বেদনার আধিক্যে ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম দেওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ডিকিন্সন অল্পকালীন অমুৎকট জ্বরে জেলসিমিনম এবং উৎকট বা দূষিত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহার করিয়া থাকেন। শীতাবস্থার প্রারম্ভ হইতে দাহাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসক দিগের ফিভার মিকশ্চারের ন্যায় এক এক ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা জেলসিমিনম প্রয়োগ করেন এবং তিনি মনে করেন যে এতদ্দ্বারা অধিকাংশ রোগীর জ্বরের ভোগকালের খর্ব্বতা, তীব্রতার লঘুতা এবং আনুষঙ্গিক শিরঃপীড়া ও গাত্র-বেদনার স্বল্পতা জন্মে। ম্যালেরিয়া বিষের বিশেষ আধিক্য না থাকিলে এতদ্দ্বারাই জ্বর সত্বর আরোগ্য হয়। তীব্র শীত, তৎসহ অতিশয় অবসন্নতা, মুখমণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণ, তৎপরে উগ্র উত্তাপ, পূর্ণ কঠিন নাড়ী, গ্রীবার ধমনীর দপদপ, ও রক্তবহা নাড়ীর অতিশয় উত্তেজনা লক্ষণে; সংক্ষেপতঃ দূষিত বা রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় আক্রমণে তিনি ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিমতে বিষম জ্বরের চিকিৎসায় নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয়; (১) কুইনাইন, আর্সেনিকম, চায়না, ইউপেটোরিয়ম, ইগ্নেশিয়া, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, লোবেলিয়া, ন্যাট্রম-মিউর, নক্স-ভমিকা, পলসেটিলা, রসটক্স, সলফার, ভিরেট্রম; (২) একোনাইট, ইসকিউলস, এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া, ক্যাপসিকম, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, ক্যামোমিলা, সিনা, ফিরম, জেলসিমিনম, লেপ্টাণ্ড্রা, ওপিয়ম, পডোফিলম, টার্টার-এমেটিক; (৩) এলিট্রিস, এপোসাইনম, ক্যান্থেরিস, কক্কিউলস, কফি, কর্ণস ফ্লোরিডা, ড্রসিরা, হিপার, হাইড্রাষ্টিস, হাইওসায়েমাস, ল্যাক্‌টিকো পোডিয়ম, মারকিউরিয়স, মেনিয়াম্থিস, মেজেরিয়ম নক্স-মস্কেটা, স্যাবাডিলা, সাম্বুকস, সাইমেক্স, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ষ্ট্রামোনিয়ম,

থুজা, ভেলেরিয়ান, (৪) ইলাটেরিয়ম, এঙ্গুষ্টারা, কাক্টস, চেলিডোনিয়ম, সিমিসিফুগা, আমোনিয়ম-মিউর, এনাকার্ডিয়ম, চিনাফাইনা, কুপ্রম, ডিজিটেলিস, হেলিবোরস, কালী-কার্ব্ব, মসকবাস, টাবাকিকম, ভিরেট্রম-ভিরিডি; (৫) আর্সেনিয়েট-অভ-কুইনাইন, আরেণিয়া ডায়েডিমা, আলষ্টোনিয়া, কাঙ্কালাগুয়া, সিড্রন, পলিপোরস, ইউক্যালিপ্টস, কিউরেয়ার। ইহার মধ্যে সিঙ্কোনা, সিঙ্কোনা-সলফেট বা কুইনাইন, আর্সেনিকম, নক্সভমিকা, ইপিকাক, নাট্রম-মিউর, ব্রাইওনিয়া, ও ইউপেটোরিয়ম সর্ব্বপ্রধান। এপিস, আরেণিয়া, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, কাক্টস, কাঙ্কালাগুয়া, কাপ্সিকম, সিড্রন, সাইমেক্স, কিউরেয়ার, ল্যাকেসিস, ইউকালিপ্টস, লোবেলিয়া, লাইকোপোডিয়ম, পলসেটিলা, ষ্ট্রামোনিয়ম দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যান্য ঔষধগুলি কোন কোন রোগীর পক্ষে উপযোগী। বাস্তবিক রোগীর লক্ষণ সমষ্টি লিখিয়া লইয়া ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সহিত যত্ন পূর্ব্বক তুলনা করিয়া ঠিক সদৃশ ঔষধ নিরূপিত হইলে সে ঔষধ যে শ্রেণীর অন্তর্গত কেন নাহউক তাহাই সেই রোগীর পক্ষে প্রকৃত ও প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করা উচিত।

কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বরের মূলকারণ ম্যালেরিয়াব্যাসিলি নামক জীবাণু বিনষ্ট হয়। এই জন্য কুইনাইন এই জ্বরের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং জ্বরের বিরামকালে সচরাচর ইহাই প্রয়োজিত হয়। কিন্তু সকল রোগীর পক্ষে কুইনাইন উপযোগী হয় না। বাস্তবিকও বিষম জ্বরে নির্ব্বিশেষে কুইনাইন ব্যবহার সুম-মত সঙ্গত নহে। এলোপ্যাথেরাই কুইনাইন জ্বরের অমোঘ ঔষধ মনে করেন এবং সকল প্রকার সবিরাম জ্বরেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। রোগ ও রোগীর বিশেষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অনেক স্থলেই ঔষধের অপপ্রয়োগ হয়। ঔষধের অপপ্রয়োগ হইলেই অনিষ্ট ঘটে। বিষমজ্বরে সজ্বর ও বিজ্বর অবস্থার সমগ্র লক্ষণের সহিত ঔষধের সাদৃশ্য দেখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। বিরামকালে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে অবশ্যই কুইনাইন ১দ ক্রম বা মূল দুই তিন গ্রেণ (১ বা ১৷৹রতি) মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক কুইনাইনের পরিবর্ত্তে চায়না ১দ ব্যবহার করেন। জ্বর সম্যক বিরত হইলেও একপক্ষ পর্য্যন্ত জ্বরের নির্দ্ধা-

ব্রিত দিনে অল্প পরিমাণে এক এক মাত্রা কুইনাইন সেবন করান কর্ত্তব্য। কেননা ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ একেবারে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করাইয়া সহসা জ্বর বন্ধ করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে প্রায়ই কিছুদিন পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায়। কখন কখন কুইনাইন দ্বারাও তরুণ জ্বর আরোগ্য হয় না। কুইনাইন দ্বারা সত্বর জ্বর বন্ধ না হইলে উহা সেবনে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে। পুরাতন জ্বরেও প্রায়ই কুইনাইন ব্যবহৃত হয় না। এরূপ অবস্থায় লক্ষণানুসারে অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধই ব্যবহার করা বিহিত। জ্বরে কুইনাইন ব্যতীত আর্সেনিক, নক্সভমিকা, পলসেটিলা ইগ্নেশিয়া, ইপিকাক, ন্যাট-মিউর, কার্ব্বো-ভেজি, ইউপেটোরিয়ম, ব্রাইওনিয়া, ক্যাপ্সিকম, সাইমেক্স, সলফার, মারকিউরিয়স প্রভৃতি ঔষধই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জ্বরের কোন এক অবস্থার অভাব, জ্বালাকর উত্তাপ, দ্রুত অবসাদন; নিশ্চেষ্টতা ও দুর্ব্বলতা, শোথ, পূতিবাষ্পজনিত ধাতুবিকৃতি, কুইনাইন অপব্যবহার, এই সকল লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়; ফলতঃ জিহ্বা যতই অধিক পরিষ্কৃত থাকে, যতই শীঘ্র জ্বরের একবার আক্রমণে রোগী অধিক অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং যতই সত্বর এই জ্বরের প্রকৃতিসিদ্ধ পাণ্ডুবর্ণ প্রকাশ পায় ততই আর্সেনিক দ্বারা অধিক উপকার দর্শে। যদি শীতের পূর্ব্বে উত্তাপ অথবা এক সময়েই শীতোত্তাপ থাকে, বিশেষতঃ আমাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে নক্সভমিকা উপযোগী। হরিৎপাণ্ডু (ক্লোরোসিস) ও জলীয়রক্ত লক্ষণে পলসেটিলা ফলপ্রদ; কিন্তু পলসেটিলা স্নায়ুমণ্ডলে বিশেষ কার্য্য করে না বলিয়া উহার পরে ইগ্নেশিয়া ব্যবহার্য্য। শীতাবস্থায় পিপাসা ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসার অভাব ইগ্নেশিয়ার বিশেষ লক্ষণ। জ্বরকালীন আমাশয়িক লক্ষণ ও বমন থাকিলে ইপিকাক ব্যবস্থেয়। অত্যন্ত শীতাধিক্যে ভিরেট্রম-এল্বম বা কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ উপকারী। প্রাচীন জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্দ্ধিত হইলে এবং রোগীর মুখাকৃতি পাণ্ডু ও পীত বর্ণ মিশ্রিত থাকিলে ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিকম্ প্রয়োজ্য। ঘর্ম্ম ও উত্তাপাবস্থা যুগপৎ উপস্থিত হইলে ক্যাপ্সিকম্ ফলপ্রদ। প্রতিদিন একই

সময়ে জ্বর প্রকাশ পাইলে সিড্রণ উপযোগী। শীতের পূর্ব্বে পিপাসা প্রাতঃকালে শীত, জ্বরকালীন পিত্তবমন, জ্বরের শেষাবস্থায় অল্প ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ অস্থিবেদনা থাকিলে ইউপেটোরিয়ম্ পারফোলিয়েটম্ বিশেষ উপকারজনক। অতিশয় ঘর্ম্মপ্রধান জ্বরে ফস্ফরিক এসিড উপযোগী। শুষ্ক-কাসাদি বক্ষোলক্ষণ সম্বলিত জ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ও রসটক্স; এবং কৃমি-লক্ষণসংস্পৃষ্ট জ্বরে সিনা ব্যবস্থেয়। ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকৃতি সংশোধনে সলফার মাদারটিংচার ফলোপধায়ক। কোন কোন চিকিৎসক দীর্ঘকালস্থায়ী পুরাতন জ্বরে পলসেটিলা ও সিমিসিফুগা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ডাঃ জ্বার বলেন যে অন্য কোন বিশেষ ঔষধ জ্ঞাপক লক্ষণ না থাকিলে তিনি প্রথমেই ইপিকাক ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন জনিত আবদ্ধ জ্বরেও এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। যদিও ইপিকাক দ্বারা সকল রোগী আরোগ্যলাভ করেনা বটে, কিন্তু উহা সেবনে জ্বরের অবস্থা এপ্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে যে ইপিকাকের পরে নক্সভমিকা, আর্সেনিক, পলসেটিলা, ইগ্নেশিয়া প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিলে রোগী জ্বর-মুক্ত হয়। অতিরিক্ত কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবন জনিত জীর্ণজ্বরে ইপিক, কার্ব্বো, সিড্রণ, ও সলফ মাদারটিংচার ফলপ্রদ। কুইনাইন অপব্যবহার জনিত এই প্রকার জীর্ণ-জ্বরে বা ধাতু-দুষ্টতায় পর্য্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও ইপিকাক উপযোগী। এবং কুইনাইন শত বা সহস্র ক্রমেও ফলপ্রদ। *

---

* বিষম জ্বরের চিকিৎসায় কোন কোন চিকিৎসক শীতাবস্থায় ব্রাই-ওনিয়া, দাহাবস্থায় জেলসিমিনম, ও বিরামাবস্থায় কুইনাইন বা আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শীতাবস্থায় ভিরেট্রম ভিরিডি বা চায়না, উষ্ণাবস্থায় একোনাইট এবং বিরামকালে কুইনাইন ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ বা শীতাবস্থার প্রারম্ভ হইতে ঘর্ম্মাবস্থার সূচনা পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে একোনাইট ও ব্যাপ্টিসিয়া ও বিরাম সময়ে প্রথম দিন পর্য্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও সিমিসিফুগা ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য দিন পর্য্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও নক্সভমিকা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। আবার কেহবা প্রথম দিন একোনাইট ১ক্রম, দ্বিতীয় দিন কুইনাইন ১বা ২ ক্রম, তৃতীয় দিন

সবিরামজ্বরে সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ সকলের বিশেষ লক্ষণ।

এণ্টিম-ক্রুড।—মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে পিপাসাসংযুক্ত শীত। পায়ের বরফের ন্যায় শীতলতা ও তৎসহকারে শরীরের অন্যান্য স্থানে ঘর্ম্ম। আমাশয়িক উপদ্রব, শুভ্র লেপাবৃত জিহ্বা।

এপিস-মেল।—সুস্পষ্ট জ্বরের আবেশ। বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে বা জানুতে শীতের আরম্ভ, এবং চুল্লীর নিকটে বা উষ্ণস্থানে শীতের বৃদ্ধি। সামান্য সঞ্চলনে শীতের পুনরাবৃত্তি। শীতাবস্থায় পিপাসা। ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার অভাব। অপরাহ্ন তিনটার সময় জ্বরের আগমন।

আরেণিয়া ডায়েডেমা।—প্রত্যেহ ঠিক এক সময়ে শীতের প্রকাশ; অতিশয় পিপাসা সহ স্থায়ী শীত।

আর্ণিকা।—শীতের পূর্ব্বে জৃম্ভণ ও অধিক পিপাসা এবং অধিক জল পান। সর্ব্বশরীরে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ; সকল অস্থির অস্থি-বেষ্টে আকৃষ্টতা ও ব্যথিততা। মস্তক উত্তপ্ত, শরীরের অবশিষ্টাংশ, বিশেষতঃ আমাশয়-গহ্বর শীতল।

আর্সেনিকম।—শীত ও দাহাবস্থার প্রাবল্য, স্বল্প ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব। ঘর্ম্মকালে রোগ-লক্ষণের অনুপশম, ও অতিশয় পিপাসা সহকারে বিবমিষা এবং জলপানান্তে আমাশয়ে বেদনা। কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী জ্বর।

আর্সেনিক ৩ ক্রম; প্রত্যহ দুই হইতে চারিমাত্রা ব্যবস্থা করেন। জ্বর থামিলে আর ঔষধ দেন না। জ্বর ফিরিলে পুনরায় এইরূপ চিকিৎসাই করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার চিকিৎসা প্রকৃষ্ট সম-মত সঙ্গত কিনা তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এলোপ্যাথি চিকিৎসার ন্যায় কোন ধরাবাঁধা ব্যবস্থায় ঔষধ প্রয়োজিত হইতে পারে না। রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণের ঠিক সাদৃশ্য দেখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

বেলেডোনা।—প্রবল শিরঃপীড়া। একবার শীত, একবার উত্তাপ। বারংবার মূত্রত্যাগ।

ব্রাইওনিয়া।—শীতের প্রাধান্য। জ্বরের আবেশের পূর্ব্বে তীব্র শিরঃপীড়া, উত্তাপাবস্থায় উহার আধিক্য। বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধবৎ বেদনা। ব্যথিত পার্শ্বে শয়নকালে উপশম অনুভব। আমাশয়িক লক্ষণ।

ক্যাক্টস।—ঠিক পূর্ব্বাহ্ণ এগারটা ও অপরাহ্ণ এগারটার সময় নিয়মিত রূপে জ্বরের আবেশ। মূত্র-বোধ। পৃষ্ঠে শীতলতা ও শীতল হস্ত।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।—শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা। তুষারবৎ শীতল হস্ত সহকারে মুখমণ্ডলের উত্তাপ। জ্বরের আবেশের পূর্ব্বে সমস্ত সন্ধিতে আকৃষ্টতা, এবং মস্তক ও সর্ব্বশরীরের গুরুত্ব। শীতলজলে ও আর্দ্র স্থলে যাহারা অধিক কাজ করে তাহাদের জ্বর। গণ্ডমালা ধাতু।

ক্যাঙ্কালাগুয়া।—বসন্তকালের জ্বর। অতি তীব্র শীত। রজকের হস্তের ন্যায় কুঞ্চিত হস্ত; মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, ও হস্তের অতিশয় পাণ্ডুবতা। পৃষ্ঠবংশের নিম্নে ও সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ রাত্রিতে শয্যায় শয়িত অবস্থায় পুনঃ পুনঃ শীত।

ক্যাপ্সিকম।—তীব্র পিপাসা সহকারে শীত। শীতাবস্থায় প্লীহার বেদনা বিশিষ্ট বিবৃদ্ধি। শীতাবস্থায় পৃষ্ঠে উত্তপ্ত বস্তু প্রয়োগে উপশম।

কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস।—জ্বরের পরেও শিরঃপীড়ার অবস্থিতি। পুরাতন জ্বর; জ্বরের অনিয়মিত আবেশ। আধ্মান।

সিড্রন।—ঘড়ির ন্যায় ঠিক নিয়মিত সময়ে জ্বরের আবেশ।

ক্যামোমিলা।—উদরাম্বরে প্রচাপ, ও পিত্ত-বমন।

চায়না।—পশ্চাদ্বর্ত্তী বা অগ্রবর্ত্তী; অনেক ক্ষণস্থায়ী জ্বরের আবেশ। দুর্ব্বলকর প্রভূত ঘর্ম্ম। শীত ও দাহাবস্থার মধ্যে পিপাসা এবং পুনরায় ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা। বিরামকালে অতিশয় দুর্ব্বলতা।

চিনিন-সলফ বা কুইনাইন।—প্রতিবার প্রায় দুইঘন্টা আগুয়াইয়া জ্বরের আক্রমণ। সুস্পষ্ট বিরাম।

সিনা।—জ্বরের সমগ্র আবেশ সময়ে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ। কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা সহকারে বমন। শীতল ঘর্ম্ম।

ইউপেটোরিয়ম-পার্ফো।—অসম্পূর্ণ বিরাম। শীতের পূর্ব্বে পিপাসা। অস্থি-বেদনা।

ইপেটোরিয়ম-পার্প্যু।—দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জ্বরের আবেশ, একদিন পর একদিন জ্বর।

ফেরম।—জ্বর কালে চক্ষের চারিদিকে স্ফীততা; নীরক্তা।

জেলসিমিয়ম।—স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাধান্য; আমাশয় ও যকৃতের উপদ্রবের সম্যক অবিদ্যমানতা।

ইগ্নেশিয়া।—শীতাবস্থায় পিপাসা, দাহাবস্থায় পিপাসার অবিদ্যমানতা। উত্তাপাবস্থায় পায়ের শীতলতা। জ্বরের অগ্রবর্ত্তী আবেশ।

ইপিকা।—কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী জ্বর। শীতের পূর্ব্বে প্রবল বমনচেষ্টা। আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য।

ল্যাকেসিস।—অন্তরে শীত, বাহিরে তাপ। অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে জ্বরের আক্রমণ।

লাইকোপোডিয়ম।—শীতের পরেই ঘর্ম্ম, অন্তর্ব্বর্ত্তী দাহাবস্থার অভাব। অপরাহ্ণ চারিটা হইতে আটটার মধ্যে জ্বরের আক্রমণ।

মারকিউরিয়স।—উগ্র দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম। রাত্রে শয়িত অবস্থায় জ্বরের আক্রমণ।

ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিকম।—কুইনাইন অপব্যবহারের পর উত্তাপাবস্থায় তীব্র শিরঃপীড়া।. সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ শীতাবস্থায় বেদনা। পদতলে ও কক্ষ-তলে প্রভূত ঘর্ম্ম। পূর্ব্বাহ্ণে (দশটার সময়) জ্বরের আক্রমণ, কথন কথন আওয়াইয়া আওয়াইয়া জ্বরের প্রকাশ।

নক্স-ভমিকা।—শীত ও উত্তাপ বিমিশ্রিত, শীত উত্তাপের একটী আভ্যন্তরিক, অপরটী বাহ্যিক অথবা উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত; বিয়ার মদিরা পানের আকাঙ্ক্ষা, যকৃৎ-শিরায় রক্ত-সঞ্চয়। বিরামকালে আমাশয়িক লক্ষণ। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের সবিরাম জ্বর।

পলসেটিলা।—অবিরত শীত, শীত অনুভব, বিরামকালেও শীতানুভব এবং জ্বরের আক্রমণকালে পিপাসার অভাব, অথবা কেবল উত্তাপাবস্থার

পিপাসা। স্ত্রীদিগের রক্ত-হীনতা। অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের আক্রমণ। উত্তাপাবস্থায় গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীতানুভব।

স্যাম্বুকস।—শয্যায় যাইয়া শুইবার পূর্ব্বে কম্পকর শীত। ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ, গাত্রবস্ত্র তুলিয়া ফেলিতে অনিচ্ছা। অতিশয় অধিক পরিমাণ, অবসন্নকর ঘর্ম্ম, বিরামকালেও ঘর্ম্ম বিদ্যমান থাকে।

সিলিশিয়া।—গণ্ডমালা ধাতু-দুষ্ট বালকদিগের জ্বর; সর্ব্বশরীরের জ্বালাকর উত্তাপ; আরক্ত ও স্ফীত মুখমণ্ডল, প্রতিনিয়ত উদরাময় সহ উদরের স্ফীততা। জ্বরের বিরামকালে শিশুদিগের অতিশয় খিটখিটে স্বভাব, স্পর্শ করিলে বা কিছু বলিলে ক্রন্দন।

ভিরেট্রম এল্বম।—শীত ও শীতাবস্থায় শীতল পানীয় দ্রব্য সেবনের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। শীতল আঠাআঠা ঘর্ম্ম।

ভিরেট্রম-ভিরিডি।—উত্তাপাবস্থার প্রাবল্যে ও রক্তবহানাড়ী মণ্ডলীর প্রবল উত্তেজনায় উত্তাপাবস্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিষম জ্বরের উপসর্গ।

প্লীহা।—বিষম জ্বরের শীতাবস্থায় প্লীহায় রক্তসঞ্চয় হইয়া উহার বিধানতন্তুগুলি প্রসারিত হইতে থাকে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে প্লীহা অতিশয় বিবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, তখন আর সহজে উহা সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক আয়তন প্রাপ্ত হয় না। প্লীহায় রক্তসঞ্চয় হইলে পঞ্জরাস্থির নিম্নভাগে বাম কুক্ষিতে চাপ দিলে বেদনা অনুভূত হয় এবং অঙ্গুলী দ্বারা প্লীহা স্পর্শ করিলে উহার বিবর্দ্ধিত অবস্থা বুঝা যায়। কখন কখন বেদনাদি ব্যতীতও প্লীহা বর্দ্ধিত হয়। প্লীহা রোগাক্রান্ত হইলে রক্তের লোহিত কণা ন্যূন হয়, সুতরাং রোগীর বর্ণ পাণ্ডুর অর্থাৎ ফেকাসে হইয়া উঠে। কখন কখন অকস্মাৎ বিবর্দ্ধিত প্লীহা বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়। চিকিৎসা।—বিবর্দ্ধিত প্লীহায়—মার্কবিনিয়োড, বেৰ্বেরিস্ ভল্‌গেরিস্, ইগ্নেসিয়া, ক্যাপসিকম্, চায়না, আর্সেনিক, ফেরম, এগেরিস, মারিঅ্যাটিকস, স্যাট মিউর, কালী ব্রোম, ক্ষ্ডিয়া ২, সেরিসাইট্রেট্

অব্ কুইনাইন এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিনবার, সিয়েনোথস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয় এবং বিন্‌আইয়োডাইড্ অব্ মার্কুরিব মলম বা জলপটী বাহ্য প্রয়োগ করা যায়। প্লীহা বেদনায়—একোনাইট, আর্ণিকা, ও ব্রাইয়োনিয়া; এবং প্লীহা হইতে রক্তস্রাবে—একন, আর্ণ, আর্স চায়না ব্যবহৃত হয়।

যকৃৎ।—বিষমজ্বরে পুনঃ পুনঃ শীতাবস্থার প্রকাশ বশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রে প্রবলবেগে রক্ত ধাবিত হয়। উদরের দক্ষিণ দিকে যকৃৎ (মেটে) নামক যে যন্ত্র আছে তাহাতে ঐ রক্তসঞ্চিত হইলে উহা প্রসারিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। রক্তসঞ্চয় বশতঃ কখন কখন যকৃতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। লেপাবৃত জিহ্বা, প্রাতে মুখের বিরসতা, ক্ষুধাবৈলক্ষণ্য, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ-রোধ, বমনেচ্ছা, দক্ষিণ কুক্ষিদেশে পূর্ণতা ও ভার অনুভব, আলস্য ও বিমর্ষতা এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা যকৃতে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ। যকৃতে প্রদাহ জন্মিলে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণগুলি তীব্রতর হয়। অপিচ, যকৃতে বেদনা জন্মে এবং অঙ্গুলী দ্বারা যকৃৎ নিপীড়ন, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কিম্বা কাসিলে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যকৃৎ-প্রদাহের সহিত কখন কখন জ্বর থাকে, কখন কখন থাকে না। চিকিৎসা।—যকৃৎ-প্রদাহে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত হয়,—একন (জ্বর); ব্রাই ও মার্ক পর্য্যায়ক্রমে (জ্বর হ্রাস পড়িলে); হিপার (যকৃতে ব্রণ উৎপত্তি হইবার আশঙ্কা জন্মিলে); কোনা, ফস, নক্স ভ, ক্যাম; উষ্ণস্বেদ। যকৃৎ-বিবর্দ্ধনে—পডোফিলম্, লেপ্টাণ্ড্রা, ইসকিউলাস্, ফস, মার্ক, এসিড্-নাইট্র, এগার, হাইড্রাস, আর্স, চায়না ফলপ্রদ। ডাঃ জোসেট্ বলেন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের পর যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে ভাইপারা বিশেষ উপযোগী। যকৃৎশূলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থেয়—একন (তীব্র বেদনা); ব্রাই (জ্বালাকর, অথবা আকৃষ্ট বা হুলবেধবৎ বেদনা, বাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের); মার্ক (অতীব্র বেদনা); স্কাবাড (চাঁচিয়া লওয়ার ন্যায় অনুভব)। যকৃৎ-রোগবশতঃ উদরী বা উদরশোথে—আর্স, ক্রোট-টিগ, এপোসাই, এপিস, এসিড্-নাইট, নক্স-ভম সেবন ও উদরে জলপটী বন্ধন উপযোগী।

শোথ।—কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া সম্যক প্রকারে

নিষ্পন্ন না হইতে পারিলে শিরায় রক্ত-সঞ্চয় হয় এবং উহার কৈশিকাগুলির আচূষণ-শক্তির হ্রাস বা অভাব হইয়া পড়ে সুতরাং রক্তের জলিয়াংশ ঐ সকল কৈশিকার প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়া বহির্গত ও বহির্ভাগে সঞ্চিত হয়। ইহাকেই শোথ বলে। বিষমজ্বরে প্লীহা ও যকৃতের পীড়া জন্য শোথ জন্মে। এই শোথ প্রথমতঃ নিম্নোদরে উৎপন্ন হয়। হৃদ্রোগ বশতঃ শোথ জন্মিলে প্রথমে হস্তপদে প্রকাশ পায়, অনন্তর ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।—সর্ব্বাঙ্গীন শোথ।—একন, টেরের (জ্বরজনিত তরুণ শোথ); আর্স, ইলেট, এপিস, হেলি, চায়না, এপোসাই; ডিজি (হৃদ্রোগজনিত)। **একাঙ্গীন শোথ**—এপোসাই, আর্স, এপিস (উদরের), আর্স এপিস (উদরের); আর্স, ব্রাই, ডিজি, হেলি (বক্ষঃস্থলের); আর্স, এপিস, ফির, সলফকুইনা, চায়না (হস্তপদের); এপিস, আর্স (মুখমণ্ডলের); ক্যোল এপোসাই, বেল সলফ, কাল্ক-কার্ব্ব, সিলি (মস্তকের); একন, আইয়োড, পলস, ব্রাই (সন্ধির); আইয়োড, রোড, অরম, গ্রাফ (অণ্ডকোষের)।

দুর্ব্বলতা।—ফসফরিক এসিড, ক্যালকেরিয়া, সলফার, ফেরম।

বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ।—শীত ও বর্ষাকালে সময়ে সময়ে বিষমজ্বর সহকারে বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ দৃষ্ট হয়। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে ব্রাই, এণ্ট-টার্ট, ইপিকাক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। স্বল্পবিরামজ্বর দ্রষ্টব্য।

পথ্যাপথ্য।—জ্বর পুরাতন হইলে জ্বরের দিন অল্প পরিমাণে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ আরারুট, সাগু বা অন্নমণ্ডাদি আহার করা উচিত। বিরামের দিন মাগুরাদি সুমৎস্যের ঝোল, সুজির রুটি অল্প পরিমাণে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। তরুণ অবস্থায় সামান্য জ্বরের ন্যায় পথ্য প্রদান করা উচিত। এই জ্বরে স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি নিতান্ত জ্বর-পীড়িত প্রদেশে বাস করিতে হয় তবে সন্ধ্যাকালে বা প্রত্যূষে শূন্যোদরে গৃহের বাহিরে যাওয়া উচিত নহে। প্রাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া বাহির হওয়া ভাল। খট্টাদি উচ্চ শয্যায় অথবা গৃহের উপরিতলে শয়ন করা বিহিত। দিবাভাগে গৃহে বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু নিশাবায়ু প্রতিরুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। জ্বরঋতুতে ক্লান্তি, অতিভোজন এবং বায়ুপ্রবাহে অধিকক্ষণ উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান

থাকা নিষিদ্ধ। পুরুষদিগের পক্ষে শ্মশ্রুধারণ উপকারজনক। গলদেশ বস্ত্রাবৃত রাখিলেও হইতে পারে। পূতিবাষ্প-প্রধান স্থানে বাসকালীন মুখরুদ্ধ করিয়া কেবল নাসিকাদ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ ফলপ্রদ। *

প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা চায়না সেবন বিষমজ্বরের প্রতিষেধক। ঔষধ সকলের বিস্তারিত লক্ষণ পুস্তকের শেষভাগে ও মৎকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

---*---

(২) প্রচ্ছন্ন জ্বর, ছদ্মজ্বর—মাস্কড ম্যালেরিয়স ফিভার।

শরীরে অল্প পরিমাণ পূতিবাষ্প প্রবেশ করিলে ক্ষীণ ও উপদাহ-প্রবণ ধাতুতে ঈষৎ জ্বর উৎপন্ন হয়, ইহাকেই প্রচ্ছন্ন জ্বর বলে। এই জ্বর সবিরাম ও স্বল্পবিরাম উভয় প্রকারই হইয়া থাকে এবং প্রায়ই শীতাদ রোগের সহিত সংসৃষ্ট দৃষ্ট হয়।

এই রোগাক্রান্ত হইলে উত্তাপ, রুক্ষতা, করতল জ্বালা, কখন কখন পদতল দাহ, সময়ে সময়ে কর্ণনাদ, সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি, অল্প অল্প শিরঃপীড়া এবং অপ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাড়ী উত্তেজিত হয় না, করতল ভিন্ন অন্য কোথাও স্পর্শ করিলে গাত্র উত্তপ্ত বোধ হয় না, কিন্তু তাপমান দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে গাত্রতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ক্ষুধার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা বটে, কিন্তু সুনিদ্রা হয় না। করতল-জ্বালা প্রায়ই সমভাবে থাকে তবে একটু একটু বিরাম পড়ে; তখন হস্তদ্বয় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হয়; অথবা করতল-জ্বালার সম্যক বিরতি জন্মে। এই অবস্থা মাসাবধি বা বৎসরাবধি এরূপ সামান্যভাবে বিদ্যমান থাকে যে রোগীর তৎপ্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ জন্মে না। কিন্তু কোন কোন রোগীর পক্ষে

---

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রের আকর্ষণের সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ আছে। অতএব ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কোন কোন তিথিতে অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। সে সময় সর্দ্দি না লাগান, লঘু আহার গ্রহণ ও এক দুই মাত্রা জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবন বিহিত।

ইহা অসুখ জনক ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যে সকল ব্যক্তিদিগের এই প্রচ্ছন্ন জ্বর হয় তাহাদের বড় একটা স্পষ্ট জ্বর হয় না কিন্তু প্লীহা পীড়িত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অপিচ, দুর্ব্বলতা, রক্তস্বল্পতা, বিবর্ণতা, উদরাময়, অপ্রফুল্লতা, পামা, অজীর্ণ, হৃৎকম্প প্রভৃতি জন্মে। ইহাকেই পূতিবাষ্পজ ধাতুবিকৃতি কহে।

চিকিৎসা।—একগ্রেণ কুইনাইন চারি আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া এক ড্রাম মাত্রায় ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর অথবা কুইনাইন ১দ ক্রম বা মূল এক দুই ডেণ মাত্রার ব্যবস্থা করিলেই প্রচ্ছন্ন জ্বর আরোগ্য হয়। কথন কথন লক্ষণানুসারে নক্স-ভমিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, সিমি-সিফুগা, ইপিকাক, সল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

দূষিত বিষমজ্বর—পার্ণিসস্ ইণ্টার-মিটেণ্ট ফিভার।

এক প্রকার উৎকট আকারের বিষম জ্বরকে দূষিত বিষমজ্বর বা সাধারণতঃ রক্ত সঞ্চয় জনিত শীত-প্রধান জ্বর বলে। এই জ্বরে সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর অপেক্ষা অতিশয় তীব্রতা ও সাংঘাতিকতা বিদ্যমান থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশে ও নিম্ন অনূপ প্রদেশেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। রোগীর দুর্ব্বলতা ও প্রতিক্রিয়াকারিণী শক্তির অভাব বশতঃ পর্য্যায় জ্বরের শীতাবস্থা অতিশয় উগ্র ও দীর্ঘ হইয়াই দূষিত বিষম জ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—এই জ্বরে সাধারণতঃ সামান্য বিষম জ্বরের ন্যায় পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐকাহিক বা তৃতীয়ক জ্বরের আবেশের ন্যায় দুই একবার জ্বরের আবেশ উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরের বিরাম কালে রোগীর অপেক্ষাকৃত অধিক অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা দেখা যায়। অনন্তর অতিশয় অবস-ন্নতা ও গাত্র-গৌরব বিশিষ্ট দীর্ঘকাল ব্যাপী শীত উপস্থিত হইয়া প্রকৃত দূষিত বিষম জ্বর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন চর্ম্ম পাণ্ডুর ও কুঞ্চিত;

মুখাকৃতি হ্রস্ব ও সঙ্কুচিত ; ওষ্ঠ ও নাসিকা নীলিম ; জিহ্বা পাণ্ডুর ও লোলিত ; দেহশাখা শীতল, স্পর্শজ্ঞান পরিশূন্য, ও নীলাভ ; নাড়ী ক্ষীণ ; বিষম, ও দ্রুত ; এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয়। সাধারণতঃ কম্প থাকেনা, কিন্তু অতিশয় পিপাসা থাকে ; রোগীর অস্থিরতা ; আকুলতা, বক্ষ-গৌরব, ও শ্বাসকষ্ট জন্মে ; গাত্রত্বক ক্রমে ক্রমে অধিকতর শীতল হইয়া পড়ে এবং আঠা আঠা ঘর্ম্মে আবৃতহয় ; কাহার কাহার দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কালিমা অর্থাৎ কালশিরা প্রকাশ পায়। কোন কোন রোগীর সাংঘাতিক বিসূচিকার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। বারংবার বমন ও তণ্ডুলাম্বুবৎ বিরেচন হইতে থাকে এবং রোগীকে সত্বর অবসন্ন করিয়া ফেলে। যদি প্রতিক্রিয়া না জন্মে তবে অবসন্নতা বাড়িতে থাকে, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবশেষে স্পন্দনশূন্য হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাহার চৈতন্য থাকে। অধিকাংশ রোগীরই এক প্রকার মোহ বা তন্দ্রা-দোষ জন্মে এবং মৃত্যুর কতিপয় ঘটিকা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই মোহ বিদ্যমান থাকে। কাহার কাহার প্রলাপও জন্মে। রোগী আরোগ্য হইবার হইলে ক্রমে ক্রমে অশুভ লক্ষণ গুলি উপশমিত হয়। তাহার গাত্র উষ্ণ, শীতল ঘর্ম্ম স্থগিত ; নাড়ী ক্রমশঃ সবল ও নিয়মিত এবং অত্যন্ত অবসন্নতা দূরীকৃত হয়। সে একটু একটু শক্তির পুনরাগমন অনুভব করে ও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

প্রকার-ভেদ।—দূষিত ম্যালেরিয়া জ্বর ছয়প্রকার ; যথা, (১) মোহ প্রধান, (২) প্রলাপ-প্রধান , (৩) অতিসার-প্রধান ; (৪) শীতলতা-প্রধান ; (৫) স্বেদ-প্রধান ; (৬) পাণ্ডু-প্রধান। ইহার মধ্যে প্রলাপ-প্রধান ও পাণ্ডু-প্রধান অপেক্ষাকৃত বিরল।

কারণ।—সবিরাম জ্বর ও স্বল্প বিরাম জ্বরের কারণের ন্যায় এই জ্বরের কারণও ম্যালেরিয়া ব' পূতি বাষ্প। কিন্তু ইহাতে গৃহীত ম্যালেরিয়ার আধিক্য বা প্রাবল্য থাকে।

বিনির্ণয়।—সামান্য সবিরাম জ্বর অপেক্ষা দূষিত বিষম জ্বরের লক্ষণ তীব্রতর ও সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা প্রবলতর। সংন্যাসের মোহ ও একাঙ্গীন পক্ষাঘাত, জ্বর ব্যতীত হঠাৎ উপস্থিত হয়, দূষিত জ্বরের মোহ ও পক্ষাঘাত জ্বর সহকারে উৎপন্ন হয়। মিনিঞ্জাইটিস রোগের মোহ প্রলাপাবস্থা হইতে

কয়েক দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, দূষিত জ্বরের মোহ, দুই এক দিবসের মধ্যেই-প্রকাশ পায়। দূষিত জ্বরে রক্তে একপ্রকারে বর্ণক পদার্থ; প্রস্রাবে এল্বুমেনের অভাব, মল প্রথম দুই একবার রক্ত মিশ্রিত ও অপ্রচুর থাকে; ওলাউটায় রক্তে বর্ণক পদার্থের অভাব, মূত্রে এল্বুমেন ও মল প্রচুর থাকে।

প্রজ্ঞান।—এই জ্বরের ভাবীফল সঙ্কটজনক। জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় আক্রমণে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তৃতীয় আক্রমণে প্রায়ই বাঁচে না। সত্বর প্রতিক্রিয়া, ত্বকের উষ্ণতা ও স্বাভাবিক বর্ণ; পূর্ণ ও নিয়মিত নাড়ী শুভ লক্ষণ। অসম্যক প্রতিক্রিয়া, ক্ষীণ ও বিষম নাড়ী, ও অবসন্নতানুভব অশুভ লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে দ্বিতীয় বার জ্বরাক্রমণের অতিশয় আশঙ্কা থাকে। প্রথমাক্রমণে রোগীর জীবন সমধিক সঙ্কটাপন্ন হইলে দ্বিতীয়াক্রমণে সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হয়। অতএব আক্রমণ কালে যেমন সাবধান থাকা আবশ্যক, অন্য আক্রমণ প্রতিষেধেও তদ্রূপ বিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত।

চিকিৎসা।—এই জ্বরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় আক্রমণ সময়ে সাবধানে উত্তেজক পদার্থ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে। প্রতিক্রিয়া উদ্দীপনার্থ বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে উপকার দর্শে। উষ্ণ বালুকা বা লবণের পুটলি প্রয়োগ ফলপ্রদ। অঙ্গমর্দ্দনও উপকারী। এই রোগে প্রধানতঃ আর্সেনিকম, ক্যাম্ফর, ভিরেট্রম ও কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ।

আর্সেনিকম।—শরীরের তুষারবৎ শীতলতা; শীতল ঘর্ম্ম; ওষ্ঠ ও অঙ্গুলীর নীলাভা, অতিশয় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা; দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, ক্ষীণ ও অনিয়মিত নাড়ী; ও অত্যন্ত পিপাসা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তৎপরে দীর্ঘ ব্যবধান কালের পর ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ক্যাম্ফর।—অত্যন্ত অবসন্নতা, দুর্ব্বল, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী, গাত্রে আঠা আঠা ঘর্ম্ম; তন্দ্রাদোষের প্রবণতা লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজ্য।

ভিরেট্রম।—আসিয়িক বিসূচিকার ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভিরেট্রম এল্বম ব্যবস্থেয়। গাত্র বরফের ন্যায় শীতল, অথচ রোগী শীতানুভব করে না। কিন্তু অনাবৃত থাকিতে ভালবাসে, শীতল ঘর্ম্মসিক্ত আকুঞ্চিত গাত্রত্বক; স্থম্ম; কুঞ্চিত মুখাকৃতি, পাতলা তরল পদার্থ বমন, অন্ত্র হইতে তণ্ডুলাম্বুবৎ বিরেচন; ক্ষুদ্র ও সূত্রবৎ নাড়ী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের ন্যায় শ্বাস, এই সমস্ত লক্ষণে ভিরেট্রম তৃতীয় দশমিকক্রম প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট অন্তর এক একবার ব্যবস্থেয়।

কুইনাইন।—বিরামকালে কুইনাইন প্রথম দশমিকক্রমের বিচূর্ণ দুই গ্রেণ মাত্রায় এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোন কোন চিকিৎসক পুনরায় জ্বরাক্রমণ প্রতিষেধার্থে এই জ্বরের প্রথম হইতেই কুইনাইন অধস্থাচ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ (১) মোহ-প্রধান দূষিত জ্বরে, ওপিয়ম বা রসটক্স; (২) প্রলাপ-প্রধান জ্বরে, হাইওসায়েমাস বা বেলেডোনা; (৩) অতিসার-প্রধান জ্বরে, আর্সেনিকম, ভিরেট্রম, পডোফিলম, (৪) হিমাঙ্গ-প্রধান জ্বরে, ক্যাম্ফর; কার্ব্বোভেজি, ভিরেট্রম, (৫) ঘর্ম্ম-প্রধান জ্বরে, চায়না, জাবরাণ্ডি, ফসফরাস; (৬) পাণ্ডু-প্রধান জ্বরে, ক্রোটেলাস, ইউপেটোরিয়ম পার্ফো, ব্রাইওনিয়া, প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে আবশ্যক হইতে পারে।

---

(৩) স্বল্পবিরামজ্বর।* রিমিটেণ্ট ফিভার।

এই জ্বরকে ইংরেজি চিকিৎসা-গ্রন্থে টেরাইফিভার, জঙ্গল ফিবার, বেঙ্গাল ফিবার ইত্যাদিও বলে। এই সকল জ্বরের লক্ষণ সামান্যতঃ একই প্রকার। স্থানভেদে কেবল নামভেদ হইয়া থাকে।

---

* স্বল্পবিরাম জ্বর আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাতজ্বর ও পিত্তজ্বরের সহিত ঐক্য হয়। এক্ষণ বিশুদ্ধ বাতজ্বর ও পিত্তজ্বর বড় দৃষ্ট হয় না, প্রায়ই দ্বন্দজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা এক প্রকার অসংক্রামকজ্বর, অনিয়মিতরূপে ইহার প্রকোপ ও লাঘব জন্মে। দীর্ঘকাল স্থায়ী উষ্ণাবস্থাকেই ইহার প্রকোপকাল বলে। এই জ্বরের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিরাম পায় না, কেবল কতকটা হ্রাস পড়ে। এই জন্য ইহাকে স্বল্পবিরামজ্বর বলে। ইহাতে তীব্র শিরঃপীড়া, যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য এবং সচরাচর ত্বকের পীতবর্ণ বিদ্যমান থাকে। স্বল্পবিরামজ্বরে সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাকে টাইফো-ম্যালেরিয়াল ফিভার বা সন্নিপাত লক্ষণাপন্ন স্বল্পবিরামজ্বর বলে।

লক্ষণ।—কখন কখন এই রোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাধারণতঃ প্রথমে এক দুই দিন চঞ্চলতা, অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ ও সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ বিদ্যমান থাকে, তৎপরে শীত, কম্প, শিরোবেদনা, অক্ষিগোলক-বেদনা, পৃষ্ঠ ও অঙ্গবেদনা, বিবমিষা, পিত্তবমন অথবা বিরেচন, আমাশয়-গহ্বরে চাপ, অস্বচ্ছন্দতা বা বেদনা অনুভব, মলাবৃত জিহ্বা, রুক্ষ ও উত্তপ্ত ত্বক এবং প্রভাশূন্য চক্ষু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকেই স্বল্প-বিরামজ্বরের প্রথমাবস্থা বা শীতাবস্থা বলে। এই শীতাবস্থায় রোগী যদিও শীত অনুভব করে বটে, তথাপি তাপমান দ্বারা গাত্র-তাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে,উহা স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

স্বল্পবিরামজ্বরের এই প্রথম অবস্থা কেবল অল্পক্ষণ থাকে এবং প্রায়ই কয়েকবার জ্বরাক্রমণের পরে স্পষ্টরূপে জানা যায় না। অনন্তর দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অবস্থা বা দাহাবস্থার ভোগকাল প্রায় ৮ ঘটিকা। এই অবস্থায় নাড়ীর দ্রুততা, নিশ্বাসের গুরুতা, অত্যন্ত অস্থিরতা, ও ত্বকের উত্তপ্ততাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শরীর-তাপ ১০১ অংশ হইতে ১০৬° অংশ, নাড়ীর স্পন্দন ১০০ হইতে ১২০ বার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, অসম্বদ্ধ আলাপ বা প্রলাপ থাকে এবং কখন কখন সহসা বা ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর পীতবর্ণ হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে আমাশয়ের অত্যন্ত উগ্রতা, হিক্কা ও দুর্দ্দম্য বমন উপস্থিত হয়। মূত্র আরক্ত ও স্বল্প এবং মল সাধারণতঃ অবরুদ্ধ থাকে, কাহার কাহার বা প্রভূত জলবৎ অতিসার জন্মে। এই জ্বর বেলা দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় অথবা রাত্রি দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালে নম্রাবস্থাপ্রাপ্ত

হয়। এই মধ্যাবস্থাকেই ইহার স্বল্পবিরামকাল বা তৃতীয় অবস্থা বলে। ষষ্ঠ বা দ্বাদশ ঘণ্টা জ্বর ভোগের পরে এই বিরামকাল উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম, উত্তাপের ন্যূনতা, নাড়ীর কোমলতা এবং কখন কখন নিদ্রা, জ্বর-বিরামের লক্ষণ। এই জ্বরে বিরামকালে রোগের লক্ষণ সকল অতি অল্প মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিষম জ্বরের ন্যায় সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বিরামকাল উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। রোগ উৎকট আকারের হইলে, বিরামকাল নির্ণয় করা সহজ নহে, কিন্তু সতর্কভাবে উহার আবির্ভাব নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বর ও স্বল্পবিরামজ্বরে প্রভেদ এই যে, বিষমজ্বরে জ্বরের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয় এবং বিরামকালে রোগ লক্ষণ সকল সম্যক প্রকারে বিলুপ্ত থাকে, কিন্তু স্বল্পবিরামজ্বরে জ্বরের সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছেদ হয়না, এবং জ্বর-লক্ষণ গুলিও একেবারে তিরোহিত হয় না, কেবল কথঞ্চিৎ হ্রাস পড়ে। টাইফয়েড্ বা সন্নিপাত জ্বরে একেবারেই রোগ লক্ষণের এপ্রকার হ্রাস জন্মে না। অপিচ, মলিন কাপিশ জিহ্বা, দন্তে দন্ত-শর্করা, আধ্মান, পীতবর্ণ অতিসার, মৃদু প্রলাপ, কণ্ডরা-স্পন্দন বা বধিরতাদি অতি-বিক্ত লক্ষণ থাকে। স্বল্পবিরামজ্বরে সন্নিপাত জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্বল্পবিরামজ্বর সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হয়।

স্বল্প বিরাম জ্বরের এক এক আক্রমণ গড়ে ২৪ ঘণ্টা থাকে কিন্তু প্রথম আক্রমণ অপেক্ষা পরবর্ত্তী আক্রমণ গুলি আরও অধিক কাল অবস্থিতি করে। এই রোগ প্রায় ৭।১৪।২১ দিবস কিম্বা তদপেক্ষা অধিক দিন থাকিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সচরাচর অষ্টাহের মধ্যে মৃত্যু হয় না। রক্তের জীবনী শক্তির বিলোপ জনিত অবসন্নতা, ফুসফুসে রক্তসঞ্চয়, সন্নিপাত লক্ষণ, অথবা মস্তিষ্কের উপসর্গ বশতঃই এইরোগে রোগীর মৃত্যু হয়। স্পষ্ট বিরাম, গাত্র তাপ ও নাড়ীর বেগের ন্যূনতা, আমাশয়িক উগ্রতার হ্রাস এবং প্রচুর ঘর্ম্ম,—এইগুলি অনুকূল লক্ষণ। দৌর্ব্বল্যের আধিক্য, মলের সহিত রক্তস্রাব, শীতল ঘর্ম্ম, প্রলাপ, সংজ্ঞা-নাশ,—এই সকল বিপদ জনক লক্ষণ। যদি এতৎসহকারে কোন আভ্য-ন্তরিক যন্ত্র পীড়িত হয় তবে এই জ্বর অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে; কখন কখন দীর্ঘকালীন আকার ধারণ করিয়া উৎকট একজ্বরে অথবা সন্নি-

পাত লক্ষণাপন্ন হইয়া টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হয়, কখন বা জ্বর-লক্ষণ গুলি মন্দীভূত হইয়া স্বল্প-বিরাম জ্বর সবিরাম জ্বরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কারণ।—অন্যান্য ম্যালেরিয়া জ্বর যে কারণে উৎপন্ন হয়, স্বল্পবিরাম জ্বর ও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগীর ধাতু-প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া বিষের পরিমাণানুসারে কাহার সবিরাম, কাহারও বা স্বল্পবিরাম জ্বর জন্মে। ম্যালেরিয়া বিষের সহিত টাইফয়েড জ্বরোৎপাদক বিষ সংযুক্ত হইলেই টাইফো-ম্যালেরিয়াল জ্বর উৎপন্ন হয়।

বিনির্ণয়।—স্বল্পবিরাম জ্বর সবিরামজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, ও পীতজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। স্বল্পবিরাম ও সবিরাম জ্বরে প্রভেদ এই যে সবিরাম জ্বরে সুস্পষ্ট বিরামাবস্থা থাকে, স্বল্পবিরামজ্বরে এপ্রকার স্পষ্ট বিরামাবস্থা দৃষ্ট হয়না, সন্নিপাত জ্বরে স্বল্প-বিরাম জ্বরের ন্যায় জ্বরের আবেশ, ত্বকের পীতবর্ণ ও মলিনবর্ণ থাকেনা, কিন্তু জ্বরের একেবারে অবিরাম, ত্বকের পীতবর্ণের অভাব, ও হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে। পীতজ্বরে নিয়মিত স্বল্পবিরাম লক্ষিত হয় না, অধিকন্তু অধিকাংশ রোগীরই আমাশয় হইতে রক্তস্রাব হয়।

প্রজ্ঞান।—স্বল্প-বিরাম জ্বরের ভাবীফল, বিশেষতঃ নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে প্রায়ই অনিষ্টকর নহে। আমাশয়িক উপদ্রবের বিরতি, নাড়ীর দ্রুততা ও পুষ্টতার হ্রাস, গাত্র-তাপের লাঘব, জ্বরের আক্রমণের প্রচণ্ডতার ক্রমিক হ্রাস, বিমুক্ত ঘর্ম্মস্রাব ও তৎপরে রোগের সমস্ত লক্ষণের উপশম এই জ্বরে শুভ লক্ষণ। গাত্র-তাপের বৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুততার বৃদ্ধি কিন্তু শক্তির হ্রাস, অবসন্ন কর অতিসার বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, প্রলাপ, তন্দ্রা দোষ, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অশুভ লক্ষণ।

উপসর্গ।—স্বল্পবিরাম জ্বরের সহিত সময়ে সময়ে আমাশয়ের উপসর্গ থাকে এবং জ্বরের উচ্চাবস্থায় অতিশয় বমন হয়। এমন কি ঔষধ ও পথ্য পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্কের উপসর্গবশতঃ, বিশেষতঃ শীতাবস্থায়, সহসা রোগীর মূর্চ্ছা জন্মিতে পারে। অবিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে দণ্ডায়মান করাইলেই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, মস্তিষ্ক বা

মস্তিষ্কঝিল্লীর উপদাহ বা প্রদাহ জন্মে। মস্তকের অতিশয় উত্তাপ, প্রলাপ, চক্ষুর আরক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। এই উপদাহ বা প্রদাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞানাশ বা সম্পূর্ণ অচৈতন্যে পরিণত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, বায়ু-নলীভূজ-প্রদাহ বা ফুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হয়। কখন কখন বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকল এত অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয় যে,বিশেষরূপে মনোনিবেশ না করিলে উহা জানা যায় না সুতরাং তদ্দ্বারা অতিশয় অপকার হয়। পঞ্চমতঃ, এই জ্বরে যকৃৎ কিম্বা প্লীহাতে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে। ষষ্ঠতঃ, এতৎসহকারে অতিসার বা রক্তামাশয় বিদ্যমান থাকে। সপ্তমতঃ, এই রোগে প্রথম হইতেই অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্নিপাত ও স্বল্পবিরাম জ্বরে প্রভেদ ঃ—

সন্নিপাত জ্বর।	স্বল্পবিরাম জ্বর।
১। দূষিত জলবায়ু হইতে উৎপন্ন হয়।	১। ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়।
২। প্রথম হইতেই পীতবর্ণ মলস্রাবী অতিসার থাকে।	২। প্রথমে কোষ্ঠরোধ থাকে বা মলিন পৈত্তিক মল নিঃসৃত হয়।
৩। অন্ত্রে স্পর্শদোষ ও বেদনা থাকে।	৩। অন্ত্রে বেদনাদি কিছুই থাকে না।
৪। গোলাপী রঙ্গের বা রক্তবর্ণের পীড়কা উৎপন্ন হয়। *	৪। কোন প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয় না।
৫। একেবারেই জ্বরের বিচ্ছেদ হয়না।	৫। সাধারণতঃ প্রতিদিন প্রত্যূষে অল্প বিরাম লক্ষিত হয়।
৬। পাণ্ডু বা ত্বকের পীতবর্ণ ক্বচিৎ থাকে।	৬। পাণ্ডু বা ত্বকের পীতবর্ণ প্রায়ই থাকে।
৭। বিবমিষা, হিক্কা ও বমন প্রভৃতি আমাশয়িক লক্ষণ কখন কখন থাকে।	৭। আমাশয়িক লক্ষণ প্রায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।

* এ দেশে সন্নিপাত জ্বরে প্রায়ই পীড়কা দৃষ্ট হয় না।

পাত লক্ষণাপন্ন হইয়া টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হয়, কখন বা জ্বর-লক্ষণ গুলি মন্দীভূত হইয়া স্বল্প-বিরাম জ্বর সবিরাম জ্বরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কারণ।—অন্যান্য ম্যালেরিয়া জ্বর যে কারণে উৎপন্ন হয়, স্বল্পবিরাম জ্বর ও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগীর ধাতু-প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া বিষের পরিমাণানুসারে কাহার সবিরাম, কাহারও বা স্বল্পবিরাম জ্বর জন্মে। ম্যালেরিয়া বিষের সহিত টাইফয়েড জ্বরোৎপাদক বিষ সংযুক্ত হইলেই টাইফো-ম্যালেরিয়াল জ্বর উৎপন্ন হয়।

বিনির্ণয়।—স্বল্পবিরাম জ্বর সবিরামজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, ও পীতজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। স্বল্পবিরাম ও সবিরাম জ্বরে প্রভেদ এই যে সবিরাম জ্বরে সুস্পষ্ট বিরামাবস্থা থাকে, স্বল্পবিরামজ্বরে এপ্রকার স্পষ্ট বিরামাবস্থা দৃষ্ট হয়না, সন্নিপাত জ্বরে স্বল্প-বিরাম জ্বরের ন্যায় জ্বরের আবেশ, ত্বকের পীতবর্ণ ও মলিনবর্ণ থাকেনা, কিন্তু জ্বরের একেবারে অবিরাম, ত্বকের পীতবর্ণের অভাব, ও হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে। পীতজ্বরে নিয়মিত স্বল্পবিরাম লক্ষিত হয় না, অধিকন্তু অধিকাংশ রোগীরই আমাশয় হইতে রক্তস্রাব হয়।

প্রজ্ঞান।—স্বল্প-বিরাম জ্বরের ভাবীফল, বিশেষতঃ নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে প্রায়ই অনিষ্টকর নহে। আনুষঙ্গিক উপদ্রবের বিরতি, নাড়ীর দ্রুততা ও পুষ্টতার হ্রাস, গাত্র-তাপের লাঘব, জ্বরের আক্রমণের প্রচণ্ডতার ক্রমিক হ্রাস, বিমুক্ত ঘর্ম্মস্রাব ও তৎপরে রোগের সমস্ত লক্ষণের উপশম এই জ্বরে শুভ লক্ষণ। গাত্র-তাপের বৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুততার বৃদ্ধি কিন্তু শক্তির হ্রাস, অবসন্ন কর অতিসার বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, প্রলাপ, তন্দ্রা দোষ, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অশুভ লক্ষণ।

উপসর্গ।—স্বল্পবিরাম জ্বরের সহিত সময়ে সময়ে আমাশয়ের উপসর্গ থাকে এবং জ্বরের উষ্ণাবস্থায় অতিশয় বমন হয়। এমন কি ঔষধ ও পথ্য পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্কের উপসর্গবশতঃ, বিশেষতঃ শীতাবস্থায়, সহসা রোগীর মূর্চ্ছা জন্মিতে পারে। অবিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে দণ্ডায়মান করাইলেই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, মস্তিষ্ক বা

মস্তিষ্কঝিল্লীর উপদাহ বা প্রদাহ জন্মে। মস্তকের অতিশয় উত্তাপ, প্রলাপ, চক্ষুর আরক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। এই উপদাহ বা প্রদাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞানাশ বা সম্পূর্ণ অচৈতন্যে পরিণত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, বায়ু-নলীভুজ-প্রদাহ বা ফুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হয়। কখন কখন বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকল এত অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয় যে,বিশেষরূপে মনোনিবেশ না করিলে উহা জানা যায় না সুতরাং তদ্দ্বারা অতিশয় অপকার হয়। পঞ্চমতঃ, এই জ্বরে যকৃৎ কিম্বা প্লীহাতে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে। ষষ্ঠতঃ, এতৎসহকারে অতিসার বা রক্তামাশয় বিদ্যমান থাকে। সপ্তমতঃ, এই রোগে প্রথম হইতেই অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্নিপাত ও স্বল্পবিরাম জ্বরে প্রভেদ :—

সন্নিপাত জ্বর।	স্বল্পবিরাম জ্বর।
১। দূষিত জলবায়ু হইতে উৎপন্ন হয়।	১। ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়।
২। প্রথম হইতেই পীতবর্ণ মলস্রাবী অতিসার থাকে।	২। প্রথমে কোষ্ঠরোধ থাকে বা মলিন পৈত্তিক মল নিঃসৃত হয়।
৩। অন্ত্রে স্পর্শদ্বেষ ও বেদনা থাকে।	৩। অন্ত্রে বেদনাদি কিছুই থাকে না।
৪। গোলাপী রঙ্গের বা রক্তবর্ণের পীড়কা উৎপন্ন হয়। *	৪। কোন প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয় না।
৫। একেবারেই জ্বরের বিচ্ছেদ হয়না।	৫। সাধারণতঃ প্রতিদিন প্রত্যূষে অল্প বিরাম লক্ষিত হয়।
৬। পাণ্ডু বা ত্বকের পীতবর্ণ কচিৎ থাকে।	৬। পাণ্ডু বা ত্বকের পীতবর্ণ প্রায়ই থাকে।
৭। বিবমিষা, হিক্কা ও বমন প্রভৃতি আমাশয়িক লক্ষণ কখন কখন থাকে।	৭। আমাশয়িক লক্ষণ প্রায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।

* এ দেশে সন্নিপাত জ্বরে প্রায়ই পীড়কা দৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।—জেলসিমিয়ম, ব্রাইওনিয়া, বেলেডোনা, ইপিকাক, এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, ইউপেটোরিয়ম, নক্সভমিকা, মার্ক-সল, ব্যাপ্টিসিয়া ও কুইনাইন স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রধান ঔষধ। সন্নিপাত-লক্ষণ (টাইফয়েড সিমটমস) উপস্থিত হইলে ব্রাইওনিয়া, রসটক্স, ব্যাপ্টিসিয়া, হাইওসায়েমাস, ওপিয়ম, ষ্ট্রামোনিয়ম, ফসফরিক এসিড, আর্সেনিকম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জ্বরের প্রথমে জেলসিমিয়ম, তৎপরে ব্রাইওনিয়া, শিরো-লক্ষণে বেলেডোনা, অতিশয় গাত্র-বেদনা ও ঘর্ম্মাভাব লক্ষণে ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটম, বিবমিষা বা বমনাদি আমাশয়িক উপদ্রবে ইপিকাক বা বাপ্টিসিয়া, ক্রমি-লক্ষণে সিনা বা স্যাণ্টোনিন, উদরাময়-সংস্রবে মার্ক-সল, পডোফিলম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হইবামাত্র সাধারণতঃ ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ২।৩ ঘণ্টান্তর ব্যবহৃত হয়। পুনর্ব্বার জ্বর আসিলে জ্বরকালীন যথোপযুক্ত ঔষধ এবং বিরাম সময়ে কুইনাইন ব্যবস্থা করা যায়। অত্যন্ত অবসন্নতা থাকিলে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে আর্সেনিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বল্পবিরাম জ্বরে ব্যবস্থেয় ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

[১] জেলসিমিয়ম।—প্রথম সপ্তাহে, উপসর্গ শূন্য স্বল্প-বিরাম জ্বরে সাধারণতঃ জেলসেমিয়মই ব্যবহৃত হয়। উগ্র জ্বর, অতিশয় গাত্র-তাপ; তীব্র শিরঃপীড়া; ঘাড়ে, পৃষ্ঠে, ও অঙ্গে বেদনা, চক্ষু নাড়িলে চক্ষে বেদনা; পিপাসা; স্বল্প ও আরক্ত মূত্র এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। জেলসি-মিয়ম সেবনে প্রায়শঃ ৪।৫ দিবসেই জ্বরের ভোগকাল পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

[২] ব্রাইওনিয়া।—জ্বর কয়েকদিন থাকিলে জেলসিমিয়মের পরে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্রাইওনিয়াও জেলসিমিয়মের ন্যায় জ্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রযোজিত হইয়া থাকে। সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া; একবারে অধিক পরিমাণ জলপানের অভিলাষ বিশিষ্ট পিপাসা; কপিশবর্ণ জিহ্বা; ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ; পেশীর স্পর্শ-দ্বেষ ও বেদনা এবং নড়িলে চড়িলে উহার আতিশয্য, বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধবৎ বেদনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধ ব্রাইওনিয়ার

প্রয়োগ-লক্ষণ। [৩] বেলেডোনা।—মাস্তিষ্ক লক্ষণের প্রাবল্যে অর্থাৎ সম্মুখ কপালে প্রবল শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীগুলির অতিশয় পূর্ণতা ও দপদপ, এবং অস্থিরতা ও প্রলাপ লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। [৪] ইপিকাক।—আমাশয়িক উপদাহিতা সহকারে স্বল্পবিরাম জ্বর আরম্ভ হইলে, এবং বিবমিষা, পিত্ত-বমন, উদরোর্দ্ধদেশে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইপিকাক ব্যবস্থেয়। [৫] মার্ক-সল।—অতিসার থাকিলে মার্ক-সল ফলপ্রদ। মলিন কপিশবর্ণ, বা আমামিশ্রিত মল লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। ঘর্ম্মস্রাবেও জ্বরের অনুপশম এবং বেদনা এই ঔষধের অপর লক্ষণ। [৬] ইউপেটোরিয়ম।—পিত্তপ্রধান স্বল্প বিরাম জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অস্থির অভ্যন্তরে ও পেশীতে বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। [৭] পডোফিলম।—আমাশয়, অন্ত্র, ও যকৃতের লক্ষণের প্রাবল্য; অতিশয় শিরঃপীড়া ও পিপাসা, অথবা শিরোবেদনার পরিবর্ত্তে উদরাময় থাকিলে পডোফিলম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। [৮] নক্সভমিকা।—জ্বরের প্রথমাবস্থায় রোগীর ক্ষণরাগিতা ও একাকী থাকিতে ইচ্ছা; এবং জিহ্বাপ্রান্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ থাকিলে নক্সভমিকা উপকারী। আবার আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় রোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য না হইয়া উঠিলে, তাহার ক্ষুধাহীনতা, দুর্ব্বলতা, এবং ঈষৎ শীত ও উত্তাপ লক্ষণাপন্ন অল্প অল্প সপর্য্যায় জ্বর থাকিলেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। [৯] কুইনাইন।—স্বল্প-বিরামজ্বরে সুস্পষ্ট বিরাম উপস্থিত হইলে জ্বরের বিচ্ছেদকালে কুইনাইন ব্যবস্থেয়। বিরাম কালে নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা, জ্বরকালে উহার পূর্ণতা; কর্ণ-নাদ, মস্তক লঘু অনুভব,—এই গুলি কুইনাইনের প্রয়োগ-লক্ষণ। [১০] ব্যাপ্টিসিয়া।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলতা, প্রচাপিত বৎ অতীব্র শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, আরক্ত, ধূমল ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল; কপিশ বা মলিন পীতবর্ণ কেন্দ্র ও লোহিতবর্ণ প্রান্ত বিশিষ্ট জিহ্বা, বারংবার অল্প অল্প, পাতলা, মলিন মল নিঃসরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্রান্তি ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব ইহার লক্ষণ। এইসকল লক্ষণে দূষিত স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রারম্ভে ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগ করিলে অনেক সময় প্রথম সূচনায়ই এতদ্দ্বারা জ্বর প্রতিরুদ্ধ হয়। অপর, জ্বরের প্রথম সপ্তাহের পরে অতিশয় স্নায়বীয় অস্থিরতা, মস্তক যেন

খণ্ড খণ্ড হইয়া শয্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব ও সেই সকল খণ্ড একত্রিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন; জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া; শিরোগৌরব, তন্দ্রাদোষ; জিহ্বার শুষ্কতা, দন্তে দন্ত-শর্করা; শ্বাসে দুর্গন্ধ, নাড়ীর পূর্ণতা ও ধীরতা; কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধময় মল, এবং লোহিতবর্ণ মূত্রপ্রভৃতি গম্ভীর বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। [১১] সিঙ্কোনা।—আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় শীঘ্র আরোগ্য না জন্মিলে, অথবা রোগীর দুর্ব্বলতা, প্লীহার রক্তপূর্ণতা, ও দৌর্ব্বল্য থাকিলে সিঙ্কোনা ব্যবস্থেয়।

স্বল্পবিরামজ্বরে বিকার জন্মিলে এবং সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃই টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরের ঔষধগুলি অর্থাৎ (১) বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, রসটক্স, কাকউলাস, ভিরেট্রম, (২) আর্সেনিক, ব্যাপ্টিসিয়া, কার্ব্বো-ভেজি, চায়না, হাইওস, এপিস, আইরিস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব সেই সকল ঔষধের বিস্তারিত লক্ষণ আর এখানে উল্লিখিত হইলনা। টাইফয়েড জ্বরে ও পুস্তকের শেষ ভাগেও উল্লেখ করা গেল। (টাইফয়েডজ্বর দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষেধক।—জেল্‌সিমিয়ম স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রতিষেধক।

পথ্যাপথ্য।—বিষমজ্বরের ন্যায়।

স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রধান প্রধান উপসর্গ।

বায়ুনলি-ভুজ-প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)—ফুসফুসের বায়ুবাহীনল ও তাহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহকে বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ বলে। সাধারণতঃ সর্দ্দি লাগিয়া এই প্রদাহের উৎপত্তি হয়। শীত ও বর্ষা ঋতুতে এ দেশীয়দিগের জ্বরে মধ্যে মধ্যে এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। উত্তর অঞ্চল ও সমুদ্রকূলবাসীদিগের জ্বররোগেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। শিরঃপীড়া,

জ্বর পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, লেপাবৃত জিহ্বা, অস্থিরতা; বক্ষঃস্থলের সম্মুখ ভাগে আকৃষ্টতা ও আকুঞ্চন অনুভব, দ্রুত,আয়াসসাধ্য, ব্যাকুলিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহকারে কণ্ঠকূজন অর্থাৎ সাঁই সাঁই বা হাঁস ফাঁস শব্দ; এবং উগ্রকাস এই রোগের প্রধান লক্ষণ। বায়ুনলীভুজ-প্রদাহের কাস প্রথমে শুষ্ক থাকে, দুই তিন দিন পরে নির্যাসবৎ ফেণিল শ্লেষ্মা উদ্গত হয়। সেই শ্লেষ্মা কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে উহা অঙ্গুলাগ্রের আকার ধারণ করে। কখন কখন তাহে রক্তের রেখাও দেখা যায়। অবশেষে গাঢ়, ঈষৎ হরিৎ মিশ্রিত পীত বর্ণ ও পূয়ময় নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে। রোগ সামান্য হইলে অষ্টম দিবসে হ্রাস পড়ে, নতুবা শ্বাসকৃচ্ছ্র বৰ্দ্ধিত, ওষ্ঠ কৃষ্ণ বর্ণ গণ্ডদেশ পাণ্ডুর ও মলিন এবং কখন কখন প্রলাপ প্রভৃতি অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। বালকদিগের বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ অধিক বিপদ জনক। উহাদের এই রোগ জন্মিলে প্রায়ই বায়ুবাহীনলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপশাখা গুলি আক্রান্ত হইয়া থাকে,কিন্তু পূর্ণবয়স্কদিগের রোগে প্রধান প্রধান নলগুলিই প্রদাহিত হয়। প্রদাহ বিকীর্ণ হইয়া যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলে অধিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ততই বায়ুদ্বারা ভালরূপে রক্ত বিশোধিত হইতে পারে না সুতরাং শ্বাস রুদ্ধ হইয়া সত্বর রোগীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসা।—একোনাইট (রোগের প্রারম্ভাবস্থা); ব্রাইওনিয়া (বক্ষঃস্থলে বেদনা, স্বল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীর প্রদাহ), এন্টিমটার্ট (অতিশয় কণ্ঠকূজন, শ্বাসকৃচ্ছ্র, ফুসফুসে অধিক শ্লেষ্মাসঞ্চয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলীতে প্রদাহের বিস্তৃতি), কালীবাইক্রম (দুশ্ছেদ্য সূত্রবৎ শ্লেষ্মাসঞ্চয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাস, ক্ষুধাহীনতা, পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, ফসফরাস, (কাস, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন, বায়ুনলীভুজ হইতে পূয়স্রাব), লোবেলিয়া, ইপিকাক, আর্সেনিক, বেলেডোনা, কার্ব্বোভেজী, মার্কিউরিয়স, স্পঞ্জিয়া, সলফার। তরুণ বায়ুনলীভুজপ্রদাহে বক্ষঃস্থলে মসিনার উষ্ণ পুল্টিস প্রদান অত্যন্ত উপকারজনক। বালকদিগের বায়ুনলীভুজপ্রদাহ—একন, মস, ব্রাই, পলস (সবল কাস); ইপিকাক (আক্ষেপিক কাস), এন্টিমটার্ট (শ্লেষ্মা সঞ্চয়), সিনা, স্যাণ্ট (কৃমিজনিত উপদাহ)। ডাক্তার অশার্ বলেন যে বালকদিগের বায়ুনলীভুজপ্রদাহে লোবেলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। বৃদ্ধদিগের বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ—

এণ্ট-টার্ট, এমন-কার্ব্ব (কষ্টে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন); কোনা, কার্ব্বো ভে, স্কুইল, সেনেগা, ফস, কা-বাইক্রম, আর্স। জ্বরের আনুষঙ্গিক বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে সাধারণতঃ ব্রাইওনিয়া বা এণ্ট-টার্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া)।—সাধারণতঃ প্রবল প্রতিশ্যায়ের ন্যায় শীত ও সময়ে সময়ে উত্তাপ সহকারে এই রোগ উপস্থিত হয়, অথবা বায়ুনলীভুজ-প্রদাহের ন্যায় ইহার সূচনা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বল্পবিরামজ্বর, সন্নিপাত জ্বর ও অন্যান্য জ্বরে এই ব্যাধি কখন কখন প্রচ্ছন্ন ভাবে উপস্থিত হয়। বালক, বৃদ্ধ ও এদেশীয়দিগের ফুসফুস প্রদাহও সময়ে সময়ে এই প্রকার অস্পষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয়েরা অনেক সময় ফুসফুসের রোগে প্রাণত্যাগ করে অথচ তাহার কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। ফুসফুস-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় শুষ্ক, হ্রস্ব কাস প্রকাশ পায়। তৎপরে পাতলা, ফেনিল ও অতিশয় আঠাবৎ শ্লেষ্মা নিঃসারিত হয়। অনন্তর লৌহের মরিচার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। শ্লেষ্মার এই প্রকার বর্ণ দ্বারাই বায়ুনলীভুজ প্রদাহ হইতে ফুসফুসপ্রদাহের প্রভেদ করা যায়। এই রোগে সচরাচর অধিক তীব্র বেদনা থাকে না। কিন্তু এতৎ সহকারে ফুসফুস-বেষ্টের প্রদাহ (প্লুরিসি) উৎপন্ন হইলে সূচীবেধবৎ প্রবল পার্শ্ব-বেদনা বিদ্যমান থাকে। কখন কখন স্তনের নিম্নদেশে এই বেদনা অনুভূত হয়। কেবল ফুসফুস-প্রদাহে বক্ষঃস্থলে নিয়ত অনুগ্র বেদনা থাকে এবং শ্বাস হ্রস্ব ও ঘন হয়। চক্ষে জল ও নাসারন্ধ্রে আর্দ্রতা থাকেনা। শ্বাসের গতি ১১৪ হইতে ১৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গাত্রতাপ ১০৪ বা ১০৫ তাপাংশ উত্থিত হয়। প্রদাহ অনুগ্র আকারের হইলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে রোগ হ্রাস পড়ে নতুবা এক পক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। যদি শরীর-তাপ গড়ে ১০৪ তাপাংশ, নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ বার এবং শ্বাসের গতি এক মিনিটে ৩৫ বার অপেক্ষা অধিক না হয় অথবা অন্য কোন সঙ্কট জনক উপসর্গ না জন্মে তবে রোগী অষ্টম বা দশম দিবসে আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে শ্বাসের দ্রুততা ও কৃচ্ছ্রতা, নাড়ীর বেগ ও গাত্রের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। অপিচ, প্রলাপ ও তৎপরে সম্পূর্ণ অচৈতন্য জন্মে। এই রোগে বক্ষে বোঝা

যন্ত্র দ্বারা স্কন্ধাস্থির নিম্ন ভাগে বক্ষঃস্থলে আকর্ণন করিলে কেশঘর্ষণ ধ্বনি (ক্রেপিটেশন), এবং রোগের বৰ্দ্ধিত অবস্থায় অঙ্গুলি দ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত করিলে স্বাভাবিক বায়ু-গর্ভ শব্দের পরিবর্তে ঘন গর্ভ (ডাল) শব্দ শুনা যায়। জ্বর কালীন বালকদিগের ফুসফুস-প্রদাহ প্রায়ই অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়। তিন বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগের এই রোগ হইলে উহারা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে পারেনা। মুখ বিকসিত করিয়া ঘন ও আয়াসসাধ্য নিশ্বাস ত্যাগ করে। নিশ্বাস ত্যাগকালে নাসারন্ধ্র প্রসারিত হয়। বালকদিগের ফুসফুসপ্রদাহ প্রায়ই বায়ুনলীভুজপ্রদাহ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু এই দুই রোগে প্রধানতঃ প্রভেদ এই যে ফুসফুস প্রদাহে গাত্র ও মুখ গহ্বর উত্তপ্ত ও রুক্ষ, কাস হ্রস্ব ও ক্ষীণ, নির্গত শ্লেষ্মা লৌহ কলঙ্কের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও ফেণিল, এবং গাত্র তাপ ১০৩—১০৫ তাপাংশ থাকে। বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে গাত্র ও মুখগহ্বর উষ্ণ ও আর্দ্র, কাস উচ্চ ও সশব্দ, নির্গত শ্লেষ্মা শুভ্র ও অণ্ডলালবৎ, এবং গাত্রতাপ ১০০—১০২ তাপাংশ হয় *। চিকিৎসা।—এই রোগে, নাড়ীর বেগ, শ্বাসের গতি ও শরীরের তাপ হ্রাস করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য অতএব যে সকল ঔষধে এই তিন উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় তাহাই এই ব্যাধির প্রকৃত ঔষধ। একন ও ফস পর্য্যায়ক্রমে (প্রারম্ভাবস্থা); ব্রাই ও ফস পর্য্যায়ক্রমে (ফুসফুসবেষ্ট পরিব্যাপ্ত ফুসফুসপ্রদাহ), এণ্ট টার্ট ও ফস পর্য্যায়ক্রমে (বায়ুনলীভুজ পরিব্যাপ্ত ফুসফুসপ্রদাহ)। চেল-ম্যাজ (যকৃতের উপসর্গ); কালী-কার্ব্ব (উভয় ফুসফুসের প্রদাহ); আর্ণ বা এসিড-নাইট (বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল রোগী), আইয়োড, ব্রোম, এসিড-অকজেলিক (গণ্ডমালাগ্রস্থ রোগী), সলফ (কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অনতিপ্রবল), রস, আর্স, ব্যাপ্ট, ভিরেট-ভিব (সান্নিপাতিক লক্ষণ); কার্ব্ব-ভে, আর্স বা ল্যাক (দুর্গন্ধি নিশ্বাস, ফুসফুসের বিগলিত অবস্থা), ক্যাক্ট (বক্ষস্থলে রক্তসঞ্চয়); ভিরেট-ভিব (মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার উপদাহ), আর্ণ (উপঘাত বা অতি পরিশ্রম

---

* ফুসফুসবেষ্টের প্রদাহে সূচীবেধ বা কর্ত্তনবৎ পার্শ্ববেদনা ও শুষ্ক হ্রস্ব কাস থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে না। অপিচ, নিউমোনিয়ার ন্যায় ইহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যার সহিত নাড়ীর সংখ্যার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে না।

জনিত); লাইকো (গভীর-মূল বেদনা,বা ফুসফুস প্রদাহের পরবর্ত্তী বায়ুনলী-ভুজের উপদাহ), বেণ-বস্ব (ত্বকের নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষতবৎ অনুভব)। শীতল জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া উত্তমরূপে চিপিয়া লইয়া তদ্দ্বারা বক্ষঃস্থলের পীড়িত পার্শ্বে পাঁচ মিনিট অন্তর এক একবার পটী প্রয়োগ করিলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ উপশম বোধ হয়। দীর্ঘ ও পুরু মসিনার পোল্টিস বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠে দিলেও অতিশয় উপকার দর্শে। জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ ফুসফুস-প্রদাহে সাধারণতঃ ব্রাইওনিয়া ও ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।

প্রলাপ (ডিলিরিয়ম)।—অসংলগ্ন ও অর্থশূন্য বাক্যকে প্রলাপ বলে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিকার বশতঃ প্রলাপ জন্মে। জ্বরে দুই প্রকার প্রলাপ উপস্থিত হয়, যথা—প্রবল প্রলাপ ও মৃদু প্রলাপ। জ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রলাপ জন্মিলে প্রায়ই প্রবল প্রলাপ জন্মে। এই প্রকার প্রলাপে রোগীর অতিশয় উত্তেজনা, উত্থান-চেষ্টা, শিরঃপীড়া ও চক্ষের আরক্ততা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। জ্বরের শেষাবস্থায় অর্থাৎ অষ্টাহ পরে আর এক প্রকার প্রলাপ জন্মে। উহাকেই মৃদু প্রলাপ বলে। মৃদু প্রলাপে রোগী অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মৃদুস্বরে অস্পষ্ট ও অসঙ্গত বাক্য বলে। ইহাতে উগ্র শিরঃপীড়া ও চক্ষের আরক্ততা প্রভৃতি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই শেষোক্ত অবস্থাকেই টাইফয়েড্ কণ্ডিশন বা সন্নিপাতাবস্থা কহে। মস্তিষ্কের প্রদাহ ও অন্যান্য মস্তিষ্করোগ বশতঃ যে প্রলাপ উৎপন্ন হয় তাহা অতিশয় উগ্র ও প্রচণ্ড হইয়া থাকে। স্বল্পবিরামাদি কোন কোন জ্বরে সময়ে সময়ে অচৈতন্য বা তন্দ্রাদোষ (কোমা) জন্মে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় তন্দ্রাদোষ তত অনিষ্টকর নহে। কিন্তু প্রলাপের পর নিয়ত তন্দ্রা সঙ্কটজনক। চিকিৎসা।—মস্তিষ্কে প্রবল রক্তসঞ্চয় অর্থাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত মস্তিষ্ক-বিকার, রক্তবর্ণ চক্ষু, কপাল প্রান্তের শিরাস্পন্দন, আরক্ত মুখমণ্ডল ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহেয়। রক্তসঞ্চয় ব্যতীত, কেবল স্নায়ুর বিধানতন্ত্বর সামান্য উপদাহজনিত মৃদুপ্রলাপে হাইয়োসায়েমাস উপযোগী। উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ, প্রচণ্ডতা ও দংশনচেষ্টায় ষ্ট্রামোনিয়ম ফলপ্রদ। স্নায়ুকেন্দ্রের অবসাদন বশতঃ প্রলাপ অপেক্ষা অচৈতন্যবৎ নিদ্রার আধিক্য থাকিলে ওপিয়ম ব্যবহার্য্য।* জ্বরকালীন তন্দ্রাদোষে

সাধারণতঃ ওপিয়ম ও রসটক্স ব্যবহৃত হয়; আবশ্যক হইলে বেলেডোনা, হাইয়োসায়েমাস, জেলসিমিয়মাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কৃমি (ওয়ারমস)।—শরীর কৃশ; উদর শক্ত ও স্ফীত, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; অকস্মাৎ মুখমণ্ডলের বর্ণপরিবর্ত্তন; চক্ষুর নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধমণ্ডল; প্রসারিত কনীনিকা; নাসাকণ্ডূয়ন; মলদ্বার কণ্ডূয়ন; কোষ্ঠরোধ ও ঘন ঘন মল-প্রবৃত্তি, অথবা মলিন, আঠাবৎ দুর্গন্ধি মলস্রাব ও কুন্থন বিশিষ্ট উদরাময়; নিম্নোদরে বেদনা; দুর্গন্ধময় নিশ্বাস; কখন কখন নিদ্রাবস্থায় লালাস্রাব; বমন-প্রবৃত্তি; অতি-ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা, মলদ্বার হইতে আম-স্রাব; বালিকাদিগের জননেন্দ্রিয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাব; কখন কখন মূত্রকৃচ্ছ্র; শ্বেতবর্ণ বা দুগ্ধবৎ মূত্র; শয্যায় মূত্রত্যাগ; নিদ্রাকালীন অস্থিরতা, চমকিত হইয়া উঠা, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ বা কথা বলা, শুষ্ক ও হ্রস্ব বা আক্ষেপিক কাস; দীর্ঘ-নিশ্বাস; হিক্কা; আক্ষেপ; বা প্রলাপ;—এইগুলি কৃমির প্রধান প্রধান লক্ষণ। স্থূলান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্র উভয় অন্ত্রেই কৃমি থাকে। স্থূলান্ত্রে সূত্র-কৃমি ও ক্ষুদ্রান্ত্রে মহিলতার ন্যায় কৃমি বাস করে। বমন বা মলের সহিত কৃমি নির্গত হইলেই উদরে কৃমি আছে বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়। চিকিৎসা।—জ্বরে কৃমি উপসর্গ থাকিলে সাধারণতঃ সিনা ও স্যাণ্টনিন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিলতার আকার কৃমির পক্ষেই সিনা ও স্যাণ্টনিন্ বিশেষ উপযোগী; সূত্রকৃমি রোগেও এই দুই ঔষধি উপকারী। কিন্তু ডাঃ হিউজ টিউক্রিয় ১ম ক্রম অধিক ফলপ্রদ মনে করেন। পূর্ণবয়স্কদিগের সূত্রকৃমিতেই এই শেষোক্ত ঔষধ বিশেষ উপকারজনক। সূত্রকৃমিতে সুইট অয়েল বা লার্ডের পিচকারীও ফলপ্রদ। কৃমিজনিত অতিসার বা রক্তাতিসারে মারকিউরিয়স; স্নায়বীয় উপদাহ, বা আক্ষেপে বেলেডোনা; এবং স্নায়বীয় অবসন্নতায় ইগ্নেশিয়া ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য উপসর্গ।—অতিসার।—আস, ইপিক, মার্ক, কার্ব্বো, ভিরাট, ব্যাপ্ট। রক্তাতিসার।—মার্ক, ইপিক, কলোস, ব্যাপ্ট, আর্স। পাণ্ডু।—ফস, মার্ক, ক্রোটেলস।

শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর * —রিমিটেণ্ট ফিবার অভ ইন্‌ফ্যাণ্টস্।

শিশু ও বালকদিগের অনেক সময় স্বল্পবিরামজ্বর হইয়া থাকে। ইহাদের জ্বর সর্ব্বদা কেবল পূতিবাষ্প হইতে উৎপন্ন হয় না। পূতিবাষ্প, দন্তোদ্গম জনিত উপদাহ, কৃমি, অনুপযুক্ত আহার, অন্ত্রে মলসঞ্চয়, দীর্ঘকালব্যাপী উদরাময় ফুসফুসের পীড়া, আমাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, এই সকল শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রধান কারণ। মূল স্বল্পবিরাম জ্বরে যে সকল প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতেও প্রায় সেই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শিশুদিগের জ্বরে মধ্যাবস্থা প্রত্যূষে ও প্রকোপ অবস্থা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা রাত্রির প্রথমাংশে প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে প্রলাপ ও অচৈতন্য প্রবণতা এবং আক্ষেপের (কন্‌ভলশন) সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বরের স্বল্পবিরাম প্রকৃতি নিরূপিত হইবামাত্র এই জ্বরে জিলসিমিনম্ ব্যবস্থেয়; কিন্তু আমাশয়িক লক্ষণ থাকিলে পলসেটিলা ও এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম্ প্রযোজ্য। শিরোলক্ষণের প্রাবল্যে হাইয়োসায়েমাস্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কখন কখন কৃমি উপসর্গ বশতঃ এই জ্বর দীর্ঘকাল থাকে এরূপ অবস্থায় সিনা ব্যবস্থেয়। শিশুদিগের জ্বরে ক্যামোমিলা ১২ অনেক সময় সবিশেষ ফলপ্রদ। সময়ে সময়ে এই স্বল্পবিরাম জ্বর, সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হয়। এরূপ হইলে প্রথম অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া; উদরাময় ও অবসন্নতাদি লক্ষণে আর্সেনিক; পূতিগল ক্ষতে মিউরিয়েটিক্ এসিড; প্রবল উদ্গার, বমন, শিরঃপীড়া ও তন্দ্রাদি লক্ষণে ভিরেট্রম-ভিরিডি; তিক্তাস্বাদ, পিত্তপ্রকোপ, কাস ও কোপনতাদি লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া; অতিঘর্ম্মে মারকুরিয়স্, দুর্গন্ধময় মলমূত্রাদি নিঃসরণে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস; উদরাময়ের সূচনায় পলসেটিলা; ফুসফুসের উপসর্গে ফসফরাস ও ব্রাইওনিয়া; স্নায়বীয়

* অধুনা শৈশবাবস্থার স্বল্পবিরাম জ্বরকে Enteric fever (এণ্টারিক ফিবার) বা সন্নিপাত জ্বর বলে।

দুর্ব্বলতায় ফেরম, সলফার, চায়না বা ফসফরিক এসিড ব্যবহেয়। আক্ষেপে।—বেল (পূর্ণরক্ত রোগী), এসিড-হাইড্রোসায়েনিক (ক্ষীণরক্ত রোগী), ইগ্নেশিয়া (পৃষ্ঠবংশজ ও কৃমিজ আক্ষেপ), সিনা (কৃমিজ আক্ষেপ)।

পথ্যাপথ্য।—সাগু, এরারুট, দুগ্ধ ইত্যাদি লঘুপাক তরলদ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত।

অবিরামজ্বর-দি কণ্টিনিউড ফিবার্স।

[১] সামান্য জ্বর—সিম্পল ফিবার।

এই জ্বর সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু। ইহা ১২ হইতে ৩৬ ঘটিকার মধ্যেই বিরাম পায়। এই নিমিত্ত ইহাকে একাদনস্থায়ী জ্বর বা একি মারাল ফিবার বলে। •

লক্ষণ।—অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাকালে অল্প অল্প জ্বরাক্রমণ, প্রথমতঃ শীত, অনন্তর উত্তাপ ও ত্বকের রুক্ষতা; দৃঢ়, পূর্ণ, দ্রুত নাড়ী; লেপাবৃত ও শুষ্ক জিহ্বা; পিপাসা; দ্রুত শ্বাস, লোহিত বর্ণ ও অল্প মূত্র। অপিচ, সচরাচর কটিবেদনা, অঙ্গ-গ্রহ, শিরঃপীড়া,অন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ও ক্ষুধামান্দ্য ইহার প্রধান লক্ষণ।

সময়ে সময়ে অন্যান্য গুরুতর রোগের পূর্ব্বরূপ স্বরূপও এই জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে অতএব প্রথমেই ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে ভাবী রোগেরও অনেকাংশে শমতা জন্মে।

কারণ।—ঘর্ম্মাবরোধ, হিম বা আর্দ্রতা ভোগ, সহসা ঋতু-পরিবর্ত্তন, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান; অপুষ্টিকর বা অপর্য্যাপ্ত আহার গ্রহণ; আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক উপঘাত প্রাপ্তি; এবং শ্রান্তি সামান্য জ্বরের কারণ। কখন কখন অন্যান্য জ্বরের প্রকার-ভেদ স্বরূপেও এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কেবল একোনাইট সেবন করাইলেই সামান্য জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা ঔষধ সেবন করান

কর্ত্তব্য। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তরও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উষ্ণ ও শুষ্ক ত্বক; একবার শীত একবার দাহ; বেগবতীনাড়ী, কোষ্ঠবদ্ধ, হাঁচি, গ্লানি; অস্থিরতা প্রভৃতি একোনাইটের লক্ষণ। একোনাইট সেবনান্তে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে আর উহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রবল শিরঃপীড়া থাকিলে একোনাইট সহকারে পর্য্যায়ক্রমে বেলেডোনা দেওয়া বিহিত। সহসা শীত, কম্প এবং তৎসহকারে অবসন্নতা ও সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি লক্ষণে জ্বরের আক্রমণের প্রারম্ভাবস্থায় সত্বর দুই বিন্দু মাত্রায় কর্পূরের উগ্র অরিষ্ট চিনি সহযোগে ১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর সেবন করাইলে কেবল কর্পূর দ্বারাই এই জ্বর আরোগ্য হইতে পারে। একোনাইটের বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ অতিশয় অস্থিরতা না থাকিলে এবং শীত, পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা, শিরোবেদনা ও শিরোগৌরব, সঞ্চালনে অক্ষিগোলকে বেদনা, পূর্ণনাড়ী সহ জ্বর, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে জেলসেমিনম ১ম ক্রম ব্যবস্থেয়। এই ঔষধেও অনেক সময় এক-দিবসের মধ্যেই গাত্রবেদনার বিরতি জন্মিয়া ও ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া জ্বরের বিরাম পড়ে। জ্বরের প্রাবল্য লাঘব হইবার পর রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ না করিলে, অথচ তাহার দুর্ব্বলতা, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, মুখে তিক্তা-স্বাদ, কোষ্ঠবদ্ধ, ও আরক্ত মূত্রাদি লক্ষণ থাকিলে ব্রাইওনিয়া তৃতীয়ক্রম ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা ব্যবস্থা করা যায়। কখন কখন এণ্টি-ক্রুড, সিঙ্কোনা, নক্সভমিকা প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—জ্বরের প্রবল অবস্থায় কোন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেবল রোগীর ইচ্ছানুসারে শীতল জল পান করিতে দেওয়া উচিত। শীতল জল পান করিতে দিলে ঘর্ম্ম হইয়া শীঘ্র জ্বরের বিরাম হয়। জ্বরের বিরতির পর খই, যবের মণ্ড, সাগু, আরারুট, তণ্ডুলের কাথ, সুজীর রুটী ইত্যাদি পথ্য দিবে। বেদানা, কিস্‌মিস্‌, পানিফল প্রভৃতি ফলও দেওয়া যাইতে পারে। পুনর্ব্বার জ্বর আসিবার আশঙ্কা দূর হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মসূর বা মুগের দাউলের ঝোল, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল পথ্য দিবে। কোন প্রকার গুরুতর আহার ব্যবস্থা করিবে না। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে স্নান করিতে দিবে।

---

[২] সামান্য সন্তত জ্বর—সিম্পল কণ্টিনিউড ফিবার।

এই জ্বর এক হইতে তিন দিন অথবা ততোধিক কাল বিদ্যমান থাকে। যখন ১২ বা ২৪ ঘটিকার মধ্যে জ্বরলক্ষণ সমস্ত উপশমিত হয়, তখন ইহাকে সামান্য জ্বর বা এফিমারাল ফিবার বলা যায়। কিন্তু ফুসফুসপ্রদাহ, তরুণ আমবাত, টাইফস্ জ্বর প্রভৃতির পূর্ব্বরূপ স্বরূপ এই জ্বর হইলে ইহা উৎকট আকার ধারণ করে।

কারণ।—ঋতু-পরিবর্ত্তন, অধিকক্ষণ রৌদ্রভোগ; আর্দ্র বস্ত্র ধারণ বা আর্দ্র গৃহে বাস; অপর্য্যাপ্ত বা অতিরিক্ত আহার গ্রহণ; মাদক সেবন; উপঘাত প্রাপ্তি, মানসিক বা শারীরিক শ্রান্তি অথবা উত্তেজনা সামান্য সন্তত জ্বরের উদ্দীপক কারণ। টাইফস্ বা টাইফয়েড্ আদি জ্বরের বিশেষ বিষের ক্রিয়া, স্থানিক বা সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়া-বিকার; অর্থাৎ প্রতিশ্যায় ও স্বৈষ্মসঞ্চয়াদি বশতও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। কখন কখন কোন স্পষ্ট কারণ নিরূপণ করা যায় না। পূতিবাষ্প (ম্যালেরিয়া) এই জ্বরের কারণ নহে।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ শীতানুভব, পৃষ্ঠ ও শিরোবেদনা, ক্ষুধামান্দ্য ও দ্রুতনাড়ী; অনন্তর গাত্রের উত্তাপ; নাড়ীর বেগ, নাড়ীর স্পন্দন ১০০—১২০ বার, ওষ্ঠ ও জিহ্বাশোষ, পিপাসা, স্বল্প ও আরক্ত মূত্র, কোষ্ঠরোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকাংশ লক্ষণ সাধারণতঃ রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও প্রত্যূষে হ্রাস পায়। তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসান্তে, কচিৎ বা পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ দিবসে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের বিচ্ছেদ হয়। কখন কখন ঘর্ম্ম না হইয়া জ্বরের শেষাবস্থায় নাসিকা বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, উদরাময় ও ওষ্ঠে জ্বরস্ফোট প্রকাশিত হইয়া জ্বরের বিরাম পড়ে। এই জ্বরে দুর্নিবার বমন ও আহার ধারণে অসমর্থতা ইত্যাদি আমাশয়িক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহাকে আমাশয়িক জ্বর (গ্যাষ্ট্রিক ফিবার) বলে। পিত্ত

বা শ্লেষ্মা লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারে কেহ কেহ ইহাকে পিত্তজর বা শ্লেষ্মাজ্বর (বিলিয়স অব মিউকস ফিবার) বলিয়া থাকেন। এই জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে জিহ্বা শুষ্ক ও কপিশবর্ণ, উদর স্ফীত এবং অতিসার উপস্থিত হয় ও সামান্য সন্তত জ্বর সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হইবার আশঙ্কা জন্মে।

এই জ্বরে শরীর-তাপ কতিপয় ঘটিকার মধ্যে ১০২, ১০৩ বা ১০৪ অংশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এই তাপ এক বা দুই দিনের অধিক থাকে না। ২৪ বা ৩৬ ঘটিকার মধ্যে শরীর-তাপ হ্রাস পড়িলে এবং অন্যান্য অনুকূল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থানের অতিরিক্ত উষ্ণতা সামুদ্রিক বায়ু দ্বারা নিবারিত হয় না সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ মহীসুর, দণ্ডকারণ্য ও পঞ্জাবাদি প্রদেশে এই জ্বরের যত প্রাবল্য বোম্বাই ও বঙ্গদেশে তত নহে।

চিকিৎসা।—ব্যাপ্টিসিয়া এই জ্বরের অমোঘ ঔষধি। মূল বা ১ম ক্রমের অরিষ্ট দুই ঘণ্টা অন্তর ১।২ বিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থেয়। যথাসময়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র জিহ্বা পরিষ্কৃত হয়, আহার গ্রহণ ও পরিপাক করণে সামর্থ্য জন্মে এবং সন্তত জ্বর সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় সন্নিপাত লক্ষণ প্রকাশান্তে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে আর্সেনিকই বিশেষ উপযোগী ঔষধ। এই জ্বরে অপর কতকগুলি ঔষধেরও ব্যবস্থা আছে। সেগুলি যদিও ইহার অমোঘ ঔষধ নহে তথাপি উহাদের প্রয়োগ-লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারে ব্যাপটিসিয়া সহকারে পর্য্যায়ক্রমে অথবা স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, যথা ;—পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, উত্তপ্ত ও রুক্ষ ত্বক, হাঁচি, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে একোনাইট ; প্রবল শিরঃপীড়া, কপালপ্রান্তের শিরাস্পন্দ, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, নেত্রের প্রচণ্ডতা, অনিদ্রা, রাত্রিকালে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ; শিরোগৌরববিশিষ্ট শিরঃপীড়া (মস্তক সঞ্চালনে এই শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায় এবং বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে), কাস, শ্বাসকষ্ট, আমাশয়ে চাপানুভব, পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠরোধ, কপিশ বা পীতবর্ণ মূত্র, গাত্রবেদনা, কোপনতাদি লক্ষণে ব্রাইওনিয়া প্রয়োজিত হয়। এতদ্ব্যতীত ওপিয়ম, ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা, পলসেটীলা,

মারকুরিয়স, ইপিকাপ, জেলসিমিয়ম, এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এন্টিমোনিয়ম টার্টেরিকম, চায়না, কুইনাইন প্রভৃতিও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও রোগ উপশম প্রাপ্ত না হইলে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে উহা সম্ভবতঃ সন্নিপাত জ্বর (টাইফয়েড ফিবার) বলিয়া স্থির করা উচিত ও তদনুরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

পথ্যাপথ্য।—রোগীর গৃহে অধিক আলোক, উত্তাপ, গোলমাল ও লোক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগীকে অধিক বস্ত্রাবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখাও অকর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর উত্তেজনা জন্মে অথবা নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় উষ্ণজলে পাদ-স্বেদ (ফুট-বাথ) বিশেষ ফলপ্রদ। এতদ্বারা রক্তসঞ্চলনের সামঞ্জস্য জন্মে ও রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়। অল্পপরিমাণে বারংবার শীতল জলপান ব্যবস্থেয়। শীতল জলপানে পাদস্বেদের উপকারিতা বর্দ্ধিত হয়। এই জ্বরের প্রবল অবস্থায় শীতল জল ও লঘুপাক পাতলা পেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পথ্য ব্যবস্থেয় নহে। অগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে যবের মণ্ড, খৈয়ের মণ্ড, আরারুট বা সাগুর মণ্ড, অন্নমণ্ড ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে সহ্য পাইলে অন্নাদি অতরল পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

—:০:—

[৩] সন্নিপাত জ্বর—টাইফয়েড ফিবার।

টাইফস জ্বরের সহিত সাদৃশ্য থাকাতে ইহার নাম টাইফয়েড জ্বর। টাইফয়েড জ্বরে সচরাচর অন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে এণ্টারিক ফিভার বা আন্ত্রিক জ্বরও বলে। দূষিত পয়ঃপ্রণালী ইহার উৎপত্তির অন্যতর কারণ বিধায় ইহার সামান্য নাম ড্রেণ-ফিবার। ইহা মুক্তানুবন্ধী নহে অর্থাৎ ত্যাগ হইয়া পুনরায় উত্থিত হয় না। এদেশীয় কবিরাজেরা সচরাচর ইহাকে সন্নিপাত জ্বর বা বাত শ্লেষ্মা-বিকার বলিয়া থাকেন। টাইফয়েড জ্বর কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপক ও স্পর্শ-সংক্রামক। জ্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই ইহা অধিকতর স্পর্শ-সংক্রামক হইয়া উঠে। পরিণতবয়স্ক অপেক্ষা যুবকগণই

এতদ্দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ও নবেম্বর মাসে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

কারণ।—এই জ্বর মলিনতা বা দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। বিগলিত জান্তব পদার্থ, পয়ঃপ্রণালী (নবদামা) অথবা মলিন জলাশয়াদি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত বাস্প দ্বারা বা পানীয়জল দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। সুপ্রসিদ্ধ ক্লেবস্ বলেন যে ব্যাকটিরিয়া নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু হইতে টাইফয়েড জ্বর উৎপন্ন হয়। জনাকীর্ণ ও বিশুদ্ধ বায়ু-বিবর্জ্জিত স্থলেই ইহা বিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়। এই জ্বরগ্রস্ত রোগীর মল-মূত্রে দূষিত জলাশয়ের জল ব্যবহার অথবা উক্ত জল মিশ্রিত দুগ্ধপান দ্বারাও এই রোগ জন্মে।

ডাঃ হার্লি বলেন যে (১) পরিত্যক্ত জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ অনাবৃষ্টি কালে সঞ্চিত ও বিগলিত হইলে উহা হইতে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ সমুদ্ভূত হয়। এই বিষ প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত ও প্রক্ষালিত না হইলে বায়ুতে উথিত বা জলে বিকীর্ণ হয় এবং জলবায়ু সহযোগে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া টাইফয়েড জ্বর উৎপন্ন করে। (২) আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য দূষিত হইয়াও এই রোগ জন্মিয়া থাকে। (৩) অন্য কতকগুলি তরুণ রোগের ভোগ-কালে সর্ব্বাঙ্গীন প্রাদাহিক অবস্থা বশতও এই জ্বরের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। বয়ঃক্রম, ঋতু, তাপ, ও বায়বীয় পরিবর্ত্তনাদি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

লক্ষণ।—টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বরূপ অবস্থা ছয় হইতে চৌদ্দ দিবস অবস্থিতি করে। কখন কখন এই রোগ অতি সত্বরও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রোগ বিকাশ পাইবার সময় রোগী অলসতা, ও একপ্রকার গ্লানি অনুভব করে, এবং সহজেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার ক্ষুধামান্দ্য, শরীরাভ্যন্তরে বেদনা, এবং জিহ্বায় একপ্রকার ঈষৎ শুভ্র লেপ বিদ্যমান থাকে। কয়েক দিবসের মধ্যে শীতানুভব, শিরো-বেদনা, কিয়ৎপরিমাণে আলোকাসহ্যতা, জিহ্বার লেপের প্রগাঢ়তা ও উহার অগ্রভাগের আরক্ততা, অতিশয় দুর্ব্বলতানুভব, নাড়ীর ক্ষীণতা, উদরের অল্প অল্প স্পর্শ-দ্বেষ এবং ন্যুনাধিক অনিদ্রা লক্ষণ উপস্থিত হয়। রাত্রিতে গাত্রের উত্তাপ, অস্থিরতা, ও অতিশয় পিপাসা, এবং অল্প অল্প বিবমিষা জন্মে।

সাধারণতঃ কিয়ৎপরিমাণে অতিসার থাকে। রোগ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এই সমস্ত লক্ষণ ততই তীব্রতর হইয়া উঠে এবং অন্যান্য অতিরিক্ত লক্ষণও আবির্ভূত হয়। মুখমণ্ডলের অবসাদ ও পাণ্ডুরতা; গণ্ডস্থলের আরক্ততা; নেত্রের নিমগ্নতা; মূত্রের স্বল্পতা, ও সময়ে সময়ে অবরুদ্ধতা; নাড়ীর সমধিক দ্রুততা; গাত্র-তাপের বিবৃদ্ধি; শ্বাসের দুর্গন্ধ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও কপিশতা; জিহ্বার নীরসতা, বিদীর্ণতা ও কপিশবর্ণ; দন্তে দন্ত-শর্করার সঞ্চয়; উদরে, বিশেষতঃ দক্ষিণ শ্রোণি-গহ্বরে স্পর্শ-দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এক্ষণ রোগী আর শিরোবেদনার কথা বলেনা। সে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া পড়ে। মুখ-শোষ সত্ত্বেও বিশেষ কিছু পান বা আহার করিতে চায়না; কোন বিষয়ের অভিযোগ করেনা; কোন প্রশ্ন করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়; "কেমন আছ," জিজ্ঞাসা করিলে "ভাল আছি" বলে, ইন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা জন্মে। স্পর্শ-জ্ঞান স্তব্ধ হয়। সময়ে সময়ে কনীনিকা প্রসারিত দেখা যায়। অধিকাংশ রোগীরই প্রলাপ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই প্রলাপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রলাপ মৃদু বা তীব্র উভয় প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু প্রায়ই উহাতে প্রচণ্ডতা লক্ষিত হয় না, তবে সময়ে সময়ে উচ্চ চিৎকার ও গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা বর্ত্তমান দেখা যায়। কখনও বা রোগীর অদ্ভুত কল্পনা উপস্থিত হয় ও তাহা প্রতিনিয়তই বিদ্যমান থাকে। সচরাচর অসংলগ্ন মৃদু প্রলাপ, স্থান-পরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি, ও অবাস্তব আততায়ীর নিকট হইতে পলায়ন-চেষ্টাই সমধিক প্রকাশ পায়। প্রলাপের সহিত শয্যা-বস্ত্র খুঁটন বা শূন্যে অবাস্তব পদার্থ বাস্তব বলিয়া ধারণ লক্ষণও থাকে।

অধিকাংশ রোগীর পেশীর স্পন্দন, বিশেষতঃ হস্তের পেশীর স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজীতে ইহাকে "সবসলটস টেণ্ডিনম" কহে। রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে ঔদাস্য মোহে পরিণত হয়, ও কখন কখন উহার সহিত শ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ বর্ত্তমান থাকে।

এই জ্বরের, সহিত প্রায়ই উদরাময় থাকে এবং গেরিমাটীর বর্ণ বা দাইলের ঝোলের ন্যায় বিরেচন হয়। কোন কোন রোগীর আবার অতিসার না জন্মিয়া কোষ্ঠ রুদ্ধ থাকে। রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে অনিচ্ছায় মলস্রাব হয়,

অথবা মূত্রস্তম্ভ জন্মে এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া মূত্র পতিত হয়। কাহার কাহার অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই রক্তস্রাব সঙ্কটসূচক মনে করেন, কেহ কেহ বা ইহা তত বিপদজনক বলেন না।

উদরাধ্মান ও অন্ত্র-কূজন টাইফয়েড জ্বরের অপর অন্ত্র-লক্ষণ। আধ্মান, অন্ত্র-কূজন, দক্ষিণ শ্রোণীদেশে স্পর্শ-দ্বেষ, এবং হরিতালের বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ অতিসার, এই চারিটী এই রোগের বিনির্ণয় লক্ষণ। ইহাতে উদরের স্ফীততা সচরাচর তত অধিক থাকে না এবং অন্ত্রে বাষ্প সঞ্চিত হইয়াই অন্ত্র-কূজন জন্মে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে গাত্রে টাইফয়েড জ্বরের প্রকৃতিসিদ্ধ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই পীড়কা অপচ্যমান, ক্ষুদ্র, ঈষৎ উন্নত, ও অপ্রগাঢ় পাটলবর্ণ। অঙ্গুলীদ্বারা চাপিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হয় এবং দুই তিন দিনের মধ্যে মিশিয়া যায়। অনন্তর আবার নূতন পীড়কা প্রকাশিত হয়। এদেশীয়দিগের শ্যামবর্ণ শরীরে এই সকল পীড়কা মশক দংশনের ন্যায় দেখায়। পীড়কা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেনা, কখন কখন কেবল উহার দুই একটী চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয়। সচরাচর জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদই উৎপন্ন হয় এবং ঘাড়ে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে উহা প্রকাশ পায়। উদ্ভেদ গুলিতে এক প্রকার তরল পদার্থ বা মস্ত সঞ্চিত থাকে। দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগে গাত্রে কালিমা বা কালশিরা জন্মে। সহজসাধ্য রোগে, বিশেষতঃ বালকদিগের জ্বরে পীড়কা উৎপন্ন হইবার পরে জ্বরের হ্রাস পড়িতে থাকে। কতকগুলি রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্মস্রাব হয়। ক্রমাগত ঘর্ম্মস্রাব সুলক্ষণ নহে।

এই রোগে মধ্যে মধ্যে সাবহিত হইয়া রোগীর ফুসফুস পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, টাইফয়েড জ্বরে যে কোন সময়ে রোগীর ফুসফুস-প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। শরৎকালের জ্বরেই এই উপসর্গ অধিক জন্মে, কিন্তু রোগী ঔদাস্যবশতঃ সে সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করে না। ইহাতে কাসের প্রায়ই উগ্রতা থাকেনা, কেবল মধ্যে মধ্যে 'খক খক' শব্দ শুনা যায়। আকর্ণন করিলে ফুসফুসের উপসর্গ বিদিত হওয়া যায়। টাইফয়েড জ্বরে কখন কখন কর্ণ-মূল প্রদাহিত ও পরিপক্ক হয়। এই রোগে কর্ণ-মূল-প্রদাহ সুলক্ষণ নহে। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে রোগী আরোগ্য হইলেও শীঘ্র আরোগ্য লাভ

করিতে পারে না। টাইফয়েড জ্বরে অন্য কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন আনুষঙ্গিক উদরাময় বর্দ্ধিত ও দুর্ব্বলকর হইয়া সন্নিপাত জ্বর সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। কখনও বা অন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে রক্তপাত হয়। দ্বাবিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি দিবসের মধ্যে অন্ত্রে ছিদ্র জন্মিতে পারে। এই শেষোক্ত উপসর্গ উৎপন্ন হইলে হিমাঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত আধ্মান, দুর্নিবার হিক্কা, ও বমনাদি লক্ষণও দৃষ্ট হয় এবং রোগী প্রায়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্র-প্রদাহ, প্লীহা বা যকৃৎ বিবর্দ্ধনাদি উপসর্গও সম্ভব-পর। কখন কখন বমনাদি লক্ষণাপন্ন তীব্র আমাশয়িক উপদাহও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

টাইফয়েডজ্বরে তাপমানদ্বারা প্রতিনিয়ত রোগীর গাত্র-তাপ পরীক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যূষে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হয়, অথবা কোন সময়ে ১০৭ ডিগ্রীর উপরে উঠে, তবে প্রায়ই এই রোগ আরোগ্য হয়না। প্রথম সপ্তাহে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়; দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে একই প্রকার অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ১০৫ ডিগ্রীর একটু উর্দ্ধে ও প্রাতঃকালে ১০৫ ডিগ্রীর একটু নিম্নে থাকে; তৃতীয় সপ্তাহে প্রাতঃকালের গাত্রতাপ কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়; চতুর্থ সপ্তাহে ক্রমশঃ হ্রাস পড়িতে থাকে। সাধারণতঃ এই জ্বরে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক বৃদ্ধি পায়না। ১০৫ ডিগ্রী অপেক্ষা বৃদ্ধি বিপজ্জনক। এবং আকস্মিক বা অনিয়মিত বৃদ্ধি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের উপসর্গ জ্ঞাপক। সম্ভবতঃ ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চয় হইলেই এইরূপ ঘটে। গাত্র-তাপ অধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইলে অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে কখন কখন সহসা গাত্র-তাপের লাঘব ও নাড়ীর বেগের পরিবর্ত্তন জন্মে। ক্রমাগত গাত্র-তাপের হ্রাস ও অন্যান্য লক্ষণের উপশমে আরোগ্যোন্মুখতা বুঝা যায়; কিন্তু সহসা গাত্র তাপের হ্রাস ও অন্যান্য লক্ষণের অনুপশম কুলক্ষণ। রোগ অনুৎকট আকারের হইলে প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই উপশমিত হইতে থাকে, অর্থাৎ জ্বরের বিরামকাল সুস্পষ্ট, উদরাময় হ্রাসপ্রাপ্ত, জিহ্বা পরিষ্কৃত ও অঙ্গ-বেদনা দূরীকৃত হয়; গাত্র-তাপ হ্রাস পড়ে এবং নিদ্রা ও ক্ষুধা জন্মে। উৎকট আকারের হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্য-ভাগে প্রলাপাদি গুরুতর লক্ষণ সকল

উপস্থিত হয়; এবং মৃত্যু-সম্ভাবনা হইলে সম্পূর্ণরূপে রোগীর সংজ্ঞা নাশ প্রাপ্ত, ও গাত্রতাপ বিবর্দ্ধিত হয়। এই রোগের ভোগকাল গড়ে প্রায় ২৮ দিন। সাধারণতঃ প্রথম ষোল দিবসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়। এক পক্ষ জীবিত থাকিলে তাহার আরোগ্যের সমধিক সম্ভাবনা।

বিনির্ণয়।—সুতীব্র স্বল্পবিরাম জ্বর, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, এণ্টি-রাইটিস, ও মিনিঞ্জাইটিস রোগের সহিত টাইফয়েড জ্বরের বিনির্ণয়ে ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু গাত্র-তাপের পরিমাণ দ্বারা অন্যান্য ব্যাধি হইতে টাই-ফয়েড জ্বরের প্রভেদ করা যায়। সাধারণতঃ এইজ্বরে গাত্রতাপবৃদ্ধির ক্রম এইরূপ—প্রথম দিবস প্রাতঃকালে ৯৮.৫, সন্ধ্যাকালে ১০০.৫; দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে ৯৯.৫, সন্ধ্যাকালে ১০১.৫, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে ১০০.৫, সন্ধ্যাকালে ১০২.৫, চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে ১০১.৫, সন্ধ্যাকালে ১০৪, চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালের গাত্র-তাপ ১০৩ হইতে ১০৪ তাপাংশ, এবং প্রাতঃকালে উহা অপেক্ষা প্রায় এক তাপাংশ ন্যূন থাকে।

ভারতবর্ষে যেসকল টাইফয়েড জ্বর দৃষ্ট হয় স্বল্প-বিরাম জ্বরের লক্ষণের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য থাকে, এদেশে সন্নিপাত জ্বরেও ঈষৎ বিরাম দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, বমন, বিরেচন, মস্তিষ্ক-প্লীহার উপসর্গ উভয় জ্বরেই বিদ্যমান থাকিতে পারে। সন্নিপাত জ্বরের প্রকৃতিসিদ্ধ পীড়কা এতদ্দেশে প্রায়ই প্রকাশ পায় না। সুতরাং সন্নিপাত ও স্বল্প-বিরাম জ্বরের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হইলে তাপমান যন্ত্রদ্বারা গাত্রতাপ পরিমাণ করার নিতান্ত আবশ্যক পড়ে সন্নিপাত জ্বরের ন্যায় স্বল্প-বিরাম জ্বরে প্রথম হইতে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত গাত্রতাপ বৃদ্ধির কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম দৃষ্ট হয় না; এবং সকল স্থলেই প্রাতঃকালের তাপ অপেক্ষা সন্ধ্যাকালের তাপ বৃদ্ধি পায় না। অধিকন্ত, স্বল্প-বিরাম জ্বরের স্বল্পবিরাম বা মধ্যাবস্থা টাইফয়েড জ্বর অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট থাকে। নিউমোনিয়ার পূর্ব্বরূপ অবস্থার লক্ষণ; এবং টাই-ফয়েড জ্বরে জ্বরের আক্রমণের পরে নিউমোনিয়া উপসর্গের উপস্থিতি দ্বারা টাইফয়েড জ্বর ও নিউমোনিয়ার প্রভেদ করা যায়। কিন্তু দক্ষিণ শ্রোণি-গহ্বরে (ইলিয়াক ফোসা) বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ, পীত, হরিতালের বর্ণের ন্যায় বিরেচন; এবং পাটল বর্ণের (গোলাপী রঙ্গের) পীড়কা; এই কয়টীই

টাইফয়েড জ্বরের প্রধান বিনিশ্চয় লক্ষণ। এই সকল বর্তমান থাকিলে অন্ত্রের প্রদাহ বিদ্যমান আছে বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

প্রজ্ঞান।—কোন কোন ঋতুতে টাইফয়েড জ্বরে অধিক সংখ্যক, কোন কোন ঋতুতে অল্প সংখ্যক রোগী মরে। আবার, কোন বৎসর বহুলোকের, কোন বৎসর বা অল্প লোকের মৃত্যু হয়। কোথাও বা টাইফয়েড জ্বর বিসূচিকার ন্যায় ব্যাপক আকারে উপস্থিত হইয়া বিস্তর লোকের প্রাণ নষ্ট করে। এই রোগে শতকরা গড়ে ৮ হইতে ১৫ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে। রোগের তীব্রতানুসারেই ভাবী ফল নিরূপিত হয়। প্রথমাবস্থায় প্রবল প্রলাপ দুর্লক্ষণ। তন্দ্রাদোষ, আক্ষেপ, সুস্পষ্ট কণ্ডরোৎক্ষেপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন, প্রতিনিয়ত প্রবল প্রলাপ, কর্ণ-মূল-প্রদাহ, অন্ত্র হইতে প্রভূত রক্তস্রাব, ও অতিশয় অবসন্নতা, টাইফয়েড জ্বরে এই গুলি অশুভ লক্ষণ। মোহ বা প্রবল প্রলাপ অতিশয় গুরুতর লক্ষণ এবং রোগের ভাবীফলের অবধারিত অশুভতা-জ্ঞাপক। অতিশয় অবসন্নতা, ক্ষীণ ও অতি দ্রুত নাড়ীও তদ্রূপ অমঙ্গলসূচক। গাত্র-তাপের ১০৬ ডিগ্রীর উপরে উত্থিতি, অথবা স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র অধঃপতন উভয়ই বিপদজনক। গর্ভাবস্থায় এই রোগ জন্মিলে প্রায়ই এতদ্দ্বারা গর্ভপাত হয় এবং তজ্জনিত প্রভূত রক্তস্রাব নিবন্ধন রোগিণীর মৃত্যু হইয়া থাকে। মোহ, প্রলাপ, অতিশয় অবসন্নতা, বা গর্ভাবস্থা না থাকিলে রোগীর আরোগ্যলাভের আশা করা যাইতে পারে। আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়ও অন্ত্র-ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রাপ্তিগত শরীর-বিকার।—টাইফয়েড জ্বরের বিষে জড়িতান্ত্র বা ইলিয়মের বিকৃতি দৃষ্ট হয়। কখন কখন মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়, আমাশয়ের কোমলতা ও ক্ষত, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি প্রভৃতিও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর পেয়ারাখ্য গ্রন্থি, নিঃসঙ্গ (সলিটারি) গ্রন্থি, ও মধ্যান্ত্র গ্রন্থিরই বিকৃতি জন্মে। এই রোগে সত্বর মৃত্যু হইলে জড়িতান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীততা এবং পেয়ারাখ্য গ্রন্থি ও নিঃসঙ্গ গ্রন্থির প্রদাহ লক্ষিত হয়। বিলম্বে মৃত্যু হইলে গ্রন্থিগুলিতে ক্ষত ও কখন কখন অন্ত্রে রন্ধ্র দেখা যায়। মধ্যান্ত্র গ্রন্থি স্ফীত হয় ও কখন কখন পচিয়া অন্ত্র-বেষ্ট-গহ্বরে নিপতিত হয়। জড়িতান্ত্র ও অন্ধান্ত্রের মধ্যস্থ কপাটের সমীপবর্তী গ্রন্থিগুলিই

সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। অন্ত্র-বেধ জন্মিলে সাধারণতঃ অন্ধান্ত্রের ছয় ইঞ্চির মধ্যেই জন্মে। ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ দুই তিন ইঞ্চি অতিশয় স্ফীত দৃষ্ট হয়। কাহার কাহার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত একটী গভীর ও বন্ধুর ক্ষতে পরিণত হয় এবং উহা স্ফীত ও আরক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীদ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন অন্ধান্ত্র ও স্থূলান্ত্রের গ্রন্থিতেও প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে।

সকল রোগীরই প্লীহায় অস্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চয় জন্মে, উহা সাধারণতঃ বিবর্দ্ধিত হয়, কখন কখন উহার স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পায়; বর্ণ মলিন হয়, এবং প্লীহা অতিশয় নরম হইয়া পড়ে, এত নরম হয় যে সহজেই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। অধিকাংশ রোগীরই ফুসফুসের প্রদাহ ও দৃঢ়তার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাঃ লুইস বলেন যে অন্যান্য রোগ অপেক্ষা টাইফয়েড জ্বরে ফুসফুসই অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে।

সম্প্রাপ্তি।—রক্তে এক প্রকার দূষিত পদার্থের সম্প্রবেশই সাধারণতঃ টাইফয়েড জ্বরের উদ্দীপক কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে কিরূপে টাইফয়েড জ্বরে বিবিধ শারীরিক পরিবর্ত্তন বিশেষতঃ অন্ত্রের বিধান-বিকার সমুৎপন্ন হয় তাহাই পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। সম্ভবতঃ যকৃতের রক্তবহা নাড়ীতে রক্তসঞ্চয় অথবা উহার পিত্তস্রব-নিঃসারিণী নাড়ীতে বিষের প্রভাব বশতঃ যকৃতের ক্রিয়ার অত্যধিক বৈলক্ষণ্য ও স্থূলতা জন্মে। যকৃতের শোণিত সঞ্চ-সঞ্চলনে কোন দূষিত পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে যকৃতের স্বাভাবিকী ক্রিয়ায় উহা বিনষ্ট বা বিনির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবিষ্ট বিষের প্রভাবে যদি যকৃতের এই বিষ-নিঃসারণী শক্তির ন্যূনতা জন্মে এবং পিত্তের গুণান্তর উপাহত হয় অর্থাৎ উহার গাঢ়ত্ব, গুরুত্ব, ও ক্ষারত্ব নষ্ট হইয়া পিত্ত জলবৎ, লবণক্ষারাম্ল, বা অম্ল হইয়া উঠে তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যের আমরস (কাইম) অসম্যক্ গুণসংযুক্ত পিত্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া অন্ত্র-পথে উপদাহ উৎপন্ন করে ও বাষ্প জন্মায় এবং তজ্জন্য অন্ত্র স্ফীত ও উপদাহিত এবং পেয়রাখ্য গ্রন্থি ও অসমবেতগ্রন্থি ক্ষতগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সকল গ্রন্থি অতিশয় নাড়ীময় ও ইহাদের কোষময় বিধান অধিকতর সুকুমার

বলিয়া অন্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থি অপেক্ষা ইহারাই অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের (ইলিয়ম) নিম্নভাগস্থ গ্রন্থিগুলিই সমধিক পীড়িত হয়। তাহার কারণ এই যে ক্ষুদ্রান্ত্রের এই স্থানেই অধিক সংখ্যক গ্রন্থি অবস্থিত আছে এবং এই স্থানেই ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদান্ত্রের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে সংযোগস্থলে অন্ত্রের অংশদ্বয় মলদ্বারের দ্বারাবরক-পেশীর আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহার তন্তুগুলির নির্ম্মাণ-গুণে ঐ সংযোগস্থলের অপর দিকে শৈরিকরক্তের গতি জন্মিতে না পারাতে সংযোগস্থলের নিকটবর্ত্তী অন্ত্রাংশেই রক্তসঞ্চয়ের সমধিক সম্ভাবনা জন্মে।

চিকিৎসা।—ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, রসটক্স, ফসফরাস, ফসরিক এসিড, হাইওসায়েমাস, বেলেডোনা, কার্ব্বো-ভেজি, মার্ক-সল, মিউর-এসিড, আর্সেনিকম, ও সিঙ্কোনা টাইফয়েড জ্বরের প্রধান ঔষধ। সচরাচর এই রোগে ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, রসটক্স, ফসফরাস, ও হাইওসায়েমাসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ডিকিন্সন বলেন যে টাইফয়েড জ্বরে লক্ষণানুসারে কেবল ব্রাইওনিয়া ও রসটক্স প্রয়োগেই তিনভাগের দুইভাগ রোগী আরোগ্য লাভ করে, অবশিষ্টাংশের অন্যান্য ঔষধের প্রয়োজন পড়ে।

(১) পূর্ব্বরূপ অবস্থায়।—ব্যাপ্ট, ব্রাই জেলস, রস; (২) প্রথমাবস্থায়।—বেল, ব্যাপ্ট, ব্রাই, ক্যাম, চায়না, জেলস, ডিজি, ডক্ক, হাইওস, ইপিকাক, আইরিস, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভম, পলস, রস, ভিরাট-এল্ব, ভিরাট-ভির; (৩) দ্বিতীয় অবস্থায়।—পলস, মার্ক, ব্রাই, ব্যাপ্ট রস, এপিস, এসিড-ফস, ক্যাম, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ককু, হাইওস, সলফ, ভিরাট-এল্ব; (৪) তৃতীয়াবস্থায়।—ব্যাপ্ট, ব্রাই, রস, এসিড-ফস, বেল, ওপি, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নক্স-ভম, ভিরাট-এল্ব, চায়না, আর্স, এসিড-মিউর, এসিড-নাইট; (৫) আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়।—চায়না, নক্স-ভম, পলস, ভিরাট-এল্ব, ককু, এলষ্টোন; (৬) উপসর্গে।—[ক] নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে,—একন, মার্ক, ফস, পলস, রস, সলফ। [খ] অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে,—টেরিবিন্থ, হেমে, এসিড নাইট, এসিড ফস, আর্স, কার্ব্বো-ভেজি, ইপিক, ফস। [গ] অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহে;—আর্স, বেল, কার্ব্বো ভেজি, ইপিক, মার্ক, ওপি। [ঘ] কর্ণ-মূল-প্রদাহে;—একন, বেল, ক্যাল্ক কার্ব্ব।

[ঙ] তালুমূল-প্রদাহে ;—একন, বেল, ব্রাই। [চ] স্ফোটকে ;—আর্স, বেল, লাইকো, সিলি, সলফ। [ছ] বধিরতায় ;—আর্ণ, ক্যস, এসি-ফস, ভিরাট, চায়না, কুইনাইন। লক্ষণানুসারে এই সকল ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে।

পরিণাম অবস্থায় এই রোগে কাস, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়াদি বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। মাস্তিষ্ক-লক্ষণে ;—বেল, হাইওস, জিঙ্কম, ওপিয়ম, রসটক্স ; বক্ষোলক্ষণে ; —ফস, ব্রাই, আউওড, ইপি, সলফ ; অগ্নিমান্দ্যে ;—নক্স-ভম, কার্ব্বো-ভেজি, ইগ্নে, মার্ক ; অতিক্ষুধায়,—চায়না; নিম্নাঙ্গের শোথে,—আর্স, সিঙ্ক, লাইকো, সলফ ; শয্যাক্ষতে,—মৃদু ক্যালেণ্ডুলা দ্রব ; দুর্ব্বলতায়,—বলবিধানার্থ কয়েকমাত্রা সলফার, চায়না ; এই সকল ঔষধ ব্যবস্থেয় হয়।

প্রধান প্রধান ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

(১)ব্যাপ্টিসিয়া* ।—টাইফয়েড জ্বর সন্দেহ হইবামাত্র রোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া ১দ, এক বিন্দুমাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলে জ্বরের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পড়িতে পারে। নাড়ীর কোমলতা, পূর্ণতা, ও দ্রুততা ; শিরঃপীড়া ও প্রলাপ প্রবণতা ; আরোগ্যে নৈরাশ্য ; শ্বাসে দুর্গন্ধ ; সর্ব্বাঙ্গে-বেদনা, ও শয়নে বেদনানুভব ব্যাপ্টিসিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ।(২)ব্রাইওনিয়া।—ব্রাওনিয়া টাইফয়েড জ্বরের প্রথম সপ্তাহের সমস্ত লক্ষণের উপযোগী বলিয়া পূর্ব্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভে দুর্ব্বলতা, অলসতা, ক্ষুধাহীনতা, জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ, অঙ্গ-ক্লান্তি, পেশীতে সঞ্চরমানবেদনা, ও ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপ লক্ষণে এই ঔষধ বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতিসার পরিশূন্য রোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ও ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। (৩) রসটক্স।—উদরাময় লক্ষণাপন্ন টাইফয়েড জ্বরে রসটক্স বিশেষ উপযোগী। বারংবার গৈরিকবর্ণের তরল মলস্রাব, স্বল্পমূত্র, অন্ত্রকূজন, গাত্রে রসটক্স জ্ঞাপক আমবাতিক বেদনা, ঔদাস্য প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ-

*ঔষধ সকলের বিস্তারিত লক্ষণ পুস্তকের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ। রসটক্স প্রয়োগে উদরাময় নিবারিত না হইলে আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। (৪)আর্সেনিক।—কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধময় মল ও রোগের প্রারম্ভাবস্থায় শয্যা-ক্ষত, এবং বারংবার মূত্র বেগ ও অল্প অল্প জ্বালাকর মূত্রত্যাগ আর্সেনিকের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। (৫)মার্কসল।—হরিতাভ আমময় মল লক্ষণে মার্ক-সল ফলপ্রদ। (৬)ফস্ফরিক এসিড।—মৃদু প্রকৃতির টাইফয়েড জ্বরে অতিশয় ঔদাসিন্য, ও বেদনাশূন্য উদরাময় লক্ষণে ফসফরিক এসিড উপযোগী। অন্ত্র হইতে মলিন বর্ণ, গাঢ় রক্তস্রাবেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (৭)ফসফরাস।—টাইফয়েড জ্বরের সহিত ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া সংসৃষ্ট থাকিলে ফসফরাস ব্যবস্থেয়। ব্রাইওনিয়াও উপযোগী। আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়ও অন্ত্রের ক্ষত শুষ্ক না হওয়াতে অতিসার রহিয়াগেলে ফসফরাস উপকারী। (৮) হাইও-সায়েমাস।—উচ্চ রবে কথা বলা, অবিরত হাস্য, গান ও চিৎকার করা লক্ষণাপন্ন প্রলাপে হাইওসায়েমাস ফলপ্রদ। (৯) ষ্ট্রামোনিয়ম।—অবাস্তব কল্পনা,দ্বিদেহ,বা বিখণ্ডিত দেহ প্রভৃতি কল্পনা বিশিষ্ট প্রলাপে ষ্ট্রামো-নিয়ম উপযোগী। (১০) বেলেডোনা।—মস্তিকের রক্ত-সঞ্চয় বা মাস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ সংসৃষ্ট টাইফয়েড জ্বরে তীব্র শিরঃপীড়া, চক্ষের আরক্ততা, প্রচণ্ড প্রলাপ, মস্তকের উত্তাপ, পূর্ণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যব-হার্য্য। (১১) ওপিয়ম।—তন্দ্রা-দোষ, অথবা পর্য্যায়ক্রমে মৃদুপ্রলাপ ও তন্দ্রা-দোষ ও শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে ওপিয়ম উপযোগী। তন্দ্রা-দোষের আধিক্য জন্মিয়া মস্তিকের স্তব্ধতার সম্ভাবনায়ও ওপিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ। ওপি-য়মে উপকার না দর্শিলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থের হইতে পারে। (১২)আর্ণিকা।—তন্দ্রা-দোষ সহকারে অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ লক্ষণে আর্ণিকা ব্যবস্থ্য করা যাইতে পারে। (১৩) কার্ব্বো-ভেজি।—প্রায় তন্দ্রা-দোষের ন্যায়; ঔদাসীনতা, যৎপরোনাস্তি অবসন্নতা, ও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ-পরিশূন্যতা হস্ত-পদাদি দেহ-শাখার শীতলতা, ও উহাতে আঠা আঠা ঘর্ম্ম; মলিনবর্ণ, দুর্গন্ধি মল; এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে টাইফয়েড জ্বরে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস পরম উপকারী। (১৪) এসিড-মিউর।—জীবনী-শক্তির অতিশয় নিস্তেজতা; অত্যন্ত অবসন্নতা,পেশীর শক্তি হীনতা, এবং তজ্জন্য শয্যার পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া যাওয়া, অনিচ্ছায় মল-মূত্রাদি নিঃসরণ;

সংক্ষেপতঃ সমস্ত যন্ত্রের পক্ষাঘাত লক্ষণে মিউরিয়েটিক এসিড উপযোগী।

(১২) সিঙ্কোনা।—মূল রোগে নহে, কিন্তু আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় শীঘ্র রোগীর দুর্ব্বলতা দূরীকৃত না হইলে, ক্ষুধা-মান্দ্য, ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে এবং মলের সহিত অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য নির্গত হইলে সিঙ্কোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—রোগীকে উত্তম বায়ুসেবিত গৃহে রাখিতে হইবে। রোগীর নিকট কোন প্রকার শব্দ হইতে দিবে না। উহার চক্ষুতে যেন সূর্য্যালোক না পড়ে। শয্যা অতি কোমল বা কঠিন হইবে না। রোগীর গাত্র ও গাত্রবস্ত্র সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। পৃষ্ঠ ও উরুদেশে শয্যা-ক্ষত না জন্মে এনিমিত্ত ঐ সকল স্থানের নীচে বা জল দিয়া রাখিবে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ করিবে। প্রতিদিন ঈষদুষ্ণ জলে সুবাসিত কার্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া গাত্র-মার্জ্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং ঐ জল দ্বারা বারংবার রোগীর মুখ ধোয়াইবে। রোগের প্রারম্ভে শীতল জল, আরবদেশীয় গঁদের জল, যবের পাতলা মণ্ড, লেমনেড বা সোডা ওয়াটার প্রভৃতি পানীয় ভিন্ন অন্য কিছু পথ্য দিবে না। পরে অগ্নিশুদ্ধি হইলে একটু লেবুর রস ও জল দ্বারা রোগীর শুষ্ক জিহ্বা সিক্ত করিয়া প্রথম প্রথম দুগ্ধ, মাংসের ক্কাথ প্রভৃতি পুষ্টিকর তরল বা অর্দ্ধ তরল পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দুইমাস অতীত হইলে অর্থাৎ রোগীর অন্ত্রের ক্ষত শুষ্ক হইয়া শরীরের তাপাংশ ৯৮ হইলে সুপাচ্য অতরল দ্রব্যাদি পথ্য দিবে। ইহার পূর্ব্বে অন্নাদি পথ্য দিলে বিশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই রোগে প্রথম সপ্তাহের পর হইতে রোগীকে এক আউন্স মাত্রায় জল মিশ্রিত সুরা দেওয়া যাইতে পারে। সুরা ব্যবহারের পরে যদি জিহ্বা অধিকতর আর্দ্র, নাড়ী অপেক্ষাকৃত মৃদুগতি এবং গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হয় তবে, তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতেছে মনে করিতে হইবে। যদি ইহার বিপরীত কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তবে সুরা সেবন বর্জ্জিত করিয়া দিবে। জ্বর-মুক্ত ব্যক্তির ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত কোনপ্রকার পরিশ্রম জনক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। উদরোপরি জলপটী দিলে সন্নিপাত জ্বরের উপশমে বিশেষ উপকার দর্শে।

———•———

মোহ জ্বর—টাইফস ফিবার।

টাইফস জ্বর চতুর্দ্দশ হইতে একবিংশ দিবস ব্যাপী একপ্রকার স্পর্শ-সংক্রামক উৎকট অবিরাম জ্বর। সাধারণতঃ ইহা ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় এবং তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ দিবসের মধ্যে এই জ্বরে গাত্রে একপ্রকার বিশেষ পীড়কা উৎপন্ন হয়। সচরাচর ইহাকে ব্রেণ-ফিবার বা মস্তিষ্ক-জ্বর বলে। মোহ-জ্বর নামে ইহা বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। টাইফয়েড জ্বরের ন্যায় টাইফস জ্বর ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয় না, কিন্তু সহসা আক্রমণ করে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে টাইফস জ্বর অপরিজ্ঞাত ছিল, অধুনা এদেশেও এই জ্বর কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কারণ।—টাইফস জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শরীর হইতে উদ্ভূত এক প্রকার বিশেষ বিষের সংক্রমণ বশতঃ এই জ্বর উৎপন্ন হয়। যে গৃহ বিশুদ্ধ বায়ু সেবিত নহে তাহাতে বহুসংখ্যক লোক বাস করিলেও টাইফস জ্বরোৎপাদক বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রম বা উৎকণ্ঠা বশতঃ শারীরিক ও মানসিক শক্তি অবসন্নতা জন্মিলে শরীরে এই রোগ সংক্রমণের সমধিক উপযোগিতা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ মলিনতা ও অপর্য্যাপ্ত আহার জনিত শরীর-বিকার টাইফস জ্বরের আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এজন্য বড় বড় নগরের যেসকল স্থলে জল-প্রণালী বা বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের সুবন্দোবস্ত নাই তথাকার দরিদ্র লোকেরাই টাইফস জ্বরে অধিক আক্রান্ত হয়। দুর্ভিক্ষ, ও যুদ্ধাদির সময়ে বা তৎপরেও এই জ্বর ব্যাপক আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। জনাকীর্ণতা টাইফস জ্বরোৎপাত্তর অন্যতর কারণ। কি সংকীর্ণ কুটীর, কি সুপ্রশস্ত অট্টালিকা, কি সৈন্যশিবির, কি আরোহী পূর্ণ অর্ণব-পোত যেখানে অতিশয় জনাকীর্ণতা জন্মে সেইখানেই বায়ু দূষিত হইয়া টাইফস জ্বর উৎপন্ন হয়। শীত-প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশেই ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। শীতকালেই ইহা সমধিক তীব্র আকারে প্রকাশ পায়। কেননা শীত ঋতুতে শীত-প্রধান দেশের দরিদ্রলোকদিগকে উপযুক্ত আহার ও আচ্ছাদনাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে একত্র

এক গৃহে বাস করিতে হয়। নিম্ন ও আর্দ্রস্থান অপেক্ষা উচ্চ ও পরিশুষ্ক স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম। টাইফস জ্বর অত্যন্ত স্পর্শ-সংক্রামক। এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত বিষই ইহার বিশেষ উদ্দীপক কারণ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বিদ্যমান থাকিলে রুগ্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে সহজেই এই রোগ আক্রমণ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে সংস্পর্শ-দোষে বিলম্বে রোগ প্রকাশ পায়, এই জন্যই রোগীর পরিচারক ও চিকিৎসক টাইফস জ্বরের আক্রমণ হইতে প্রায়ই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। যাহারা অবিরত রোগীর নিকটে থাকেন ও তাহাকে স্পর্শ করেন তাহাদিগের শরীরেই এই বিষ বিশিষ্টরূপে সংক্রামিত হয়। মধ্যে মধ্যে রোগীকে দেখিতে গেলে টাইফস জ্বরের বিষ কদাচিৎ সংক্রামিত হইয়া থাকে। রোগীর শয্যা ও গাত্রবস্ত্রাদি সংস্পর্শেও এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। মক্ষিকাদি সংযোগেও ইহা সংক্রামিত হয়, কিন্তু বসন্তাদির ন্যায় তত সত্বর সংক্রামিত হয় না। আকাশস্থ বায়ুতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে টাইফস জ্বরের বিষ বিনষ্ট হয়।

বিধান-বিকার।—টাইফস জ্বরে বড় অধিক শারীরিক বিধানের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু রক্তের বিকার সততই দেখা যায়। পেশী, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বৃক্ক, ফুসফুস, ও মস্তিষ্কেরও আকারগত বৈলক্ষণ্য জন্মে। রক্ত বিশিষ্টরূপে তরলতর হয়, এবং হয় একেবারেই সংযত হয় না, নয় হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নাড়ীতে জমিয়া বড় বড় কোমল খণ্ডরূপে বিদ্যমান থাকে, ও সেই সকল খণ্ড সত্বর বিগলিত হয়। পেশীগুলি, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পেশী কোমল ও শিথিল হয়, তৃতীয় সপ্তাহে বা তৎপরে মৃত্যু হইলে হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষও জন্মে, আমাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হয়, কখন কখন অন্ত্রে কোমল নাসকাও ক্ষরিত দেখা যায়। ক্বচিৎ বা সমবেত ও অসমবেত গ্রন্থিগুলি বিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু টাইফয়েড জ্বরের ন্যায় এই রোগে অন্ত্রে ক্ষত জন্মে না। গ্রন্থিগুলির মধ্যে যকৃৎ, প্লীহা ও লালা-গ্রন্থিই সচরাচর আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত ও কোমল হয়। কখনও বা লালাস্রাবী গ্রন্থি পাকে ও পচিয়া পড়ে। মস্তিষ্কের গহ্বরে কিঞ্চিৎ রক্তাধিক্য এবং মস্তিষ্কের বিধান-তন্তুতে কিয়ৎ পরিমাণ রক্তপূর্ণতা দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ।—টাইফস জ্বরের পূর্ব্বরূপ অবস্থা এক হইতে দশ দিবস থাকে। অনন্তর জ্বর প্রকাশ পায়। শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, অল্প অল্প শীত, পৃষ্ঠে বেদনা, আলস্য, ও দুর্ব্বলতানুভব টাইফস জ্বরের প্রথম লক্ষণ। এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ দুই তিন দিবস থাকে। তৎপরে কম্প, বির্বদ্ধিত শিরোবেদনা, অনার্দ্র ও উত্তপ্ত ত্বক্, পিপাসা, দৃষ্টির শুষ্কতা ও প্রভাশূন্যতা, নাড়ীর কোমলতা ও দ্রুততা, জিহ্বার রসহীনতা, সুপ্তি, অবসাদ, পেশীর বেদনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কোন কোন রোগীর কোষ্ঠবদ্ধের পরিবর্ত্তে অতিসার জন্মে। রোগীর আকৃতি-গত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সে অবসন্ন অবস্থায় চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল শ্রান্ত ও নিষ্প্রভ, চক্ষু ভারাক্রান্ত, এবং গণ্ডস্থল ধূসরাভ আরক্ত রাগে রঞ্জিত দেখায়। তীব্র আকারের জ্বর হইলে জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় রোগী অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে শয়ন করিয়া থাকে, অবসন্নতা বশতঃ কথা বলিতে, জিহ্বা বাহির করিতে অথবা পাশ ফিরিতে পারে না। মুখ রস-শূন্য ও পরিশুষ্ক, ওষ্ঠ ও দন্ত দন্তশর্করাবৃত, ত্বক্ উত্তপ্ত ও শুষ্ক এবং জিহ্বা ও হস্ত নিকম্পিত হয়।

নাড়ী।—নাড়ীর বেগের দ্রুততা জন্মে। জ্বরের তীব্রতানুসারে ৯০ হইতে ১৪০ বা ১৫০ বার নাড়ী স্পন্দিত হয়। উৎকট জ্বরে চরমসীমা প্রাপ্তি পর্যান্ত নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনন্তর রোগ আরোগ্য হইবার হইলে ক্রমে ক্রমে বেগ হ্রাস পড়ে। সহসা নাড়ীর বেগের হ্রাস সঙ্কটসূচক। ক্রমে ক্রমে বেগের হ্রাস পড়িতে পড়িতে সহসা বৃদ্ধি কোন প্রকার উপসর্গের আবির্ভাব জ্ঞাপক। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালের নাড়ীতে কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। তবে নাড়ীর প্রকৃতি সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। কখনও অঙ্গুলীর স্পর্শে নাড়ী সবল ও পূর্ণ, কখনও বা সামান্য প্রচাপনে বিলুপ্ত; আবার অন্য সময়ে বা ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ অনুভূত হয়। কিন্তু সচরাচরই নাড়ীর সপর্য্যায় ও বৈষম্য-দোষ বিদ্যমান থাকে।

গাত্রতাপ।—রোগের প্রারম্ভেই গাত্র-তাপ বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ১০৩° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি পায় এবং সচরাচর ১০৫° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত গাত্রতাপ, বৃদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হয় ও তৎপরে

অল্প হ্রাস পড়ে। রোগ অধিক উৎকট হইলে প্রথম সপ্তাহের শেষে জ্বরের এক প্রকার স্বল্পবিরাম জন্মে। দ্বিতীয় সপ্তাহে গাত্রতাপ পুনরায় বাড়িতে থাকে, কিন্তু প্রায়ই প্রথম সপ্তাহের ন্যায় তত বৃদ্ধি পায় না। দ্বিতীয় সপ্তাহ পরিসমাপ্তির প্রাক্কালে, দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে আবার জ্বরের স্বল্পবিরাম লক্ষিত হয়। এই স্বল্পবিরাম কি মৃদু, কি উৎকট, কি সাংঘাতিক সকল প্রকার জ্বরেই দেখা যায়। রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা জন্মিলে ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ দিবসের মধ্যে গাত্রতাপ কম পড়িতে থাকে। তাপের এই হ্রস্বতা বড়ই শীঘ্র শীঘ্র জন্মে, এমন কি কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টায় তিন চারি ডিগ্রী কমিয়া যায়। রোগীর প্রাণ-নাশের সম্ভাবনায় সত্বর গাত্র-তাপ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে উহা এত বিবর্দ্ধিত হয় যে রোগ-কালে আর কখনই এতদূর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। এই জ্বরে প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের গাত্র-তাপে টাইফয়েড জ্বরের ন্যায় অধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

পীড়কা।—চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে গাত্রে টাইফস্ জ্বরের প্রকৃতি-সিদ্ধ উদ্ভেদ প্রকাশ পায়। বর্ণানুসারে এই সকল উদ্ভেদকে তুঁত উদ্ভেদ (মালবারি রাশ) কহে। টাইফস জ্বরের পীড়কা গুলি বিষমাকার, ধূসর অথবা সুপক্ক তুঁতফলের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। চাপ দিলে উহারা বিলীন হয় এবং স্পর্শ করিলে চর্ম্মের উপর একটু উন্নত অনুভূত হইয়া থাকে। পীড়কা অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ মিলিত হইয়াই বড় বড় উদ্ভেদ জন্মে। রোগের আক্রমণের উগ্রতানুসারেই পীড়কার বর্ণের গাঢ়তা ও সংখ্যার বহুলতা উৎপন্ন হয়। প্রথমে এই সকল পীড়কা মণিবন্ধে; কক্ষ-প্রান্তে ও উদরোর্দ্ধ দেশে প্রকাশিত হয়, অনন্তর বক্ষঃস্থলে ও শরীর-শাখায় জন্মে। প্রথম প্রথম পীড়কাগুলি প্রচাপনে বিলীন হয়। কিন্তু দুই এক দিবসের মধ্যেই উহারা ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে, তখন আর প্রচাপনে বিলীন হয় না এবং রোগের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। কোন কোন রোগীর পীড়কা পিটিকীতেও (ডাঁশের কামড়ের ন্যায় উদ্ভেদ) পরিণত হয়।

ফুসফুস।—এই জ্বরে ফুসফুস ও বায়ুনলীভুজ আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সাবহিত হইয়া উহার প্রথম অভিব্যক্তি পর্য্যবেক্ষণ করা

উচিত। কাস, শ্বাস, ও নিষ্ঠীবনাদি না থাকিলেও প্রতিদিন রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনেক রোগীরই দ্বিতীয় সপ্তাহে ফুসফুসের ভূমি দেশে কেশ ঘর্ষণ ধ্বনি, ও এক বা দুই ফুসফুসেরই ঘন গর্ভ শব্দ, এবং তৎপরে শ্লৈষ্মিক ধ্বনি শুনা যায়। ফুসফুসের এইরূপ অবস্থা কাস বা নিষ্ঠীবন ব্যতীতও থাকিতে পারে। নিষ্ঠীবন নির্গত হইলে উহার ফুসফুস-প্রদাহ বা বায়ু-নলীভুজ-প্রদাহের নিষ্ঠীবনের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ফুসফুস বা বায়ুনলীর উপসর্গ জ্বরের পরিবর্ত্তন সময়ে হ্রাস পড়ে কিন্তু ফুসফুসের নিরেটতা (কনসলিডেশন) জন্মিলে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থার পরেও উহা কিছুদিন থাকিয়া যায়। ফুসফুসের উপসর্গ বশতঃ মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে ত্বক্ শ্যামবর্ণ, শ্বাস প্রতিহত, ও নাড়ী ক্ষীণ হয়; এবং শ্বাস রুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

স্নায়বীয় লক্ষণ।—টাইফস জ্বরের স্নায়বীয় লক্ষণ অতিশয় পরিষ্কার। বোধ হয় যে এই জ্বরের বিষের সমধিক প্রভাব স্নায়ুমণ্ডলেই দর্শে। শ্রান্তি, অস্থিরতা, ও নিদ্রাহীনতা স্নায়বীয় উপদ্রবের প্রথম লক্ষণ। তৎপরে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ও মনোভাবের বিশৃঙ্খলা জন্মে। চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে অধিকাংশ রোগীরই প্রলাপ উপস্থিত হয়। এই প্রলাপ অতীব কষ্টকর। প্রথমে রোগী নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ, বিশৃঙ্খল কথা বলে, লোক ও স্থান চিনিতে পারেনা, এবং তাহার কালেরও জ্ঞান থাকেনা। এই অবস্থা হইতে প্রথম প্রথম তাহার চৈতন্য জন্মান যায়। অনন্তর তাহার দৃষ্টি বিভ্রম ও শ্রুতি-বিভ্রম জন্মে, সে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপ্রদ দৃশ্য দেখিতে ও কষ্টপ্রদ শব্দ শুনিতে থাকে। সে মনে করে যে কেহ যেন প্রতিহিংসাবশতঃ তাহার অনুসরণ করিতেছে এবং সে তাহার নিকট হইতে পলাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছে, কখনও বা তাহার অনুভব হয় যে সে অন্ধকার কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়াছে, কখন বা সে অনুমান করে যে কেহ যেন তাহাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। সে একই কথা অনবরত বলে, এবং একই প্রকার অসংলগ্ন চিন্তাই নিয়ত চিন্তা করে। সময়ে সময়ে এই প্রলাপ সন্দেহের আকার ধারণ করে। সে মনে করে যে তাহার পরিসেবকগণ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে ইচ্ছা করে। এই জন্য সে ঔষধ পথ্য সেবন করিতে অসম্মত হয়। কয়েক দিবস পরে প্রবল প্রলাপ মৃদু প্রলাপে পরি-

গত হয়। তখন রোগী স্থিরভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া আপনাআপনিই বিড় বিড় করিয়া তাহার মনের কথা বলিতে থাকে। গুরুতর রোগে প্রলাপ মূর্চ্ছাতে পরিণত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার কম্প ও কণ্ডরার স্পন্দন জন্মে। রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে সম্যক জ্ঞানশূন্যতা বিশিষ্ট তন্দ্রাদোষ, অথবা জাগ্রত তন্দ্রা (কোমাভিজিল) উপস্থিত হয়; এই প্রকার জাগ্রত তন্দ্রা-দোষে রোগী স্থির চক্ষে, এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে কিন্তু চারিদিকের কিছুই সে দেখিতে পায় না। কখন কখন অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এই আক্ষেপ মৃত্যুর লক্ষণ। রোগীর প্রায়ই শ্রুতি-বিকার এবং বধিরতা জন্মে। প্রলাপ প্রবল ও অনেকদিন ব্যাপী হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার বুদ্ধির বৈকল্য থাকিয়া যায়।

ভোগ-কাল।—উৎকট উপসর্গ উপস্থিত না হইলে টাইফস জ্বর প্রায়ই ষোল দিনের অধিক থাকে না। এই রোগে সাধারণতঃ দুই এক দিবসের মধ্যে সমস্ত লক্ষণ গুলি উপশমিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখতার সূচনা হয়। রোগীর মৃত্যু হইলে তৃতীয় হইতে একবিংশ দিবসের মধ্যেই মৃত্যু হয়। যে সকল রোগীর প্রাণনাশ হয় সচরাচর তাহাদের রোগ বার, চৌদ্দ দিন থাকে।

উপসর্গ।—এই রোগের ভোগকালে অতিসার, লালা-গ্রন্থির স্ফীততা ও পরিপক্কতা, বিসর্প; পাইমিয়া, আক্ষেপ, ও পদাঙ্গুলীর কোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বিনির্ণয়।—টাইফস জ্বর বিনিশ্চয় কালে হাম, ফুসফুস-প্রদাহ, ও টাইফয়েড জ্বর বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। ১। হাম ও টাইফস জ্বরের উদ্ভেদ একই সময়ে বহির্গত হয়, এবং উভয়ের কতকটা সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু টাইফস জ্বরের উদ্ভেদ হামের উদ্ভেদের ন্যায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকার নহে, সাধারণতঃ উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার, এবং অত উন্নত নয়। হামের পূর্ব্বে সর্দ্দি থাকে, টাইফস জ্বরের পূর্ব্বে সর্দ্দি থাকেনা। হামের ভোগকাল টাইফস জ্বর অপেক্ষা অল্পদিন স্থায়ী। ২। টাইফয়েড নিউমোনিয়া বা সান্নিপাতিক ফুসফুস প্রদাহ ও টাইফস জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ নিউমোনিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রোগীর ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইলেই উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায়।

প্রথমোক্ত রোগে প্রথম হইতেই ফুসফুসের রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়। অপিচ, রোগীর গাত্রে পক তুঁত ফলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পীড়কা বিদ্যমান থাকে না। ৩। টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরে প্রভেদ এই—টাইফস্ জ্বর। (১) টাইফস জ্বরের আক্রমণ-কাল অল্পকালস্থায়ী। (২) সাধারণতঃ ইহাতে কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে। (৩) অন্ত্র হইতে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়না। (৪) উদ্ভেদ পক তুঁত ফলের বর্ণের ন্যায় শ্যাব রক্তবর্ণ হয়, উহা জ্বরাক্রমণের চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং বিলীন হয় না। (৫) নাড়ী ও গাত্রতাপে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয়, তৎপর নবম দিবস পর্য্যন্ত প্রায় সমভাবে থাকে, অনন্তর কমিতে থাকে। (৬) ভাল অবস্থার লোকের প্রায়ই টাইফস জ্বর হয় না। (৭) ইহার ভোগকাল ১৪ দিন। (৮) এই জ্বর সকল বয়সেই হইয়া থাকে। (৯) টাইফসজ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় রোগীর গাত্র হইতে গলিত পদার্থের গন্ধের ন্যায় একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়। টাইফয়েডজ্বর।—১। টাইফয়েড জ্বরের আক্রমণ কাল প্রচ্ছন্ন ও দীর্ঘ স্থায়ী। (২) সাধারণতঃ ইহার সহিত অতিসার থাকে। (৩) সচরাচর অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয়। (৪) উদ্ভেদের বর্ণ পাটল (গোলাপী,) উহা জ্বরাক্রমণের সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং একবার প্রকাশিত ও একবার বিলীন হয়। (৫)নাড়ী ও গাত্র তাপের সমতা থাকেনা; সাধারণতঃ দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত উভয়ের বৃদ্ধি থাকে; টাইফস জ্বর অপেক্ষা টাইফয়েড জ্বরে প্রাতে ও সায়াহ্নে নাড়ী ও গাত্রতাপের অধিকতর বিভিন্নতা থাকে। (৬) দরিদ্রলোক অপেক্ষা ভাল অবস্থার লোকেরই এইজ্বর অধিক হয়। (৭) টাইফয়েড জ্বরের ভোগকাল প্রায় ২১ দিবস। (৮) টাইফয়েড জ্বর প্রায়ই বালকদিগকে বা চল্লিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তি দিগকে আক্রমণ করেনা। (৯) টাইফয়েড জ্বরে রোগীর গাত্রে বিশেষ-কোন দুর্গন্ধ থাকে না।

প্রজ্ঞান।—এই রোগের ভাবীফল যুবকদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল, কিন্তু বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিপদজনক। টাইফস জ্বরে বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বয়সের বৃদ্ধি অনুসারে মৃত্যু সংখ্যারও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৫; দশ ও কুড়ি বৎসর

বয়সের মধ্যে শতকরা ৮-৬; কুড়ি ও ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১৫.৩; ত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২১.৫; চল্লিশ ও পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪২; পঞ্চাশ বৎসরে ঊর্দ্ধে শতকরা ৬৬.৬ জনের মৃত্যু হয়। ক্ষীণকায় কার্য্যশীল লোক অপেক্ষা স্থূলকায় অলস প্রকৃতির লোকদিগকে মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতিরিক্ত সুরাপায়ীদিগের আরোগ্যের সম্ভাবনা অল্প। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শ্রান্ত ও মানসিক বা শারীরিক অবসাদে অবসন্ন ব্যক্তিগণ টাইফস জ্বরাক্রান্ত হইলে সবল ও সতেজ লোক অপেক্ষা সহজে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ১০৭° বা ১০৮° তাপাংশ গাত্রতাপ; প্রথম সপ্তাহে অবিরত গাত্রতাপের বৃদ্ধি; তৃতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে সহসা গাত্রতাপের অতিশয় আধিক্য; দুর্ব্বল, দ্রুত, ১৫০ বা ততোধিক স্পন্দন বিশিষ্ট নাড়ী; বিষমগতি নাড়ী; পীড়কার অধিক প্রাচুর্য্য ও প্রচাপনে তাহার অপরিবর্ত্তনীয়তা; ধূসর বর্ণ মুখাকৃতি; দুর্দ্দম্য প্রবল প্রলাপ; অবিরত অনিদ্রা; তন্দ্রা-দোষ; জাগ্রততন্দ্রা; শয্যা খুঁটন; অত্যন্ত অবসন্নতা; আক্ষেপ; দুর্দ্দম্য অতিসার; ফুসফুস প্রদাহ, বায়ু-নলীভুজপ্রদাহাদি উৎকট উপসর্গ টাইফস জ্বরে অশুভ লক্ষণ।

সম্প্রাপ্তি।—ডাঃ বুচনান বলেন যে এক প্রকার বিমিশ্র (অরগ্যানিক) বিষাক্ত পদার্থ হইতে টাইফস জ্বর উৎপন্ন হয়। এই বিষাক্ত পদার্থ বিসর্পিত হইয়া আবার নূতন বিষ উদ্ভব করে। এতদ্দ্বারা শরীরের অণ্ডলাল বিশিষ্ট তরল পদার্থের ও বিধান-তন্তুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। এবং সেই পরিবর্ত্তন বশতই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। যদিও এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে জানা যায় নাই; কিন্তু রোগীর রক্ত ও মূত্রের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে শরীরের অণ্ডলালিক পদার্থে ও বিধান-তন্তুতে যে এই প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। টাইফস জ্বরের বিষ-দোষ নিবন্ধন প্রথমে রক্তের অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ শক্তির ব্যতিক্রম হয় এবং পরিপাক-পথ ও রক্তের মধ্যে শরীর রক্ষার্থে প্রতিদিন স্বভাবতঃ পরস্পর যে তরল পদার্থের বিনিময় হইয়া থাকে তাহার ব্যাঘাত জন্মে। তিনি অনুমান করেন যে এমোনিয়া বা এমোনিয়া সংসৃষ্ট কোন মিশ্র পদার্থ টাইফস জ্বরের প্রকৃত বিষ। ডাঃ রিচার্ডসন বলেন যে টাইফস জ্বরগ্রস্ত একজন রোগীকে তিনি জীবিত অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া

ছিলেন এবং তাহাতে অতিরিক্ত এমোনিয়ার বিদ্যমানতার সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রোগীর শ্বাসে অম্ললেপিত কাচ ক্লোরাইড অভ এমোনিয়ার দানায় সমাচ্ছন্ন; আরক্ত লিটমস কাগজ পুনরায় নীলবর্ণ; এবং শোণিত, সুস্থ শোণিত এমোনিয়ার অনুগ্র দ্রব মিশ্রিত করিলে যেরূপ রক্তাণু সকল বিকৃত, সংযত, ও কিয়ৎপরিমাণে দ্রবীভূত হয় ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

চিকিৎসা।—ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস, ওপিয়ম, মিউরিয়েটিক এসিড, রসটক্স, ফসফরাস, ফসফরিক এসিড, এপিস ও টেরেবিন্থিনা টাইফস জ্বরের প্রধান ঔষধ।

এই জ্বরের প্রথম সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বে ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। যদি ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শে অথবা রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে রোগীর নিম্নলিখিত তিন প্রকার অবস্থার একপ্রকার অবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়। (১) প্রথম প্রকারে শিরঃপীড়া প্রধান লক্ষণ থাকে, যদি অষ্টম দিবসেও উহার হ্রাস না পড়ে, অধিকন্তু প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং মস্তকে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে বেলেডোনা সেবন করাইলে উপকার দর্শে। মস্তিষ্ক-লক্ষণ অধিক প্রবল আকারের না হইলে বেলেডোনার পরিবর্ত্তে হাইয়োসায়েমাস উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু প্রলাপের অত্যন্ত উগ্রতা থাকিলে ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবস্থেয়। তন্দ্রা বা অচৈতন্য লক্ষণে ওপিয়ম উপযোগী। অতিশয় অস্থিরতা, অঙ্গস্পন্দ, কম্প প্রভৃতি লক্ষণে কেহ কেহ এগেরিয়স ব্যবস্থা করিতে বলেন। (২) দ্বিতীয় প্রকারের রোগীদিগের স্নায়বীয় অবসাদই প্রধান লক্ষণ, এতৎসহকারে অল্পমাত্র জ্বর বা রক্তের বিকৃত দুষ্টতার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় ফসফরিক এসিড ফলপ্রদ। স্নায়বীয় অবসাদের অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে ফসফরাস ব্যবস্থেয়। ফসফরাস দ্বারা অতিশয় বিপন্ন অবস্থায়ও প্রাণরক্ষা হইতে পারে। (৩) তৃতীয় অবস্থায় রক্তের বিষদুষ্টতা ও জ্বরলক্ষণ প্রথম হইতেই প্রবল থাকে। রোগের উগ্রতানুসারে মিউরিয়েটিক এসিড, রসটক্স, ও আর্সেনিক এই অবস্থায় প্রধান ঔষধ।

প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ ।

(১) ব্যাপ্টিসিয়া ।—রোগের প্রারম্ভে অত্যন্ত শিরোবেদনা ; গাত্রে জ্বালাকর তীব্র উত্তাপ ; আরক্ত-প্রান্ত, কপিশ লেপাবৃত, পরিশুষ্ক জিহ্বা ; স্থূল অস্পষ্ট কথা ; মুখমণ্ডলের লোহিত, ধূসরবর্ণ, নিষ্প্রভ-দৃষ্টি ; উদরোর্দ্ধ দেশে শূন্যতানুভব, পেশীতে স্পর্শ-দ্বেষ ; মনোভাবের বিশৃঙ্খলা ; শরীর বিখণ্ডিত অনুভব, ও সেই সকল খণ্ড একত্রিত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা ; ঔদাস্য, বা সুপ্তি, চেষ্টা করিয়া উহা হইতে রোগীকে জাগ্রত করিতে হয় ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও স্নায়বীয় অবসন্নতা ;—এই সকল লক্ষণে ব্যাপ্টিসিয়া উপযোগী। (২) ব্রাইওনিয়া ।—অতীব্র, প্রচাপনবৎ শিরোবেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি ; রাত্রিতে প্রলাপ ; বিষয়-কার্য্য সম্পর্কীয় অসম্বদ্ধ কথা ; অস্থির নিদ্রা, কোঁ কোঁ করা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অথবা রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় শুষ্ক, কপিশ জিহ্বা, হ্রস্ব, দ্রুত, বা দীর্ঘনিশ্বাসসংযুক্ত শ্বাস ; অঙ্গ-কম্প, অতিশয় দুর্ব্বলতা ; শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা ; উদরের স্ফীততা ; শুষ্ককাস ; নিদ্রাবল্য ; এই সকল লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থেয়। (৩) বেলেডোনা ।—টাইফস জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় সময়ে সময়ে, মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয় ; তীব্র শিরঃপীড়া, ও প্রচণ্ড প্রলাপ ; মুখাকৃতির আরক্ততা ; চক্ষুর আরক্ততা ও প্রমত্ত দৃষ্টি, প্রসারিত কনীনিকা ; জিহ্বার আরক্ততা, পরিশুষ্কতা, ও নিষ্কম্পন ; অস্থির নিদ্রা, অল্পকালস্থায়ী নিদ্রা হইতে বার বার প্রবলভাবে চমকিত হইয়া উঠা ; এবং লালাগ্রন্থির দৃঢ়তা ও স্ফীততা লক্ষণে বেলেডোনা প্রযুজ্য। (৪) রসটক্স ।—উদ্ভেদোৎপন্ন অবস্থায়ই রসটক্স বিশেষ উপযোগী। ডাঁশের কামড়ের ন্যায় উদ্ভেদ ; ঔদাস্য ও সুপ্তি, অর্দ্ধমুদিত চক্ষে, চুপ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকা ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা ; আতিসারিক মল, অসংকুচন, তপ্ত ও অনার্দ্র গাত্র ; কম্পিত, পরিশুষ্ক, উত্তপ্ত, অতিশয় আয়াসে নিঃসারিত জিহ্বা ; অস্পষ্ট মৃদু প্রলাপবাক ; কণ্ডরা-স্ফুরণ ; দুর্ব্বল, দ্রুত, বা অনিয়মিত সবিরাম নাড়ী ; এবং শ্রুতি-শক্তির ক্ষীণতা রসটক্সের প্রয়োগলক্ষণ। (৫) ওপিয়ম ।—রোগের উৎকট অবস্থায় প্রগাঢ় তন্দ্রা-দোষ, আকুঞ্চিত কনীনিকা, মলিন লোহিত মুখমণ্ডল, ধীর ও অনিয়মিত শ্বাস, অনিয়মিত বা

সর্পবিষের নাড়ী লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবস্থেয়। জাগ্রত তন্দ্রা (কোমাভিজিল) লক্ষণেও এই ঔষধ প্রযোজ্য। (৬) হাইওসায়েমাস।—প্রলাপ ইন্দ্রিয়-বিভ্রমে পরিণত হইলে এবং ভয় বা হাস্যজনক কল্পনা থাকিলে, ও রোগী পলায়নের চেষ্টা করিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (৭) মিউরিয়েটিক-এসিড।—রক্তের বিষদুষ্টতা নিবন্ধন শরীরের পেশীর শক্তি-লোপ; চর্ম্মের রুক্ষতা, খরস্পর্শতা ও শীতলতা; দ্রুত ও ক্ষীণনাড়ী, মৃদুপ্রলাপ, লালাস্রাব, গলমধ্যস্থ ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ প্রভৃতি এই ঔষধের লক্ষণ। অপর, পিপাসার শান্তির জন্য দশ ফোটা মিউরিয়েটিক এসিড চারি আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তম অম্ল পানীয় প্রস্তুত পূর্ব্বক দুই ড্রাম মাত্রায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (৮) আর্সেনিক।—অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, নিমগ্ন নয়ন, শুষ্ক ও বিদারিত জিহ্বা, দুর্নিবার পিপাসা, অনৈচ্ছিক অতিসারাদি লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। (৯) ফসফরাস।—ফুসফুসের উপসর্গে, শুষ্ককাস, ফুসফুসের ভূমিদেশে কেশ-ঘর্ষণবৎ ধ্বনি, হ্রস্বশ্বাস, অঙ্গুলীর আঘাতে ঘন-গর্ভ শব্দ, এবং ফুসফুস-বিধানের নিরেটতা লক্ষণে ফসফরাস প্রয়োগ করা যায়। (১০) ফসফরিক এসিড।—সম্পূর্ণ উদাসীনতা; জীবনী-শক্তির অতিশয় অবসন্নতা; উচ্চ আটোপ ও অন্ত্র-কূজন; অনিচ্ছায় পাতলা জলবৎ মলস্রাব; অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; গাত্রে কালিমা; দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র ও বৈষম্য-দোষ বিশিষ্ট নাড়ী এই ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণ। (১১) এপিস।—মূত্রে অধিক পরিমাণে অণ্ড-লাল (এল্বুমেন) থাকিলে এপিস ব্যবস্থেয়। (১২) টেরেবিন্থিনা। —রক্তমূত্রে টেরেবিন্থিনা উপযোগী। (১৩) সিঙ্কোনা।—আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় অধিক দুর্ব্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, অথবা মলের সহিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য নির্গত হইলে চায়না ব্যবস্থেয়।

উপসর্গ।—টাইফাস জ্বরে ফুসফুসের উপসর্গে ফসফরাস ফলপ্রদ, এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষণও নিবারিত হয়। মূত্রদোষ বশতঃ এই রোগে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ আর্সেনিক এই আক্ষেপে উপযোগী। লালাগ্রন্থি ও গ্রীবার প্রদাহিত স্ফীততা আর একটী গুরুতর উপসর্গ, বিনআইয়োডাইড অব মার্কুরি ১ম ক্রমের বিচূর্ণ সেবনে উহা নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য।—এই জ্বরগ্রস্ত রোগীর বিশেষরূপে পরিচর্য্যা করা আবশ্যক। রোগীর বাসগৃহ পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও উত্তমরূপে বায়ুসেবিত হওয়া উচিত। পরিধেয় ও শয্যাবস্ত্র ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্তসঞ্চয় ও শয্যাক্ষত নিবারণার্থে বারংবার রোগীর অবস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। রোগের প্রথম অবস্থায় ত্বক যখন রুক্ষ ও উত্তপ্ত থাকে, তখন ওয়েট্ প্যাক্ (আর্দ্রবস্ত্রাবরণ) দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। আহার ও পেয় অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার নির্দ্ধারিত সময়ে দেওয়া বিহিত। জলমিশ্রিত দুগ্ধ, চা, মাংসের কাথ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য প্রথম হইতেই অল্প অল্প করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নিতান্ত অবসন্নতা বা রক্তসঞ্চলনের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে কোন মৃদুবীর্য্য সুরা বা ব্রাণ্ডী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগী আহার গ্রহণে অসমর্থ হইলে বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা পথ্য প্রদান করা আবশ্যক। কলরবপূর্ণ স্থানে রোগীর কর্ণে তুলা দিয়া রাখা বা উহাকে স্থানান্তরিত করা ভাল। প্রতিদিন অন্ততঃ এক এক বার ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া রোগীর সর্ব্বশরীর মোছাইয়া দেওয়া উচিত। বিশেষ সাবধানে রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য যেন সে অজ্ঞানাবস্থায় স্থানান্তরিত হইতে চেষ্টা না করিতে পারে। সংক্রমণ নিবারণার্থ রুগ্ন ব্যক্তির বস্ত্রাদি ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ মিশ্রিত জলে ধৌত করিবে এবং উহার গাত্র মার্জ্জনার্থে যে জল ব্যবহার করিবে তাহার ৫ ছটাক পরিমাণ জলে ৫ বিন্দু বিশুদ্ধ কার্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া লইবে।

যাহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন তাহারা যেন রোগীর নাসিকা হইতে নির্গত বায়ু অথবা শয্যাবস্ত্র পরিবর্ত্তন সময়ে উহা হইতে নির্গত বাষ্প গ্রহণ না করেন। টাইফাস্ জ্বর আক্রমণের আশঙ্কা জন্মিলে উহার প্রতিষেধক ঔষধ হাইয়োসায়েমাস্ ও ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করা উচিত।

---

(৬) অভিন্যাস জ্বর—আর্ডেণ্ট অর সান-ফিবার।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে যে প্রচণ্ড সন্তত জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অভিন্যাস জ্বর বলে। কেহ কেহ ইহাকে এক প্রকার অর্কাঘাত (সান-ষ্ট্রোক) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই জ্বর সহসা শীতানুভব সহকারে উপস্থিত হয়। ইহাতে সাতিশয় শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ, পিপাসা, শঙ্খদেশের শিরাস্পন্দ, অস্থিরতা, বমনেচ্ছা ও পিত্ত বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নাড়ী দ্রুতগামী ও সবল, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয়। প্রায় ৬০ ঘটিকার পরে, হয় রোগ উপশম পাইতে থাকে নয় অচৈতন্য উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—নাড়ীর অত্যন্ত অবসন্নতা ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতাদি লক্ষণে ক্যাম্ফর দুই বিন্দু মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর, শরীর ঘর্ম্মাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এক একবার দিবে। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ও অকস্মাৎ চৈতন্যলোপ লক্ষণে গ্লনয়েন ব্যবস্থা করিবে। মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও প্রলাপাদি মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। আক্ষেপাদি জন্মিলে হাইয়োসায়েমাস ব্যবস্থেয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে এই রোগে গ্লনয়েন অমোঘ। কেবল মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় হইলেই তিনি বেলেডোনা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন।

---

(৭) সূতিকা জ্বর—পিউয়ারপারাল ফিবার।

প্রসবান্তে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। জরায়ুস্থিত অমরার (ফুলের) ছিন্নাংশ প্রভৃতি গলিত পদার্থ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া ইহা প্রকাশ পায়। সূতিকাজ্বর সন্নিপাত জ্বরের শ্রেণীভুক্ত। প্রসবের পর যদি কম্প, গাত্রোত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থা যথানিয়মে উপস্থিত হইয়া ঘর্ম্মস্রাবের পর রোগিণী স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে এবং তাহার স্তন স্ফীত হয় ও প্রসবান্তিক স্রাব বিমুক্ত ভাবে নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না, প্রসবান্তিক জ্বর

সম্ভবতঃ পরবর্তিত দুগ্ধজ্বরে পরিণত হয়। কিন্তু যদি ঘর্ম্ম নিঃসরণের পরেও জ্বর উপশমিত না হয়, অপিচ, স্তন কোমল ও ক্ষুদ্র হয়, প্রসবান্তিক আস্রাব নিঃসরণ হ্রাস পড়ে অথবা একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায় এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১১০ বার হইতে থাকে তবে সূতিকাজ্বর হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতে পারে। এতৎসহকারে শারীরিক শক্তির অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট ও স্বল্পরোধ থাকিলে নিশ্চয়ই সূতিকাজ্বর বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। নিম্নোদরে বেদনা ও স্পর্শদ্বেষ, মলিন জিহ্বা ও দুর্গন্ধি নিশ্বাস প্রশ্বাস, মলিন মুখমণ্ডল এবং উদরাময় এই জ্বরের সুস্পষ্ট লক্ষণ। সূতিকাজ্বর স্পর্শ-সংক্রামক। ধাত্রী দ্বারা এক প্রসূতি হইতে অন্য প্রসূতিতে সংক্রামিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এই জ্বরে প্রথমেই একোনাইট ব্যবস্থেয়; মস্তিষ্ক-লক্ষণ না থাকিলে কেবল এই ঔষধেই জ্বর আরোগ্য হয়। স্তনের স্ফীততা ও যাতনা এবং বক্ষঃস্থলে বেদনাদি লক্ষণ থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া; মস্তকে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিরঃপীড়া, অত্যন্ত অস্থিরতা, মানসিক যন্ত্রণা, অক্ষি-তারার পরিবর্ত্তনাদি প্রলাপের পূর্ব্ব লক্ষণে বেলেডোনা ও উহার সহিত মধ্যে মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে একোনাইট ব্যবহার্য্য। জ্বর-লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে একোনাইটের পরিবর্ত্তে ব্যাপ্টিসিয়া ও অন্ত্র-লক্ষণ থাকিলে বেলে-ডোনার পরিবর্ত্তে রসটক্স ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় মারকুরিয়স, হাইয়োসায়েমাস, ষ্ট্রামোনিয়ম, ওপিয়ম, ভেরেট্রম-ভিরিডি, ফসফরিক এসিড, আর্সেনিক, ব্রাইয়োনিয়া, রসটক্স, নক্সভমিকা, ল্যাকেসিস, কলোসিন্থ আদি ঔষধ লক্ষণানুসারে আবশ্যকীয় হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—রোগীকে বারংবার শীতল জল পান করিতে দিবে। যবের মণ্ড ও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জল পান করিলে বমন উপশমিত হইতে পারে। ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে গা মোছাইয়া দেওয়া উচিত। নিম্নোদরে স্ফীততা ও বেদনা থাকিলে, ভুসির উষ্ণ পোল্টিশ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

—:○:○:—

[৮] দুগ্ধ-জ্বর—মিল্ক-ফিবার।

সন্তান প্রসূত হইবার পরে দুগ্ধস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রসবের ২৪ ঘটিকা পরে দুগ্ধ প্রবাহিত হয়, কিন্তু কোন কোন প্রসূতির বিশেষতঃ প্রসবান্তে শীত লাগিলে দুগ্ধ নিঃসরণে বিলম্ব হইয়া কম্প, গাত্রোত্তাপ, দ্রুতনাড়ী, স্তনবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সময়ে সময়ে এই প্রকারের জ্বরে গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় এবং উহাতে কণ্টক-ভেদবৎ যাতনা ও কণ্ডূয়ন থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়।

চিকিৎসা।—জ্বরের প্রথম অবস্থায় শীত ও কম্প লক্ষণে চায়না বা ভিরেট্রম-ভিরিডি ব্যবস্থেয়। কিন্তু শীত ও কম্প না থাকিয়া গাত্রের রুক্ষতা, উত্তাপ ; পিপাসা এবং অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট উপযোগী। ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইলে ও দুর্ব্বলতা থাকিলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

পথ্যাপথ্য।—অন্নমণ্ড, আবারুট, সাগু বা যবের মণ্ড প্রভৃতি ঈষদুষ্ণ তরল পথ্য ব্যবস্থেয়। মানসিক উত্তেজনা পরিত্যাজ্য।

---

[৯] পৌনঃপুনিক জ্বর—রিল্যাপ্সিং ফিবার।

এই জ্বরকে দুর্ভিক্ষ জ্বরও বলে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই জ্বর ছিল না, কিন্তু এক্ষণ মধ্যে মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ব্যাপক আকারেই ইহা আক্রমণ করে এবং পূর্ব্বলক্ষণ ব্যতীত সহসা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।—পৌনঃপুনিক জ্বরের প্রারম্ভে শীত, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা এবং অবসন্নতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই তিন ঘটিকা এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থকিয়া সহসা গাত্র উত্তপ্ত ও রুক্ষ হইয়া উঠে এবং শিরোবেদনা ও গাত্রবেদনা বৃদ্ধি পায় এবং পিপাসা জন্মে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে ঘর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রোগের লক্ষণ সকল উপশমিত হয় না। এই জ্বরে চর্ম্মে কোন প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয় না,

কিন্তু সহসা বা ক্রমে ক্রমে পাণ্ডু প্রকাশ পায়। ইহাতে গাত্রতাপ ১০৪ হইতে ১০৮ অংশ এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১১০ হইতে ১২০ বার হয়। প্রথমতঃ জিহ্বা আর্দ্র ও পীতবর্ণ লেপাবৃত থাকে, পরে শুষ্ক ও মধ্যস্থলে কপিশবর্ণ হয়। এই জ্বরে সাধারণতঃ কোষ্ঠরুদ্ধ থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, স্পর্শ-দ্বেষ ও বিবর্দ্ধন এবং মস্তক ও গাত্রে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। কিন্তু কদাচিৎ প্রলাপ প্রকাশ পায়। সচরাচর বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকে, এবং হরিদ্বর্ণ পিত্ত বমন হয়। উৎকট রোগে কৃষ্ণবর্ণ রক্তও বমন হয়।

পঞ্চম হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে সহসা সমুদায় লক্ষণ বিলোপ পায় এবং অতিশয় ঘর্ম্ম হয়। সময়ে সময়েরা উদরাময় জন্মে এবং নাসিকা ও অন্ত্রাদি হইতে রক্তস্রাব হয়। অতঃপর কয়েক দিন পর্য্যন্ত জ্বর লক্ষণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত থাকে, জিহ্বা পরিষ্কৃত ও ক্ষুধা প্রত্যাগত হয় এবং রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে। এ সময় নাড়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা মন্দবেগ বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। অনন্তর ৬।৭ দিন পরে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দিবসে অকস্মাৎ সমুদায় লক্ষণ পুনরায় প্রকাশ পায়। এই দ্বিতীয় আক্রমণ ৩ হইতে ৫ দিন বিদ্যমান থাকে, আবার হঠাৎ জ্বর ছাড়িয়া যায়। কখন কখন তিন চারি বার এই প্রকার পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই এই জ্বরকে পৌনঃপুনিক জ্বর বলে। রোগ উপশমিত না হইলে অনিবার্য্য বমন,দুর্দ্দম্য পিপাসা,অতিদ্রুতনাড়ী,পাণ্ডু ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। এই জ্বরের পরিণামে ফুসফুস-প্রদাহ,বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ,রক্তস্রাব,অত্যন্ত গাত্রবেদনা,চক্ষুপ্রদাহ, মুত্র-পিণ্ডের ব্যাধি, গর্ভস্রাব, গলাবেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভিণী-দিগের এই জ্বর হইলে প্রায়ই গর্ভপাত ও গর্ভস্থসন্তানের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

অনুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে পৌনঃপুনিক জ্বরগ্রস্ত রোগীর রক্তে ও লালায় এক প্রকার জীবিত কীটাণু দেখা যায়। এই সকল কীটাণু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায়। ইহাদিগকে স্পিরিলা বলে। জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ই কেবল রোগীর রক্তে উহারা প্রত্যক্ষ হয়।

কারণ।—অনাহার ও অল্পাহারই এই রোগ উৎপন্ন হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু অন্যান্য জ্বরের ন্যায় জনতা, বিশুদ্ধ বায়ুসেবনবিহীনতা এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর কারণ বশতঃ এই জ্বরও বর্দ্ধিত হয়। একবার উৎপন্ন

হইলে অনাহার-পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য লোকদিগকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা স্পর্শ-সংক্রামক। বিষ গ্রহণের পাঁচ হইতে নয়দিবসের মধ্যে ইহা প্রকাশ পায়।

বিনির্ণয়।—প্রথমাবস্থায় পৌনঃপুনিক জ্বর অন্যান্য জ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু সহসা রোগের আক্রমণ, সত্বর জ্বরের বৃদ্ধি, তৃতীয় বা চতুর্থদিবসে প্রচুর ঘর্ম্ম, পেশীর ও সন্ধিস্থলের বেদনা, এবং কয়েকদিন বিরামের পরে পুনরায় পূর্ব্বলক্ষণাপন্ন জ্বরের আবির্ভাব, এইগুলি ইহার বিশেষ বিনিশ্চয় লক্ষণ। সামান্য সন্তত জ্বরের সহিত ইহার প্রভেদ এইযে সামান্য সন্তত জ্বরে গাত্র-তাপের এত আতিশয্য ও নাড়ীর স্পন্দনের এত আধিক্য, এবং পেশীর এপ্রকার তীব্র বেদনা থাকেনা। স্বল্পবিরাম জ্বরের ন্যায় পৌনঃপুনিক জ্বরে স্বল্প-বিরাম লক্ষিত হয়না। টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরের ন্যায় ইহাতে রোগীর গাত্রে পীড়কা উৎপন্ন হয়না ও মানসিক বৈলক্ষণ্য জন্মেনা।

প্রজ্ঞান।—এইরোগে শতকরা দুই চারি জনের মৃত্যু হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ডিসেণ্টারি প্রভৃতি উপসর্গ বশতই মৃত্যুহয়। কাহার কাহারও মূত্রের ইউরিয়া নামক উপাদান সম্যকরূপে নিঃসৃত নাহওয়াতে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া ও তন্দ্রা-দোষ জন্মিয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। আকস্মিক মূর্চ্ছা জন্মিয়াও কখন কখন মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।—পৌনঃপুনিক জ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ১২, রসটক্স ১২, ও ব্যাপ্টিসিয়া ১বিশেষ ফলপ্রদ। সঞ্চালনে গাত্রবেদনা বৃদ্ধি পাইলে ব্রাইয়োনিয়া এবং সঞ্চালনে বেদনা হ্রাস পড়িলে রসটক্স একমাত্রা প্রতিদিন প্রাতে ব্যবস্থেয়। পাকাশয়িক লক্ষণ থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহার্য্য। ব্রাইয়োনিয়া বা রসটক্স প্রয়োগে বেদনা উপশমিত না হইলে ইউপেটোরিয়ম-পারফোলিয়েটম ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ হাইপোসলফাইট-অব-সোডা দিনে তিনবার ব্যবস্থেয়। ডাঃ কিড্ আয়ারল্যাণ্ডে এই রোগগ্রস্ত অনেকগুলি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি বিবমিষা, বমন, উদরে স্পর্শদ্বেষ, মলিন ও ব্যাকুলিত মুখমণ্ডল, মস্তকে উত্তাপ ও দপদপ, গাত্রে আমবাতের ন্যায় বেদনা ও ঘর্ম্ম লক্ষণে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাঃ গুল্ড লিবারপুল নগরে

জলবৎ উদরাময় ও বমন এবং শোথ লক্ষণে রোগের আক্রমণ সময়ে আর্সেনিক ও বিরামকালে নক্স-ভমিকা ব্যবহার করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ডাইস্ ব্রাউন, এবারডীন্ নগরে ব্যাপ্টিসিয়া ১ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জেলসিমিনম চায়না ও পডোফিলম্ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। ডাঃ ডিকিন্সন প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর ও গাত্র-বেদনা লক্ষণে জেল-সিমিনম; গাত্র-বেদনার সাতিশয় তীব্রতায় জেলসিমিনম ও ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে; বিরাম কালে কেবল ব্রাইওনিয়া; পুনরাক্রমণে পুনরায় জেল-সিমিনম; সন্নিপাত লক্ষণে, অর্থাৎ কপিশবর্ণ পরিশুষ্ক জিহ্বা, দন্তে দন্ত-শর্করা, অতিসার, ও উদরাধ্মানে রসটক্স; পাণ্ডু লক্ষণে মারকিউরিয়স; কফি-বর্ণের পদার্থ বমনে আর্সেনিকম; বিবমিষা ও ভুক্তদ্রব্য বমনে ইপিকাক; রোগান্তিক দৌর্ব্বল্যে সিঙ্কোনা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ ফসফরাস ও ফসফরিক এসিডও ব্যবস্থেয়। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, অপথালমিয়া প্রভৃতি উপসর্গে ফসফরাস,ব্রাইওনিয়া, একোনাইট প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য্য। ক্যাম্ফর ও নক্সভমিকা এ রোগের প্রতিষেধক।

পথ্যাপথ্য।—এ রোগে পুষ্টিকর লঘুপথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা ও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান নিতান্ত আবশ্যকীয়। সংক্রমণ প্রতিষেধার্থে তৎপ্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা উচিত।

---

[১০] পীতজ্বর—ইয়ালো ফিবার।

পীতজ্বর আমাশয়ের উপরে বেদনা, তীব্র শিরঃপীড়া, প্রলাপ, কৃষ্ণবর্ণ বমন ও কৃষ্ণবর্ণ মলস্রাব এবং পাণ্ডু লক্ষণাপন্ন একপ্রকার বিশেষ অবিরাম জ্বর। ইহাতে চক্ষু ও চর্ম্ম পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতজ্বর বলে। ইহার তিন অবস্থা। প্রথম বা উপদাহিত অবস্থা, দ্বিতীয় বা প্রদাহিত অবস্থা, তৃতীয় বা পতনাবস্থা। পীতজ্বর সংক্রামক। একপ্রকার বিশেষ বিষ ইহার উৎপত্তির কারণ। সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া, জিহ্বার সরের ন্যায় শুভ্র আকৃতি, চক্ষুর

সজলতা ও আরক্ততা, রোগের প্রথমাবস্থায়ই মূত্রে অণ্ডলালের বিদ্যমানতা, ত্বকের পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বমন, এবং সংক্রামকতা এই গুলি পীতজ্বরের বিনির্ণয় লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে অন্যান্য রোগ হইতে, বিশেষতঃ স্বল্প বিরাম জ্বর হইতে পীতজ্বরের প্রভেদ হইয়া থাকে। এই জ্বর এদেশে উৎপন্ন হয় না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপে, এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন স্থানে জন্মে। অতএব ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইল না।

চিকিৎসা।—(১) প্রথম অবস্থা।—ক্যাম্ফর (শীত ও কম্প), একন ও বেল পর্য্যায়ক্রমে (তীব্র জ্বর ও মস্তকে বেদনা), জেলস ও ব্রাই পর্য্যায়ক্রমে (চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে); সিমিসি (পৃষ্ঠ, অঙ্গ ও মস্তকে আমবাতবৎ বেদনা), ইপিকাক (বমন-প্রবৃত্তি বা বমন), এণ্ট-টার্ট (ইপিকাক সেবনে বিশেষ উপকার না দর্শিলে); চায়না (রক্তস্রাবের পর অবসন্নতা)। (২) দ্বিতীয় অবস্থা।—আর্স ও মার্ক পর্য্যায়ক্রমে, কফি (রাত্রিতে অস্থিরতা); চায়না। (৩) তৃতীয় অবস্থা।—আর্স ও কোটেলস পর্য্যায়ক্রমে।

তৃতীয় অবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণের ঔষধ।—বমন।—ক্রিয়েজোট, বা আর্জ্জনাইট। মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রস্তম্ভ।—ক্যান্থ (রক্তবর্ণ বা রক্তময় মূত্র)। ক্যান-স্যাট (গাঢ়, ঘোলামূত্র, অথবা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক মূত্ররোধ); এসিড সলফ (রক্ত মূত্র); বেল, এপিস্, ডিজি। উদরাময়—মার্ক (রক্তময় মল); ভিরেট-এল্ব (ক্ষুদ্রান্ত্রে আক্ষেপিক বেদনা), পডোফ (কৃষ্ণবর্ণ তরল মল), কার্ব্বো-ভেজি (বমন, মল ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ), এসিড ফস। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বা গর্ভস্রাব।—স্যাবি (উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্ত, গর্ভের প্রথম ২। ৩ মাসে); সিকেল (কৃষ্ণবর্ণ রক্ত, গর্ভের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়), হেমে (ধীরে ধীরে রক্ত ক্ষরণ)। ইগ্নে (অত্যন্ত অবসাদ)। হাইয়োস (মৃদু প্রলাপ); ষ্ট্রামো (প্রচণ্ড উন্মত্ততা)।

আরোগ্যোন্মুখ অবস্থা।—চায়না। প্রতিষেধক।—একন, সিমিসি, ব্যাপ্টি, অঙ্গারচূর্ণ; উষ্ণ স্নান।

—:○:—

স্ফোট জ্বর—দি ইরাপ্টিব ফিবার্স।

(১) মসূরিকা—বসন্ত—স্মল পক্স।

বসন্ত, আস্রাবপূর্ণ পীড়কাবিশিষ্ট এক প্রকার সংক্রামক অবিরাম জ্বর। এই রোগ একবার হইলে প্রায় আর পুনর্বার হয় না। কচিৎ এক ব্যক্তির দুইবারও হয়। এই সংক্রামক রোগে পীড়কা সকল পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্মিলিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট (লেপা) এবং বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট সংমিশ্রিত থাকিলে অর্দ্ধ সংশ্লিষ্ট বসন্ত বলে। বসন্তকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে বসন্ত বলে। বসন্তের জ্বরে শীতের স্বল্পতা, উত্তাপের মৃদুতা, বেদনা ও বিবমিষার অনুগ্রতা থাকিলে বিশ্লিষ্ট গুটিকা এবং শীতের আতিশয্য ও পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি, তাপের প্রখরতা, বেদনার তীব্রতা, সুস্পষ্ট আমাশয়িক উপদ্রব, ১০৪ ডিগ্রী বা ততোধিক গাত্র-তাপ থাকিলে সংশ্লিষ্ট গুটিকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বসন্তের চারিটী অবস্থা। যথা, (১) পূর্ব্বরূপ, (২) প্রাথমিক জ্বর, (৩) পীড়কা, (৪) দ্বিতীয়বার জ্বর। বিষগ্রহণের পর হইতে রোগের প্রকাশ পর্য্যন্ত প্রথমাবস্থা; রোগের প্রকাশ হইতে পীড়কার উৎপত্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থা; উদ্ভেদোৎপন্ন অবস্থা তৃতীয় অবস্থা; ও দ্বিতীয়বার জ্বর, বা চিপিটিকা পাতাদি চতুর্থ অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়।

লক্ষণ।—বসন্তবিষ শরীরে সংক্রামিত হইবার প্রায় দ্বাদশ দিবস পরে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং শীত, উত্তাপ, শিরঃপীড়া, গাঢ় লেপাবৃত শুল্ক জিহ্বা, আরক্তমুখমণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে অতিশয় তীব্র বেদনা, আমাশয়-গহ্বরে স্পর্শদ্বেষ ও সময়ে সময়ে বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৃষ্ঠবেদনা ও বমন উগ্র আকারের হইলে রোগের আক্রমণও উগ্র হইয়া থাকে। উৎকট রোগে মূত্র-রোধ ও উরুস্তম্ভও জন্মে, এবং সাধারণতঃ পীড়কা প্রকাশিত হইলে উহা নিবৃত্ত হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে আরক্ত চিহ্ন অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পীড়কা সকল প্রকাশিত হয়; এই সকল উদ্ভেদের আকার মসূরের ন্যায় বলিয়া এই রোগকে আয়ুর্ব্বেদে, মসূরিকা বলে। প্রথমতঃ কপালে ও মণিবন্ধের সম্মুখে পীড়কা দৃষ্ট হয়। অনন্তর উহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী ও

বায়ুনলীভুজের আবরণ-ঝিল্লীতে পীড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া বসন্ত রোগে লালাস্রাব, গলাবেদনা, কাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়কা সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হইলে পূযোৎপন্ন হইবার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট বসন্তে রোগের লক্ষণের অনেকটা বিরাম দৃষ্ট হয়। নাড়ীর বেগ, গাত্রের তাপ, এবং বেদনা বিলক্ষণ কমিয়া যায়। সংশ্লিষ্ট বসন্তে সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণের কতকটা হ্রাস পড়ে বটে কিন্তু বিশ্লিষ্ট বসন্তের ন্যায় সুস্পষ্ট বিরাম পরিলক্ষিত হয় না। বসন্তের পীড়কা গুলি প্রথমে স্ফোটকের ন্যায় রসপূর্ণ হইতে থাকে এবং মধ্য-ভাগে অবনত হইয়া পড়ে ও উহার চারিদিকে প্রদাহিত মণ্ডল জন্মে। এই অবনতি বা নাভীর ন্যায় আকৃতি বসন্ত-পীড়কার পরিচয়-লক্ষণ। পীড়কাগুলি পাঁচদিন পর্য্যন্ত আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। অনন্তর উহাদের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ রস পীতবর্ণ পূযে পরিণত হয়। তখন আর মধ্যস্থলের অবনতি থাকে না। পীড়কা স্ফীত ও অর্দ্ধমণ্ডলাকার হইয়া উঠে। পীড়কায় পূয উৎপন্ন হইবার সময় অক্ষিপুট, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় স্ফীত হয় এবং মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে। সংশ্লিষ্ট বসন্তে রোগীর মুখমণ্ডল বিসর্পের ন্যায় স্ফীত হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া ফেলে। রোগ অতিশয় তীব্র হইলে হস্তপদাদি, হনু-নিম্ন-গ্রন্থি ও কর্ণ-মূল-গ্রন্থি স্ফীত হয়। কখন কখন প্রলাপও জন্মে। শয্যাবস্ত্র-খুঁটন, কণ্ডরা-স্পন্দন, সুপ্তি প্রভৃতি অন্যান্য সন্নিপাত-লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই সময় বসন্তের রোগীর গাত্র হইতে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। এই বিশেষ দুর্গন্ধও বসন্তের একটি বিনির্ণয় লক্ষণ। পীড়কা উৎপত্তির পর অষ্টম দিবসে পীড়কা সকল পরিপক্ক হয় ও উহা হইতে আস্রাব নির্গত হইতে থাকে। অনন্তর চিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং শুষ্ক হইয়া ৪। ৫ দিনে সেই গুলি পড়িয়া যায়। তৎপরে শরীরে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকে, ষষ্ঠ বা অষ্টম সপ্তাহে তাহা বিলীন হয় অথবা দুবপনেয় অঙ্কে চিরদিন শরীর কলঙ্কিত থাকিয়া যায়।

এই রোগে নবম হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে পীড়কা পক্ব হইবার সময় দ্বিতীয়বার জ্বর হয়। অনুৎকট রোগে দ্বিতীয়বারের জ্বর তিন চারিদিন থাকে, উৎকট রোগে অধিক দিন থাকে। এই জ্বর অতিশয় বিপদ জনক। সংশ্লিষ্ট বসন্তে এই সময় কখন কখন সাংঘাতিক বক্ষঃ-লক্ষণ বা স্বরযন্ত্র-প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা শরীরের নানা স্থানে স্ফোটক জন্মে না চক্ষে ক্ষত

হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হয়। এবং বিসর্প, শ্বাসরোধ, রক্তের বিগলিত অবস্থা প্রভৃতি হইতে মৃত্যুও হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ গুলির সহিত সাংঘাতিকতা ও বিগলিততা সংযুক্ত থাকিলে অথবা বসন্তের গুটিকাগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিলে উহাকে সাংঘাতিক বা দূষিত বসন্ত বলে।

উপসর্গ।—এই রোগে বঙ্ক্ষণ ও কক্ষগ্রন্থির স্ফীততা, বিসর্প, ব্রণ-শোথ, পায়িমিয়া, গ্যাংগ্রিণ, ফ্লিবাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস, অতিসার, চক্ষু-প্রদাহ, কনীনিকার ক্ষত, ও কর্ণ-স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে এবং রোগীর জীবন রক্ষা পাইলেও কোন কোন উপসর্গে সে অন্ধ, বধির, বা খঞ্জ হইয়া পড়ে। সঙ্কটাপন্ন রোগে রক্ত-স্রাব ও রক্ত-মূত্রও জন্মে। গর্ভিণীর গর্ভস্রাব বা অকালপ্রসব হয়, গর্ভস্থ সন্তান সাধারণতঃ মরিয়া যায় এবং গর্ভিণীর জীবন বিপদাপন্ন করিয়া তোলে।

ভোগ-কাল।—বসন্তের আক্রমণাবস্থা ছুই হইতে পাঁচ দিন, পীড়কার অবস্থা পাঁচ দিন, পূযোৎপত্তির অবস্থা চারি হইতে পাঁচ দিন; এবং শল্ক-পাতের অবস্থা পাঁচ হইতে বার দিন অবস্থিতি করে। অতএব এই রোগের ভোগ-কাল ষোল হইতে সাতাইশ দিবসে পরিসমাপ্ত হয়।

কারণ।—বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। সংস্পর্শে ও বাতাসে সংক্রামিত হয়। বসন্ত বিষ অন্যান্য দূষিত বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম ও স্থায়ী। রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদিতে এই বিষ অনেকদিন অবস্থিতি করে। রেলের গাড়ী বা রাস্তায় যাতায়াতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে বা বাতাসে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। মৃতদেহে বসন্তের বিষ ছুই এক বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। গুটিকার পক্কাবস্থায় ও চিবিটিকা-পাতের প্রারম্ভাবস্থায়ই ইহার অধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সকল বয়সেই এই রোগ আক্রমণ করে। কিন্তু যুবক অপেক্ষা বালকেই ইহা সমধিক সংক্রামিত হয়। কাহার কাহারও সংস্পর্শেও বসন্ত জন্মে না।

বিনির্ণয়।—হাম ও পানী-বসন্তের প্রথমাবস্থার সহিত বসন্তের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অতএব প্রারম্ভাবস্থায় বসন্তরোগের বিনির্ণয়ে ভ্রম জন্মিতে পারে। হামে উদ্ভেদ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ পাবে এবং চতুর্থ দিবসে পীড়কা প্রকাশিত হয়। হামের পীড়কা অর্দ্ধচন্দ্রাকার

হয় এবং উহাতে স্পর্শে ত্বকের নিম্নে মসূর বা ছিটাগুলি সংলিপ্ত বৎ অনুভূত হয় না। বসন্তে অতিশয় কটিবেদনা থাকে, পীড়কা একদিন অগ্রে প্রকাশ পায়, এবং স্পর্শে চর্ম্মের নিম্নে মসূরসংলিপ্তবৎ অনুভূত হয়। পানিবসন্তের জ্বর মৃদু হয়, কটিবেদনা থাকে না, পীড়কা শীঘ্র প্রকাশ পায়, স্পর্শে ত্বকের নিম্নে মসূর-সংলিপ্তবৎ অনুভব বিদ্যমান থাকে না, পীড়কা গুলির মধ্যভাগ অবনত হয় না, এবং সকল গুলিতে পূয ও জন্মে না।

প্রজ্ঞান।—বসন্ত অতিশয় সাংঘাতিক রোগ। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। একবৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগের এই রোগে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনের এবং বৃদ্ধদিগের পঞ্চাশজনেরও অধিক সংখ্যকের মৃত্যু হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। রোগীর বয়ঃক্রম, রোগের তীব্রতা, গুটিকার দূষিত বা অদূষিত প্রকৃতি, এবং উপসর্গের তারতম্যানুসারে বসন্ত রোগে 'সাধ্যাসাধ্য' নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাপৃত ও সংশ্লিষ্ট পীড়কা; স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর গুরুতর আক্রমণ, রক্তস্রাব, অতিশয় অবসাদ, অবিরত প্রলাপ, অতিসার, এবং নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ও ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি ফুসফুসের উপসর্গ এই রোগে অশুভ লক্ষণ। গর্ভাবস্থাও বিপদজনক, গর্ভিণীদিগের বসন্ত হইলে রোগিণীর প্রাণ রক্ষা পাইলেও প্রায়ই গর্ভপাত বা অকাল প্রসব হইয়া থাকে এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।—একোনাইট, বেলেডোনা, এপিস, ব্যাপ্টিসিয়, ব্রাইওনিয়া, হেমেমেলিস, হাইওসায়েমাস, এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম, ভ্যাকসিনাইন, ভেরিওলাইনম, থুজা, হিপারসলফার ও সাইলিশিয়া বসন্তের প্রধান ঔষধ। একন, জেল, ভিরেট-ভি (প্রবল জ্বর)। এণ্ট-টার্ট, হাইড্রাস ১দ, থুজা ০, সল্ফ (স্ফোটাবস্থা)। এণ্ট টার্ট, মার্ক, এপিস, ল্যাক (পূযাবস্থা)। ক্যাম্ফ, সলফ (পীড়কাবিলোপ)। আর্স বা ব্যাপ্টি (সান্নিপাতিক লক্ষণ)। সলফ, আর্স, ফস (সাংঘাতিক ও সংশ্লিষ্ট পীড়কা)। উপসর্গ,—ফস, এণ্ট-টার্ট, (ফুসফুস-প্রদাহ); একন, ব্রাই (ফুসফুসে রক্তসঞ্চয়); ব্রাই, কা-বাইক্রম, এণ্ট-টার্ট (বায়ুনলীভুজ প্রদাহ); রস (পৃষ্ঠ-বেদনা); মার্ক (গ্রন্থির স্ফীততা); এপিস, বেল (শোথ, আবদ্ধ চক্ষু, স্ফীত গলদেশ); বেল, হাইয়োস, ষ্ট্রাম, ভিরেট ভি (প্রলাপ), আর্স, ব্যাপ্টি (সহসা অবসাদন ও মূর্চ্ছাশঙ্কা)।

সলফ, ঈষদুষ্ণ জলে বারংবার গাত্র মার্জ্জন (শকপাত)। পরিণাম,—
সুলফ, মার্ক-করো (চক্ষু-প্রদাহ); হিপার, ফস, সলফ (স্ফোটক)।

প্রধান প্রধান ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ।

(১) একোনাইট।—রোগের প্রথম অবস্থায়, গুটিকা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কম্প, উত্তাপ, ত্বকের রুক্ষতা, দ্রুতনাড়ী, অস্থিরতা, পিপাসা, মস্তক-বেদনা, বমনেচ্ছা, বমন, পৃষ্ঠ ও কটি বেদনা প্রভৃতি জ্বরলক্ষণের প্রাবল্যে একোনাইট ব্যবস্থেয়। (২) বেলেডোনা।—বসন্তের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপ, শিরঃপীড়া, অনিদ্রা, প্রলাপ বা আক্ষেপ লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। বালকদিগের রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অপর, প্রবল মাস্তিষ্ক লক্ষণ, প্রলাপ, আলোকে বিদ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণে কয়েক মাত্রা বেলেডোনা সেবন করিলে বসন্ত বসিয়া যাইবার আশঙ্কা নিবারিত হয়। (৩) এণ্ট-টার্ট।—এণ্ট টার্ট বসন্তরোগের অমোঘ ঔষধি। রোগের প্রকৃতি নিরূপিত হইবামাত্রই ইহা ব্যবহার করা উচিত। পীড়কা উৎপন্ন হইলে এই ঔষধির প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জ্বরেও বিবমিষা, বমন ও আক্ষেপ থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ এই রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল এণ্ট-টার্ট, কিম্বা তৎসহকারে পর্য্যায়ক্রমে অন্য কোন ঔষধি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগ সুসাধ্য হইলে জ্বরকালে একোনাইট ও চিপিটিকাপতন (ডেসকোয়ামেশন) সময়ে পরিণাম ফল নিবারণার্থ সলফার প্রয়োগ করিলে এণ্ট-টার্ট ভিন্ন প্রায় অন্য কোন ঔষধি ব্যবহার করা আবশ্যক করে না। ডাঃ ডিকন্সন ইহার ৩দ চূর্ণ ব্যবহার করেন। (৪) মারকিউরিয়স।—লালাস্রাব, গলক্ষত, কর্ণমূলাদি গ্রন্থির স্ফীততা, দুর্গন্ধি নিশ্বাস ও রক্তময় বা হরিতাভ আমময় উদরাময় লক্ষণে, বিশেষতঃ পূয়োৎপাদন সময়ে মারকিউরিয়স উপযোগী। [৫]এপিস।—বিসর্পবৎ স্ফীততায়, গলমধ্যের স্ফীততায় ও গলা বেদনায় এবং মুখমণ্ডল ও অক্ষিপুটাদির অতিশয় স্ফীততায় এপিস ফলপ্রদ। [৬] কফি।—অস্থিরতা ও অনিদ্রায় দুই তিন মাত্রা কফি ব্যবস্থেয়। [৭]ব্যাপ্টিসিয়া।—আকস্মিক অবসন্নতা ও তন্নিবন্ধন মূর্চ্ছা প্রতিষেধার্থ ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহার্য্য। সান্নিপাতিক প্রকৃতির বসন্তে ইহা

ফলপ্রদ। [৮] ক্যাম্ফর।—যদি পীড়কা সকল সহসা বিলীন হইয়া যায় অথবা সাংঘাতিক হইয়া উঠে ও তৎসহকারে শ্বাসকৃচ্ছ্র, গাত্রের শীতলতা ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দুই বিন্দু মাত্রায় ক্যাম্ফর কিঞ্চিৎ ঈষদুষ্ণ জল সহকারে পনর মিনিট অন্তর বারংবার সেবন করাইবে। গাত্র উত্তপ্ত ও পীড়কা প্রকাশিত হইলে ক্যাম্ফর সেবন রহিত করিবে। এতৎসহ উষ্ণ দ্রব-স্বেদ (হট-বাথ) ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। [৯] ওপিয়ম।—তন্দ্রা বা অচৈতন্য ও সশব্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষণে ওপিয়ম উপযোগী। [১০] ল্যাকেসিস।—পীড়কা পক্ক হইবার সময় শরীরে পূয শোষিত হইয়া সান্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ল্যাকেসিস অতিশয় উপকারী। [১১] সলফার।—বসন্তরোগের গতির বৈষম্য জন্মিলে, গুটিকা সকল বিলীন হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, স্বচ্ছ ও পীত বর্ণ পীড়কার পরিবর্ত্তে হরিৎ, ধূসর বা কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবস্থেয়। সলফার দ্বারা সম্যক উপকার না দর্শিলে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, নাইট্রিক এসিড বা আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। অপিচ, দুর্নিবার কণ্ডূয়ন ও পরিণাম ফল নিবারণার্থও সলফার বিশেষ উপযোগী। [১২] কার্ব্বোভেজিটেবিলিস।—অতিশয় দুর্গন্ধ, গুটিকার কালবর্ণ; অত্যন্ত অবসন্নতা, ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ী কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের প্রয়োগ-লক্ষণ। (১৩) রসটক্স।—সংশ্লিষ্ট বা দূষিত বসন্তে পীড়কার কৃষ্ণবর্ণ, বিদারিত পরিশুষ্ক জিহ্বা, দন্তে দন্ত শর্করা, মৃদুপ্রলাপ ও অতিসার লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। (১৪)ফসফরাস।—বসন্তে নিউমোনিয়া উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শুষ্ক কাস, দ্রুত শ্বাস, ও ফুসফুসের বিধান-তন্তুর নিরেটতা জন্মিলে ফসফরাস ব্যবস্থেয়। (১৫) থুজা।—পীড়কার পক্কাবস্থায় ও চিপিটিকা-পাতের সময় যে দুর্নিবার কণ্ডূয়ন জন্মে থুজা সেবনে তাহা নিবারিত হয়। পীড়কার মামড়ির নীচে যে ক্ষত জন্মে এবং যে ক্ষতচিহ্ন গুলি পরিশেষে বসন্তের অঙ্করূপে বিদ্যমান থাকে, যথাসময়ে থুজা ব্যবহার করিলে সেই ক্ষত গুলিতে সুন্দর ফল দর্শে ও বসন্ত-চিহ্ন অনেকটা নিবারিত হয়। (১৬) ভ্যাক্সিনাইন ও ভ্যারিওলাইনম।—অনেক চিকিৎসকই এই দুই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। এতদ্দ্বারা রোগের তীব্রতা মন্দীভূত,

ভোগ-কাল হ্রাসপ্রাপ্ত, বিপদজনক লক্ষণ গুলি সত্বর দূরীকৃত, এবং শীঘ্র পূযোৎপন্ন হয়, ও তৎপরে অবিলম্বে চিপিটিকা জন্মে। ইহাও উল্লিখিত আছে যে এই দুই ঔষধে বসন্তের অঙ্কও প্রতিবিদ্ধ হয়। (১৭) হিপার।—ক্ষেটক বা ব্রণ-শোথ জন্মিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে হিপার সলফার ব্যবস্থেয়। (১৮) সাইলিশিয়া।—পূযোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গুটিকা থাকিলে পূয পেশীর অভ্যন্তরে সীতা না জন্মাইতে পারে এজন্য শীঘ্র শীঘ্র গালিয়া বাহির করিয়া ফেলা ভাল। [১৯] কোনায়ম।—কনীনিকায় ক্ষত জন্মিলে কোনায়ম আভ্যন্তরিক ও বাহিক প্রযোজিত হইয়া থাকে। এক আউন্স পরিস্রুত জলে দশবিন্দু কোনায়মের অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া তাহার কয়েক বিন্দু প্রতিদিন তিনবার চক্ষে দিতে হয়।

যথাবিহিত গো মসূর্য্যাধানের পরে পুনর্ব্বার বসন্ত হইলে প্রায়ই উপবসন্ত (ভেরিওলয়েড) হয় অর্থাৎ পীড়কা সকল পূযপূর্ণ হয় না এবং পূযোৎপাদনের আনুষঙ্গিক দ্বিতীয়বারের জ্বর প্রকাশ পায় না। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রথম জ্বর ও উহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ সকলের চিকিৎসাই আবশ্যকীয় হইয়া থাকে। এ জ্বরে একোনাইট অপেক্ষা বেলেডোনা অধিকতর উপযোগী। সময়ে সময়ে লক্ষণানুসারে জেলসিমিনম, ব্যাপ্টিসিয়া বা ভিরেট্রম-ভিরিডি ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কটিবেদনার আধিক্য ভিরেট্রম-ভিরিডির প্রয়োগ-লক্ষণের মধ্যে একটী প্রধান লক্ষণ। বমনের বিশেষ প্রাবল্য থাকিলে টার্টার এমেটীক ব্যবস্থেয়। পীড়কা উৎপন্ন হইলেও কেবলমাত্র এই ঔষধি সেবনেই রোগী আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠিতে পারে। যাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদের বসন্ত হইলে প্রথমেই ভ্যাক্সিনাইন্ তৃতীয় ক্রম বা টার্টার-এমেটীক তৃতীয় ক্রম সেবন করান কর্ত্তব্য। ভ্যাক্সিনাইন্ সেবনে গো মসূর্য্যাধানের ন্যায় উপকার দর্শে। এমন কি *কখন কখন তৃতীয় দিবসেই জ্বর ও পীড়কা প্রকাশ পায়।* বসন্তের গুটিকা গাত্রে উৎপন্ন হইবার পরেও এই ঔষধি প্রয়োগ করিলে এক দিবসের মধ্যে গুটিকা সকল না পাকিয়া সঙ্কুচিত ও শুষ্ক হইয়া যায়। টার্টার-এমেটীক সেবনেও প্রায় তদ্রূপ ফল দর্শে। পূয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধি প্রয়োগ করিলে প্রায়ই পীড়কার পূয জন্মে না ও রোগের তৃতীয় অবস্থা

উপস্থিত হয় না। ভ্যাকসিনাইন বা টার্টার-এমেটীক ব্যবহার করিবার উপযুক্ত অবস্থা অতীত হইয়া থাকিলে বা ঐ ঔষধদ্বয় সেবনে কোন উপকার না দর্শিলে লক্ষণানুসারে মারকিউরিয়াস আদি পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রতিষেধক।—সলফার, সিমিসিফুগা, ভ্যাক্সিনাইন্, সেরাসিনিয়া এই রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। কিন্তু বসন্তের প্রাদুর্ভাব সময়ে গোবীজ টীকা গ্রহণ অথবা সলফারের মূল অরিষ্ট ও বিমল বায়ু সেবন করিলেই এই দারুণ রোগের হস্ত হইতে বিমুক্ত থাকা যায়।

বসন্ত-চিহ্ন।—বসন্তের চিহ্ন নিবারণার্থে মুখমণ্ডলের পীড়কা সকল কার্ব্বলিক এসিডে নিমজ্জিত সূচীদ্বারা বিদ্ধকরা কর্ত্তব্য। শূকরের বসা বা অলিভ অয়েল লেপন করিলেও বসন্তের অঙ্ক ও কণ্ডুয়ন অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। পীড়কা বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সম পরিমাণ গ্লিসিরিণ ও গোলাপজল রোগীর গাত্রে লেপন করিয়া তদুপরি একভাগ টার্টার এমেটিক প্রথম ক্রমের চূর্ণ ও আটভাগ ভায়োলেট্ চূর্ণ আস্তে আস্তে সংলগ্ন করিয়া দিলে বসন্ত-চিহ্ন নিবারিত হয়। যতবার প্রয়োজনীয় হয় ততবার এই প্রকার প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর গাত্রে আলোক পতিত না হয় তন্নিমিত্ত এই প্রলেপ বিশেষ উপযোগী। বালকগণ নিদ্রাকালে শরীরে নখ ঘর্ষণ না করিতে পারে এ জন্য উহাদের হস্ত আবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কার্ব্বলিক এসিড চারিভাগ, অলিভ অয়েল চল্লিশভাগ, খটিকার সূক্ষ্মচূর্ণ ষাটিভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র-খণ্ডে মাখাইয়া নাসিকা, মুখ, ও চক্ষুর স্থানে ছিদ্র করিয়া বার ঘণ্টা পরে পরে নূতন করিয়া এক একবার লাগাইয়া রাখিলে এবং হাতে ও বাহুতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ড প্রয়োগ করিলে কণ্ডুয়ন উপশমিত, চিপিটিকা প্রবর্দ্ধিত ও অঙ্ক নিবারিত হয়। পীড়কা শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে আর এই প্রলেপ প্রযুজ্য নহে।

পথ্যাপথ্য।—রোগীকে শীতল রাখা ও উহার গাত্রবস্ত্রাদি বারংবার পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত থাকা আবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু এ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। সুবাসিত কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জলে কোমল গাত্রমার্জ্জনী সিক্ত করিয়া

মধ্যে মধ্যে রোগীর গাত্র মার্জ্জনা করা বিহিত। শয্যা-ক্ষত নিবারণার্থ বারংবার রোগীর অবস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। পীড়কা বিদীর্ণ হইলে পূয শোষণার্থ তথায় তণ্ডুল-চূর্ণ বা গোধূম চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের শেষাবস্থায় পরিচ্ছন্নতা, ঈষদুষ্ণ জলে গাত্র ধৌত ও মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে স্নান বিশেষ আবশ্যক। জ্বরের প্রবল অবস্থায় প্রায়ই আহারে প্রবৃত্তি থাকে না, তখন সামান্য জ্বরের পথ্যই ব্যবস্থেয়। জ্বর তিরোহিত হইলে পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দেওয়া বিহিত। এ রোগে চা, যবের মণ্ড, সাগু, আরারুট, তিন ভাগ দুগ্ধ এক ভাগ সোডা-ওয়াটার মিশ্র, মাংসের কাথ, স্বাস্থ্যকর সুপক্ক ফল প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পানার্থ শীতল জলই প্রশস্ত, সময়ে সময়ে লেমনেড বা সোডা ওয়াটার দেওয়া যায়।

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক রোগ। রোগীর গাত্র হইতে যখন গন্ধ নিঃসৃত হয়, তখনই বসন্ত-বিষ সমধিক তীব্র ও সংক্রমণশীল হইয়া উঠে। ফলতঃ প্রথম জ্বর হইতে চিপিটিকাপাত পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে। সংক্রমণ প্রতিষেধের ঔষধ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি হয় দগ্ধ করিয়া ফেলা, নয় ২১২ তাপাংশের উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। গৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত এবং দ্বাররুদ্ধ করিয়া উহাতে গন্ধকের ধূম প্রদান ও চূণের জল প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

—:○*○:—

[২] গো-মসূর্য্যাধান—গোবীজে টীকা।

ভ্যাকসিনেশন।

গো-মসূর্য্যাধান অর্থাৎ গো-বীজে টীকাদানই বসন্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক উপায়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জেনার ইউরোপে এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে এদেশে প্রাচীনকালে গো-মসূর্য্যাধান প্রচলিত ছিল আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গো বীজে টীকা গ্রহণ করিলেই যে একেবারে এই ভয়ঙ্কর রোগ হইতে বিমুক্ত থাকা

যায় এমন নহে, তবে সফল টীকা হইলে তৎপরে যে বসন্ত উৎপন্ন হয় সে বসন্তে প্রায়ই প্রাণ বিনষ্ট বা অঙ্গাদি বিকৃত হয় না।

বসন্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত গো-বসন্তের বীজ মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করাইলে যে জ্বর, পীড়কা ও ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট এক প্রকার কৃত্রিম রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে গো-মসূরিকা বা উপবসন্ত কহে এবং এই গো-বীজ প্রবেশ করাইবার প্রক্রিয়াকে গো-মসূর্য্যাধান বা ভ্যাক্সিনেশন বলে।

এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সদৃশ চিকিৎসায় অনুমত। এতদ্বারা বসন্তের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত থাকা যায়, উহার সাংঘাতিকতা নিবারিত হয় এবং বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইলেও বিশেষ উৎকট আকারে প্রকাশ পায় না।

গো-মসূর্য্যাধানের পরে বাহুতে যতই অধিক ক্ষত-চিহ্ন থাকে ততই ভাল। চারিটী ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে পুনর্ব্বার বসন্ত হইলে প্রায়ই লোক মরে না। টীকার চিহ্ন না থাকিলে দ্বিতীয়বার বসন্তের আক্রমণে প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুসারে এতদ্দেশে গোবীজে টীকা দান পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব এ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল।

(১) যে বালকের গণ্ডমালা, কৌলিক উপদংশ অথবা অন্য কোন ধাতু-গত দোষ নাই তাহারই "বীজ" দ্বারা অন্যকে টীকা দেওয়া উচিত। কোন প্রকার পীড়কা বা ব্রণ, গ্রন্থির স্ফীততা ও চক্ষুপ্রদাহ থাকিলে বীজ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কারণ, ধাতুদুষ্ট রুগ্ন বালকদিগের বীজে টীকা দিলে সুস্থ বালকদিগের শরীরে ঐ সকল দোষ ও রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে। (২) পরিষ্কার ছুরিকা ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা উপদংশাদি রক্তদোষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। (৩) অষ্টম দিবসে বীজ গ্রহণ করা উচিত। উহাতে যেন রক্ত কিম্বা অন্য কোন শারীরিক নিঃস্রব মিশ্রিত না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (৪) বীজ দুই বাহুতে অন্যূন চারি স্থানে সংলগ্ন করা কর্ত্তব্য। (৫) বালক যখন সুস্থাবস্থায় থাকে তখনই উহাকে টীকা দেওয়া বিহিত। প্রথম তিন মাসই টীকা দিবার প্রশস্ত সময়। তখন শিশুর কোন তরুণ রোগ বা চর্ম্মরোগ না থাকিলে টীকা দেওয়া

যাইতে পারে। দন্তোদ্গম সময়ে টীকা দেওয়া উচিত নহে। (৬) যৌবনের প্রারম্ভে স্বভাবতঃ শারীরিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় বলিয়া তখন পুনর্ব্বার টীকা-দেওয়া আবশ্যক। যদি পূর্ব্ব টীকার ক্ষত-চিহ্ন একেবারেই না থাকে অথবা একটি মাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে পুনবায় টীকা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসা।—গো-মসূর্য্যাধানে প্রায়ই কোন চিকিৎসা আবশ্যক করে না। কিন্তু টীকার ক্ষত স্থান অতিশয় আরক্ত ও স্ফীত হইলে দুই তিন মাত্রা একোনাইট বা বেলেডোনা ব্যবস্থা করা উচিত। কাহার কাহাব ক্ষত-স্থানে পোল্টিশ বা সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যকীয় হইতে পারে। পীড়কাগুলি সারিয়া যাইবাব সময় কয়েক দিন প্রাতে ও রাত্রিতে সলফাব সেবন করাইলে ধাতুগত দোষ বশতঃ চর্ম্ম-রোগ বা চক্ষু-রোগ জন্মিবাব সম্ভাবনা দূরীকৃত হয। গো-মসূর্য্যাধানের মন্দফলে লক্ষণানুসাবে থুজা ও সাইলিশিযাও ব্যবহৃত হইয়াথাকে। অত্যুৎকৃষ্ট বীজদ্বারা টীকাদিলেও সময়ে সময়ে উহা হইতে অসুখকব লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। টীকা দিবার পবে একমাত্রা সলফার সেবন করাইলে প্রায়ই টীকার উপসর্গস্বরূপ অন্য কোন রোগ উপস্থিত হযনা। টীকান্তে বিসর্প, আক্ষেপ বা অতিসার প্রভৃতি জন্মিলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হয। টীকাব পরবর্ত্তী অতিসাবে, ও টীকাব জ্বর অতিশয় প্রবল হইলে, অথবা গাত্রে বসন্তের ন্যায় পূযপূর্ণ পীড়কা জন্মিলে থুজা উপকারী।

---

[৩] রসগত মসূরিকা—পানি বসন্ত —জল বসন্ত।

চিকেনপক্স-ভেরিসেলা।

পানি বসন্ত বসপূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট এক প্রকাব যৎসামান্য সংক্রামক জ্বর। বালকদিগেরই অধিকাংশ এই রোগ হইয়া থাকে। প্রকৃত বসন্তের সহিত ইহার আকারগত সাদৃশ্য আছে সুতরাং প্রারম্ভাবস্থায় ইহাকে

বসন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু প্রকৃত বসন্তে ও পানবসন্তে প্রভেদ এই, যে পানবসন্তের জ্বর অতি মৃদু ও পীড়কার মধ্যভাগ সূক্ষ্মাগ্র। এই সকল পীড়কা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে এক প্রকার জলবৎ রসে পূর্ণ হয়; কিন্তু প্রকৃত বসন্তের ন্যায় উহাতে কখনই পীতবর্ণ পূয জন্মে না। ছয় সাত দিবসেই ইহার ভোগ-কাল পর্য্যবসিত হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে পীড়কাগুলি শুষ্ক হয়। ইহাতে আরোগ্যান্তে গাত্রে চিরস্থায়ী চিহ্ন থাকে না।

চিকিৎসা।—বসটক্সই এ রোগের প্রধান ঔষধ। যদি নিম্নলিখিত কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে কেবল এই একমাত্র ঔষধ সেবনেই শীঘ্র পানিবসন্ত আরোগ্য হয়। জ্বরলক্ষণে একোনাইট, শিরোলক্ষণে বেলেডোনা; পীড়কার অতি কণ্ডূয়নে এপিস, এবং দুই একটি পীড়কায় পূয জন্মিলে মারকিউরিয়স ব্যবস্থেয়। আমাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যের আধিক্যে এণ্ট-ক্রুড ও পলসেটিলা ফলপ্রদ।

পথ্যাপথ্য।—এ রোগে দুগ্ধ পথ্যই উপযোগী। শীত বা বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে সর্দ্দি লাগান উচিত নহে।

---

[৪] রোমান্তী—হাম—মিজল্‌স।

ইহা এক প্রকার সংক্রামক স্ফোটজ্বর। হামকে আয়ুর্ব্বেদে রোমান্তী কহে। হামের দুই অবস্থা যথা, প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা ও ঔদ্ভেদিক অবস্থা। বাল্যকালেই সাধারণতঃ এই জ্বর আক্রমণ করিয়া থাকে। হামের বিষ সংক্রমণের পরে ১০ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে জ্বর-লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

লক্ষণ। এই রোগের প্রারম্ভে অল্প অল্প জ্বর ও সর্দ্দি, চক্ষে বেদনা ও আরক্ততা, অশ্রুস্রাব, গলাবেদনা, শিরোবেদনা, বমন, হাঁচি, কাশ, কখন কখন অঙ্গবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহারও অতিসারও থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইবার পর তৃতীয় দিবসের শেষে বা চতুর্থ দিবসে পীড়কা উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কপালে, মুখমণ্ডলে

ও গ্রীবাদেশে, অনন্তর দেহে এবং সর্ব্বশেষে হস্ত পদে পীড়কা প্রকাশ পায়। এই সকল পীড়কা গোলাকার ও রক্তবর্ণ, অঙ্গুলী দ্বারা চাপিলে বসিয়া যায় এবং অঙ্গুলী তুলিয়া লইলেই পুনরায় প্রকাশ পায়। পীড়কাগুলি অসম ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্তূপে স্তূপে উৎপন্ন হয়। পীড়কা প্রকাশিত হইলে জ্বর অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে। নাড়ীর সবলতা ও দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। গাত্র-তাপ ১০১ বা ১০৩ ডিগ্রী হয়। পীড়কা উদ্ভূত হইবার তিন চারি দিন পরে উহারা পুনরায় শরীরের সহিত মিশিয়া যায়। বসন্তের ন্যায় এ রোগে পীড়কা উৎপন্ন হইলেই জ্বরের বিরাম পড়ে না। কিন্তু পীড়কা বিলীন হইয়া যাইতে আরম্ভ হইলেই জ্বরও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পড়িতে থাকে। কখন কখন আর এক প্রকার দূষিত হাম জন্মে। উহাকে কৃষ্ণবর্ণ হাম বলে। ইহার সহিত সন্নিপাত-লক্ষণ থাকে। পীড়কাগুলি সম্যক্রূপে প্রকাশিত হয় না, উহাদের বর্ণ কাল থাকে। রোগীর অতিশয় অবসন্নতা, মৃদুপ্রলাপ, বা সুপ্তি; দন্তে দন্ত শর্করা, জিহ্বার নীরসতা ও কপিশতা এবং নাড়ীর দ্রুততা ও ক্ষীণতা জন্মে। এই প্রকার হামে ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয়, স্বারযান্ত্রিক ক্রূপ বা নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপসর্গ প্রায়ই বিদ্যমান দেখা যায়।

উপসর্গ।—হামজ্বরে সময়ে সময়ে বায়ুনলীভুজপ্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, কাশ, উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, এই সকল উপসর্গ জন্মি-লেই রোগ উৎকট হইয়া উঠে।

পরিণাম।—পুরাতন স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ও বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ; ক্ষয়-কাস; এবং চক্ষু-প্রদাহ হামের প্রধান পরিণাম।

বিনির্ণয়।—প্রতিশ্যায়, কাস, ও পীড়কার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বারা অন্যান্য রোগ হইতে সহজেই হামের প্রভেদ করা যায়। আরক্ত জ্বরে প্রতি-শ্যায়, কাশ, ও পীড়কার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি থাকে না। রোজিওলা বা কৃত্রিম হামের পীড়কা প্রথমে বক্ষঃস্থলে প্রকাশ পায় এবং উহার সহিত সর্দ্দি ও কাস থাকে না। বসন্তে রোগীর ত্বকস্পর্শে মসূর সংলিপ্তবৎ বোধ হয় ও সুতীব্র কটিবেদনা থাকে; হামে এ প্রকার অনুভব বা কটিবেদনা বর্ত্ত-মান থাকে না।

প্রজ্ঞান।—এই রোগে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করে। তবে হামের সহিত কৈশিকবায়ুনলীভুজ-প্রদাহ অথবা ফুসফুস-প্রদাহ সংসৃষ্ট থাকিলে রোগ গুরুতর হইয়া উঠে। কৈশিক বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ-উপসর্গ সংযুক্ত হাম, অথবা ফুসফুসের ক্ষয় রোগকালে হামের প্রকাশ সুলক্ষণ নহে। হামের আক্রমণের পরবর্ত্তী প্রাচীন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ, ও চক্ষু-প্রদাহ সহজে আরোগ্য হয় না। যক্ষ্মার সম্ভাবনা থাকিলে অনেক সময় হামের পরিণামে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা।—শরীরের উত্তাপ হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত একোনাইট সেবন করান কর্ত্তব্য। বসন্তের ন্যায় এ রোগে পীড়কা উৎপন্ন হইলেই শরীরের উত্তাপ হ্রাস পড়ে না অতএব রোগের ভোগকাল পর্য্যন্ত একো-নাইট ব্যবহার করা যাইতে পাবে। জ্বর না থাকিলে কেবল পলসেটিলা সেবনেই এ রোগ উপশমিত হয়। সর্দ্দিজনিত উপসর্গ নিবারণার্থ একো-নাইট সহকারে অন্যান্য উপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অধিক উপকার দর্শে। চক্ষু ও নাসিকার উপসর্গে ইউফ্রেসিয়া পরম উপকারী। তন্দ্রাদি শিরোলক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। উদরের উপসর্গ অর্থাৎ উদরাময়ে পলসেটিলা ফলপ্রদ। বিরক্তিকর কাশে কালী-বাইক্রমিকম বিশেষ উপযোগী। কেহ কেহ বায়োলা-ওডোরেটা ও কাফি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অন্যান্য গুরুতর উপসর্গ ও পরিণামফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোগ স্বরূপ। উহাদের বিস্তারিত চিকিৎসা সেই সেই রোগের অন্তর্গত। এস্থলে সংক্ষেপে কতকগুলির বিষয় উল্লেখ করা গেল। পীড়কা সম্যক প্রকারে প্রকাশিত না হওয়াতে অথবা বসিয়া যাওয়াতে যদি গাত্র শীতল হইয়া পড়ে ও অবসন্নতা জন্মে, তবে বারংবার ক্যাম্ফর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে; আক্ষেপ জন্মিলে জেলসেমিনম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিশেষরূপে বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হইলে, এমোনিয়ম কার্ব্বনিকম ১ ক্রম ফলপ্রদ; কেহ কেহ ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করেন। ফুসফুস প্রদাহে ফসফরাস উপকারী। মস্তিষ্কের উপসর্গে কুপ্রম্ এসেটিকম ব্যবস্থেয়। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের রোগ শীঘ্র আরোগ্য না হইলে কিয়ৎকাল সলফার সেবন করান আবশ্যকীয়। রোমান্তী সাংঘাতিক

আকার ধারণ করিলে আর্সেনিকম প্রয়োগ করা উচিত।

পরিণাম।—চক্ষুপ্রদাহে—মার্ক-করো, সলফ, একন, বেল; কর্ণস্রাব ও বধিরতায়—পলস, সলফ, সিলি, মার্ক, হিপার; গ্রন্থির স্ফীততায়—মার্ক-আইয়োড, ক্যাল্ক, লাইক; পুরাতন কাশ ও স্বরভঙ্গাদি বক্ষঃস্থলের পীড়ায়—ফস, হিপার কা-বাই, স্পঞ্জ, আর্স, কষ্ট, কার্ব্বো, সলফ ব্যবস্থেয়।

প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ।

(১) একোনাইট।—তীব্র জ্বর, শুষ্ক কাশ। (২) ব্রাইওনিয়া। পীড়কা যথা সময়ে প্রকাশিত না হইলে অথবা বসিয়া গেলে এবং তৎসহকারে ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ, শিরোবেদনা, পিপাসা, লেপাবৃত জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। অপর হামে ফুসফুস প্রদাহ উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ উপযোগী। (৩) পলসেটিলা।—বমন, উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা, আহারে অরুচি, ধূসরাভ লেপে জিহ্বার গাঢ় আচ্ছন্নতা, মুখ বৈরস্য প্রভৃতি আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্যে পলসেটিলা ব্যবস্থেয়। (৪)এণ্ট-টার্ট।—হামের সহিত বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শ্বাসের হাঁস ফাঁস বা ঘড় ঘড় শব্দ ও প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণ থাকিলে টার্টার-এমেটিক প্রযুজ্য; অপর, দ্রুত শ্বাস, আকর্ণনে আর্দ্র অল্প অল্প কেশঘর্ষণ-ধ্বনি, ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র লক্ষণে কৈশিক বায়ুনলীভুজপ্রদাহে ও এই ঔষধ উপযোগী। (৫) ইপিকাক।—প্রতিনিয়ত বিবমিষা, শুষ্ককাস, আকর্ণনে বায়ুনলীতে হিস্‌হিস্ শব্দ লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। (৬) ফসফরাস।—আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় শুষ্ককাসে, ফুসফুসের পুরাতন নিরেটতায়, অথবা যক্ষ্মা-সম্ভাবনায় এই ঔষধ ফলপ্রদ।

পথ্যাপথ্য।—জ্বরের প্রবল অবস্থায় শীতল জল, গঁদের জল, যবের কাথ প্রভৃতি স্নিগ্ধ পেয় ব্যবস্থেয়। কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য দেওয়া বিহিত নহে। জ্বর উপশম পড়িলে দুগ্ধ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া প্রতিদিন দুই তিন বার রোগীর গাত্র মোছাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা শুষ্ক করিয়া দিবে। এই রোগে বারংবার রোগীকে বস্ত্র পরিত্যাগ করান উচিত।

প্রতিষেধক।—হামের প্রাদুর্ভাব সময়ে বালকদিগকে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা পলসেটিলা ও সায়াহ্নে এক মাত্রা একোনাইট সেবন করাইলে উহার সংক্রমণ ও আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে।

---

[৫] আরক্ত জ্বর—স্কার্লেটফিবার-স্কার্লেটিনা।

আরক্ত জ্বর এক প্রকার সংক্রামক রোগ। ইহা এদেশে প্রায়ই হয় না। এই রোগে বালকেরাই প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসর বয়সেই ইহার আক্রমণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই জ্বরে গাত্রে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আরক্ত জ্বর বলে।

লক্ষণ।—আরক্ত জ্বরের পূর্ব্বরূপ পাঁচ দিন বিদ্যমান থাকে। অনন্তর কম্প, গাত্রতাপ, দ্রুতনাড়ী, পিপাসা, গলাবেদনা, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদন ও বমন প্রভৃতি জ্বর-লক্ষণ সহকারে এই রোগ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই সকল পীড়কা প্রথমতঃ গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলে, তৎপরে বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিস্থানে, অনন্তর সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পায়। পীড়কা গুলি অতিশয় ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মাগ্র হইয়া থাকে। কিন্তু চর্ম্মোপরি এত উন্নত হয় না যে স্পর্শ করিলে অনুভব করা যায়। চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে পীড়কা সকল হ্রাস পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে একেবারেই অন্তর্হিত হয়। এই রোগেও মসূরিকা এবং রোমান্তিকার ন্যায় উপত্বক স্খলিত হইয়া থাকে।

আরক্ত পীড়কা, গাত্র ও রক্তের অত্যন্ত উত্তাপ (১০৫ তাপাংশ), রক্তবর্ণ ও উন্নত জিহ্বা-কণ্টক, এবং গলাবেদনা আরক্ত জ্বরের বিশেষ পরিচয়-লক্ষণ।

আরক্ত জ্বর ও রোমান্তিকার প্রভেদ এই যে, রোমান্তিকার পীড়কা অসমগাত্র। রোগীর ত্বকের উপর হাত বুলাইলে এই অসমতা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। আরক্ত জ্বরের পীড়কায় এ প্রকার বন্ধুরতা থাকে না। রোমান্তিকার পীড়কা ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ, আরক্ত জ্বরের পীড়কা

উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। অধিকন্তু, অশ্রুস্রাব, হাঁচি প্রভৃতি বোমান্তিকার প্রথম অবস্থার লক্ষণ সমস্ত সাধারণতঃ আরক্ত জ্বরে বিদ্যমান থাকে না।

আরক্ত জ্বরে কেবল চর্ম্ম আক্রান্ত হইলে রোগ সহজসাধ্য থাকে। চর্ম্ম ও গলমধ্য আক্রান্ত হইলেও তত উৎকট হইয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু চর্ম্ম ও গলমধ্য আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যদি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে রোগ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে এবং ইহাকেই সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর বলে। এই প্রকার আরক্ত জ্বরে কপিশবর্ণ জিহ্বা, মৃদু প্রলাপ অসম্যক পীড়কা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপিচ, পীড়কাগুলি স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা একটু মলিন হয় এবং একবার প্রকাশিত ও একবার বিলুপ্ত হয়। গল মধ্য মলিন, কৃষ্ণবর্ণ ও গলিত হইয়া উঠে এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার আরক্ত জ্বর এরূপ সাংঘাতিক যে কেবল অত্যন্ত সবল রোগী প্রথম হইতে সুচিকিৎসিত হইলে রক্ষা পাইতে পারে।

চিকিৎসা।—(১) সামান্য আরক্ত জ্বরে বেলেডোনা ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় সলফার উপযোগী। (২) গল-লক্ষণ সংযুক্ত আরক্ত জ্বরে গলায় ক্ষত হইলে মারকিউরিয়াস উপযোগী; অত্যন্ত স্ফীততায় এপিস্ বিধেয়। (৩) সাংঘাতিক আরক্ত জ্বরে প্রারম্ভাবস্থায় এইলান্থস বারংবার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অপিচ, ব্যাপ্‌ট, আর্স, এপিস্, জেলস্, এসিড মিউর, রুস্, ওপি প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করা উচিত। বেলেডোনা এ রোগের প্রতিষেধক।

ডেঙ্গুজ্বর—ডেঙ্গুফিবার।

শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, শীত, দুর্ব্বলতা, পৃষ্ঠ, অঙ্গ ও সন্ধিস্থলে সুতীব্র বেদনা এবং অল্প বা অধিক জ্বরভাব ডেঙ্গুজ্বরের প্রথম লক্ষণ। কিয়ৎকাল পরে অর্থাৎ প্রথম পীড়া অনুভূত হইবার প্রায় দ্বাদশ ঘটিকার মধ্যে গাত্রে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই পীড়কা প্রায় দুই দিবস থাকে। জ্বর কালীন গাত্রতাপ ১০৩ বা ১০৪ অংশ উত্থিত

হয় এবং নাড়ী প্রতি মিনিটে ১২০ বার স্পন্দিত হয়। গাত্রতাপ ও নাড়ীর গতির এই বিবর্দ্ধিত ভাব কেবল জ্বরের প্রথম অবস্থায়ই থাকে এবং ইহা সচরাচর সঙ্কটজনক নহে। পীড়কা লীন হইতে আরম্ভ হইলেই জ্বর হ্রাস পড়ে এবং দুই তিন দিন পর্য্যন্ত জ্বরের প্রায় সম্পূর্ণ বিরাম থাকে। অনন্তর জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয়বার পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই জ্বরের পীড়কা রোমান্তিকার (হাম) ন্যায়। ইহা কতিপয় ঘটিকা অথবা অধিক হইলে দুই দিবস থাকে। কখন কখন দ্বিতীয় বারের পীড়কাগুলি শীত-পিত্তের ন্যায় দেখায় এবং উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন থাকে। দ্বিতীয় বারের জ্বর ও পীড়কার পরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে এবং তাহার সন্ধিস্থানে আমবাতের বেদনার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। ডেঙ্গু জ্বর ব্যাপক ও স্পর্শ সংক্রামক। যুবক, বালক ও শিশু সকল-কেই এই জ্বর আক্রমণ করে। এই জ্বরের গাত্রবেদনা বশতঃ শিশুরা যে চকিত হইয়া উঠে উহা আক্ষেপ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু জ্বরের পরে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের যে প্রকার যন্ত্রণাকর গাত্রবেদনা থাকে সৌভাগ্যক্রমে বালকদিগের সেরূপ থাকে না।

চিকিৎসা।—প্রথম অবস্থায় প্রাদাহিক লক্ষণে ও গাত্রবেদনায় একোনাইট ব্যবস্থেয়। তৎপরে অস্থিবেদনা নিবারণার্থ ইউপেটোরিয়ম্ পার ফোলিয়েটম্ বিশেষ ফলপ্রদ। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে পেশী বেদ-নায় একোনাইটের পরিবর্ত্তে জেলসিমিনম প্রয়োজ্য। পীড়কা উৎপন্ন হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মের লক্ষণে রস্টক্স ব্যবস্থেয়। শরীরের নানা স্থানে থল্লী (খাল) ধরিলে ভিরেট্রাম এল্বম্; গ্রীবা, কক্ষ, বঙ্ক্ষণ (কুচকী) ও অণ্ড স্ফীত হইলে মার্কুরি ও ক্লিমেটিস প্রয়োজ্য। পরিণাম ফল নিবা-রণার্থ ফাইটো, আর্সেনিক ও সলফার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বিলেপীজ্বর—হেক্টিক ফিবার।

ব্রণ, ফুসফুস ও সন্ধি রোগাদি হইতে অধিক পরিমাণ স্রাব নিঃসরণ বশতঃ বিলেপী জ্বর উৎপন্ন হয়। যত দিন আস্রাব রুদ্ধ থাকে ততদিন জ্বর সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না; কিন্তু অধিক পরিমাণে বা অনেক দিন

পর্য্যন্ত স্রাব নিঃসরণ হইতে থাকিলে জ্বর হইবার আশঙ্কা জন্মে। কোন কোন অবস্থায় যথা, বক্ষঃস্থলে মস্ত-সঞ্চয় (Effusion) হইলে অর্থাৎ ফুসফুস-বেষ্টের প্রাচীন প্রদাহে শরীরের বহির্ভাগে আস্রাব নির্গত না হইলেও অল্প অল্প বিলেপী জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই জ্বর উপস্থিত হয় এবং প্রত্যূষে বিরাম পড়ে। জ্বরের প্রারম্ভে কম্প ও শীত অনুভূত হয়, অনন্তর ত্বক্ উত্তপ্ত ও রুক্ষ হয়, চক্ষু ও মুখ উজ্জ্বল দেখায় এবং এক মিনিটে ১২০ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়। রোগী আবিল ও দুর্গন্ধি মূত্র ত্যাগ করে। প্রথমতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে অনন্তর বারংবার জ্বরের আক্রমণের পর উদরাময় জন্মে। জিহ্বার মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত এবং অগ্র ও প্রান্তভাগ পরিষ্কার ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। সচরাচর তীব্র শিরঃপীড়া, অস্থিরতা এবং শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা থাকে। প্রাতে অতিশয় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া জ্বরের বিরাম হয়। কিন্তু ঘর্ম্মস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দিবাভাগে জ্বর থাকে না। বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। বারংবার জ্বর হওয়াতে ক্রমশঃ রোগীর বলক্ষয় ও শীর্ণতা জন্মে। বিলেপী জ্বরগ্রস্ত রোগী সহজে বিমর্ষ ও উত্তেজিত হয় কিন্তু কখনই আরোগ্যাশায় নিরাশ হয় না। যতদিন পূয়স্রাব হয় তত দিন জ্বর থাকে। কিছুকাল পরে উদরাময় জন্মে। এই উদরাময় সুলক্ষণ নহে, কেন না এতদ্দ্বারা রোগীর দুর্ব্বলতা বর্দ্ধিত হয়।

চিকিৎসা।—বিলেপী জ্বরে লক্ষণানুসারে চায়না, ফস্ফরিক এসিড, জেলসিমিনম, ফস্ফরাস, আর্সেনিক, হিপারসলফর, সিলিশিয়া, সলফার, ষ্ট্যানম্, স্যাম্বুকস্ আদি ঔষধ ব্যবহেয়।

সবিরাম জ্বরের রিপার্টরির সূচীপত্র।

	শীত।	উত্তাপ।	ঘর্ম্ম।	বিরাম।
লক্ষণ বা উপসর্গ :—				
অবসন্নতা ...	২০	.	৫৬	...
অবস্থান-পরিবর্ত্তন ...		৪২	...	...
অম্ল ...	...	...	...	৬৮
অলসতা ...	২৪	...	.	...
অশ্রুস্রাব ...	২৩	৪১	...	...
অস্থি ...	১৮	৩৬আ	৫৬	৬১
অস্থিরতা ...		৪৩	৫৮	৬৭
অস্বচ্ছন্দতা ...	২৮	..	...	...
অক্ষি (চক্ষু দ্রষ্টব্য)। .			...	..
আকাঙ্ক্ষা		৪০।৪১।৪২	...	৬৪
আক্ষেপ ...	২৭	৩৭	...	..
আড়ামোড়া ...	২৭	৪৪	...	..
আবৃত থাকার ইচ্ছা	১৯	৪৫	৫৬	৬৩
" " অনিচ্ছা	১৯	৪৫	৫৯	৬৩
আমাশয় ...	২৭	৪৪	...	৬৪।৬৮
আমাশয়-গহ্বর .		৪৩	...	...
আলোক ...	২৪।২৫	৪১।৪২	...	৬৫
আহার ...	২১	৪০	.	৬৪
উগ্রতা ..	.		...	৬৫
উৎকণ্ঠা ..	১৮	...	৫৫	৬১
উৎক্ষেপ ...	২৩	...	...	...
উত্তাপ .	..	...	...	৬৫
উদর ...	১৮	৩৬আ	৫৫	৬১
উদরোর্দ্ধ ...	..	৩৮	..	...
উদ্গার ...	২০	...	...	৬৩

লক্ষণ বা উপসর্গঃ—	শীত।	উত্তাপ।	ঘর্ম।	বিরাম।
উদ্ভেদ ...	...	...	৫৬	...
উপদাহিতা ...	২৩	...	...	...
উরু ...	২৭	..	...	...
উষ্ণতা ..	২৯	৪৭	...	...
একাকী থাকা	...	..	...	৬১
ওষ্ঠ ...	২৪	৪১	...	৬৫
কটি ...	২৫	৪২	...	...
কণুই ..	২০	..	...	...
কণ্ঠ ...	...	৪৫	...	...
কণ্ডুরা	২৭	...	...	..
কপাল ...	২২	৪০	..	...
কম্প ...	২৮	৪৩।৪৫	৫[illegible]	...
কর্ণ	১৯	৩৮	৫[illegible]	৬২
কাতরোক্তি ...	২৫	৪২	..	...
কাস	১৯	৩৭	৫[illegible]	৬৩
কুচকি ...	...	৪১	..	...
কুণ্ডল ...	২৭	..	৫৮	...
কৃমি ..	.	..	...	৭৩
কেশ ..	২২	...	...	...
কোষ্ঠবদ্ধ ...	...	৩৭	...	৬২
ক্রন্দন .	..	৪৭	...	৭৩
খল্লী ...	১৯	৩৭	...	...
গণ্ড ...	১৮	৩৬আ	..	...
গলা ...	২৮	৪২।৪৪।৪৫	...	৬৯
গাত্রে চুল অনুভব	২৩	...	...	...

	শীত।	উত্তাপ।	ঘর্ম্ম।	বিরাম।
লক্ষণ বা উপসর্গ ঃ—				
নাড়ী ...	২৫	৪২	৫৭	৬৭
নাসা ...	২০।২৫	৪২	...	...
নিদ্রা ...	২৬	৪৩	৫৮	৬৮
নীরক্তভা ...	..	..	...	৬১
পতনানুভব...	...	৩৯	.	...
পদ ...	২০	৩৯	৫৬	৬৪
পদাঙ্গুলী ..	২৮	...	৫৮	...
পক্ষাঘাত ..	...	৪২	...	...
পানান্তে উপসর্গ	১৯	৪৫	..	...
পিপাসা ...	২৭	৪৪	৫৮	৬৯
পৃষ্ঠ ...	১৮।২৯	৩৬আ	৫৮	৬৮
পেশী ...	২৫	৪২	...	৬৩
প্রতিশ্যায় ...	১৯	..	...	৬২
প্রলাপ ...	১৯	৩৭	৫৬	...
প্লীহা ...	২৭	৪৪	...	৬৮
বক্ষঃ ...	১৯	৩৭	৫৬	৬২
বদন (মুখমণ্ডল)	২০	৩৮	৫৬	৬৩
বধিরতা .	...	৩৭	...	...
বমন ...	২৯	৪৬	৫৯	৭৩
বাচালতা	অধিক কথা দ্রষ্টব্য।		...	...
বাত ...	...	...	...	৬৭
বায়ু ...	১৮	৩৬আ। ৪৪	...	৬১
বাহু ...	১৮	ঐ	...	...
বিবমিষা ...	২৫	৪২	৫৭	৬৬
বিরাম, পরিষ্কার	...	...	...	৬২

লক্ষণ বা উপসর্গঃ—	শীত।	উত্তাপ।	ঘর্ম্ম।	বিরাম।
মস্তক ঘূর্ণন ·	২৯	৪৬	৫৯	৭৩
মস্তিষ্ক		·	...	৬২
মাথাধরা ·	শিরঃপীড়া দ্রষ্টব্য...			...
মাংস ·	...	·	...	৬৬
মুখ ...	২৫	৪২	৫৭	৬৬
মুখমণ্ডল (বদন)	২০	৩৮	৫৬	৬৩
মূত্র ·	২৮	৪৬	৫৯	৭২
মূর্চ্ছা	২১	৩৯	৫৬	৬৭
মোহ ...	১৯	·	...	...
যকৃৎ ...	২৫	৪২	...	৬৫
রজঃ ·	...	...	...	৬৬
রক্ত ..	১৮	৩৬অা	..	...
রোমাঞ্চ ...	১৯।২২	·	...	...
লক্ষণের বৃদ্ধি, বিরতি		..	৫৮	...
লালা ...	২৫।২৬	৪৩	...	৬৭
শব্দ-দ্বেষ ..	২৫	৪২	..	...
শয্যা ·	...	৪০	...	৬১
শয়ন ...	২৪	৪১	...	...
শরীর ...	২৫।২৭,২৮	৪২	৫৬	...
শরীর-শাখা ...	..	৩৮	·	...
শিরা ·	২৯	৪৬	৫৯	৭৩
শিরঃপীড়া ··	মস্তকবেদনা দ্রষ্টব্য।···		...	...
শিরোঘূর্ণন...	মস্তক ঘূর্ণন দ্রষ্টব্য। ...		..	...
শীতপিত্ত ...	২৮	৪৬	৫৯	৭৩
শীত ...	..	৪৬	৪৯	৬২

শুদ্ধিপত্র।

রিপার্টরি।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	১	শীতোৎপত্তি	জ্বরোৎপত্তি।
৪	১১	থেবিড	থেব্রিড।
১১	২৭	মোনি	মেনি।
১৪	৬	পলিস	পলিপ।
১৬	১৩	বিকশ	বিকল্প।
২৬	২০	ত্রিকাস্থনে	ত্রিকস্থানে
২৬	২৫	দৃষ্টি	দৃষ্টির।
২৭	২৩	ত্বরুত্ব	গুরুত্ব।
২৮	৭	পিপার	পিপাসার।
২৮	১৭	অনাবরণ	অনাবরণে।
২৮	২১	নস্ত্র-ন	নস্র-ম।
৩০	১৮	সেগেনা	সেনেগা।
৪১	১৫	আরোণিয়া	আরেণিয়া
৫৮	১০	বস্থ	বং।
৫৮	১০	পিপনা	পিপাসা।
৬০	১৪	বুঝিয়া	বুজিয়া।

প্রধান প্রধান ঔষধ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১২	১৯	বলাসকষ	বালাসকষ
১৩	৭	আশক্তি	অশক্তি।
১৫	১৬	শীতেয়	শীতের।
৪১	৭	চায়ন	চায়না।
৫৯	২	ভিয়	ভিন্ন।
৬১	৮	মন্ত্রের	মন্ত্রের।
৬২	২৫	অবিরভ	অবিরত।
৬৪	২৩	অত্রত্য	ত্তত্রত্য।
৬৯	২	বশেষতঃ	বিশেষতঃ।
৭৫	৫	বিরক্তিচিত্ত	বিরক্তচিত্ত
৮৭	২৬	জেলসিনিয়মেও	জেলসিমিয়মেরও।
৯০	২৪	রক্ত:	রক্ত।
৯১	৯	সত	সম্ভত।
৯৫	১৮	করিনা	করিয়া।

রিপার্টরিতে ব্যবহৃত ঔষধের নাম ও সংক্ষিপ্ত নাম।

আইওডিয়ম (আইওড)।
আরেণিয়া (আরেণ)।
আর্জ্জেণ্টম (আর্জ্জ)।
আর্ণিকা (আর্ণ)।
আর্সেনিক (আর্স)। [পার্প)।
ইউপেটোরিয়ম পার্পিউরিয়ম (ইউপ
[প্যাফো)।
ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম (ইউপ-
* ইউওনিমস (ইউন)।
ইগ্নেশিয়া (ইগ্নে)।
ইথুসা (ইথু)।
ইপিকাকুয়ানহা (ইপিক)।
* ইউফরবিয়ম (ইউফর)।
ইলাপ্স (ইলাপ্স)।
ইলেটেরিয়ম (ইলাট)।
একোনাইট (একন)।
এগেরিকস (এগের)।
এঙ্গুষ্টোরা (এঙ্গু)।
এণ্টিমোনিয়মক্রুডম (এণ্ট-ক্রুড)।
এণ্টিমোনিয়মটার্টারিকম (এণ্ট-টার্ট)।
* এনাকার্ডিয়ম—(এনাক)।
এপিস মেলিফিকা (এপিস)।
এমোনিয়ম কার্ব্বোনিকম (এমন-
কার্ব্ব)। [মিউর)।
এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম (এমন-

এম্ব্রা গ্রিসিয়া (এম্ব্রা)।
এলষ্টোনিয়া (এলষ্টোন)।
এলুমিনা (এলু)।
এসাফিটিডা (এসাফ)।
এসেরম (এসের)।
ওপিয়ম (ওপি)।
কাকিউলস (কক)।
কফিয়া (কফ)।
কর্ণস ফ্লোরিডা (কর্ণস)।
কলচিকম (কলচি)।
কলোসিন্থিস (কলোস)।
কষ্টিকম (কষ্ট)।
কাঞ্চালাগুয়া (কাঞ্চা)।
কার্ব্বোএনিমালিস (কার্ব্বো-এ)।
কার্ব্বোভেজিটেবিলিস (কার্ব্বো ভে)।
কালাডিয়ম (কালাড)।
কালীআইওডেটম (কালীআইওড)।
কালী-কার্ব্বনিকম (কালী-কার্ব্ব)।
কালীবাইক্রমিকম (কালীবাই)।
কিউরেয়ার (কিউর)।
কুপ্রম (কুপ)।
কোনায়ম (কোন)।
ক্যাক্টস (কাক্ট)।
ক্যান্থেরিস (কান্থ)।
ক্যাপ্সিকম (কাপ্স)।

ক্যাম্ফর (ক্যাম্ফ)।
ক্যামোমিলা (ক্যাম)। [কার্ব্ব)।
ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা (ক্যাল্ক-
ক্রিয়োজোট (ক্রিয়োজ)।
* ক্রোকস (ক্রোক)।
চায়না (চায়)।
চিনিনমসলফিউরিকম (চিন-সল)।
চেলিডোনিয়ম (চেলিড)।
* গ্রাফাইটিস (গ্রাফ (।
* গোয়াজেকম (গোয়াজ)।
জেলসিমিয়ম (জেলস)।
জিঙ্কম (জিঙ্ক)।
টারাক্সিকম (টার)।
ডলকামারা (ডল্কা)।
ডিজিটেলিস (ডিজি)।
* ড্রসিরা (ড্রস)।
* ড্যাফনি-ইণ্ড (ড্যাফ)।
থুজা (থুজা)।
* থেরিডিয়ন (থেরিড)।
নক্সভমিকা (নক্স-ভ)।
নক্সমশ্চেটা (নক্স-ম)।
* নাইট্রম (নাইট)।
নাইট্রিক এসিড (নাইট-এসি)।
* ন্যাট্রম কার্ব্বনিকম (ন্যাট-কার্ব্ব)।
ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম (ন্যাট-মিউ)।
পডফিলম (পড)।
পলসেটিলা (পলস)।
পলিপোরস (পলিপ)।
* পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া (পারিস)।
পেট্রোলিয়ম (পেট্র)।
প্লাণ্টেগো (প্লাণ্ট)।
ফসফরিক এসিড (ফস-এসি)।
ফসফরাস (ফস)।
ফিরম (ফির)।
* বার্ব্বেরিস (বার্ব্ব)।
* বেঞ্জিনম (বেঞ্জি)।
বেলেডোনা (বেল)।
* বোভিষ্টা (বোভ)
ব্যাপ্টিসিয়া (ব্যাপ্ট)।
ব্রাইওনিয়া (ব্রাই)।
ভিরেট্রম এলবম (ভিরাট-এ)।
ভিরেট্রম ভিরিডি (ভিরাট-ভি)।
ভেলেরিয়ানা (ভেলের)।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা (ম্যাগ্নি-কার্ব্ব)।
ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা (ম্যাগ্নি-
মিউর)।
ম্যাঙ্গেনম (ম্যাঙ্গ)।
মারকিউরিয়স (মার্ক)।
মারকিউরিয়ালিস (মারকিউরিয়াল)।
মিউরিয়েটিক এসিড (মিউর-এসি)।
* মেজেরিয়ম (মেজ)।
মেনিয়ান্থিস (মেনি)।
* মেবম ভেরম (মেব)।
* রুটা (রুটা)।
রসটক্সি কোডেণ্ড্রন (রস)।
* রোবিনিয়া (রোব)।

* লরোসিরেসস (লরো)।
লাইকোপোডিয়ম (লাইকো)।
* লেডম (লেড)।
লেপ্টাণ্ড্রা (লেপ্ট)।
লোবিলিয়া (লোব)।
ল্যাকনান্থিস (ল্যাকনা)।
ল্যাকেসিস (ল্যাক)।
* ষ্টানম (ষ্টান)।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া (ষ্টাফ)।
ষ্ট্রামোনিয়ম (ষ্ট্রাম)।
সলফার (সলফ)।
সাইকিউটা (সিক)।
সাইক্লেমেন (সাইক্লে)।
সাইমেক্স (সাইম)।
সিড্রণ (সিড)।
সিনা (সিনা)।
সিপিয়া (সিপি)।
সিলিশিয়া (সিলি)।
* সোরিনম (সোর)।
স্যাবাডিলা (স্যাবাড)।
* স্যাবিনা (স্যাবিন)।
স্যাম্বুকস (স্যাম্বু)।
* স্পাইজিলিয়া (স্পাজি)।
হাইওসায়েমাস (হাইওস)।
হিপারসলফার (হিপার)।
* হেলিবোরস (হেলিবোর)।

☞ এই সকল ঔষধের শক্তি বা ক্রম সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ মৎকৃত ভৈষজ্য-তত্ত্বের "মাত্রা ও ক্রম" বিচারে দ্রষ্টব্য। *ষ্টার (তারা) চিহ্নিত ঔষধগুলি জ্বরে কচিৎ ব্যবহৃত হয়। এজন্য উহাদের বিস্তারিত লক্ষণাদি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই। রিপার্টরিতে নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

সবিরাম জ্বরের রিপার্টরি

অর্থাৎ

ব্যবস্থা-কোষ।

শীতের অভাব।

* এনাক, * এপিস, * আস, * ক্যাম্ব, কষ্ট, ক্যাম, সিনা, কফি, ইউপ-পার্ফো, ফির, * জেল্‌স, হিপ, ইপি, কালী-বা, কালী-কা, ল্যাক-না, লাইক, ন্যাট-মি, নক্স, পেট্রো, বস, ষ্ট্রাম, সলফ, * থুজা।

শীত।

একন, ইথ, * এগাব, * এলম, এলটন, এম্ব্রা, এম-কা, এম-মি, * এনাক, এঙ্গ, * * এণ্ট, * এণ্ট-টার্ট, এপিস, * * আর্ণ ডা, আর্জ্জ, * * আর্ণ, *আর্স, এসাফ, এসাব, ব্যাপ্ট, ব্যাবা-কা, বেল, বেঞ্জ, বার্ব্ব, বোভ, ব্রাই, ক্যাক্ট, কালাড, ক্যাল্ক, * * ক্যাম্ফ, ক্যাঙ্ক, * * ক্যান্থ, * ক্যাপ্স, কার্ব্বো-এ, * কার্ব্ব-ভে, কষ্ট, * সিড, * ক্যাম, চেনিড, * * চায়না, * * চিনিন-সলফ, সিক, *সিমি,*সিনা,কক, কফ,কলচ ক-াম, কোন, করণ, ক্রিয়োজ,ক্রোক, কুপ, কার, সাইক্লে, ডাফ, * ডিজি, ড্রস, ডল্ক, ইলাট, * ইলাপ্স, * ইউপ-পার্ফো, *ইউপ-পার্পু, ইউফব, ইভন, ফির, গাম্ব, * জেলস, গ্রাফ, গোযাজ, গম-গট, হেল, *হিপার, হাইয়স, *ইগ্নে, আইওড, *ইপি,কালী-বা কালী-কা, * কালী-আইওড, * ল্যাক, ল্যাকনা, লব, * লেড, লোব, * লাইক, ম্যাঙ্গ, মার, *মেনি, মাঙ্গ-কা ম্যাঙ্গ-মি, ম্যাঙ্গ-স, মারকিউরিয়্যাল, মার্ক, মার্ক-করো, **মেজ, মিউর-এসি, *নাইট-এসি, * *ন্যাট্র মি, নাট্র-কা, *নক্স-ম, **নক্সভ, * * ওপি, পার, পেট্র, ফস-এসি, * ফস, প্লাণ্ট, * পড, পলিপ, সোর, * পলস, * * বোব, * * বস, রুটা, * * স্যাবাড, স্যাবি, স্যাম্ব, স্যাবা স্যাস, * * সিকেল, * সিপি, * সিনি, স্পিজি, ষ্টান, * ষ্টাফ, * ষ্ট্রাম, * সলফ, * * টার, থেরিড, * * থুজা, ভেৰেৰ, * * ভিরাট।

ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

গর্ভপাতের আশঙ্কা,—পলস।

অতিসার উৎপাদক উৎকণ্ঠা,—জেলস।

আর্সেনিক অপব্যবহারের পর,—ইপিক।

বাতাতপের পরিবর্ত্তন জনিত,—* একন।

পুরাতন রোগী,—এপিস,কষ্ট,জেলস, হ্যাট-মি।

তরুণ রোগী,—একন, হ্যাট-মি।

বালক,—* আর্স, *ক্যাম, *সিনা, * জেলস, * নক্স-ম, পলস।

স্তন্যপায়ী শিশু,—এনাক, আর্স, সিনা, ভিরাট।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে,—* ভিরাট।

সহজে সর্দ্দি লাগে,—* ব্যারা-কা, কষ্ট, * ডলক, সোর।

কচ্ছু-ধাতু,—* ব্যারাই-কা, *ক্যাল্ক, সিনা, * সোর।

ঝিল্লিকপ্রদাহের পর,—*ব্যারা-কা।

উদ্ভেদের পর,—এপিস।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও লোলিত ত্বক,—* ক্যাল্ক।

জ্বর, স্বল্পবিরাম প্রবণতা,—গম-গট জেলস, ফস, রস।

জ্বর,আরক্ত জ্বরের পর,—*ব্যারাকা

জ্বর, সন্নিপাতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা,—* ব্যাপ্ট, * মেজ, ফস * রস, * সিকেল।

অতিসার উৎপাদক ভয়,—*জেলস।

নূতন কর্ষিত ভূমির প্রভাব জনিত,—* হ্যাট্রি-মি।

পুষ্টদেহ,—একন।

ক্ষীণদেহ,—এলম।

কোপণতা,—*এন্যাক, *ইগ্নে,*নক্স।

পারদ অপব্যবহারের পর,—* নাইট-এসি।

বৃদ্ধব্যক্তি,—এলম।

কুইনাইন অপব্যবহারের পর,—* আর্স, আর্ণ, * বেল, ক্যাল্ক, ক্যাপ্স, কার্ব্বো-ভে,সিনা, *ফির, ইগ্নে, * ইপিক, ল্যাক, মার্ক, * হ্যাট-মি, নক্স, পলস, ষ্ট্যাক, সলফ, ভিরাট।

গণ্ডমালা,—* ব্যারা-কা, *ক্যাল্ক, * সিনা।

সমুদ্রকুলে উৎপন্ন,—* আর্স।

সুকুমার ত্বক,—ডলক।

অনূপস্থানের নিকট বাস,—* সিড, হ্যাট-মি।

শীতপিত্ত—ডলক, ইলাট, রস।

হুপশব্দকাসের প্রাদুর্ভাব কালে
—* ড্রস।

স্ত্রীলোক,—নক্স-ম, *পলস, *সিপি।

স্ত্রীলোক,রজোবৈলক্ষণ্য,—সিপি।

স্ত্রীলোক, জরায়ুরোগ,—সিপি।

ঋতু ও কাল।

শরৎকালে,—আর্স, নক্স।

আর্দ্র ও শীতলকালে,—ক্যাল্ক, কা-র্বো-ভে, চায়না, কাব, ল্যাক, নক্স-ম,পলস, রস, সল্ফ,ভিরাট।

উত্তপ্ত দিন ও শীতল রাত্রিকালে,
—একন।

বর্ষাকালে,—* আরেণ-ডায়া, সিড, কার্, ডলক, ফিব, জিঙ্ক।

বসন্তকালে,—আর্স, জেলস, ল্যাক।

গ্রীষ্মকালে,—ক্যাপস, সিড।

উষ্ণকালে,—এণ্ট, * আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাপ্স, কার্বো, সিড, *সিনা, * ইপি, * ল্যাক, ন্যাট-মি, পলস, * সল্ফ, থুজা, ভিরাট।

আর্দ্র হইবার সময়,—সিপি।

শীতঋতুর অবসানে,—আর্স, ল্যাক, ন্যাট-মি।

শীতোৎপত্তির কারণ।

ক্রোধ—* ব্রাই, * নক্স।

উৎকণ্ঠা—জেলস্।

উত্তপ্তদিবস ও শীতলরাত্রি,—
* একন। [পলস্।

আহারের অনিয়ম,—* ইপিক, *

অপস্মারের আক্রমণ,—কুপ্রম।

ব্যায়াম,—আর্স, মার্ক, নক্স, সিলি, সল্ফ।

শীতোত্তাপাদিভোগ,—একন, ব্রাই, ক্যাল্ক, ডলক, রস।

ভয়,—একন, জেলস।

প্রমেহের অবস্থিতি,—থুজা।

শোক,—* জেলস্।

নবকর্ষিতভূমির প্রভাব,—*ন্যাট-মি

অনূপপ্রদেশের প্রভাব,—সিড।

ঘর্ম্মরোধ,—একন।

বিশ্রামকাল,—রু।

গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি,—আর্স

গৃহের উষ্ণতা,—ডলক, রুটা।

সমুদ্রকুলে গমন,—*আর্স।

সূর্য্যোত্তাপভোগ,—ক্যাল্ক।

অনূপস্থানে গমন,—ন্যাট-মি।

উপদংশের বিদ্যমানতা,—থুজা।

অন্যের স্পর্শ,—স্পিজি।

উষ্ণদেশে বাস,—*সিড।

বিচরণ,—স্ঢাট স।

আর্দ্র হওয়া,—একন, আবেণিসা, ব্যাবা-কা, ব্রাই, ক্যাল্ক, ডল্‌ক, * রস, সিপি।

শীতের পূর্ব্বে,—

পৃষ্ঠে বেদনা,—কার্ব্বো-ভে, ইপিক, ** পডো, বস।

অস্থিতে বেদনা,—চায়না, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্প্র্, স্ঢাট-মি, পেবিড। [পার্ফো।

অগ্রে বেদনা,—আর্স, ইলাট, ইউপ-

বক্ষে বেদনা,—আর্স, প্লান্ট মেজ।

শীত শীত অনুভব,—ইলাট, থুজা।

উদর বেদনা,—চায়না।

কাস,—এপিস, *বস, রুমেক্স, *স্যাম্বু।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা,—ইউপ-পার্ফো।

দুর্ব্বলতা,—আর্স, চায়না, কবণ-ফ।

অতিসার,—আর্স, পলস।

শীতের কিছুকাল পূর্ব্বে জলপানের ইচ্ছা —ক্যাপ্স, *ইউপ-পার্ফো।

জলপানান্তে বমন,—*ইউপ-পার্ফো।

উত্তেজনা,—সিড।

চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল,—* সিনা।

চক্ষে জ্বালা,—বসটক্স। [পার্ফো।

চক্ষু-গোলকে স্পর্শদ্বেষ,—ইউপ-

মুখমণ্ডলে উত্তাপ,—ষ্ট্রামো।

মুখমণ্ডলে পাণ্ডুরতা,—*আর্স, সিনা।

জ্বর,—সিড, লাইক, * নক্স।

আমশয়িক উপদ্রব,—এণ্ট।

শিরঃপীড়া,—আর্স, *ব্রাই, কার্ব্বো-ভে, সিড, চায়না, কবণ, ইলাট, ইপিক, *স্ঢাট-মি, প্লাণ্ট-মে, বস, থুজা।

মস্তকে উত্তাপ,—ষ্ট্রামো।

মস্তকে গুরুত্ব,—ক্যাল্ক।

উত্তাপ,—সিড, লাইক, * নক্স।

উত্তাপাবেশ,—লাইকো। [ষ্টাফ।

হৃদ্‌কম্প,—চায়না।

ক্ষুধা,—চায়না, সিনা, * ইউপ-পার্ফো।

সন্ধিতে আকৃষ্টতা,—ক্যাল্ক।

আলস্য,—স্ঢাট-মি।

অঙ্গে আকৃষ্টতা,—আর্স, ব্রাই, * নক্স।

অঙ্গে উর্দ্ধে আকৃষ্টতা,—আর্স।

অঙ্গে গুরুত্ব,—(নিম্নাঙ্গে),—সিমি।

অঙ্গে বেদনা,—কার্ব্বো-ভে, ইলাট,

ইউপ-পার্ফো, থ্যাট-মি, *নক্স.রস।
অঙ্গে দুর্ব্বলতা,—নক্স।
বিষাদ,— ** এণ্ট, সিড।
শ্লেষাবমন,—* পলস।
বিবমিষা,—আর্ণ, চায়না, সিনা, *ই-
উপ-পার্ফো, *ইপি, লাইকো, থ্যাট-
মি, পলস, থ্যাষু।
অস্থিবেষ্টে বেদনা,—* আর্ণ।
পাটলিকা,—আর্ণ (?)।
লালাস্রাব,—ইপিক, রস।
কম্প,—ইগ্নে, ল্যাক। [সিড।
নিদ্রালুতা,—আর্স, কবণ, পলস, থে-
নিদ্রালুতা,জ্বরাবেশের পূর্ব্বরাত্রিতে
—* আর্স।
নিদ্রাহীনতা—এন-ম।
জ্বরাবেশের পূর্ব্বরাত্রিতে অস্থির
নিদ্রা,—আর্ণ, * চায়না।
হাঁচি,—চায়না।
অঙ্গমর্দ্দ (আড়ামোড়াভাঙ্গা),
—এণ্ট-টার্ট, আর্ণ, *আর্স, ব্রাই
* ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে, ইপিক, *
থ্যাট-মি, *নক্স, প্লাণ্ট-মেজ, রস।
ঘর্ম্ম,—করণ, * নক্স, থ্যাষু, ভিরাট।
ঘর্ম্ম, পরিশ্রমান্তে,—করণ।
উরুতেবেদনা,—নক্স।
পিপাসা,—এলষ্টন, এম-মি, এঙ্গ, *
*আর্ণ, বোবাক্স, *ব্রাই,*ক্যাপস,
** চায়না, সিমি, *ইউপ-পার্ফো,
ল্যাক, লোব, থ্যাট-মি, নক্স,পলস,
থ্যাষু, *সলফ।
দন্ত-বেদনা,—কার্ব্বো-ভে।
শিরোঘূর্ণন,—আর্স, ব্রাই, থ্যাট-মি।
বমন,—সিনা, * ইউপ পার্ফো, ফির,
লাইকো, থ্যাট-মি, পলস, সিকেল।
বমন, পিত্ত,—সিনা, ইউপ-পার্ফো।
বমন, ভুক্তদ্রব্য,—সিনা, ইউপ-পা-
র্ফো, ফির।
বমন, শ্লেষ্মা,—* পলস।
বমন, জল,—* থ্যাট-মি।
দুর্ব্বলতা,—আর্স, থ্যাট মি, থুজা।
জৃম্ভণ,—এণ্ট-টার্ট, আর্ণ, * আর্স,
ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে,
ইপিক, * থ্যাট-মি, নিক, *
নক্স, রস।

শীতপ্রকাশের সময়।

অপরাহ্নে,—এলম এনাক,এণ্ট,আর্জ,
* আর্ণ, * আর্স, ব্যারা-কা, *
বোবাক্স, ব্রাই, চেলিড, চায়না,
সিক, কক, ক্রোক, ডিজি,
* ইউপ পার্ফো, জেলস, কালী-
বা, ল্যাক, লাইকো, মারকি-

উবিযাল, নাইটাব, নাইট এসি, * নক্স, পেট্রো, ফস-এসি, ফস, পলস, বাধ-ব, রোব, সিলি, সলফ, থুজা।

শয়নকালে,—অলম, এম-কা, আর্স, অর, বোরাক্স, বোভ, ব্রাই, কার্ব্বো-এন, ক্যাল্ক, চায়না, ড্রস, ফির, হিপ, লরো, মার্ক, নক্স, * ফস, রোড, টার্ট-এসি।

সমস্ত দিবস,—এলম, ** সিলি।

দিবসের যে কোন সময়,—*আর্স, ক্যাল্ক, কালী কা, প্লাণ্ট-মেজ, সাস।

সায়াহ্নে,—একন, এগার, * এলম, এম-কা, * এম-মি, আরেণ-ডা, * আর্ণ, আর্স, অর, বেল, ব্রাই, * বোভ, * ক্যালাড, ক্যাল্ক, কার্ব্বো এ, কার্ব্বো ভে, ক্যাম, চেলিড, চায়না, * সিনা, কক, সাইক্লে, ডলক, ভিব, জেলস, গ্রাফ, গোয়াজ, গম-গট, হিপার, * ইগ্নে, কালী-বা, * কালী-কা, * ল্যাক, ল্যাকনা, * লাইকো, ম্যাঙ্গ, মার্ক, ম্যাগ-কা, ম্যাগ-মি, ম্যাগ-স, মেজ, মিউর-এসি...

* সলফ, ট্যাবাক, টার্ট-এসি, টিউক্রি, টিলিয়া।

পূর্ব্বাহ্নে,—এম্ব্রা, এঙ্গ, * আর্স, ক্যাল্ক, কোন, কোপ, ইউফ, গোয়াজ, লেড, ** ন্যাট-মি, ** নক্স, সিলি, ষ্টাণ, ষ্ট্রণ।

চতুর্দ্দশদিন অন্তর,—আর্স * ক্যাল্ক, চায়না, পলস।

অনিয়মিত,—ইগ্নে, মেনি, সিপি।

—, দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে,—সিপি।

মধ্য রাত্রির পর,—থুজা।

প্রাতঃকালে,—এঙ্গ, * এপিস, * আর্ণ, * ব্রাই, ক্যাল্ক, কোন, সাইক্লে, * ড্রস, ** ইউপ-পার্ফো, * ফির, জেলস, গ্রাফ, * হিপার, কালী-কা, লেড, * লাইকো, মার্ক, ন্যাট-মি, ন্যাট-স, * নক্স, ফস, ফাইটো, * পড, ** সিপি, সিলি, স্পিজি, থেরিড, থুজা। [লাইকো।

প্রাতে-শয্যায় — * আর্ণ, গ্রাফ,

রাত্রিতে,—এলম, এম্ব্রা, * এপিস, আর্জ, বেল, বোভ, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, কষ্ট ফির, গম-গট, হিপার, আইরিস, * কালী-আই-ওড, ম্যাগ-স, * মার্ক, মিউর-এসি, * নক্স, ওপি, * ফস, সিলি, ষ্টাফ, সলফ, টার্ট-এসি, থুজা।

রাত্রে কখনও নয়,—* চায়না।

সকল সময়েই,—*এন্ট-টার্ট,*আর্স, ব্রাই, চেলিড, চায়না,সিমি,ডিজি, হাইওস, ইগ্নে, মার্ক, সিকেল, ষ্ট্রাম, সলফ।

প্রতিদিন একই সময়ে,—এন্ট, এপিস, * আরেণ-ডা, বোভ, * ক্যাক্ট, * * সিড, চায়না, *সিনা, কোন, * জেলস, গ্রাফ, হেল, হিপ,কালী-কা,লাইকো, ম্যাগ-মি, ফস, স্যাবাড, স্পিজি, ষ্ট্যাণ, ষ্টাফ, থুজা।

একদিন অন্তর একদিন একই সময়ে,—আরেণ-ডা।

নিদ্রান্তে,—* আর্ণ।

সূর্য্যাস্তকালে,—ইগ্নে।

প্রতিবৎসর,—* আর্স, কার্ব্বো-ভে, * ল্যাক, সলফ, থুজা।

পূর্ব্বাহ্ণ ১টার সময়,—আর্স, ক্যাক্ট, পলস, সিলি।

পূর্ব্বাহ্ণ ২ টার সময়,—* আর্স, ক্যাক্ট, হিপ, সিলি।

পূর্ব্বাহ্ণ ৩ টার সময়,—এম-মি, ক্যাক্ট, * সিড, লেড, স্যাট-মি, সিলি, থুজা।

পূ-৪টার সময়,—একন,এম মি,আর্ণ, কোন, স্যাট-মি, সিলি।

পূ-৫টার সময়,—চায়না, কোন,ড্রস স্যাট মি. পলিপ সিলি।

পূ ৬টার সময়,—* আর্ণ, বোভ,ড্রস, গ্রাফ, * হিপ, স্যাট-মি, নক্স, সিলি, ষ্ট্রাম, * * ভিরাট।

পূর্ব্বাহ্ণ ৭টার সময়,—বোভ, ড্রস, *ইউপ-পার্ফো, ফিব গ্রাফ, *হিপ, স্যাট মি, নক্স-ম, নক্স, ** পডো, সিলি, ষ্ট্রাম।

পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত একদিন,১২টার সময় পরদিন —* ইউপ-পার্ফো।

পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময়,—বোভ, কক, ড্রস, * ইউপ-পার্ফো, লাইকো, মেজ, স্যাট মি, পলস, সলফ।

পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময়,—এলষ্টন, * ইউপ-পার্ফো, ইপিকা, কালি-কা, ম্যাগ-কা, মেজ, স্যাট-মি, ফস-এসি, সিপি, ষ্টাফ, সলফ।

পূর্ব্বাহ্ণ, ১০টার সময়,—এলষ্টন, আর্স, ক্যাক্ট, কার্ব্বো-ভে, চিনিন-সলফ, ইউপ পার্ফো, লেড, ** স্যাট-মি, পেট্রো, ফস-এসি, পলিপ, রস, স্যাক, সিপি, সিলি, ষ্টান,সলফ, থুজা। [ক্যাক্ট।

পূর্ব্বাহ্ণ ১০॥০ টার সময়,—লোব,

পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময়,—*,ক্যাক্ট

কার্ব্বো ভে, ক্যাম, চিন সলফ, হাইওস, ইপিকা, লোব, **ষ্ট্যাট-মি, ** নক্স, ওপি, পলিপ, পলস, * সিপি, সিলি, সলফ।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় একদিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় পরদিন, —ক্যাল্ক।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত,—কালী-কা, কোবাল্ট।

পূর্ব্বাহ্ণ ১২টার সময়,—এণ্ট, ইলাট, ইউপ-পার্ফো ক্বিব, কাক, মার্ক-সল, নক্স, সিলি, সলফ।

অপরাহ্ণ ১টার সময়,—* আর্স, ক্যাক্ট, ক্যান্থ, সিনা, ইলাট, ল্যাক, মার্ক-সল, নক্স-ম, ফস, পলিপ, পলস, সিলি, সলফ।

অপরাহ্ণ ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, —আর্স, ইউপ-পার্ফো, ষ্ট্যাট-মি।

অপরাহ্ণ ২টার সময়,—* আর্স, * ক্যাল্ক, ক্যান্থ, সিক, কর, * ইউপ-পার্ফো, জেলস, প্লাণ্ট মেজ, সিলি, সলফ।

অপরাহ্ণ ৩টার সময়,—* * এঙ্গ, * এণ্ট টার্ট, * এপিস, আর্স এসাফ, ক্যান্থ, **সিড, **চিন সলফ, সিক, কক, কোন, কার, ফির, লাইকো, পেট্রো, পলিপ, ষ্ট্যাবাড, ষ্ট্যাম্ব, সিলি, ছাক, থুজা।

অপরাহ্ণ ৪টার সময়,—এলাফ, * এপিস, আর্স, এসাফ, বোভ, ক্যান্থ, কষ্ট, *সিড, ক্যাম, কোন, গম-গট, জেলস, গ্রাফ, হেল, হিপ, ইপিকা, কালী-আইওড, লাইকো, ম্যাগ-মি, ষ্ট্যাট মি, * নক্স, পেট্রো, ফস এসি, পলিপ, ** পলস, ষ্ট্যাম্ব, সিপি, সিলি।

অপরাহ্ণ ৫টার সময়,—এলম, এনমি এপিস, আর্স, বোভ, ক্যান্থ, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-এন, * সিড, চায়না, কোন, গম-গট, জেলস, গ্রাফ, হেল, হিপ, * কালী-কা, কালী-আইওড, ম্যাগ-কা, ষ্ট্যাট-মি, নক্স-ম, * নক্স, রস, ষ্ট্যাবাড ষ্ট্যাম্ব, সাবাসি, সিপি, সিলি, সলফ।

অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত,-*কালি কা, ফস, সলফ।

অপরাহ্ণ ৬টার সময়—এন-মি, এণ্ট টার্ট, আর্জ্জ-না, আর্স, বেল, বোভ, ক্যান্থ, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো এ * সিড, গ্রাফ, গম-গট, হেল হিপ, * কালী-কা, কালী-আই ওড, লাইকো, ম্যাগ-মি, ষ্ট্যাট মি, *নক্স, নক্স-ম, * পেট্রো, ফস এসি, রস বস, ষ্ট্যাম্ব, সিপি, * সিলি, সলফ, থুজা।

অপরাহ্ণ ৭টার সময়,—এলম.

সি, আর্স, *বোভ, ক্যাল্ক, ক্যান্থ, কার্ব্বো-এন, *সিড়, গ্রাফ, *গম-গট, হেল, হিপ, কালী-আইওড, লাইকো, ম্যাগ কা, ম্যাগ-মি, ন্যাট-মি, নক্স, পেট্রু, ফস-এসি, ফস, **রস, সিলি, সলফ, থুজা।

অপরাহ্ণ ৮টারসময়,—এলম, আর্স, ব্যাবা-কা, * বোভ, ক্যান্থ, কার্ব্বো-এন, কক, ইলাপ্স, গ্রাফ, গম গট, হেল, হিপ, কালী-আইওড, ম্যাগ-কা, ম্যাগ মি নক্স, ফস-এসি, রস, সিলি, সলফ।

অপরাহ্ণ ৯টার সময়,—আর্স,*বোভ, ক্যান্থ, কার্ব্বো-এন, গম গট, জেলস, ম্যাগ-কা, মারকিউরিয়াল, নক্স ভ, নক্স-ম, ফস-এসি, রস, সিলি, সলফ।

অপরাহ্ণ ১০টারসময়,—আর্স,*বোভ, ক্যান্থ, কার্ব্বো এন, চিনিন-সলফ, ইলাপ্স, কালী-আইওড, ম্যাগ-কা, পেট্রো, ফস-এসি, ষ্টাবাড।

অপরাহ্ণ ১১টারসময়,—আর্স, ** ক্যাষ্ট, ক্যান্থ, কার্ব্বো-এ, সলফ।

অপরাহ্ণ ১২টার সময়,—আর্স ক্যান্থ, কষ্ট।

শীতের আরম্ভ।

উদরে,—*এপিস, কার, *ইগে, ভিরাট

জানু ও গুলফের মধ্যস্থানে,—* চায়না, ল্যাক, পলস।

বাম বাহুতে,—নক্স-ম।

দক্ষিণবাহুতে,—*মারকিউরিয়াল।

দক্ষিণ বাহুতে ও বুকের দক্ষিণ পার্শ্বে,—* মারকিউরিয়াল।

বাহুদ্বয়ে,—* বেল, ডিজি, হেল, * ইগে, মেজ, প্লাট। [সোরা।

বাহুর উর্দ্ধভাগে ও উরুদেশে,—

—— —— ও তথা হইতে বুকে পিঠেসম্প্রসারণ,—*ইগে

পৃষ্ঠে :—আর্জ্জ-মে, ব্যাপ্ট, বোভ, ক্যাষ্ট, ক্যান্থ, ** ক্যাপ্স, ডলক, * ইউপ-পার্ফো, * ইউপ-পার্প, জেলস, * গম-গট, কালী-আইওড, * ল্যাক, লেড, * লাইকো, ন্যাট-মি, ** পলিপ, সারাস, সিপি, স্পঞ্জ।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে :—* ইউপ-পার্প, জেলস, ল্যাক, ন্যাট-মি।

পৃষ্ঠে, স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেঃ —* ক্যাপ্স, লেড, ** পলিপ, সারাসি, * সিপি।

বক্ষঃস্থলে :—* এপিস, আর্স, * কার্ব্বো-এ, সিক, সিনা, মারকিউরিয়াল, নক্স, * সিপি, স্পিজি।

বক্ষঃস্থলে, দক্ষিণ পার্শ্বে :—* মারকিউরিয়াল।

মুখমণ্ডলে :—ব্যারা-কা, বার্ব,*কষ্ট, ক্রিয়োজ, পেট্রো।

পদে :—এপিস, আর্ণ, * চেলিড, সিমি, জেলস, * হাইওস, কালী-বা, ম্যাগ-কা, ** ষ্ট্যাট-মি,নক্স-ম, * নক্স-ভ, স্থাবাড,*সিপি, সলফ।

পদতলে :—ডিজি।

হস্তাঙ্গুলীতে :—* ব্রাই,ডিজি,মেনি, ষ্ট্যাট মি, * সিপি, সলফ।

হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগে :—*ব্রাই।

হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীতেঃ—*ব্রাই, ডিজি, মেনি, ষ্ট্যাট-মি, * সিপি, ষ্টান, সলফ। [স্থাবিন।

দক্ষিণ পদে :—চেলিড, লাইকো,

হস্তে :—* চেলিড,ডিজি,ইউপ-পার্ফো, জেলস, * নক্স, স্থাবাড, সলফ।

বামহস্তে :—* কার্ব্বো ভে, নক্স-ম।

হস্তের তালুতে—ডিজি।

হস্তে ও পদে :—এপিস, ব্রাই, কার্ব্বো-ভে, চেলিড,ডিজি,জেলস, * ষ্ট্যাট-মি, নক্স ম, ওপি, স্থাবি, স্থাম্বু, সলফ।

মস্তকে :—ব্যারা.কা, ষ্ট্যাট-মি, ষ্টান।

জানুতে :—এপিস।

জঙ্ঘায় :—চায়না, কালী-বা।

নিম্নাঙ্গে —*নক্স-ম।

ওষ্ঠে: —*ব্রাই।

ঘাড়েঃ —ষ্টাফ, ভেলেল।

নাসিকায়ঃ —সল্ফ, ট্যারাক্স।

আমাশয়-গহ্বরেঃ—*বেল, ক্যাঙ্ক।

উরুতে :—*থুজা, থেরিড।

পদাঙ্গুলিতে :—*ব্রাই, * ষ্ট্যাট-মি* সিপি, সল্ফ।

পদাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে :—ব্রাই।

শীতের অবস্থান।

উদরেঃ—*ইথ, *এপিস, ক্যালাড, ক্যান, চেলিড, কার, *ইগ্নে, * মেনি, *মার্কিউরিয়াল,*মার্ক, মেজ,*ওপি, পার,* ফস-এসি,* পলস, সল্ফ, ভিরাট।

উদর হইতে পদ ও হস্তাঙ্গুলী পর্য্যন্তঃ—ক্যালাড।

বাহুদ্বয়েঃ—*বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাম, সিক, ডিজি, হেল, ইগ্নে, কালী-বা, *মেজ, ওপি.*পল্স, *সিলি, সল্ফ, ভিরাট। (*রস।

বাহুতে, বামঃ—*কার্ব্বোভে, *নক্স-ম,

বাহুতে, দক্ষিণঃ—মারকিউরিয়াল।

উপরে উত্থানঃ—*একন, এম-মি, বেনজিন,কষ্ট, সিনা, কফি, ইউপ.

পার্ফো, জেল্স, *হাইওস, কালী-বা, *স্যাবাড, *সলফ।

উপরে উত্থান, পদ হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত :—একন, বেনজিন।

উপরে উত্থান, পদহইতে গ্রীবা পর্য্যন্তঃ—কফি, বেনজিন।

উপরে উত্থান, উর্দ্ধদেহ হইতে মস্তক পর্য্যন্তঃ—সিনা।

পৃষ্ঠেঃ—এগার, এলম, এঙ্গ, এপিস, আর্স, বেল, বোভ, * ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ, ক্যাঙ্ক, * ক্যাস্থ, ক্যাপ্স, কার্ব্বো-এন, সিড, ক্যামো, চেলিড, কক, কফ, কোন, ক্রোক, ডল্ক, ইউপ-পার্ফো, *ইউপ-পার্প্, জেলস, হাইওস, ইগ্নে, ইপিক, কালী-বা, কালী-আইওড, *ল্যাক, *লেড লোব, * লাইকো, ম্যাগ-কা, * মেনি, *নক্স, *ন্যাট-মি, ওপ, ফস, *পলিপ, *পলস, স্যাবাড, স্যাবা, সিপি, ষ্টাফ, *ষ্ট্রামো, * * সলফ, ভেলের, ভিরাট।

পৃষ্ঠে, যেন জলনীচে নামিতেছে—এগার।

পৃষ্ঠে, স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তীপ্রদেশেঃ—*ক্যাপ্স, *পলিপ, স্যাবা, সিপি।

পৃষ্ঠে, নিতম্বদেশেঃ—লেড।

পৃষ্ঠে, নীচেঅবনমনঃ—এগার, এপিস, বেল, ক্যাঙ্ক, *ক্যাস্থ, কার্ব্বোঅ্র চেলিড, কফ, ক্রোক, ইউপ পার্ফো, ইপিক, ফস, লোব, ষ্টাফ, * ষ্ট্রামো, ভেলার।

পৃষ্ঠে, আমাশয় গহ্বর পর্য্যন্ত অবনমনঃ—বেল।

পৃষ্ঠে, উর্দ্ধে গমনঃ—এম-মি, আর্স, ই-উপ-পার্ফো, *জেল, হাইওস, ইপিক কালী-বা, কালী-আইওড, ল্যাক, ম্যাগ-কা, পলস, স্যাবাড, সলফ।

সমস্ত শরীরেঃ—এলম, এনাক, এণ্ট-টার্ট, আর্ণ, আর্স, *ক্যাম্ফ, ক্যাস্থ, কার্ব্বো-এ, * কার্ব্বো-ভে, সিড, চেলিড, * * চায়না, চিনিন-সলফ নিক, সিম, কক, কোন, কিউর, ডিজি, ডলক, ইউপ-পার্ফো, ফির, গ্যাম্ব, জেলস, গ্রাফ, হিপ, হাই-ওস, *ইগ্নে, কালী-আইওড, ল্যাক, লাইকো, মেনি, *মারকিউরিয়াল, মার্ক, মেজ, *নক্স-ম, * * নক্স ভ, * ওপ, *পেট্রো, ফস-এসি, পলস, * রস, সিকেল, * সিপি, * ষ্টাফ, * ষ্ট্রামো, *ভিরাট।

মুখমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয় ব্যতীত শরীরেঃ—এম্ব্র।

শরীরের সম্মুখভাগেঃ—*ক্যাম।

পশ্চাদ্ভাগেঃ—ইগ্নে।

উর্দ্ধাংশেঃ—* মোমি, ফস, রস।

বক্ষস্থলেঃ—* এপিস, কার্ব্বো-এ, সিক, সিনা, ইগ্নে, * মারকিউরিয়াল, পার, সিপি, * সলফ।

অবনমনঃ—এগার, ব্যারা-কা, কষ্ট, সিক, *ফস, ** ভিরাট।

অবনমন মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত—ভিরাট।

উদরোর্দ্ধেঃ—আর্ণ, ব্যারা-কা, বেল।

শাখা হইতে মুখমণ্ডল ও মস্তকে—একন, *জেলস।

মুখমণ্ডলেঃ—ব্যারা-কা, বার্ব্ব, কষ্ট, ক্রিয়োজ, পেট্রো।

মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে, মধ্যরাত্রির পরঃ—ড্রস।

পদেঃ—এলম, চেলিড, হাইওস, ইগ্নে, *নেজ, *ওপি, *সিপি, * সিলি।

পদতলেঃ—ডিজি।

জননেন্দ্রিয়ের বরফবৎ শীতলতাঃ—* * সলফ।

হস্তেঃ—* ক্যাম্ফ, চেলিড, * মেনি, * মার্ক, * ওপি (শীতাবস্থার লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

হস্তপদ শীতল, শরীরের অবশিষ্টাংশ উষ্ণঃ—* মেনি।

মস্তকের পশ্চাৎপ্রদেশেঃ—ডলক, ষ্টাফ। [ভিরাট।

মস্তক হইতে শাখা পর্য্যন্তঃ—

বঙ্ক্ষণ দ্বয়েঃ—* মেজ।

দক্ষিণবঙ্ক্ষণেঃ—*মারকিউরিয়াল।

দক্ষিণ জানুর, বরফের ন্যায় শীতলতাঃ—চেলিড।

জানুদ্বয়েঃ—* এপিস, * কার্ব্বো-ভে, ইগ্নে, * ফস, * সিলি।

জঙ্ঘাদ্বয়েঃ—কষ্ট, সিক, কক, কফ, ইগ্নে, * মেনি, * নক্স, * ওপি, পার, পলস, * রস, সিকেল, সিলি, * ষ্ট্রামো, সলফ।

বামজঙ্ঘায়ঃ—* কার্ব্বো-ভে।

দক্ষিণ জঙ্ঘার বরফের ন্যায় শীতলতাঃ—চেলিড, *স্যাবিন।

জঙ্ঘা হইতে পৃষ্ঠে উত্থানঃ—কষ্ট।

দক্ষিণ অঙ্গ শীতলজলে থাকার ন্যায় শীতলঃ—স্যাবিন।

কটিদেশেঃ—ক্যাম্ফ, *পলস, থুজা।

গ্রীবা হইতে নিম্নে অবগমঃ—ভেলের।

একাঙ্গেঃ—এম্ব্রা, আর্ণ, বেল, ব্রাই, * কষ্ট, ক্যাম, হিপ, * ইগ্নে, ক্রিয়োজ, * লেড, লাইকো, * নক্স, পার, * পলস, রস, *সিপি, সিলি, * স্পিজি, ভিরাট।

ত্রিকাস্থিতেঃ—পলস, * সলফ।

স্কন্ধেঃ—কালী-বা, ভিরাট।

পার্শ্বদ্বয়ে :—মেনি।

একপার্শ্বে :—আর্ণ, ব্যারা কা, * ব্রাই, *কার্ব্বো-ভে, *কষ্ট,চেলিড, ডিজি, ইলাট, ফ্বিব, ল্যাক, * লাইকো. নাইট-এসি, স্যাট-মি, নকস, * পার, পলস, * বস, * থুজা, ভার্ব্ব।

বামপার্শ্বে :— কার্ব্বো ভে. * * কষ্ট, ইলাট, ফ্বিব, ল্যাক * * লাইকো, * বস, থুজা।

দক্ষিণ পার্শ্বে :—আর্ণ, * ব্রাই,কষ্ট, স্যাট-মি, নকস. * পার,বস,থুজা।

দক্ষিণপার্শ্বে, বামপার্শ্বের উষ্ণতা সহ :—পার, বস।

যেপার্শ্বে শয়ন করা যায়:—আর্ণ।

আমাশয়-গহ্বরে :—আর্ণ, বেল।

শীতের প্রকৃতি।

শীত।

শীতলতা:—একন, ইথ, * এগার, এগ্ন, * এলম, এম-মি, * এনাক, * * আবেণ-ডা, আর্ণ, আস, এসার, অর, ব্যারা-কা, বেঞ্জ, বোরাক্স, বোভ, বেল, ক্রস, * ব্রাই,ক্যাক্ট, * ক্যাল্ক, *ক্যাম্ফ, ক্যান, ক্যান্থ, * ক্যাপ্স, কার্ব্বো-এ * কার্ব্বো-ভে, ক্যাষ্ট * কষ্ট * সিড, * চেলিড, * চায়না, *সিক, সিনা, কক, কফ কলোস, কোন, সাইক্লে, *ডিজি.ড্রোস.ডলক,*ই-লাপ্স, ইউজেন, *ইউপ-পার্ফো, ইউপ পার্পু. ইউক্রে, ফির, জেলস, গ্রাফ, গ্রাট, হেল, *হিপ, *ইগ্নে, আইওড, *ইপিক, জেট্র, কালী-বা, *কালী-কা. *কালী-আইওড. ক্রিয়োজ, ল্যাক, লরো. লেড, *লাইকো, ম্যাগ-কা, *মেনি, মার্কিউরিয়াল,মার্ক,মার্ক-করো, **মেজ, মস্ক, নিক. নাইটার, * নাইট-এসি, *স্যাট-মি, স্যাট-স, **নক্স-ম. নক্স-ভ, ওলিন. ওপ, পার, *পেট্রো, ফস এসি, *ফস, প্লান্ট-মেজ, *পড, সোর, *পলস, রাণ-বল্ব, রাট, ** রস, *স্যাবাড, স্যাম্ব, স্যাবা, স্যাস, ** সিকেল, সিপি. ** সিলি, স্পিজি, ষ্টাফ, *ষ্ট্রামো, *সলফ, ট্যাবাক, টিউক, থুজা,**ভিরাট,ভার্ব্ব.ভাইওলাট্রি।

শয্যা পরিত্যাগে শীত, শয্যায় উত্তাপ :—মেজ।

একাঙ্গ হইতে অন্যাঙ্গে শীতের পরিবর্ত্তন :—*পলস। [মেজ।

গাত্রে শীতলজল প্রক্ষেপের ন্যায় শীত :—চেলিড, লেড, মার্ক,

বাহ্যিক শীতঃ—*এলম,*এন্ট-টার্ট, আর্ণ, আর্স, ব্যারা-কা, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, চায়না, ডিজি,গম-গট, ইগ্নে, *ইপিক, মেনি, মেজ, নক্স ম, স্থাবাড, সিকেল, সিলি,*ভিরাট।

বাহ্যিক শীত, আন্তরিকতাপঃ—ক্যাল্ক, ইগ্নে। [স্থাবাড।

স্পষ্টবিরামশীল শীতঃ—নক্স ম.

আভ্যন্তরিক শীতঃ—এলম, এনাক্, আর্ণ, *আর্স, *চায়না, স্থাট-মি, স্থাট-স, *পাব, পেট্রো, সোর, *রস, **সলফ, থুজা, **ভিরাট।

আভ্যন্তরিক শীত, বাহ্যিক উত্তাপঃ—আর্ণ, বেল, কক, ডিজি, ড্রস, ইগ্নে, স্থাট মি, থুজা।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উষ্ণতা সহ শীতঃ—*চায়না, কফি।

পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ বিশিষ্ট শীতাবস্থাঃ—*এম-মি, *আর্স, ব্যারা-কা, *বেল, ক্যাল্ক, চায়না, কক, ডিজি, *ইলাপ্স, *হাইওস, আইওড, কালী-কা, লরো, লাইকো, *ফস পলিস, সোর, স্থাবাড, *ভিরাট।

পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ বিশিষ্ট শীতাবস্থা, এবং উত্তাপ কালীন আরক্ত ও স্ফীত মুখমণ্ডলঃ—*এম-মি।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপঃ—*বেল।

শীতোত্তাপ বিমিশ্রিতঃ—*আর্স, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভে, চায়না, ড্রস, ইপি, স্থাবাড।

মস্তক হইতে শাখা পর্য্যন্ত উত্তাপাবেশ সহ শীতঃ—একন।

পৃষ্ঠে উত্তাপাবেশের অবনমনসহ শীতঃ—কক। [সিড।

মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশসহ শীতঃ—

আন্তরিকশীত, বাহ্যিক উত্তাপঃ—*আর্ণ, আর্স, বেল, কক, ডিজি, ড্রস, ইগ্নে, স্থাট-মি, থুজা।

রক্তসঞ্চয় বিশিষ্ট শীতঃ—*এপিস, **আর্ণ, *বেল, ক্যাক্ট,

উত্তাপ সহকারে শীত।

বাহ্যিক শীত, ও আন্তরিক তাপঃ—ক্যাল্ক, ইগ্নে।

জ্বরের কম্পসহ শীতঃ—চায়না, *ড্রস, গ্রাফ, *হিপ, মেনি, পেট্রো, *পডো, পল্স, *রস, ভিরাট।

যুগপৎ একাঙ্গে শীত ও অন্যাঙ্গে উত্তাপ সহ শীতঃ—চায়না।

ক্যাম্ফ, * হাইওস. ** মস্ক, ** ওপি, ** ভিরাট।

গাত্রাবরণে উপশমিত হয়না এরূপ শীত :—* ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ নক্স।

একই সময়ে একাঙ্গে শীত, অন্যাঙ্গে উত্তাপ :—চায়না।

অধিকক্ষণস্থায়ী শীত :—এণ্ট-টার্ট, ** আরে-ডা, ** ক্যাম্ফ, ** ক্যাম্ফ, গম-গট, * ভিরাট।

শীতের প্রাবল্য :—** এণ্ট, *এণ্ট-টার্ট, ** আরেণডা, বোভ, * ক্যাম্ফ, * ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, সিড, সিনা, ড্রস, * গম-গট, হিপ, লাইকো, ** মেনি, স্থাট-মি, ** স্থাবাড, ষ্টাফ, থুজা, ভিরাট।

কম্পকর শীত :—একন, এগার, এম-কা, এনাক, এণ্ট, * এণ্ট-টার্ট, আর্স, বেল, বাব্ব, * ব্রাই, ক্যাক্ক, * ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, কাষ্ট, কষ্ট, * চেলিড, ** চায়না, ** চিনিন-সলফ, কক, কুপ্রম, ডলক, * ইলাপ্স, ইউপ-পার্ফো, * ইউপ-পার্প্পূ, জেলস, গ্রাফ, * গম-গট, * হিপ, ** ইগ্নে, আই-ওড, ইপিক, * কালী-আইওড, ক্রিয়োজ, * লরো, * লেড, * লাইকো, লোব, ম্যাগ-ক, ম্যাঙ্গ, মেনি, মার্ক, * মিউর-এসি, * * স্থাট-মি, স্থাট-স, ** নক্স, * ওপি, * পেট্রো, ফেল, * ফস-এসি ফস, * পড, পলস, * রস, স্থাবাড, স্থাম্ব, * সিকেল, সিপি, ** সিলি * ষ্টাফ, ষ্ট্রামো, ** থুজা, ভিরাট।

শীত, অল্পকালস্থায়ী :—* এণ্ট টার্ট, * ইপি, পলস।

শীত, অল্প অল্প :—ইউপ-পার্প্পূ, লিড, লাইকো, ভিরাট।

শীত, ঘর্ম্মসংযুক্ত :—এণ্ট, আর্স, * কষ্ট, ডিজি, ইউপ-পার্ফো, * ইউক্রে, ল্যাক, ওপি, পেট্রো, সোর, পলস, সাবা, * ষ্ট্রাম, সলফ, ভিরাট।

শীত, দন্তসংঘর্ষণ সহ :—আস, ক্যাক্ক, * ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, চেলিড, ইলাপ্স, ইউপ-পার্ফো, গম গট, * হিপার, ইগ্নে, * ল্যাক, ** স্থাট-মিউ, * স্থাট-সলফ, * নক্স, প্লাট, ফস, বাণ-বল্ব, রস, স্থাবাড, টাবাক, * * থুজা। [দ্রষ্টব্য।

শীত, পরিশূন্য :—শীতের অভাব

কম্প :—একন, * এনাক, এঙ্গ, এণ্ট, আরেণিয়া, * আর্জ্জ, * আর্স, ব্যারা-কা, বেল, ক্যালাড, ক্যাক্ক, ক্যানাব, * ক্যাপ্স, কাক্কো, কষ্ট, সিড, * ক্যাম, চেলিড, * চিন, * সিনা, কক, কফ, কোন, কিউর,

ডিজি, ডক্ক, ইভন, ফের, হেল, হিপ, হাইওস, ইগ্নে, * ইপিক, কালী-বা, *কালী-কা, কালী-আইওড, লবো, *লেড, লাইকো, ম্যাগ্নে কা ম্যাগ্নে-স, মেনি, * মার্ক, মার্ক-করো, মস্ক, ন্যাট-কা, ন্যাট সল, * ন্যাট-মিউ, *নক্স, নক্স-মশ্চ, *ওলিএণ্ড, ** ফস, * ফস-এসি, প্লান্ট-মেজ, প্লাট, পলস, রিউম, * রস, *রুটা, সাবাড, *স্যাবিন, স্যাম্বু, *সিকেল সেনেগা, সোরি, সিপি, * সিলি, * সলফ, স্পিজি, ষ্টানি, ষ্ট্রাম, টাবাক, টিউক, থুজা, ভিবাট, বার্ব্বা, ভাইলা, জিঙ্ক। [ডিজি।

কম্পপৃষ্ঠেঃ—এন্ট, এপিস, কষ্ট, সিড,

কম্প, শীতলজল নিক্ষেপজনিতবৎ—এনাক, এন্ট-টার্ট, আর্ণ, আর্স, * ব্যারা-কা, ব্রাই, *চিন, সিম, লেড লাইকো, *ম্যাগ-কা, *মার্ক, *মেজ ফস, পলস, ** রস, * সাবাড, ষ্ট্রাম, স্পিজি, থুজা, ভিরাট, বার্ব্ব, (শীতল জল জনিত শীতের ন্যায় শীত দ্রষ্টব্য)।

কম্প, দাহ পরিশূন্য, শীতের পর ঘর্ম্ম সংযুক্ত;—কষ্ট, ক্যাপ্স, সাই-মেক্স। (উত্তাপাভাব দ্রষ্টব্য)।

কম্প, রোমাঞ্চ সহঃ—এঙ্গ, ব্যারা-কা, চিন, ইগ্নে, নক্স। (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কম্প এক পার্শ্বিকঃ—বেল, কষ্ট, লাইক, নক্স, পলস, *রস, থুজা* ভার্ব্ব।

কম্প আংশিকঃ— * আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্স, কষ্ট*চিন, কক, গ্রাফ, হেল, হিপ, ইগ্নে, * পলস, রস, স্যাবি, স্যাম্ব, স্পিজি, স্পঞ্জ, ষ্টাফ থুজা, ভিরাট।

কম্প একাঙ্গীনঃ—ক্যাম, চিন;

কম্প, স্থানবিকশশীলঃ—নক্স।

উত্তাপ সহ কম্প।

কম্প উত্তাপ সহ পর্য্যায়ক্রমেঃ—*আর্স, ক্যাল্ক, বেল, *ড্রস, কালী বা, ফস-এসি, *নক্স।

কম্প, পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও মুখমণ্ডলের উত্তাপ :—ক্যাম, *সিনা।

কম্প উত্তপ্ত মস্তক ও আরক্ত মুখ, মণ্ডলসহঃ—*আর্ণ।

কম্প ও উত্তাপ বিমিশ্রিত,—*ক্যাম, *সিনা, সোর।

কম্প পরবর্ত্তী উত্তাপব্যতীত,—এম-মিউ, কক।

জ্বরের প্রকার।

অগ্রগামী ;—*আর্স, * ব্রাই, চিন, চিন-সলফ, ইগ্নে, ন্যাট-মিউ,*নক্স।

পশ্চাদগামীঃ—চিন,সিনা, গম, ইগ্নে, ইপি।

পরিবর্ত্তনশীলঃ—ইগ্নে, মেনি,পলস।

রক্তসঞ্চিত বা দূষিতঃ– এপিস,* *আর্ণ, * বেল, ক্যাক্ট,* ক্যাম্ফ, হাইওস,* নক্স, ওপি,ভিবাট।

পাক্ষিকঃ– আর্স, * চিন, পলস। (শীতের সময় দ্রষ্টব্য)।

মাসিকঃ—নক্স,*সিপি।

বার্ষিকঃ—*আর্স,*কার্ব্বো-ভে,*ল্যাক *সলফ, থুজা।

আহারান্তিকঃ—মেবম।

ঋতুর পরবর্ত্তীঃ—নক্স।

অনিয়মিত আবেশঃ—*আর্স, নক্স, *পলস, স্যাম্ব।

স্বল্প বিরাম সদৃশঃ– চিন-সলফ।

প্রাত্যহিকঃ—একন, আরেণ,আর্স, এসাফ, বেল, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাল্ক, ক্যাম্প, কার্ব্বো, চিন, সিক, সিনা * কিউর, ড্রস, ইলাপ্স, জেল, গম, গ্রাফ, ইগ্নে, ইপি, কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, ন্যাট মিউ, নাইট-এসি, *নক্স, পেট্রো, ফস, পলস, রস, সাবাড, সারা, স্পিজি, ষ্টান, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, সলফ, ভিরাট।

প্রাত্যহিক দ্বৌকালীনঃ — বেল, চিন, *ইলাট, গ্রাফ, লেড ষ্ট্রাম, সলফ।

দ্ব্যাহিকঃ—এলম, এনাক, এণ্ট, আরেণ, * আর্স,*বেল, বোর,* ব্রাই, ক্যাম, ক্যাল্ক, * ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, * চিন, * চিন-সল, সিক, সিনা, কোট, ডাফ, ড্রস, ডল্ক, *ইউপ-পার্ফো, ফের, জেলস, হাইওস, ইগ্নে;*ইপি, ল্যাক,*লাইকো, * * মেজ, * * ন্যাট-মিউ, নক্স-ম,** নক্স,*পলস, রস, সাবাড, সারাক, সলফ, ভিরাট।

দ্ব্যাহিক দ্বৌকালীনঃ—আর্স, চিন, ডলক, ইউপ-পার্প, গম, লাইক, নক্স-ম,*রস।

ত্র্যাহিকঃ—একন, এনাক, আর্ণ,* আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ব্বো, সিনা, ক্লিম, ইলাট, *হাইওস,* ইগ্নে,* আইওড, ইপি, ল্যাক, লাইকো, *মেনি, ন্যাট-মিউ, নক্সম, ন-ক্স,* পলস, রস,*সাবাড,*ভিরাট।

ত্র্যাহিক দ্বৌকালীনঃ—আর্স, চিন, ডলক, ইউপ-পার্প, গম-গট, লাইকো, নক্স-ম, রস।

সাধারণত এক অবস্থা পরিশূন্যঃ —*আর্স।*

অতিশয় অনিয়মিত অবস্থাসম্পন্নঃ —আর্স, ইপি, নক্স, ওপি।

শীতকালীন লক্ষণ।

উদরের স্ফীততাঃ—সিনা,*কালী-কা

উদরেরশীতলতাঃ—ইথু,এপিস,আর্স ক্যাম, চেলিড,*চায়না,মেনি, ফস এসি, সিকেল।

উদরের বেদনা :—আরেণিয়া,আর্স, বোভ, ব্রাই, কালাড, ক্যাল্ক, চায়না, কফি, ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে, ল্যাক, মেক, মারকিউরিয়াল, মার্ককরো, নাইট-এসি, নক্স, প্যালাড, ফস, পডো, পলস, রস, রুমেক্স, সিপি। [*পলস।

বায়ু অতিরিক্ত উত্তপ্ত অনুভব,—

বায়ু অতিরিক্ত শীতল অনুভব— *ব্যারাই-কা, * ক্যাম্ফ, ক্যাম্প, কষ্ট, কফি,সাইক্লে;*ডিজি, ইলাপ্স *হিপার, কালী-কা,মার্ক* মেজ* পেট্রো।

উষ্ণ বায়ু শীতল অনুভব,—*থুজা।

উৎকণ্ঠা —একন, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, নক্স, পলস. ভিরাট।

উত্তম ক্ষুধা—চিনিন, সলফ।

বাহুরশীতলতা,—বেল।

বাহুর পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা ;—ফস এসি। [মেনি

বাহুর শিরা প্রসারণ ;—* চেলিড,

পৃষ্ঠের খঞ্জতা ;—কষ্ট।

পৃষ্ঠের বেদনা ;—এপিস,আর্স,বেল কাল্ক,*ক্যাপ্স, কার্ব্বো ভে কষ্ট, * চিনিন-সলফ, ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, হাইওস, ইগ্নে, ল্যাক,মস্ক, ন্যাট-মিউ, * নক্স, পালাড, পলস, জিঙ্ক।

দৃষ্টিহীনতা ঃ—পেট্রো।

রক্ত যেন সঞ্চালিত হইতেছে না এরূপ অনুভব ঃ—বোব।

রক্ত যেন শীতল হইয়াছে এরূপ অনুভব ঃ—* রস।

অস্থিতে বেদনা ঃ– আরেণিয়া,আর্স, * ইউপ-পার্ফো, * ইউপ পার্পু, ন্যাট-মিউ, * নক্স, * সাবাড।

অন্ত্রে বেদনা ঃ—ইথু।

শ্বাস শীতল :—*কার্ব্বো-ভে,ভিরাট

শ্বাস উত্তপ্ত :—এনাক, ক্যাম্ফ, ক্যা. মো, * রস।

শ্বাস দীর্ঘগ্রহণের ইচ্ছা :—সিম।

ঘৃষ্টবৎ অনুভব :—* আর্ণ।

এক গালের উত্তাপ :—* একন, আর্ণ।

এক গালের আরক্ততা :—*একন

আর্ণ, * ক্যাম, ইপি।

এক গালের আরক্ততা, অপর গালের পাণ্ডুরত্বা ও শীতলতা : * একন, ক্যাম, ইপি।

গণ্ডদ্বয় শীতল :—চেলিড, * সিনা, * পেট্রো, * রস, সিকেল।

গণ্ডদ্বয় মলিনারক্ত :—* এলম।

গণ্ডদ্বয় উত্তপ্ত :—* একন, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যাম, * চায়না, * সিনা, * লেড, পলস, ষ্টাফ।

গণ্ডদ্বয় আরক্ত :—এলম, * আর্ণ, * চায়না, মারকিউরিয়াল।

বক্ষঃস্থল ভারবোধ :—* এপিস, * ব্রাই, সিম, ডাফ, ইপি, ল্যাক, মারকিউরিয়াল, * মেজ, * ন্যাট-মিউ, পলস।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—আর্স, বেল, ল্যাক, *সাবাড, *রস, সিনেগা।

বক্ষঃস্থলে স্পর্শদ্বেষ :—ল্যাক।

বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ :—* * ব্রাই, ইউপ-পার্ফো, কালী-কা, ল্যাক, * রস, * রুমেক্স, সাবাড।

উদর-বেদনা :—** ককু, * লেড।

মোহ :—বেল, *হিপার, ন্যাট-মিউ।

টঙ্কার বা দড়কা :—*ল্যাক, মার্ক, নক্স।

প্রতিশ্যায় :—কালাড, ইলাট।

কাস :—এপিস, *.* ব্রাই, ক্যাল্ক, সিনা, ক্রিয়োজ, ফস, সোর, * * রস, রুমেক্স, ** সাবাড, * সাম্ব, সলফ।

কাস জলপানে উৎপন্ন :—**সোর

আবৃত থাকিতে পারা যায় না : —ক্যাম্ফ।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা :—আর্ণ, ক্যাম্ফ, ইউপ-পার্ফো, ন্যাট-মিউ, * নক্স, ফস, * ষ্ট্রামো।

আবৃত হইলেও অনুপশম :—* ফস, রস।

খল্লী :—* সিলি।

রোমাঞ্চ :—* মারকিউরিয়াল।

প্রলাপ :—*আর্ণ, বেল, ন্যাট-মিউ, নক্স, সলফ, ভিরাট। [ভিরাট।

অতিসার :—আর্স, ইলাট, ফস, রস,

পানান্তে কাস :—সিম।

পানান্তে শিরোবেদনা :—সিম।

শ্বাস-কষ্ট :—* এপিস, আর্ণ, *ন্যাট-মিউ, নক্স, পলস।

কর্ণ-বেদনা :—গ্রাফ, গম-গট।

কর্ণ শীতল :—সিক, ন্যাট-মিউ।

কর্ণ উত্তপ্ত :—একন, *ইগ্নে, রাণবন্ধ।

কর্ণ আরক্ত :—বেল।

কর্ণে শব্দ :—চিনিন-সলফ।

কণুইয়ে বেদনা :—এঙ্গ, * পডো।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—ক্রিয়োজ।

রসুণের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার :—এসাফ।

অবসন্নতা :—এম্ব্রা, আবেণিয়া, ইপি, মারকিউরিয়াল।

হস্তপদের শীতলতা ও নীলবর্ণ : * ক্যাম্ফ, ষ্ট্রামো।

হস্তপদে খল্লী :—সিড, কুপ।

চক্ষু স্থির :—একন।

চক্ষে বেদনা :—সেনেগা।

চক্ষে আলোকে অনুভবাধিক্য : —নক্স।

চক্ষে কনকনি :—সিড।

বদন স্ফীত:—*এম-মিউ, বেল।

বদন নীলবর্ণ:—ন্যাট মিউ, * নক্স, পেট্রো, *ষ্ট্রাম।

বদন শীতল:—* ক্যাম্ফ, চেলিড, * সিনা * ড্রস, * হিপার, ইগ্নে, * নক্স, * পেট্রো, *পলস, রস, * সিকেল, * ষ্ট্রাম, *ভিরাট।

বদন শীতল ও পতনাবস্থা প্রাপ্ত: * কাম্ফ, * ভিরাট।

বদন উত্তপ্ত:—একন, এগার, এনাক, এলম, এম্ব্রা, * এপিস, * আর্ণ, বেল, বার্ব, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যানাব, সিড, ক্যাম, চায়না, কলোস, ডিজি, *ড্রোস, ইউফ, *ফির, জেলস হেলি, *হাইওস, জেট্র, ক্রিয়োস, ল্যাক, ল্যাক্ট, লেড, লাইকো, মার্ক, মারকিউরিয়াল, মেজ, মিউর-এসি, ন্যাটকা, নক্স, ওলিএণ্ড, পলস, রাণ-বল্ব, * রস, স্যাবাড, সাম্ব, সেনেগা, ষ্টাফ্, * সলফ।

বদন কেবল উত্তপ্ত:—আর্ণ।

বদন পাণ্ডুবর্ণ :—এণ্ট-টার্ট, বেল, *ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, চায়না, চিনিন-সলফ, * সিনা, * ড্রস, *হিপার, ইগ্নে, নক্স, * নক্স-ম, * পলস, * সিকেল, সলফ, ** ভিরাট।

বদন পাণ্ডুবর্ণ শয়ন কালে: *বেল।

বদনের বামপার্শ্বে বেদনা :—ড্রোস।

বদনের দক্ষিণপার্শ্ব উত্তপ্ত ও শুষ্ক :—ড্রোস।

বদনের আরক্ততা :—* একন, * এমন-মিউ, আর্ণ, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাম, চায়না, ডিজি, ফির, * হাইওস, ** ইগ্নে, ক্রিয়োজ, লেড, লাইকো, মারকিউরিয়াল, মার্ক, নক্স, অক্স-এসি, পলস, *রস, ষ্ট্রাম, সলফ।

বদনের পর্য্যায়ক্রমে আরক্ততা ও পাণ্ডুরতাঃ—রস।

মূর্চ্ছাঃ—*ভেলের।

পদে একবার জ্বালা একবার শীতলতাঃ—গ্রাফ।

পদ শীতলঃ—একন, এলম, এঙ্গ এণ্ট,*এপিস, এসাফ, * ব্যারাইকার্ব্ব,* বেল, বার্ব্ব, বোভ,ব্রোম, ক্যাম্ফ, * ক্যান্থ, কার্ব্বো-এ, * কার্ব্বে-ভে,*কষ্ট, সিড, চেলিড,* চিন, সিম, *কফ, কপ, ডিজি, ড্রোস, ইউপ-পার্পু,*ফেব, জেলস, গ্রাফ,*হিপার,*হাইওস,আইওড, ইপি, কালী-বা, কালী-আইওড, ক্রিয়োজ, ল্যাক,*লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, ম্যাঙ্গ,** মেনি, মার্ক,* মেজ, ন্যাট-মিউ, * নাইট-এসি, নক্স-ম, *ওপি, পালাড, পাব, পেট্রো, * * ফস, প্লাণ্ট মেজব, পলিপ, * সোর, *পলস, রস, সাবাড,* সাম্বু, সারাক,*সিকেল,* *সিপি, সিলি, ষ্টাণ, ষ্ট্রাম, সলফ, * থুজা, * * ভিরাট।

পদ শীতল ও গাত্রঘর্ম্মাক্তঃ—এণ্ট।

পদে খল্লীঃ—ইলাট,*নক্স।

পদে অসাড়তা অনুভবঃ—সিম,* পলস, ষ্ট্রাম।

পদে শোথজনিত স্ফীততাঃ—ইউপ-পার্ফো, কালী-আইওড।

পদে উত্তাপঃ—কালাড, কালী-ক্লোর

পদতলে উত্তাপঃ—মার্ক। [এসি।

পদের বরফবৎশীতলতাঃ—*নাইট-

পদের নীলবর্ণঃ—ষ্ট্রাম।

পদের অবশতাঃ—ফেব, লাইকো, নক্স-ম, পলস, সিপি, ষ্টান।

একপদ শীতল অন্যপদ উত্তপ্তঃ—পলস।

পদে বেদনাঃ—কোপ।

পদ আর্দ্রবৎ অনুভবঃ—ইপি,*সিপি

পদ যেন শীতল জলে রহিয়াছে এরূপ অনুভবঃ—জেলস, মার্ক, সিপি।

হস্তাঙ্গুলী নীলবর্ণঃ—*পেট্রো।

হস্তাঙ্গুলী পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উত্তপ্তঃ—পাব।

হস্তাঙ্গুলী শীতলঃ—এঙ্গ, * এপিস *ক্যাক্ট, সিড, ডিজি, মেনি,* ন্যাট-মিউ, নক্স, পার, ফস-এসি, প্লাণ্ট-মেজ,* সিপি, সলফ, টাব, ভিরাট।

হস্তাঙ্গুলীর আড়ষ্টতাঃ—ফের।

আহারে অরুচিঃ—কালী-কা।

আহারে স্বাদশূন্যতাঃ—আর্স।

কপালে শীতলবর্ম্মঃ—চায়না,*সিনা

কপালে উত্তপ্ততাঃ—*একন,ক্যাল্ক, চায়না,* লেড, ন্যাট্র-সল।

কপালে বেদনাঃ—ইউপ-পার্প্‌,* * ন্যাট-মিউ। [ডিজি।

কপালে ঘর্ম্মঃ—ব্রাই, চিন, সিনা,

জৃম্ভণঃ—এলম, সিম, ইলাট, *লাই-কো, *নক্স।

রোমাঞ্চঃ—এঙ্গ, ব্যাবাই-কার্ব্ব, বেল. ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যানাব. কাষ্ট, কার্ব্বো-এ, ক্রোক, ক্রোটন,হেলি, লরো, * লাইকো, * ন্যাট-মিউ,* নক্স, পার,ফস,প্লান্ট-মেজ,স্যাবাড, ষ্টাফ, থুজা।

কেশ কণ্টকিতঃ— * ব্যারাই-কার্ব্ব, ডল্কা, গ্রাট, মেনি।

হস্ত নীলবর্ণঃ—জেলস, জেট্র, ন্যাট-মিউ, * * নক্স,* ষ্ট্রাম।

হস্ত শীতলঃ—একন, এগার, এঙ্গ, এপিস, *আর্ণ,*ক্যাক্ট,* ক্যাম্ফ,* ক্যাষ্ট. * কার্ব্বো-ভে, * চেলিড,* চিন, সিড, কক, কোন, ডিজি,* ড্রস, ইউপ-পার্প্‌, ইউফ্রে, *ফের, জেলস, * হিপার, * হাইওস, আইওড,* ইপি, কালী-বা.* লেড,* লাইকো,ম্যাঙ্গ,** মেনি, *মার্ক,* মেজ, ন্যাট-কা, * ন্যাট-মিউ,* নাইট-এসি, নক্স-ম,*নক্স, ওলিএণ্ড,*ওপি, পালাড, পেট্রো, ফস-এসি,** ফস,*পলিপ,*পলস, * রস,* সাম্বু, সাবাড, সারাক,** সিকেল,*সিপি, ষ্টাণ, ষ্টাফ,*ষ্ট্রাম, সলফ, *টার,*থুজা. ** ভিরাট।

হস্ত কুঞ্চিতঃ- সিম।

হস্তের উত্তাপঃ—এপিস, সিড, সিনা, ইপি, কালী-কা,*মেজ, ন্যাট-কা, ন্যাট-সল, সাবাড, সিপি।

হস্তের শ্যাববর্ণঃ—ষ্ট্রাম।

হস্তের অবশতাঃ—সিম,ফির,লাইকো, নক্স-ম,*পলস, সিপি।

হস্ত একখানা শীতল অপর খানি উষ্ণঃ—চিন।

হস্তের তল আর্দ্রঃ—নিক।

হস্তের আড়ষ্টতাঃ—কালী-কা।

হস্তে শীতল ঘর্ম্মঃ—সিনা।

হস্তের শিরাবিলোপ ঃ—*ইউফ্রে।

হস্তের শিরাপ্রসারণ ঃ—* চেলিড, * মেনি, * ফস।

হস্ত আর্দ্রবৎ অনুভব ঃ—ইপি।

মস্তক উত্তপ্ত ঃ—একন, এলম, * আর্ণ, এসার, বেল, বার্ব্ব, ব্রাই, সিড, চায়না, সিনা, ইউপ-পার্ফো, জেলস, ল্যাকনা, ম্যাঙ্গ, মেক,

স্ন্যাট-মল, নক্স, গুপ, রোড, * ষ্ট্রাম, ভিরাট।

মস্তক নিরবচ্ছিন্ন উত্তপ্ত ঃ—*আর্ণ।

মস্তক বাহিরে ব্যথিত ঃ—হেলি।

মস্তকে সূচী-বেধ ঃ—এসাফ।

মস্তকে ঘর্ম্ম ঃ—ওপি।

মস্তকের মূর্দ্ধাদেশ আকুঞ্চিত অনুভব ঃ—* কালী-বা।

মস্তক বেদনা (মাথা ধরা) — একন, এনাক, এণ্ট-টার্ট, * আরেণিয়া, * বেল, বার্ব্ব, বোর, ব্রাই, ক্যাপ্স, কার্ব্বো, চিন, চিনসলফ, সিম, সিনা, কোর-রু,ডাফ, ড্রস, ইলাট, ইউফ-পার্ফো, * ইউপ-পার্পু,ফের, গ্রাফ, ইও,ইগ্নে, ক্রিয়োজ, ম্যাঙ্গ, মেজ, ** স্ন্যাটমিউ, নক্স, পেট্রো, *পলস, সাঙ্গ, ** সিপি, সলফ।

মস্তক-বেদনা, খোলা বাতাসে উপশমিত ঃ—* আরেণিয়া।

মস্তক-বেদনা, কপালে ঃ—ইউপপার্পু, ** স্ন্যাট-মিউ।

মস্তক-বেদনা, একপার্শ্বে ঃ—ইগ্নে।

হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন ঃ—জেলস, ফসএসি।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে আক্ষেপ ও বেদনা ঃ—ক্যাল্ক।

ধৃত হইবার ইচ্ছা ঃ—জেলস, ল্যাক।

দৃঢ়রূপে ধৃত হইবার ইচ্ছা ঃ— *ল্যাক। [**ল্যাক।

ধৃত হইয়া নীচে থাকিবার ইচ্ছা

স্বরভঙ্গ ঃ—হিপার।

গাত্রে যেন চুল চলিয়া ফিরিতেছে এরূপ অনুভব ঃ—* ব্যারাইকা, মেনি, সোর, সারা।

ক্ষুধা ঃ—*সিনা, নক্স, ফস, **সিলি।

গুল্মবায়ু ঃ—* ইউপ-পার্পু।

বরফে যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভব ঃ—**লাইকো।

অন্ত্রে জলপানান্তে শীতলতা ঃ— চেলিড।

উপদাহিতা ঃ—এনাক, ক্যাপ্স, * সিনা, জেলস, হাইওস, ইগ্নে, কালী-বা, ক্রিয়োজ, * নাইটএসি, প্লাণ্ট-মেজ।

উৎক্ষেপ ঃ—ষ্ট্রাম।

সন্ধিস্থলে বেদনা ঃ—* সিম, হেল, * পড, রাফ।

বুককে বেদনা ঃ—মিলিফো।

জানুর শীতলতা ঃ—*এপিস, * কার্ব্বো, * ইগ্নে, * কস, * সিলি।

অশ্রুস্রাব ঃ—ইলাট।

অলসতা :—এম্ব্রা, আরেণ, কার্ব্বো, কষ্ট, মারকিউরিয়াল, ন্যাট-মিউ।

বাম জঙ্ঘার শীতলতা :—*কার্ব্বো-ভে। [স্থাবিন, সিপি।

দক্ষিণ জঙ্ঘায় শীতলতা :—ইলাপ্স,

জঙ্ঘায় অতিশয় শীতলতা :—** মেনি, সিকেল, ষ্ট্রাম।

জঙ্ঘায় খল্লী :—ইলাট, * নক্স।

জঙ্ঘায় গুরুত্ব :—থেবিড।

জঙ্ঘায় খঞ্জত্ব :—ইগ্নে। [*নক্স।

জঙ্ঘায় অবশতা :—* ইউপ-পার্পু,

জঙ্ঘায় অবস্থান পরিবর্ত্তন শীলতা সিম।

জঙ্ঘা প্রসারণে অসমর্থতা :—*সিম

জঙ্ঘায় স্পর্শ-দ্বেষ :—বেল।

জঙ্ঘায় শ্রান্তি অনুভব :—জেলস, রস।

জঙ্ঘায় দুর্ব্বলতা :—সেনেগা।

শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা :—* ব্রাই, সিড, ড্রস, ফের, * ল্যাক, মার্ক, নক্স; পলস, * সিপি, * সিলি. থেরিড।

আলোকে আতঙ্ক :—বেল।

অঙ্গের শীতলতা :—একন, ইথু. এম্ব্রা, এন্ট-টার্ট, আর্ণ, আর্স, অবম, * বেল, বার্ব্ব, ক্যালাড, ক্যাস্ক, ক্যাম্ফ, কাস্ট. কার্ব্বো এ, কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, ক্যাম, চেলিড, চায়না, সিক, কলোস, কোন, ডিজি, গ্রাফ, হেলি, হাইড্রোসা, হাইওস, ইপি, জেট্র, কালী-কা, লরো, লেড, লাইকো, * মেনি, মার্ক, * মেজ, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, * নক্স, * ওপি, পিয়ন, ফস,প্লাণ্ট-মেজ, * পলস, রস, সিলা, * * সিকেল, সিপি, * ষ্ট্রাম. সলফ, থুজা, ভিরাট, ভার্ব্ব। (শীতের অবস্থান দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গের আকুঞ্চন:—ক্যাম্ফ, সিম।

অঙ্গে বেদনা:—একন, আর্স, বেল, ব্রাই, সিনাব, ড্যাক, ইলাট, ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্পু, গ্রাফ, হেলি. ল্যাক, লেড, লাইকো, মারকিউরিয়াল, * মেজ, ন্যাট-মিউ, নাইটার,* নক্স,ওপি,*পলস *রস, *স্থাবাড, সিপি, সলফ।

অঙ্গের পক্ষাঘাত:—*ষ্ট্রামো।

অঙ্গপ্রসারণ ও অবনমন:—এলম।

অঙ্গ কম্পন:—বেল,* চিনিন-সলফ, কোন, স্থাবাড।

অঙ্গ স্পন্দন:—*নক্স, ষ্ট্রাম।

ওষ্ঠ নীলবর্ণ :— * চিনিন-সলফ, * ইউপ-পার্পু, ইপি,** ন্যাট-মিউ *নক্স,* সিকেল।

স্কন্ধদেশে বেদনাঃ—আর্স, ব্রাই,* চায়না, নক্স,*পডো, ভিরাট।

কটিদেশে বেদনাঃ—আর্স, ক্রিয়োজ, ল্যাক, নক্স, ভিরাট।

অধিক কথা বলাঃ—*পডো।

কাতরোক্তিঃ—*ইউপ-পার্ফো।

মুখের শুষ্কতাঃ—*মেজ, * পেট্রো, থুজা।

মুখের পশ্চাদ্ভাগের শুষ্কতা, সম্মুখ ভাগে লালা সঞ্চয়ঃ—*মেজ।

মুখে ফেনাঃ—সিনা, থেরিড।

শ্লেষ্মা বমনঃ—*পলস।

পেশীতে বেদনাঃ— *আর্ণ।

নখের নীলবর্ণঃ—এপিস, আর্ণ, আর্স, *এসাফ, অরম, * কার্ব্বো ভে, *চিন-সল, কক, কোন, *ড্রস, ইউপ-পার্প, ইগ্নে, ইপি, মেজ, **ন্যাট-মিউ, **নক্স, *পেট্রো, ফস-এসি, সলফ, *থুজা।

হাতের নখের শ্বেতবর্ণঃ—সিলি।

বিবমিষাঃ—আর্জ্জ-নাই, * আর্স, অরম, বেল, ব্রাই, চেলিড, চিন, সিনা, *ইউপ-পার্ফো, *ইউপ-পার্প, ইগ্নে, ইপি, কালী-বা, কালী-কা, কোবাল্ট, ল্যাক, লাইকো, * লোব, মার্ক সল, * ন্যাট-মিউ, পেট্রো, পলস, রস, রুমেক্স, * স্যাবাড, স্যাঙ্গ, সিপি, ভিরাট।

বিবমিষা, জলপানান্তেঃ—* আর্স, আর্ণ, * ইউপ-পার্ফো।

বিবমিষা, জল গিলিলে উপশম প্রাপ্তঃ—* লোব।

স্নায়ুবীয়তাঃ—কক, ইউপ-পার্প।

শব্দে বিদ্বেষঃ—*বেল,* ক্যাম্ফ, * হাইওস।

নাসা, শীতলঃ—এপিস, এণ্ট-সিড, চেলিড, আইওড, মেনি, * পলিপ, সিলি, সলফ, * টাব।

নাসাগ্র, শীতলঃ—* সিড।

নাসা, আরক্তঃ—বেল।

নাসায় শীতল ঘর্ম্মঃ—সিনা।

অবশতাঃ—চিন, ফের, লাইকো, পলস, * সিপি।

শরীরের যেস্থানে ভর দিয়া থাকা যায় সেইস্থানে বেদনাঃ—ব্যাপ্ট।

বেদনার আবেশঃ—আর্স, চিন ইউপ-পার্ফো, নাইটার, পলস, রস

জঙ্ঘায় পক্ষাঘাতেরন্যায় অনুভব—আর্স, ইগ্নে।

আলোকাতঙ্কঃ—হিপ।

লালাস্রাবঃ—ক্যাম্ফ।

নাড়ী, পূর্ণঃ—এণ্ট-টার্ট, চিন সলফ।

নাড়ী, কঠিন :—চায়না।

নাড়ী, সপর্য্যায় :—একন।

নাড়ী, বিষম :—চায়না।

নাড়ী, দ্রুত :—চায়না।

নাড়ী, মন্দগতি :—মেনি।

নাড়ী, সূত্রবৎ :—একন, এপিস, চেলিড।

নাড়ী, দুর্ব্বল :—সিড, জেলস।

চক্ষের তারা কুঞ্চিত :—একন, জেলস। [বেল, ইপি।

চক্ষেরতারা প্রসারিত :—একন, *

স্মরণ করিতে অসমর্থতা :—আর্স, কাম্ফ, ষ্ট্রাম।

শ্বাস, আয়াসিত :—এপিস, আর্স, জেলস, কালী-কা, * মেজ, ন্যাট-মিউ. পলস, সেনগা, *থুজা, জিঙ্ক।

শ্বাস, দ্রুত :—থুজা।

অস্থিরতা :—* আর্স, বেল, প্লান্ট-মেজ, ইউপ-পার্প্, রস।

ত্রিকাস্থিনে বেদনা :—আর্স,গম গট, হাইওস * * নক্স, ভিরাট।

লালা নিষ্ঠীবন :—এলম,ক্যাম্ফ,রস।

স্কন্ধাস্থির নীচে বেদনা:—ইলাট।

স্পর্শজ্ঞান-বিলোপ:—ল্যাক।

দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতা:—বেল, সিক. হাইড্রোসা-এসি, সাবাড।

ত্বক নীলবর্ণ:—চায়না, মার্ক, ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, *নক্স।

ত্বক নীলবর্ণ ও দাগ দাগ বিশিষ্ট:—* * নক্স।

ত্বক শীতল,আর্দ্র ও আঠাআঠা:—ল্যাক, * * ভিরাট।

ত্বক, বরফবৎ শীতল:— * সিকেল

ত্বক, আকুঞ্চিত অনুভব:—পার।

ত্বক, শুষ্ক:—আর্স,এসাফ,আইওড।

ত্বক কণ্ডূয়ন:—* হিপার; *পেট্রো।

ত্বক, ব্যথিত:—* নক্স।

ত্বকে স্পর্শ দ্বেষ:—ক্যাম্ফ।

ত্বকে হুল বেধ:—*হিপার, সাম্বু।

ত্বক, স্পর্শে উষ্ণ:—আর্স, ইলাপ্স, গম-গট।

নিদ্রা:—এম্ব্রা, এন্ট-টার্ট, * এপিস, সিম, জেলস, * কালী-আইওড, লাইকো, মার্ক. মেজ, *ন্যাট মিউ, নক্স-ম, নক্স, *ওপি, পডো সোর, সিলি।

নিদ্রা, গভীর, নাক-ডাক বিশিষ্ট :—* ওপি।

নিদ্রালুতা :—ইথু, এম্ব্রা, বোরাক্স, সাইমেক্স, ডাক, হেলি, কালীবা, * কালী-আইওড, মেজ, * ন্যাট-মিউ,*নক্স-ম,নক্স,ওপি,ফস, টার।

হাঁচি :—অক্স-এসি।

স্পর্শ-দ্বেষানুভব :—* আর্ণ।

আক্ষেপ :—*ক্যাল্ক,ক্যাম্ফ,ভিরাট।

আক্ষেপ ত্বরিত :—ক্যাম্ফ।

পৃষ্ঠবংশে প্রচাপনে বেদনা :—* চিন-সল।

প্লীহাপ্রদেশে বেদনা :—* ব্রাই,* চিন-সল, * ইউপ-পার্ফো,*পডো।

প্লীহায় সূচী-বেধ :—* ব্রাই।

প্লীহারস্ফীততা :—ক্যাপ্স, পেট্রো।

টলিয়া টলিয়া চলা :—ক্যাপ্স।

একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা :—সিক।

শরীরের দৃঢ়তা ও আড়ষ্টতা :—ওপি।

আড়ামোড়া ভাঙ্গা :—এলম, আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্স, সিম, কফ, ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, ইপি, ক্রিয়োজ, লরো, মেরম, মিউর-এসি, নাইট-এসি, নক্স, পেট্রো, পলিপ, *রস।

আমাশয়ে উত্তাপ :—লোবি।

আমাশয়ে বেদনা :—আর্স, ইউপ-পার্ফো, লাইকো, মারকিউরিয়াল, সিপি, সলফ।

আমাশয়ে গুরুত্ব অনুভবঃ—*বেল।

সূর্য্যোত্তাপপ্রাপ্তির ইচ্ছা :—কোন।

স্বাদ, তিক্ত :—এলম, আর্স, ইউপ-পার্পু, হিপ।

স্বাদ, শূন্য :—অরম। [গট।

কর্ত্তনদন্তে শীতলতানুভব :—গম-

কণ্ডরা অতিশয় হ্রস্ব অনুভবঃ—*সিম

কুন্থন :—মার্ক-করো।

উরুর উত্তাপ :—* থুজা।

উরুর দুর্ব্বলতা :—ভিরাট।

পিপাসা :—একন, * এলম, এমন-মিউ, * * এপিস, আরেণ, * * আর্ণ, * আর্স, বেল, বোর, * ব্রাই, ক্যালাড, * ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ক্যানাব, * * ক্যাপ্স, * কার্ব্বো-ভে, চিন, * চিন-সল, কর-রু, ডলক, ইলাট, ইলাপ্স, ইউজেন, * ইউপ-পার্পু, * ইউপ-পার্ফো, * ফির, গম-গট, গ্রাফ, * * ইগে, কালী-কা, কালী-আইওড, ল্যাক, ল্যাকনা, লরো, * লেড, লোব, ম্যাগ্ন-সল,মার্ক, মেজ,মিউর-এসি, নাইট-কা, * স্থাট-মিউ, স্থাট-সল, নাইটার, নক্স, প্লান্ট-মেজ, সোর, পলস, রাণ-ব, * রস, * সিকেল, * সিপি, থুজা * * ভিরাট।

পিপাসার আধিক্য :—* এলম, * এপিস,* আর্ণ, * ব্রাই, * ক্যাপ্স, * ইউপ-পার্ফো, গম-গট, গ্রাফ, * * ইগে, লেড, মেজ, * * স্থাট-মিউ, পলস, রস।

পিপাসায় এক একবারে অধিক পরিমাণে জলপান ও তদ্দ্বারা শান্তি :—ব্রাই, ** ষ্ট্যাট মিউ।

পিপাসায় বারে বারে অল্প অল্প জলপান :—* আর্স, * ইউপ-পার্ফো।

পিপার অভাব :—এগার, * এঙ্গ, এম মিউ, এনাক, * এণ্ট, *এণ্ট-টার্ট, * আরেণিয়া, আর্স, এসার অরম, ব্যারাই-কা, * বেল,বোভ, * ক্যাক্ট, ক্যালাড, * ক্যাম্ফ, * ক্যান্থ, * কার্ব্বো-এ, কষ্ট, * সিড, * ক্যাম, চেলিড, * চিন, *সিন, * সিনা, * কক, কফ, কলোস, কিউর, সাইক্লে, * ড্রোস, ডলক, ইলাপ্স, ইউফ্রে; জেলস, গ্রাফ, হেলি, হিপার, হাইওস, * ইপি, কালী-বা, ল্যাক, লাম, 'লাইকো, ম্যাঙ্গ, মেনি, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট-এসি, ন্যাট-মিউর, ন্যাট-কার্ব্ব, ন্যাট-সল, নক্স-ন, নক্স-ভ, ওলিএণ্ড, পেট্রো, ফস-এসি, ফস, পডো, * পলস, রস, * সাবাড, সাম্বু, সিলি, স্পিজি, * ষ্টাফ,ষ্ট্রাম, সলফ, থেরিড।

গলায় ঘড়ঘড় শব্দ :—ক্যাম্ফ।

শরীরের অভ্যন্তরে দপদপ :—জিঙ্ক।

পদাঙ্গুলীর শীতলতা :—* ফের, * মেনি।

পদাঙ্গুলীতে বেদনা :— এঙ্গ।

দন্ত-বেদনা —কার্ব্বো-ভে, কালী কা, গ্রাফ, রস।

রোগাক্রান্ত পার্শ্বের নিশ্চেষ্টতা:—পলস।

কম্প :—এগনস, এনাক, এণ্ট টার্ট, আস, বোরাক্স, * সিনা, কক, ক্রোক, কোন, * ইউপ-পার্ফো, ফের, জেলস, মার্ক-আইওড, * পার, * পেট্রো, প্লাট, স্যাবাড, টিউক, * জিঙ্ক।

হনু স্তম্ভ :—ল্যাক।

অচৈতন্য :—বেল, ক্যাম্ফ, * হিপার, * ন্যাট-মিউ, নক্স, ওপি,পলস।

গাত্র অনাবরণ বেদনা:—ষ্ট্রাম।

অস্বচ্ছন্দতা:—ক্যাল্ক,ক্যানাব,ক্যাপ্স, হাইওস, সিলি।

মূত্র-মার্গে বেদনা:—*ক্যান্থ।

মূত্রত্যাগ বারংবার:—ক্যান্থ, সেফ, মার্ক।

মূত্র,অম্ল:—সিপি।

মূত্র, কপিশ:—সিপি।

মূত্র, মলিন:—ভিরাট।

শীতপিত্ত:—** হিপার।

শিরা প্রসারিত :—আর্স, ব্রাই, ক্যালাড, ক্যাম্প, কষ্ট, সিনা, সিম, ইলাট, ইউপ-প্যাফো, গম-গট, কোবাল্ট, লয়ো, লাইকো, মেরম, * মেনি, মার্ক, মেজ, মিউবেক্স, স্যাট-মিউ, স্যাট-সল, ওলিয়াণ্ড, পার, ফস, পালপ, সিলি, থুজা।

পৃষ্ঠের কশেরুকায় বেদনা :—* * চিন-সল।

শিরোঘূর্ণন :—এলম, ক্যাঙ্ক, ক্যাম্প, চিন, কালী বা, লবো, স্যাট-মি, নক্স, ফস, পলস, রস, সলফ, ভিরাট।

বমন :—এলম, আর্ণ,* আর্স, এসাফ, বোরাক্স,* ইউপ-পার্ফো, ফেব, গম-গট, ইগ্নে, ইপি, ল্যাক, লাইকো, স্যাট-মিউ, নক্স, পলস, বাল, রস, ভিরাট।

বমন, পিত্ত :—আর্স, চিন, সিনা, * ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে।

বমন, জলপানান্তে :—আর্ণ,* আর্স * ইউপ-পার্ফো, নক্স।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—ফেব, ইগ্নে।

বমন, শ্লেষ্মা :—ক্যাম্প, ইগ্নে, *পলস।

বমন, অম্ল :—* লাইকো।

উষ্ণতার আকাঙ্ক্ষা অথচ তাহাতে শান্তি জন্মেনা :—এলম, আরেণ, ক্যাল্ক, সিক, সিনা, কক, হিপ, * ল্যাক, লাইকো, মেনি, নক্স, ফস, পডো, সিলি, ভিরাট।

উষ্ণতায় অনিচ্ছা :—মেজ।

উষ্ণতা, বাহ্য অসহ্য :—*পলস, * সিপি।

দুর্ব্বলতা :—এম্ব্রা, আর্স, আরেণ, বোরাক্স, ক্যাল্ক, কার্ব্বো, কষ্ট, ড্রস, * ইপি, ল্যাক, মারকিউরি-য়াল, *স্যাট-মিউ, ওপি, ফস, সোব।

মণিবন্ধে ছিন্নকর বেদনা :—ফস-এসি, পডো।

জৃম্ভণ :—* আর্স, ব্রাই, ক্যালাড, ক্যাম্প, কষ্ট, সিম, * সিনা, ইলাট, *ইউপ-পার্ফো, গম-গট, কোবাল্ট, লবো, লাইকো, মেরম, * মেনি, মার্ক-সল, *মেজ, * মিউর-এসি, মিউবেক্স, * স্যাট-মিউর, স্যাট-সল, * ওলিয়াণ্ড, পার, ফস, পলিপ, সিলি, * থুজা।

শীতের হ্রাসপ্রাপ্তি,—

খোলা বাতাসে :—* গ্রাফ, *ইপি, ফস, পলস, সলফ-এসি।

শয্যায় গাত্র আবরণে :—*কালী-আইওড, * পডো, রস।

শয্যা হইতে উঠিলে :—লাইকো,* ভিরাট।

শয্যার উত্তাপে :—কালী-আইওড।

গাত্রাবরণেঃ—মারকিউরিয়াল,পডো, রস।

মাধ্যাহ্নিক আহারেরপূর্ব্বেঃ—বার্ব্ব।

পানান্তে :—*কষ্ট, *গ্রাফ, * ইপি।

আহারান্তে :—এম্ব্রা, *কিউর,স্বাট-কার্ব্ব, ফস।

খোলাবাতাসে ব্যায়ামে :—ক্যাম্প, ম্যাগ-কার্ব্ব,পলস,ষ্টাফ,সলফ-এসি।

তপ্ত ইস্ত্রির তাপদানে :—ক্যাম্প, ল্যাকনান।

দৃঢ়রূপে ধৃত হইলে :—* ল্যাক।

শয়নান্তে :—* কালী-কা, মারকিউ-রিয়াল, রস, সলফ।

নড়িলে চড়িলে :—এপিস, আর্ণ, এসার, বেল, ক্যাম্প, সাইক্লে, মার্ক, মেজ, নাইট-এসি, নক্স, পডো, রস, সিলি, স্পিজি।

উপরে চাপ দিলে :—ল্যাক।

উত্থানে :—রস।

উপবেশনে :—ইগ্নে, নক্স।

নিদ্রান্তে :—ব্রাই, ক্যাল্ক।

নিদ্রাকালে :—রস।

রৌদ্র সেবনে :—এনাক, কোন।

অনাবৃতবায়ুতেবিচরণেঃ—*ক্যাম্প।

বাহ্য উত্তাপে :—* আর্স, ব্যারা কা, ক্যাম্প, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-এ, *চিন, সিক, কোন, কোর-রু, হিপো, * ইগ্নে; * কালী-কা, * ল্যাক, মেনি, * মেজ, নক্স-ম, নক্স, * সাবাড, সলফ।

গাত্রবস্ত্রাবৃত করিলে তৎপরে তীব্র উত্তাপ ও ঘর্ম্ম :—সিলি।

শীতের বৃদ্ধি প্রাপ্তি।

বায়ু-প্রবাহে :—ক্যাম্প, কার্ব্বো-এ, ডলক, *নক্স।

অনাবৃত বায়ুতে :—এনাক, এগার, এন্ট-টার্ট, *আর্স, ব্যারা-কা, ক্যাম, চেলিড, চিন, *সাইক্লে, ডলকা, *হিপার, কালী-ক্লোর, মার্ক, মার্ক-করো, মস্ক, নাইট-এসি, *নক্স-ম, *নক্স-ভম, পেট্রো, প্লাট, * পলস, রাণ-বল্ব, রস, সেগেনা, সিপিয়া, জিঙ্ক।

ঘুম ভাঙ্গিলে :—*এমন-মিউ।

শয্যাত্যাগে :—* কাম্ব, * * নক্স, *সিলি। [*ক্যাল্ক।

আর্দ্রতাভোগে :—আরেণিয়া,

শীতলদিনে :—*আরেণিয়া, ক্যাম, ইগ্নে।

বৃষ্টিরদিনে :—*আরেণিয়া, কিউর।

জলপানে :—এলম, *আর্স, এসার, ক্যানাব, * *ক্যাম্প, *চিন, কক, *ইলাপ্স, ইউপ-পার্ফো, *লোবি, লাইকো, মেজ, * *নক্স, *রস, সিলি, টার,*ভিরাট। [ক্যাম।

উষ্ণ পানীয় পানান্তে :—*এলম,

আহারান্তে :—কার্ব্বো-এ, কক, ইউফ, *গ্রাফ, ** কালী-কা, *রস, টার। [* রস।

আহার কালীন :—ইউফ, লাইকো,

সায়াহ্নে :—কার্ব্বো-ভে, *কালী-কা, পলস।

শ্রমকালে :—*আর্স, মার্ক, নক্স, সিলি, ~~সলফ~~।

নড়িলে চড়িলে :—*একন, এগার, এলম, *এণ্ট-টার্ট, *এপিস, আর্ণ, ক্যাম্ফ, *ক্যাষ্ট, সিড, চিন, কফ, কিউর, ইউপেট-পার্ফো, *হিপার, *কালী-কা, *নাইট-এসি, * *নক্স, * *রস, * *সিপি, * * সিলি, সলফ, থুজা।

বিশ্রামকালে :—ড্রস।

অবশীর্ষাবস্থা হইতে উত্থানে :—মার্ক-করো।

গৃহের অভ্যন্তরে :—আর্স, ব্রাই।

ধূমপানে :—কক।

উষ্ণ চুল্লীর নিকটে :—এলম, এপিস, চিন, নক্স, সিপি।

স্পর্শকরিলে :—*একন।

অনাবৃত হইলে :—*একন, এগার, *এম-মিউ, আর্ণ, বেল, কার্ব্বো-এ, ক্যাম, ক্লিম, কোর-রু, *সাইক্লে, মারকিউরিয়াল, *নাইট-এসি, নক্স-ম, * *নক্স, ষ্ট্রাম, *থুজা।

কাপড় ছাড়িবার সময় :—ক্যামো।

অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে :—এলম, এম-কা, *আর্স, কষ্ট, চেলিড, চিন, কালী-ক্লোর, মার্ক, মার্ক-করো, নাইট-এসি, * *নক্স, পেট্রো, রস, ট্যাবাক।

উষ্ণতায় :—এলম, এনাক, এপিস, এণ্ট, আর্স, বেল, ব্রাই, বোভ, ক্যাষ্ট, কষ্ট, সিক, চিন, সিনা, সিনাব, কক, ডলক, গ্রাট, আইওড, *ইপি, ক্রিয়োজ, ল্যাক্ট, ল্যাম, লরো, ম্যাগ-মিউর, মেলি, মার্ক, মেজ, ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, নক্স, ফস, পলস, রিউম, রস, *রুটা, সিপি, সিলি, ষ্টাফ, স্পঞ্জ।

শীতলজলে স্নানে :—*আরেণিয়া।

শীতল বাতাসে :—কিউর।

আর্দ্র ঋতুতে :—কিউর।

শীতাবস্থার পরে;—

পিত্তবমন :—* ইউপ-পার্ফো, কালী-কা, * ন্যাট-মিউ।

হস্ত ও বদনের স্ফীততাঃ—লাইকো।

বক্ষস্থলে বেদনা :—কালী-কা।

কাসি :—সিম।

চক্ষের আরক্তত্তা :—সিড।

চক্ষের পাতায় কণ্ডূয়ন :—সিড।

মুখমণ্ডলের উত্তাপ :—ড্রস।

পদের শীতলতা :—পেট্রো।

হস্তাঙ্গুলীতে আকৃষ্টতা:—লাইকো।

মস্তকের গুরুত্ব :—ড্রস।

মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা :—সিড, * ন্যাট-মিউ।

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনাঃ—ড্রস।

গাত্র-কণ্ডূয়ন :—পেট্রো।

ওষ্ঠের শুষ্কতা :—কালী-বা।

মুখের শুষ্কতা :—কালী বা।

বিবমিষা :—একন, * ইউপ-পার্ফো।

নাসাগ্রের শীতলতা :—সিড।

বেদনা :—কালী-কা।

অস্থিরতা :—এপিস, ক্যাম্ফ।

কম্প :—লাইকো, সিপি।

চর্ম্ম-কণ্ডূয়ন :—পেট্রো।

নিদ্রাঃ—* এপিস, আর্স, ক্যাম্ফ, লাইকো, মেজ, নক্স-ম, * নক্স, স্যাবিন।

ঘর্ম্ম :—* ক্যাপ্স, * কষ্ট, ডিজ্জি, কালী-কা, * * লাইকো, রস, * থুজা।

পিপাসা :—আর্স, * ব্যারাইট-কা, * চিন, * সিম, ড্রস, হিপ, কালী-বা, ক্রিয়োজ, ম্যাগ্ন-সল, ন্যাট-কা, পলস, * সাবাড, থুজা।

শীতপিত্ত :—এপিস।

বমন :—* ইউপ পার্ফো, কালী-কা, * লাইকো, * ন্যাট মিউ।

বমন, পিত্ত :—* ইউপ-পার্ফো, কালী-কা, * ন্যাট-মিউ।

বমন, অম্ল :—* লাইকো।

দুর্ব্বলতা :—* আর্স, লাইকো।

শ্রান্তি :—সিম, লাইকো।

মণিবন্ধে আকৃষ্টতা :—লাইকো।

উত্তাপাবস্থার অভাব।

এম-মিউ, * আরেনিয়া, * বোভ, ক্যাম্ফ, * ক্যাপ্স, * কষ্ট, সিম, কক, * হিপ, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মেজ, ফস-এসি, রস, * স্যাবাড, * * ষ্টাফ, ** সলফ, * থুজা, * ভিরাট।

উত্তাপ।

** একন, ইথু, এগার, এলষ্টোপ, এলম, এম্ব্রা, এম-মিউ, এনাক, এঙ্গ, এন্ট, ** এন্ট-টার্ট, * এপিস, আরেণ্

** আর্ণ, * আর্স, এসাফ, ব্যাপ্ট, * ব্যারাই-কা, ** বেল, বেঞ্জ, বোর, বোভ, * ব্রাই, ** ক্যাক্ট, ক্যাল্ক, ক্যালাড, ক্যাম্ফ, ক্যাঙ্ক, * ক্যান্থ, * ক্যাপ্স, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, * সিড, * ক্যামো, * চেলিড, * চিন, ** চিন-সল, সিক, সিম, সিনা, *কক, *কফ, কোন, করণ, ক্রোক, কুপ, *কিউর, সাইক্লে, ডিজি, ড্রোস, * ডলকা, ইলাট, * ইলাপ্স, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্পু, *ইউফর, *ফের, জেল্‌স, * গ্রাফ, গম-গট, * হেলি, * হিপ, *হাইওস, * ইগ্নে, * আইওড, * * ইপি, কালী-বা, কালী-কা, * * কালী-আইওড, ল্যাক, লাকনান, * লরো, * লেড, লোব, * * লাইকো, মার, * ম্যাগ্ন-কা, মাগ্ন-সল, মেনি, * মারকিউরিয়াল, * * মেজ, * মার্ক, * মস্ক, *মিউর-এসি, নিক, ** ন্যাট-মিউ, *নাইট-এসি, *নক্স-ম, ** নক্স, * ওপি, পার, পেট্রো, ফস, * ফস-এসি, প্লান্ট, পডো, পলিপ, সোর, * পলস, রোড, ** রস, রোব, স্যাবাড, *স্যা-বিন, *স্যাম্বু, * সারাক, * সিল, ** সিকেল, *সিপি, *সিলি, *ষ্টাণ, *ষ্টাফ, * ষ্ট্রাম, সলফ, টারাক্স, থুজা, ভেলের, ভিরাট।

উত্তাপের পূর্ব্বে, —

কাস :—ক্যাল্ক।

বিবমিষা :—ষ্ট্রাম।

তিক্তাস্বাদ :—হিপার।

পিপাসা :—চিন, * ইউপ-পার্ফো, ন্যাট-মিউ, পলস, * স্যাবাড।

বমন :—*লাইকো, ষ্ট্রামো। (শীতের পরে দ্রষ্টব্য)।

বমন, অম্ল :—* লাইকো।

জৃম্ভণ :—ক্যাল্ক।

উত্তাপের প্রকৃতি, সময়, ও অবস্থান।

উদরে :—*ক্যাক্ট। (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

অপরাহ্ণে :—*এনাক, আর্স, বার্ব্ব, ব্রাই, ক্যান্থ, চিন, কোপ, *ইউপ-পার্ফো, গ্রাফ, * ফের, * ইগ্নে, কালী-বা, ল্যাক, লাইকো, *ন্যাট-মিউ, ন্যাট-সল, পলস, সারাক, * সিলি, স্পিজি, ষ্টাণ।

অপরাহ্ণে, শীতশূন্য :—*এনাক।

সর্ব্বশরীরে প্রতিপনর মিনিট অন্তর :—এম্ব্রা।

অগ্রগামী :—* নক্স।

ঊর্দ্ধগামী :—এলম, এব্র, * সিনা, হাইওস, *ম্যাট মিউ, * ফস * * সিপি, * ভিরাট।

পৃষ্ঠে :—কিউর, ডলকা, হাইওস, মেনি, ফস।

শয্যায় :—আর্জ্জ, হেল, কালী-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ম্যাগ্নে-সল, সলফ-এসি শয্যায় না থাকা কালীন শীতানুভব :—মার্ক। [রস।

শরীরের বামপার্শ্বে :—* * মেজ, বামপার্শ্বে উত্তাপ, দক্ষিণ পার্শ্বে উষ্ণতা :—রস। [পলস।

দক্ষিণ পার্শ্বে :—*এলম, মেনি, *

ঊর্দ্ধাংশে :—এনাক, * পলস।

সমগ্র শরীরে :—* ক্যাম্ফ, ইপি, * ইগ্নে, কালী-না, লেড, মেনি, * নাইট-এসি, *নক্স, *ওপি, পেট্রো, সাম্বু।

বুকের উপর :—* এপিস, * সিক।

জ্বালা :—* একন, * এপিস, আর্ণ, এণ্ট-টার্ট, * আর্স, ব্যারা-কা, * বেল, ব্রাই, ক্যান্থ, ক্যাম্ব, ক্যাপ্স, *ক্যাম, চেলিড, কিউর, * ডলক, * ইলাপ্স, হেল, * হিপ, * হাইওস, ল্যাক, লরো, লেড, লাইকো, মারকিউরিয়াল, মার্ক, *ম্যাগ্নে-কা, মস্ক, নক্স, *ওপি; ফস, * * পলস, স্যাবিন, স্কাল্লাক, * সিল, সিকেল, ষ্টাফ, ষ্টান।

জ্বালা, রোগীর অনুভূত হয় না :—ক্যাম্ব।

জ্বালা, বাহ্যিক আরক্ততা ব্যতীত :—হাইওস।

শীতশীত অনুভব, শীত, ও শীতলতা সংযুক্ত উত্তাপ।

উত্তাপে. শীত শীত অনুভব :—* এপিস, * আর্ণ, * কষ্ট, কিউব, * ইলাপ্স, কালী-বা, * কালী-কা, কালী-আইওড, ল্যাক-ক্যাকনা, * মার্ক, *নক্স, পেট্রো, ফস, * পডো, পলস, * রস, স্যাবাড, স্যাবিন, সিকেল, সিলি, সলফ।

একবার শীতানুভব একবার উত্তাপ, কিন্তু স্পর্শে উত্তাপ অনুভূত হয় না :—মার্ক।

শীতানুভব, দিবাভাগে :—ড্রস।

শীতানুভব, শয্যাবস্ত্রের বাহিরে হাত রাখিলেঃ—আর্ণ, *ব্যারাই-কা, * * নক্স, ষ্ট্রাম।

শীত সকম্প :—* * সিকেল।

শীতলতা, মুখমণ্ডল ও মস্তক ব্যতীত :—বেল, ওপি, ষ্ট্রাম।

শীতলতা ব্যাহ্যিক,উত্তাপ আভ্যন্তরিক :—বেল, আইওড, ফস।

শীতলতা, স্পর্শে সর্ব্ব শরীরে :—* কার্ব্বো, * ফের।

দিবসে পর্য্যায়ক্রমে :—সিলি।

উত্তাপ, শুষ্ক (ঘর্ম্মশূন্য) :—একন,* এপিস, আর্ণ, * আর্স, এরম-ট্রিফ, ব্যারাকা,ব্যারা-মিউ,*বেল,*ব্রাই. ক্যাষ্ট, * সিড,কক,কফ,কলোস, কোন, * ডলক, ফের, গ্রাফ, হেল, * হিপ, হাইওস, নাইট, নাইট-এসি, প্লাট-সল, * নক্স, ওপি, * ফস, ফস-এসি,* *পলস, রস, * আম্বু, * সারাক, সিল, সিকেল, সিপি, ষ্ট্রাম।

শুষ্ক, আবৃত অঙ্গে :—থুজা।

সন্ধ্যাকালে :—এগ্ন, এলম, এম্ব্রা, এস, আরেণ, * বার্ব্ব, কার্ব্বো, * চায়না, ড্রস, ফের, হেল,*হিপার, হিপো, হাইওস, ল্যাক, লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, মার্ক, মস্ক, মিউর-এসি, নিক, ওল-এন, ফস, ফস-এসি, * সোর, রাণ,স্থাক, সাস, ** সিলি, সলফ, * থুজা।

বদনের উপর :—* একন, এম্ব্রা, * ক্যাষ্ট, সিনা, ড্রস, * লাইকো, ষ্ট্রাম। (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

উত্তাপাবেশ থাকিয়া থাকিয়া :—এগ্ন, এম্ব্রা; এম-মিউ, আর্ণ,ব্যারাকা, বিসমথ, বোরাক্স, * ক্যাষ্ট, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, চেলিড, চিন, চিন-সল, কক,কফ, কলোস, ক্রোক, কুপ, ডিজি, * ইলাপ্স, গ্রাফ, গম-গট, হিপ,ইগ্নে আইওড, * কালী-বা, * * কালীকা, * কালী-আইওড, ক্রিয়োজ, ল্যাক,লাইকো, * মেনি, ম্যাগ্ন-কা, প্লাট-কা, প্লাট-মিউ, * * নাইট-এসি, নক্স-জুগ, নক্স, ওলিয়াণ্ড, * পেট্রো, ফস, পলস, রুমেক্স, রুটা, স্যাবাড, সাবি, সেনেগ, * সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, সলফ-এসি, * সলফ, টিউক, থুজা, ভেলের।

উত্তাপাবেশ, ঘর্ম্মে পরিসমাপ্ত :—এম-মিউ।

উত্তাপ, পূর্ব্বাহ্নে:—বার্ব্ব,কালী-কা, প্লাট-মিউ, নক্স, রস, সাস, থুজা।

প্রধানতঃ মস্তকে :—সিনা, কিউর, ড্রস, মার্ক, সাবাড। (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উত্তপ্তজলের ন্যায় অনুভব, বক্ষঃস্থলে, বাহুতে, জঙ্ঘায়, ও কর্ণে :—সিকিউ।

উত্তপ্তজলের ঝাপটার ন্যায় অনুভব :—পলস, রস, সিপি।

উত্তাপ,তীব্র :—*একন,*এণ্ট-টার্ট,

* আর্গ, আর্স, * বেল, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ,ক্যাপ্স, * চিন-সল, ডিজি,ইউক্রে,হিপ,কালী-আইওড, লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, মারকিউরি-য়াল, * * মেজ, * * আট-মিউ, নক্স-ম, * নক্স, পলস, * * রস, * সিকেল, সিলি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম।

উত্তাপ, আভ্যন্তরিক :—* একন, * আর্গ, আর্স, * বেল, * ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাপ্স, ক্যাম,চেলিড,চিন, সিক, কোন, ফেরি মিউর, হেল, আইওড, * কালী-কা, * ম্যাগ্ন-কা, নাইট-এসি, নক্স, ফস, *ফস-এসি, পলস, * রস, * সাবাড, সিকেল, সিপি, স্পিজি, ষ্টান, ভিরাট, জিঙ্ক।

উত্তাপ, দীর্ঘস্থায়ী :—*এন্ট-টার্ট, * ক্যাল্ক, * হিপ, *সিকেল,*সিলি।

উত্তাপ, দুইপ্রহর রাত্রির সময় :—রস, * ষ্ট্রাম।

উত্তাপ,দুইপ্রহর রাত্রিরপূর্ব্বে :—এন্ট, ইউজেন।

উত্তাপ, প্রাতে :—* আর্গ, বোরাক্স, ইউফর, কালী-কা, ম্যাগ্ন-কা,নক্স, রস, * সলফ, থুজা।

উত্তাপ,প্রাতের প্রাক্কালে :—কষ্ট।

উত্তাপ,রাত্রিতে:—এলম, এন্ট,আর্স, ক্যারা-কা, বার্ব্ব, ব্রাই, * ক্যাল্ক, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, সিড, ক্যাম, সিক, সিনা, কক, কফ, কিউর, * ড্রস, ডলক, গ্রাফ, * হিপ, কালী-বা, ল্যাক, লরো, * ম্যাগ্ন-কা, ম্যাগ মিউ, ম্যাগ্ন-সল, মার্ক, নিক, নাইট, আট-মিউ, নাইট-এসি, * পেট্রো, * * ফস, ফস-এসি, পলিপ, সোর, * * পলস, রাণ-বল, রোড,বস,স্যাবিন, * সারাক, * * সিলি, ষ্টাফ,ষ্টাণ, ষ্ট্রাম, সলফ, থুজা, ভাইওলাট্রি।

উত্তাপ, মধ্যাহ্নে :—ষ্ট্রাম। [ষ্ট্রাম।

উত্তাপ, মধ্যাহ্নে, ও মধ্যরাত্রে :—

উত্তাপ, রুগ্নস্থানে :—[illegible], ব্রাই, সলফ।

উত্তাপ, আবৃতস্থানে :—থুজা।

উত্তাপ,আভ্যন্তরিক স্থানের,ভিতরে জ্বালা, বাহিরে শীতানুভব :—মেজ।

উত্তাপ, একই সময়ে একাঙ্গে উত্তাপ ও অন্যাঙ্গে শীত :—চিন।

উত্তপ্তস্থল স্পর্শে শীতল :—আর্গ।

উত্তাপের প্রাবল্য :—বেল, ক্যাল্ক, * হিপি।

(দীর্ঘস্থায়ী দ্রষ্টব্য)।

উত্তাপ, কম্পসহ :—একন, এনাক, এন্ট-টার্ট,* এপিস, * আর্গ,বোভ,

উত্তাপের প্রকৃতি, সময়, ও অবস্থান।

ক্যাল্ক, * কষ্ট, ক্যাম, চিন, কার্ব্বো-ভে, * কিউর, সাইক্লে, * ইলাপ্স, ইউপ-পার্ফো, জেলস, ইগ্নে, হিপ, ল্যাক, মেনি, **নক্স, পেট্রে, ফস-এসি, পডো, রস, সাবাড, *সলফ।

কম্প ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে :— বোভ, কষ্ট, চিন, সাইক্লে, * ইলাপ্স, হিপ, ল্যাক, মার্ক, ফস-এসি, সাবাড। [নক্স।

কম্প,-পানে :—ইউপ-পার্ফো, * *

কম্প, নড়িলে চড়িলে :—এপিস, *আর্ণ, **নক্স, পডো, ষ্ট্রাম।

কম্প, উত্তাপ মিশ্রিত :—একন, এনাকা, এণ্ট-টার্ট, এপিস, কাল্ক, *কষ্ট, ক্যাম, পেট্রা, পডো, রস।

কম্প অনাবৃত হইলে :—*আর্ণ, এপিস, ব্যাবা-কা, **নক্স।

উত্তাপ, অল্পকাল স্থায়ী :—*এণ্ট-টার্ট, আরেণিয়া, নাইট-এসি।

উত্তাপ, যৎসামান্য :—লোব, লাইকো, নক্স-ম। [হাইওস।

উত্তাপ, পৃষ্ঠবংশের উপরদিয়া :—

উত্তাপ, ঘর্ম্মসহ :—*এলম, এম-মিউ, এণ্ট, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, সিড, **কোন, ইউপ-পার্ফো, ইপি, কালী-আইওড, ম্যাগ্ন কা, *ওপি, ফস, পডো, সোর, পলস, *রস, *সাবাড, *সিপি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, ভিরাট।

উষ্ণতা, মস্তক ব্যতীত :—এঙ্গ।

উত্তাপ, রাত্রি তিনটার সময় :— এঙ্গ। [সিপি।

উত্তাপ, রাত্রি চারিটার সময় :—

উত্তাপ, পূর্ব্বাহ্ন নয়টার সময় :— কালী-কা।

উত্তাপ, পূর্ব্বাহ্ন দশটার সময় :— ন্যাট-মিউ, *রস, থুজা।

উত্তাপ, পূর্ব্বাহ্ন এগারটার সময় :—ন্যাট-মিউ, থুজা।

উত্তাপ, অপরাহ্ন দুইটার সময় :— **পলস।

উত্তাপ, অপরাহ্ন দুইটা ও তিনটার মধ্যে :—কিউব।

উত্তাপ, অপরাহ্ন ৩টার সময় :— কিউর, লাইকো, নিক।

উত্তাপ, অপরাহ্ন চারিটার সময় :—*এনাক, গ্রাফ, কালী-বা।

উত্তাপ, অপরাহ্ন পাঁচটার সময় :—কালী-বা, কালী-কা, পেট্রা।

উত্তাপ, অপরাহ্ন ছয়টার সময় :— কষ্ট, নক্স, পেট্রো।

উত্তাপ, অপরাহ্ন ছয়টা হইতে রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত :—ল্যাক।

উত্তাপ, অপরাহ্ন সাতটার সময় :— নক্স।

উত্তাপ কালীন লক্ষণ।

উত্তাপ, রাত্রি ১২টা ও ৩টার মধ্যে :—কালী-কা।

উত্তাপকালীন লক্ষণ।

উদরের শীতলতা :—জিঙ্ক।

উদরের উত্তাপ :—এপিস, * ক্যান্থ, ক্যাম্ফ, চিন, * সিক, ফির, ল্যাক, সেলেন, স্পিজি।

উদরের স্ফীততা :—আর্স।

উদরের বেদনা :—আর্স, ক্যাম্প, কার্ব্বো-ভে, সিনা, ইলাট, ইগ্নে, নক্স, * রস।

উদরের স্পন্দন :—কালী-কা।

শীতল বায়ুতে অনুভবাধিক্য :—* ব্যারা-কা, ক্যাম্ফ, * কক।

উষ্ণবায়ুতে অনুভবাধিক্য :—* কক।

বোধহয় যেন নিশ্বাসগ্রহণার্থ বায়ু নাই :—প্লাণ্ট-মেজ।

ক্ষুধাহীনতা :—চিন, ল্যাক।

আতাদিভক্ষণে স্পৃহা :—এণ্ট-টার্ট।

বাহুর শীতলতা :—কালী-বা।

বাহুর শিরার প্রসারিততা :—চিন-সল।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে উত্তাপ :—সারাক।

পৃষ্ঠে ও নিতম্বেজ্বালা :—ক্যালমিয়া।

পৃষ্ঠে বেদনা :—এলষ্টোন, আর্ণ, আর্স, ক্যাম্প, কার্ব্বো ভে, চিন-সল, * ইউপ-পার্ফো, হাইওস, ইগ্নে, কালী-কা, ল্যাক, লরো, লাইকো, ষ্ট্যাট-মিউ, ** নক্স, পলস, রস।

বিয়ারনামক আসবপানের ইচ্ছা :—নক্স।

মূত্রাশয়ে বেদনা :—ক্যান্থ।

রক্তে উত্তপ্ততা অনুভব :—* আর্স, * বেল, ** রস।

রক্তবহা নাড়ীর প্রসারিততা :—* বেল, ক্যাম্ফ, চিন, পলস, চিন-সল।

শরীরের আরক্ততা :—ক্যাম্ফ।

অস্থিতে বেদনা :—আর্স, * ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে, ম্যাগ-কা, ষ্ট্যাট-মিউ, পলস। [পলস।

শ্বাস, ব্যাকুলিত ও দ্রুত :—একন,

শ্বাস, গভীর :—ল্যাক। [সিলি

শ্বাস, হ্রস্ব :—ক্যান্থ, সিনা, কোন, *

শ্বাস, আয়াসিত :—এপিস, আর্স, বোভ, ক্যান্থ, কার্ব্বো, * সিম, ইলাপ্স, * ইপি, * কালী-কা।

ঘৃষ্টবৎ অনুভব :—* আর্ণ।

একগালের উত্তাপ ও আরক্ততা :—* ইগ্নে, * ইপি, পলস।

বাম গালে আরক্তচিহ্ন :—লাইকো

গালের জ্বালা ও মলিন আরক্ততা :—চেলিড, মারকিউরিয়াল।

গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা :—কার্ব্বো-এ, চেলিড, * সিনা, * কক, ডিজি, * ইউপ-পার্ফো, ফেরি, কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, * মেনি, মার্ক, নক্স, রস, রোব, * ভিরাট।

গাল রোগীর নিকট আরক্ত ও উত্তপ্ত অনুভব, কিন্তু বাস্তবিক উষ্ণ নয় :—* চিন।

এক গালের আরক্ততা ও অপর গালের পাণ্ডুরতা :—একন, ব্যারা-কা, ** ক্যাম, কফ, * ইপি, * পলস।

বক্ষঃস্থলে জ্বালা :—এস-মিউ, * এপিস, ক্যাম, পলস, সেনেগ, সলফ।

বক্ষঃস্থলে ভারবোধ :—একন, ** এপিস, আর্স, বার্ব্ব, বোভ, কার্ব্বো-ভে, ইপি, কালী-কা, * ল্যাক, মার্ক, প্লাণ্ট, পলস।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—আর্স, ক্যাম্প, কার্ব্বো-ভে, চিন, সিনা, কালী-কা, নক্স।

বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ :—একন, * ব্রাই, কালী-কা, নক্স।

উদর-বেদনা :—ক্যাম্প, কার্ব্বো, ইলাট, রস।

প্রায় জ্ঞানশূন্যতা :—ফস-এসি।

কোষ্ঠবদ্ধ :—চিন-সল, লাইকো, ন্যাট-মিউ, নক্স।

আক্ষেপ :—কিউর, হাইওস, * ষ্ট্রাম।

আক্ষেপ, অপস্মারবৎ :—ষ্ট্রাম।

কাস :—* একন, ব্রাই, ড্রস, ইউপ-পার্ফো, * ইপি, সলফ।

কাস, বমনজনক :—ইপি।

খল্লী :—কিউর।

বধিরতা :—ল্যাকনান।

প্রলাপ :—** আর্ণ, আর্স, বেল, বিউফো, কার্ব্বো, চিন, * চিন-সল, সিনা, কফ, জেলস, হিপ, হাইপার, ইগ্নে, ল্যাক, ল্যাকনা, ** ন্যাট মিউ, নাইট-এসি, নক্স, ওপি, * পডো, * সোর, সাবাড, স্যাঙ্গ, সারাক, সিকেল, স্পঞ্জ, * ষ্ট্রাম, ভিরাট।

অতিসার :—* সিনা, কোন, ইলাট, পলস, * রস থুজা।

জলপানে বিতৃষ্ণা :—নক্স।

জল অতিরিক্ত শীতল অনুভব :—বেল। [লাইকো।

শীতল জল পানান্তে বিবমিষা :

জলপান, এক একবার অল্প অল্প :—* আর্স, চিন, লাইকো।

উষ্ণজল পানে প্রবৃত্তি :—সিড।

শ্বাস-কষ্ট :—একন, এনাক, *এপিস, *আর্ণ, আর্স, বোভ. ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ. কার্ব্বো, সিম, ক্রোট, ইলাপ্স. ইগ্নে. ইপি, কালী-কা. লোব, লাইকো, ফস, পলস, রুটা, সিপি।

কর্ণের শীতলতা :—ইপি।

কর্ণের উত্তাপ :—* ক্যাম্প. চিন. ডিজি, ইলাপ্স, ল্যাক, লাইকো, * মেনি।

এক কর্ণের উত্তাপ :—* ইগ্নে।

কর্ণে গুণ্ উণ্ শব্দ :—নক্স।

কর্ণে বেদনা :—ক্যালাড।

কর্ণের আরক্ততা :—ক্যাম্ফ, সিষ্ট. ইলাপ্স।

কর্ণে গর্জ্জনধ্বনি :—নক্স।

উদরোর্দ্ধ দেশে পূর্ণতা:—আরেনিয়া

অপস্মার :—** হাইওস, ষ্ট্রাম।

স্নায়বীয় উত্তেজনা :—*একন, কোন

শরীব শাখায় বেদনা :—ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, * বোব।

শরীর শাখায় স্পন্দন :—জেলস, * ইগ্নে রোব।

চক্ষেব পাতা মেলিতে পারা যায় না :—* জেলস।

চক্ষের পাতার উত্তাপ :—চেলিড।

উপরেব চক্ষের পাতাব স্ফীততা : —এপিস, কালী-কা। [বাট।

চক্ষের তাবা সঙ্কুচিত :—ওপি, ভি-

চক্ষের তাবা প্রসারিত :—*বেল।

চক্ষু ঘর্ষণ :—সিন।

চক্ষের দুর্ব্বলতা :—কার্ব্বো, *স্ট্যাট-মিউ. সিপি।

মুখমণ্ডলে জ্বালা কিন্তু আরক্ততা নয় :—প্লাট।

মুখমণ্ডলে, শীতলতা :—এস্ক, ইপি, পলস, বিউম।

মুখমণ্ডলে উত্তাপানুভব :—*থুজা।

মুখমণ্ডলে, আহারান্তে উত্তাপানু-ভব :—কষ্ট, ক্যাম।

মুখমণ্ডল, উত্তপ্ত :—এনাক, বেল, ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ, ক্যাম্প, * কার্ব্বো, কষ্ট, ক্যাম, চেলিড, চিন, সিক. * *সিনা, কক, * কফ, ডিজি, * ইউপ-পার্ফো, * জেলস, ইপি, কালী-বা, কালী-কা, ল্যাক, লয়ো, * লাইকো, * ম্যাগ্ন-কা, মেনি, মারকিউরিয়াল, মার্ক, নাইট-এসি, ফস-এসি, ফস, প্লাণ্ট-মেজ, * পলিপ, রস, স্যাবাড, স্যাবিন, * স্যাম্ব, * স্যারাক, সিপি, সলফ, টার, * ভিরাট। (পূর্ব্ববর্ত্তী প-রিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর :—আর্স, ব্রাই, ক্যাম্প, সিনা, ক্রোক, * ইপি, লাইকো. রস, রোব, সিপি।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর উত্থানকালে :— * একন।

মুখমণ্ডল, আরক্ত :—একন, এলম, এমন-মিউ, ব্যাবাই-মিউব,*বেল, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাঙ্ক, ক্যাম্ফ, ক্যাম্প, * কার্ব্বো, সিড, চেলিড, * চিন, * চিন-সল, সিক, কক, কফ, কোন, ক্রোক, সাইক্রে, ডলক, ইলাপ্স, ইউফর, * ফেরি, গ্রাট, হিপার, হাইপার, * ইগ্নে, কালী-আইওড,ক্রিয়োজ,*ল্যাকনা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-সল, মেনি, মার্ক, ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, নক্স, ওপি, * পেট্রো, * পলিপ, * পলস, রস, স্যাবাড, সারাক, * সিপি, ** সিলি, স্পিজি, স্পঞ্জ,ষ্ট্রাম, * সলফ, টার,ভিরাট।

মুখমণ্ডল, পর্য্যায়ক্রমে আরক্ত ও পাণ্ডুর :—একন, বেল, বোভ, ক্যাম্প, ক্রোক, ইপি, নক্স, ওপি, ফস, পলস। [*একন।

মুখমণ্ডল, আরক্ত শয়নকালীনঃ—

মুখমণ্ডল, আরক্ত দক্ষিণপার্শ্বে অধিক :—ল্যাকনা।

মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা :— * * সিলি, ল্যাক।

মুখমণ্ডলের মেহগনিকাষ্ঠের ন্যায় মলিন আরক্ততা :—* ইউপ-পার্ফো।

মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম :—ডিজি, ডলক।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম :—ডিজি।

মুখমণ্ডল, স্ফীত :—এস-মিউ,আর্স, বেল, ক্যাক্ট. চেলিড,সিনা,পলস।

মুখমণ্ডল, পীতবর্ণ :—আর্স, সিনা, ন্যাট-মিউ।

মূর্চ্ছা :—একন,এনাক, * আর্ণ,বেল, ক্যাঙ্ক, কিউব,ইউপ-পার্ফো,মার্ক, ন্যাট মিউ, নক্স, ওপি, ফস।

মূর্চ্ছা, উত্থানকালে :—একন।

পতনবৎ অনুভবঃ—* জেলস।

ব্যঞ্জনেচ্ছা :—কার্ব্বো-ভে।

ভয় :—*একন।

পদের শীতলতা :—এনাক, এণ্ট,* আর্ণ, বেল, ক্যালাড, ক্যাম্প, ক্রোক,ফের,গ্রাফ,হাইড্রোসা-এসি, ইগ্নে, ইপি, কালী-কা, ল্যাক, ল্যাক্ট, মেনি, নক্স, পেট্রো, ফস-এসি, পলস, স্যাবাড, স্যাবিন, * স্যাম্বু, ** ষ্ট্রাম, সলফ।

পদের উত্তপ্ততা :—* লেড, মার-কিউরিয়াল, নক্স, প্লাম্ব, পলিপ, সারাক, ষ্টাফ।

পদে বেদনা :—নক্স।

পদতলে জ্বালা :—ক্যাল্ক, * ফের, গ্রাফ, ল্যাক, ** সলফ।

পদে ঘর্ম্ম :—ষ্টাফ।

হস্তাঙ্গুলীর উত্তাপ :—লাইকো।

হস্তাঙ্গুলীতে বেদনা :—ইলাট।

আহারে অপ্রবৃত্তি :—চিন। [ফস।

শীতল আহার্য্যের আকাঙ্ক্ষা :—

কপালের শীতলতা :—চিন, সিনা, পলস। [ষ্ট্রাম।

কপালের উত্তপ্ততা :—চেলিড,

কপালে ঘর্ম্ম :—এণ্ট-টার্ট, ইপি, ম্যাগ্ন-সল, সাস, ষ্টাফ, * ভিরাট।

গল-রোধ :—সিম।

গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীততা ও আরক্ততা :—সিষ্ট।

হস্তের শীতলতা :—* আর্ণ, ক্যাল্ক ক্যাম্ফ, ইউফর, ইপি, নাইট-এসি, পলস, স্থাবিন, * থুজা।

হস্তের উত্তপ্ততা :—এগার, বেল, চেলিড, কিউর, ডিজি, গ্রাফ, কালী-বা, ল্যাক, * লেড, ম্যাগ্ন-কা, মারকিউরিয়াল, * নাইট-এসি, নক্স-ম, * নক্স, পেট্রো, ফস, প্লাম্বি, ** পলস, র‍্যাণ, রুম, সাবাড, ষ্টান, ষ্টাফ, ** সলফ।

এক হস্তের উত্তাপ; অপর হস্তের শীতলতা :—চিন, কক, * ডিজি, পলস।

পর্য্যায়ক্রমে এক হস্তের শীতলতা ও অপরহস্তের উত্তপ্ততা :-কক।

হস্তের গুরুত্ব :—আরেণিয়া।

হস্তেরতালুকার উত্তপ্ততা :—এনাক, ক্যাল্ক, * ফের, ল্যাক, লাইকো, মার্ক, * পলিপ, * সলফ।

হস্তে বেদনা :—নক্স।

হস্তে শীতল ঘর্ম্ম :—নাইট-এসি।

হস্তে ঘর্ম্ম :—ব্যারা-কা, হিপ, নাইট-এসি, প্লাণ্ট।

হস্তের শিরা প্রসারিত :—* বেল, * চিন, * হাইওস, * লেড।

শয্যা কঠিন অনুভব :—আর্ণ।

মস্তকের শীতলতা :—বেল।

মস্তকের উত্তপ্ততা :—* বেল, ক্যাক্ট, * ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-এ, কষ্ট, চেলিড, কিউর, ডিজি, ইউপপার্ফো, ফির, জেলস, ইপি, কালী-আইওড, লাইকো, * ম্যাগ্নি-কা, মারকিউরিয়াল, * পেট্রো, ফস-এসি, প্লাণ্ট, রোব, রস, স্থাবাড, সাস, সিলি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, ভিরাট।

মস্তকে ছুরি দিয়া কর্ত্তনবৎ যাতনা :—* ক্যাক্ট।

মস্তকে ঘর্ম্ম :—ম্যাগ্নি-কা।

মস্তক-বেদনা (শিরঃপীড়া) :—
একন, এগার, এলষ্টোন, * এম্ব,
* আর্গ, আর্স, * বেল, বার্ক্স,
বোর, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাল্ক,ক্যাম্ফ,
* কার্ব্বো ভেজি, *চিন, চিন-সল,
সিনা, কলোস, ক্রোটন, ড্রস,
ডলক, ইলাট, * ইউপ-পার্ফো,
গ্রাফ, *হিপ, হিগ্ন, *ইগ্নে, কালী-
ব্রা, কালী-কা, ল্যাক, লোব,
** ন্যাট-মিউ, নক্স, ওপি, প্লাণ্ট,
* পডো, পলস, রোব, * রস,
রুটা, স্যাবাড, সিপি, ** সিলি,
সলফ, ভেরাট্রাম।

মস্তক-বেদনা,একপার্শ্বিক :—*থুজা

মস্তক বেদনা, শঙ্খদ্বয়ে সূচী-বেধ :
—** নক্স, পলস। [—চিন-সল।

মস্তক-বেদনা,পিপাসায় উপশমিত

হৃৎকম্প :—একন, * ব্যারা-কা,
ক্যাল্ক, মার্ক, স্যাস, সিপি, সলফ।

কুচকিতে জ্বালা :—কিউর।

কুচকিতে বেদনা :—* রস।

স্বরভঙ্গ :—হিপ। [ফস।

ক্ষুধা :—* চিন, *সিনা, কিউর, **

বরফ সেবনের আকাঙ্ক্ষা :—ফস।

উগ্রতা :—*ক্যাম, প্লাণ্ট।

জানু, উত্তপ্ত :—ইগ্নে।

জানু, দুর্ব্বল :—এনাক।

প্রসববৎ বেদনা : - পলস।

অশ্রুস্রাব :—ইউপ-পার্ফো।

এক জঙ্ঘায় বেদনা :—জেলস।

জঙ্ঘার শীতলতা :—মেফ, * ষ্ট্রাম।

জঙ্ঘার উত্তাপ :—ক্যাম্ফ, কিউর,
* লেড, সারাক।

জঙ্ঘার অবশতা :—সিড। [সল

জঙ্ঘার শীরার স্ফীততা :—চিন-

যেন শয়ন করিতে হইবে এরূপ
অনুভব :—ন্যাট-মিউ।

আলোকে অনুভবাধিক্য :—বেল।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীতলতা :—কার্ব্বো
এ, সিপি, * ষ্ট্রাম।

অঙ্গ-গৌরব :—আরোণিয়া, ক্যাল্ক।

অঙ্গ-বেদনা :—আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক,
ক্যাম্ফ,কার্ব্বো,চিন,* ইউপপার্ফো,
হিউপপার্পু, ল্যাক, লাইক, পলস
রস, সিকেল, সিপি, সলফ।

অঙ্গ-স্পন্দ : - ওপি।

ওষ্ঠ, জ্বালা :—চিন।

ওষ্ঠ, পরিশোষ :—রস।

ওষ্ঠে, জ্বর-স্ফোট :—*হিপ,*ইগ্নে,
**ন্যাট-মিউ, **নক্স, রস।

ওষ্ঠ, লেহন, কিন্তু জলপান না
করণ :—* পলস।

সন্ধুঃ দেশে বেদনা ঃ—আর্স, চিন, ইলাট, * নক্স। [কা।

কটিতে বেদনা ঃ—ক্রোট, কালী-

বাবদুকতা ঃ—* কার্ব্বো, * ল্যাক, * মেরম, ** পডো, টিউক।

দুগ্ধপানের আকাঙ্ক্ষা ঃ—মার্ক।

কাতরাণ,(অস্ফুট কাতরোক্তি)ঃ—একন, ক্যাম, * ইউপ-পার্ফো, ল্যাক, * পলস। [পার্ফো

কাতরাণ, নিদ্রাবস্থায় ঃ—* ইউপ-

মুখেজ্বলা ঃ—* পেট্রো।

মুখ-শোষ ঃ–চিন, চিন-সল,নক্স-ম।

মুখের চারিদিকে জ্বর স্ফোট ঃ—* হিপ. * ইগ্নে, ** ন্যাট-মিউ, ** নক্স, রস।

মুখ, বিকসিত ঃ—* ওপি। [সিনা।

মুখের চারিদিকে পাণ্ডুরতা ঃ—*

পেশী, স্পন্দন ঃ—জেলস, ইগ্নে, আ-ইওড, ওপি।

বিবমিষা ঃ—এনাক, এণ্ট-টার্ট, আ রেণ-ডা, আর্স, বোবাক্স, ব্রাই, * কার্ব্বো, ক্যাম, কক, ড্রস, সাইস, * ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্পু, ফ্লোর-এসি, * ইপি, লা-ইকো, * ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, *নক্স, ওপি, ফস, স্যাবাড. সিপি, থুজা, ভিবার্ট।

ঘাড়ে বেদনা ঃ—গ্রাফ।

শব্দে অনুভবাধিক্য ঃ—* বেল, * ক্যাম্প, জেলস।

নাসিকা, শীতল ঃ—ইগ্নে।

নাসিকার প্রান্ত উত্তপ্ত ঃ—*ক্যাম্প, চেলিড। [*সিনা।

নাসিকার চারিদিক পাণ্ডুবর্ণ ঃ—

নাসিকা খুঁটন ঃ—* সিনা।

অবশতা ঃ—সিড, সিপি, থুজা।

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উত্তাপ ঃ—ক্যাম্ফ।

গলনলীতে চাপ ঃ—* সাইস।

যে যে স্থানে ভর দেওয়াযায় তাহাতে বেদনা ঃ—ব্যাপ্ট।

শরীরে, স্পর্শে ব্যথিততা ঃ—ম্যাঙ্গ, পলস, * ষ্ট্রাম।

শরীরে, অনাবৃত হইলে বেদনা ঃ—মার্ক, ষ্ট্রাম।

অনাবৃত হইলে বেদনার প্রাবল্য ঃ—* ষ্ট্রাম।

তালুকার উত্তাপ ঃ—ডলক।

পক্ষাঘাত ঃ—কিউর।

আলোকাতঙ্ক ঃ—* হিপার।

অবস্থান পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি ঃ—* আর্ণ।

নাড়ী, পূর্ণ ঃ—একন, ক্যাম্ফ, সিড,

চিন-সল,নাইট-এসি। [নাইট-এসি
নাড়ী, অনিয়মিত :—* চিন,
নাড়ী. দ্রুত :—* একন, ক্যাল্ক. * চিন. ডিজি. আইওড, রস।
নাড়ী. মৃদু :—ফেরি-মিউর। [ওড।
নাড়ী, দুর্ব্বল :—এন্ট-টার্ট, আই-
চক্ষেরতারা, প্রসারিত :—* বেল, সিনা, ইপি। [ব্রাই. জেলস।
চুপ করিয়া থাকিবার ইচ্ছা :—
স্মরণ করিতে অসামর্থ্য :—আর্স, *ন্যাট-মিউ, ফস-এসি, সিপি।
শ্বাস, দ্রুত :—প্লান্ট-মেজ।
শ্বাস, নাকডাকা বিশিষ্ট :—কোন, *ওপি, লরো, বোব।
অস্থিরতা :—*একন, এম-কা. আর্ণ, * *আর্স, ব্যাপ্ট, ব্যাবা-কা, বেল, ক্যাম্প, * ক্যাম, চিন, সিনা, *জেলস, হিপো, ইপি, ম্যাগ-মিউ, প্লান্ট, *পলস, * *রস, *সিকেল।
প্রভূত জলীয় লালা নিঃস্রব :— * ড্রস। [নক্স।
দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা :—
আমাশয়-গহ্বরে বেদনা :—ইউপ-পার্ফো।
গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলে কম্প :— আর্ণ, এপিস, ব্যারা-কা, * *নক্স।
স্কন্ধদ্বয়েব মধ্যে বেদনা :—*রস।
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ :—ইগ্নে, পলস।
দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা :—ন্যাট-মিউ, পলস।
ত্বকের আর্দ্রতা :—ওপি।
ত্বকের পরিশুষ্কতা :—একন, এপিস, আর্স, ব্যারা-কা. হাইওস, ইগ্নে, আইওড, ইপি, পলিপ, সিকেল। (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
ত্বকের অবদরণ :—* সারাক।
ত্বকের বিদারণ :—* সারাক।
ত্বকের উত্তপ্ততা :—এপিস, আর্স, ব্যাবা-কা, বেল, হাইওস, পলিপ। (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
ত্বকের কণ্ডূয়ন :—এম-মিউ, এপিস, * ইগ্নে, * রস। [* রস।
ত্বকের কণ্ডূয়ন,ঘর্ষণে বিবর্দ্ধিত :-
ত্বকের কণ্টক বেধবং যাতনা:— ক্রোক,জেলস,নাইট-এসি,পলিপ।
ত্বকের হুল বেধবৎ যাতনা :— এম-মিউ, চিন।
ত্বকের আরক্ততা :—আর্স।
নিদ্রা :—এপিস, * এন্ট-টার্ট, ক্যাম্প, সিড, * চিন, * ইউপ-পার্ফো, * জেলস, ইগ্নে, * ল্যাক, ল্যাকনা, লরো, লাইকো, ** মেজ, * ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, * ওপি, * পডো,* বোব, রস, *স্যাম্ব,ষ্ট্রাম,

নিদ্রা, উত্তাপের চরমাবস্থায় :— পডো।

নিদ্রা,গম্ভীর ও নাক-ডাকবিশিষ্ট :— কোন, ** ওপি, লবো, *রোব।

নিদ্রাকালে স্বপ্ন :—ইলাপ্স।

রাত্রি তিনটার পরে নিদ্রা যাইতে অসমর্থতা :—এঙ্গ।

নিদ্রাকালে চমকিত হইয়া উঠা :— ক্যাম. * সিনা, কোন. জেলস, লাইকো।

নিদ্রিত হইবার প্রারম্ভে চমকিত হইয়া উঠা :—পলস।

নিদ্রালুতা :—এপিস, এসাফ, সিড, চিন, * জেলস,হিপ,ইগ্নে,লাইকো ন্যাট-কা, নক্স-ম, 'ওপি, ফস,পলস, রস, ষ্ট্রাম, ভিরাট।

নিদ্রাহীনতা :—একন, আর্ণ, এঙ্গ, আর্স, ব্যাবা-কা, কফ, কোন, গ্রাফ, হাইওস, ন্যাট-কা, পলস. বোড, ষ্টাফ। [কার্ব্বো।

গল-রোধানুভব :—** এপিস,

হাঁচি :—চিন-সল।

তন্দ্রালুতা : এণ্ট-টার্ট, আর্ণ, আর্স, ক্যাক্ট, ক্যাল্ক, ডলক, জেলস, ইগ্নে, * ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, ওপি, ফস এসি, সিপি।

বাক্যের অসংলগ্নতা :—কিউর।

পৃষ্ঠবংশে প্রচাপনে বেদনা :— * চিন-সল। [* নক্স।

প্লীহাপ্রদেশে বেদনা:—আর্স,কার্ব্বো,

আমাশয়-গহ্বরে উত্তাপ :—ল্যাক, সাবাক।

আমাশয়ে বেদনা :—আর্স,কার্ব্বো, সিনা,কালী-কা,বস,সিকেল,সিপি।

মলস্রাব-বারংবার :—ল্যাক।

মল-বেগ :—ক্যাপ্স।

অঙ্গমর্দ্দ :—ক্যাল্ক, চিন-সল, কিউর, রস, স্তাবাড।

গলাধঃকরণে কষ্ট :—সিক,*সাইম।

ঘর্ম্ম :—এলম, এম-মিউ,এণ্ট,ক্যাল্ক, ক্যাপ্স, কোন, ম্যাগ-কা, ষ্টাফ। (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

দন্তে দন্তে শব্দ :—সিড।

দন্ত বেদনা :—কার্ব্বো।

বায়বীয় পরিবর্ত্তনে অনুভবাধিক্য : —* ব্যারা-কা।

পিপাসা :—* একন, এলষ্টোন, এম-কা. এম-মিউ, এপিস, এঙ্গ, * আর্ণ, **আর্স, ব্যারা-কা, *বেল, বোভ. * ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্স, কার্ব্বো, * সিড, * ক্যাম, চিন, * চিন-সল, * সিনা, * কফ, কোন, ক্রোক, কিউব, ইলাট, ইলাপ্স, ইউপ-

পার্কো * ইউপ-পার্প্, * হিপ, হাইওস, ইপি, কালী-বা, ল্যাক, লাইকো, * ম্যাগ্নি কা, মার্ক, ** ন্যাট-মিউ, * নক্স, ফস প্লান্ট-মেজ, * পডো, * সোর, * পলস, * বোব, * রস. সাবাড, সারাক, * সিকেল, সিপি, * সিলি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, সলফ, * থুজা, ভেরেব, ভিরাট।

পিপাসা, একবারে অধিক জল পানের ইচ্ছাঃ—*একন, ব্যারা-কা, বেল, ** ন্যাট-মিউ।

পিপাসা, একবারে অধিক জল পানের ইচ্ছা ও তদ্দ্বারা উপশমপ্রাপ্তি :—** ন্যাট মিউ।

পিপাসা, অধিকঃ—একন এলষ্টোন, * আর্ণ, * আর্স, বেল, * ব্রাই, ক্যাম, চিন, চিন সল, ইলাট, * হিপ, হাইওস, ** ন্যাট-মিউ।

পিপাসা, স্বল্প :—ক্যাক্ট, সাবাড।

পিপাসা, শরীর অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি :—ব্যারা-কা।

পিপাসা, কিন্তু পানান্তে বমন :— এলষ্টোন, * আর্স।

পিপাসা পরিশূন্যতা :—*এলম, * এণ্ট-টার্ট, * এপিস, ব্যারা-কা বোভ, * ক্যাক্ক, * ক্যাম্ফ, * ক্যান্স, কার্কো-এ, * কার্কো-ভে, * কষ্ট, *চিন, * সাইক, কক, ডিজি, * ড্রস, * ফের, জেলস, হেল, * ইগ্নে, ইপি, কালী-কা, *লেড, মেনি, মিউর-এসি, নক্স-ম, ওপি, ফস এসি, পলস, রস, সাম্বু, স্যাবাড, ** সিপি, স্পিজি। [এসি, সিপি।

গল-মধ্যে, বেদনা :—ফস, ফস-

গল-মধ্যে গিলিবার সময় স্পর্শ-দ্বেষ:—বার্ব, ফস এসি।

কণ্ঠনালীর পরিশুষ্কতা :—পেট্রো।

কম্পন :—আর্স, ক্যাল্ক, সিষ্ট, ইউপ-পার্কো, কালী-আইওড, ম্যাগ্নি-কা, সিপি।

অচৈতন্য :—লবো, + ন্যাট-মিউ।

অনাবৃত হইতে ইচ্ছা :—একন, এপিস, আর্ণ, * আর্স, ব্যারা-কা, ক্যাল্ক, *চিন, * ইউপ-পার্কো, ফেব, * হিপ, আইওড, *ল্যাক, লাইকো, মিউর-এসি, ** ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, * ওপি, * পেট্রো, প্লাট, ** পলস, স্পিজি, ষ্টাফ, ভিরাট।

অনাবৃত হইতে অপ্রবৃত্তি :—*এপিস, আর্স, অর, *বেল, ক্লিম, কফ, কলচ, কোন, হিপ, ইগ্নে,

*ম্যাগ্নি-কা, মার্ক, নক্স-ম, ** নক্স, ফস-এসি, পলস, রস, * স্যাম্বু, * সিলা, ** ষ্ট্রাম, *ষ্ট্রন।

অনাবৃত হইলে শীতানুভব :—আর্ণ, * চিন, ** নক্স, পলস। (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মূত্র প্রবৃত্তি, জলপানান্তে :—সাইম, *ইউপ-পার্পু।

মূত্র-ত্যাগ, বারংবার :—আর্জ্জ. বেল, ক্রিয়োজ, লাইকো, মার্ক, ফস-এসি, রস, সিলা, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম।

মূত্রে, ইস্টকচূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ :—ফস।

মূত্র, পাণ্ডু বর্ণ :—সিড, ক্যাম।

মূত্র, লোহিত বর্ণ :—নক্স।

মূত্র, প্রভূত :—এণ্ট, আর্জ্জ, সিড, *ক্যাম, ডলক, * ইউপ-পার্পু, মিউর-এসি, *ফস, সিলা, ষ্ট্রাম,

মূত্র, বিলুপ্ত :—ক্যাক্ট।

মূত্র, আবিল :—ফস।

শীতপিত্ত :—এপিস, * ইগ্নে, *রস।

শীতপিত্ত, ঘর্ম্মসহকারে অন্তর্হত :—* ইগ্নে।

জরায়ুপ্রদেশে বেদনা :—ক্যাক্ট।

শিরায়, রক্ত জ্বালাকরা :—*আর্স, *হাইওস।

শিরায়, শীতল রক্ত প্রবাহিত হওয়া :—ভিরাট।

শিরা, প্রসারিত :—এগার, *বেল, *ক্যাম্ফ * চিন, চিন-সল, ক্রোক, সাইক্লে, ডিজি, * হাইওস, * লেড, *মারকিউরিয়াল, *পলস

শিরোঘূর্ণন :—আর্স, বেল, বার্ব্ব, ব্রাই, * কার্ব্বো-ভে, কক, জেলস, হিপ, ইগ্নে, *ইপি, লরো, মার্ক, * ন্যাট-মিউ, নক্স, ফস, পলস, *সিপি, *ষ্ট্রাম, ভেলের, ভিরাট।

বমন :—এলষ্টোন, এণ্ট, আর্স, ব্রাই, ক্যাক্ট, * ক্যাম, * সিনা, কোন, * ইলাট, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্পু, ফের, ইগ্নে, *ইপি, ল্যাক, * লাইকো, * ন্যাট-মিউ, নক্স, পলস, ষ্ট্রাম, থুজা।

বমন, পিত্ত :—* ক্যাম, সিনা, *ইউপ পার্ফো, *ন্যাট-মিউ, থুজা।

বমন, তিক্ত :—ইউপ-পার্ফো।

বমন, পানান্তে :—আর্স।

বমন, শীতল দ্রব্য পানান্তে :—ল্যাইকো।

বমন, ফেণিল :—*ইলাট।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—সিনা, * ইউপ-পার্ফো, ফের, ইগ্নে, নক্স।

বমন, অম্ল :—* লাইকো।

বমন, জল :—এলষ্টোন।

স্বর, ক্ষীণ :—হিপার।

শয্যার উষ্ণতা অসহ্য :—* লেড।

উষ্ণতা, বাহ্যিক অসহ্য :—এপিস, ** পলস।

উষ্ণতা, বাহ্যিক সুখদ :—ইগ্নে।

দুর্ব্বলতা :—এনাক,* আর্ণ, *আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক, *কার্ব্বো, কিউর, ইউপ-পার্ফো, ইগ্নে,ইপি,লাইকো, ন্যাট-কা, * ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, ফস, রোব, সারাক, সলফ।

ক্রন্দন :—স্পঞ্জ।

জৃম্ভণ :—ক্যাল্ক, * চিন-সল. কিউর কালি-কা * রস, সাবাড।

উত্তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি।

অনাবৃত বায়ুতে :—ন্যাট-মিউ।

শকটারোহণে :—নাইট-এসি।

আহারান্তে :—এনাক, চিন, কিউর, ফের।

কৃত্রিম উত্তাপে :—কোর-রু।

সঞ্চরণে :—* ক্যাপ্স, ফের।

হাঁটিবার সময় :—ক্যাপ্স।

উপবিষ্ট অবস্থায় :—নক্স।

কথা বলিবার সময় :—ফের।

অনাবৃত হইলে :—আর্স, বোভ।

উত্তাপের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ;—

অনাবৃত বায়ুতে :—কিউর, * নক্স।

শয্যায় :—* মার্ক।

শকটারোহণকালেঃ—গ্রাফ,*সোরা।

জলপানে :—ক্যাল্ক, কক।

আহারান্তে :—এম-কা, ব্রোম, কষ্ট, কক, ক্লোর-এসি, সিপি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে :—ফের।

শ্রমকালে :—এণ্ট,এণ্ট-টার্ট,*ক্যাম্ফ, নক্স, অক্স-এসি, ষ্ট্রাম, * সিপি।

দুইপ্রহর রাত্রির পরে :—*ড্রস।

নড়িলে চড়িলে :—এলম, এণ্ট-টার্ট, * ক্যাম্ফ, * চিন, কিউর, নক্স, সিপি, ষ্ট্রাম।

রাত্রিতে :—সিনা, কিউর, *সিপি।

কার্য্যে নিবিষ্টকালে :—ওলিএণ্ড।

উপবেশনকালে :—ফস, সিপি।

নিদ্রাবস্থায় :—ডলক, পেট্রো, ভাই-ওলা-ট্রিক।

নিদ্রান্তে :—সিনা।

ধূমপানে :—সিক, কক।

অবশীর্ষ হইলে :—মার্ক-কর।

বিরক্তির পর :—পেট্রো, সিপি।

হাঁটিলে :—* ক্যাম্ফ, * চিন।

উষ্ণতায় :—* এপিস, ব্রাই, *ইগ্নে।

আর্দ্র দিনে : -কিউর।

উত্তাপান্তে :—

শীত : - চিন, মার্ক, নক্স, * পলস।

শীত শীত বোধ :—মেনি, মার্ক।

অবসন্নতা :—আর্স।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ :—সিলা।

মুখমণ্ডলেরলোহিতবর্ণ,দক্ষিণপার্শ্বে আধিক্য : -ল্যাক।

শিরঃপীড়া :—আর্স, ক্যাল্ক,*কার্ব্বো

ক্ষুধা :—* সাইন, ডলক, * ইউপ-পার্প্যু, ইগ্নে।

ক্ষুধা, রাক্ষসবৎ :—সাইম।

নিদ্রা :—এপিস, * ইউপ-পার্ফো।

নিদ্রা, নাকডাকসহ :—* ওপি।

পিপাসা :—এনাক, এম-মিউ,ক্যাক্ট, * চিন, কফ, সাইক্লে, নক্স, ওপ, পলস, ষ্টান, ষ্ট্রাম।

পিপাসাহীনতা :—ওপি।

বমন :—ক্যাল্ক, * ইউপ পার্ফো।

বমন, পৈত্তিক : - * ইউপ-পার্ফো।

দুর্ব্বলতা :—* আর্স, ডিজি।

ঘর্ম্ম পরিশূন্যতা।

একন, এলম, এম-কা, এপিস, * আর্মেণিয়া, আর্ণ, * আর্স, * বেল, বিসমথ, * বোভ, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যানাব, ক্যাম, চিন, কফ, কলচ, ডলক, * ইউপ-পার্ফো, জেলস, * গ্রাফ, হাইওস, আইওড, ইগ্নে, ইপিক, কালী-কা, কালী-বা, ল্যাক, লেড, * লাইকো, ম্যাগ্নি কা, মার্ক, ম্যুাট-কা, নাইট-এসি, নক্স ম, নক্স, ওলিণ্ড, ওপি, ফস, ফস-এসি, প্লাট, পলস, রস, সোরি, স্থাবাড, সিলা, সিকেল, সিনেগা, সিলি, স্পঞ্জ, সল্ফ, ষ্টাফ, টিউক, ভার্ব্ব, ভাইওল-ওড।

ঘর্ম্ম।

* একন, ইথ, * এগার, এলষ্টোন, এলম, *এম্ব্রা, এম-মিউ,*এনাক, এঙ্গ, এন্ট, ** এন্ট-টার্ট, এপিস, আর্ণ, আর্স, এসাফ, ব্যাপ্ট, ** ব্যারা-কা, * বেল, ** বেঞ্জ, * বোভ, ** ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যালাড, ** ক্যাল্ক, *ক্যাম্ফ, ক্যাঙ্ক, * ক্যান্থ, ক্যাপ্স, ** কার্ব্বো-এ, * কার্ব্বো-ভে, ** কষ্ট, ** মিড, ক্যাম, চেলিড, ** চিন, **চিন-সল, সিক, সাইম, সিনা, কক, ক্রোক, কফ, কোন, করণ ফ, কুপ, কিউর, সাইক্লে, ** ডিজি, ড্রস, ডলক, * ইলাট, * ইলাপ্স, ইউপ পার্ফো, * ইউপ-পার্প্যু, ইউ-ফর, ইউপিয়ন, ** ফের, গ্যাম্ব, * জেলস, * গ্রাফ, গো-

হ্রাজ, হেল, ** হিপার, * হাইওস, *আইওড,ইগ্নে, **ইপি, **কালী-বা, কালী-কা,কালী-আইওড,**ল্যাক,ল্যাকনা, লরো, লেড, লোব, **লাইকো, সার, ** ম্যাগ্নি-কা, মেনি, ** মার্ক, * মেজ, ন্যাট-কা, ** ন্যাট-মিউ, ** নাইট-এসি, নক্স-ম, **নক্স, **ওপি, পাব, * পেট্রো, ** ফস-এসি, **ফস, প্লাণ্ট, * পডো, * পলিপ, ** সোর, পলস, * রোব, রিউম, * রস, স্যাবাড, স্যাবিন, ** স্যাম্বু, * সারাক, ** সিকেল, সেলেন, ** সিপি, ** সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, * ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, ** সলফ, ** ট্যাবাক্স, ** থুজা, * ভেলের, **ভিরাট।

ঘর্ম্মের পূর্ব্বে :—

খল্লী :—সিড।

শিরঃপীড়া :—* কেব।

ক্ষুধা :—ষ্টাফ।

পিপাসা :—কফ, থুজা।

ঘর্ম্মের প্রকৃতি ও সময়।

তীব্র :—ক্যাম্প, ক্যাপ, কোন,গ্রাফ, আইওড, রস, টার।

অপরাহ্নেঃ—বার্ব্ব,ম্যাগ্নি-মিউ,ম্যাগ্নি-সল, *ন্যাট-মিউ,*নক্স,সিলি,ষ্টাফ।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধে গতি :—আর্ণ, বেল। [সিপি।

জাগ্রত সময়ে প্রভূত :—স্যাম্বু, শয্যায় :—* এলম, এক্ষ। [ল্যাক।

শয্যা হইতে উঠিবার সময় :—

রক্তাক্ত :—ক্যাল্ক, ক্লিম, ক্রোটাল, * ক্রিউর, ল্যাক, লাইকো, নক্স-ম, নক্স।

শীতান্তে :—এণ্ট, কষ্ট। [ক্যাম্প।

শীতান্তে,পূর্ব্ববর্ত্তী উত্তাপব্যতীতঃ

শীত ও ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে :—এণ্ট, * নক্স।

শীত ও ঘর্ম্ম যুগপৎ :—এণ্ট।

শীত শীত অনুভব সহঃ—এণ্ট,ব্রাই *ইউপ-পার্ফো,ইউপ পার্প, ন্যাট-মিউ, ** নক্স, পেট্রো, ফস।

শীতানুভব সহ, স্নান জন্য :— * আর্ণ।

শীতানুভব সহ, সঞ্চরণে বা গায় বাতাস লাগাইলে :—ইউপ-পার্ফো, * * নক্স।

শীতলতা সহ,নড়িলে চড়িলে :— ইউপ-পার্ফো, ** নক্স।

শীতলতা সহ,অনাবৃত হইলে :— ইউপ-পার্ফো, ** নক্স।

আঠা আঠা :—একন, এনাক,এণ্ট-টার্ট, আর্ণ, ** আর্স, ক্যাল্ক,

ক্যাম্ফ, ক্যাম, কুপ, ড্যাফ.ডিজি, ইলাট, * ফের, ফ্লোর-এসি, হেল, হিপ, আইওড, জ্যাট্রু, ল্যাক, * লাইকো, মিউ-প্লস, মার্ক, মস্ক, নক্স, ওপি, অক্স-এসি, ফস-এসি, * ফস, * ভিরাট।

শীতল :—এনাক,* এণ্ট-টার্ট,আর্ণ, ** আর্স,ব্যারা-কা,ব্রাই,ক্যালাড, * ক্যাম্ফ, ক্যানাব, ক্যান্থ,ক্যাপ্স, চিন, * সিনা, কক,কুপ,* কিউর, ডিজি, ডলক, ড্রস,ইলাপ্স,জেলস, * হিপ, হাইওস, আইওড,*ইপি, জ্যাট্রু, ক্যালমিয়া,ল্যাক,ল্যাকনা, * লাইকো, মার্ক, মার্ক-করো, মেজ, ন্যাট কা, ন্যাট-মিউ, নকস, ওপি, অক্স-এসি, প্লাণ্ট, পডো, পলস, রিউম, রুটা, সিকেল, * সিপি, সিলি,স্পিজি, ষ্টান, *ষ্ট্রাম, ষ্টাফ, সলফ-এসি, থুজা, *ভিরাট।

দিবাভাগে :—এগাব, এম্ব্রা, এম-মিউ, এনাক, * এণ্ট-টার্ট, বেল, ব্রাই,* ক্যাস্ক,* কার্ব্বো-এ,* চিন, * কোন, * ডলক, * ফেব, * গ্রাফ, গোয়াজ, * হিপ, কালী-কা, ল্যাক,লরো,লেড,*লাইকো, ন্যাট-কা, * ন্যাট-মিউ, * ন ইট-এসি, ফস-এসি, পলস, * রিউম, * সেলেন, * সিপি, সিলি,*ষ্টাফ, * ষ্ট্রাম, সলফ, সলফ-এসি, ভিরাট, জিঙ্ক।

দৌর্ব্বল্যজনক নহে :—*রস,*স্যাম্বু

একবার ঘর্ম্ম একবার শুষ্কতা :—এপিস, ন্যাট-কা। (উত্তাপ সহ দ্রষ্টব্য)।

সন্ধ্যাকালে :—*ব্যারা-কা, মিউর-এসি, * স্যাম্বু, সলফ।

একদিন পর একদিন সন্ধ্যাকালে :—*ব্যাবা-কা। [নক্স।

মুখ মণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম :—কক,

ঘর্ম্ম পায়ে আরম্ভ :—আর্ণ, বেল।

ঘর্ম্মে মাছি পড়ে :—* ক্যালাড, * সম্বল।

ঘর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে :—*ফের, স্যাম্বু।

উত্তাপ সহ :—এণ্ট, এপিস, বেল, হিপ, কালী বা, ন্যাট-কা, ওপি, স্যাম্বু. ষ্টাফ, ভেলের।

উত্তাপ সহ, নিদ্রাকালে :—স্যাম্বু।

উত্তাপাবেশ সহ :—এণ্ট, বেল,* হিপ, কালী-বা, ওপি।

উত্তপ্ত :—* ওপি।

বস্ত্র, শক্তকর :—মার্ক, সেলেন।

বস্ত্র,রক্তাঙ্কিতকর :—ল্যাক,নক্স-ম।

বস্ত্র, লোহিত বর্ণকর :—আর্ণ, ডলক, নক্স।

বস্ত্র, পীতবর্ণকর :—বেল, ব্রাই, **কার্ব্বো-এ, চিন, *কেষ, *গ্রাফ, ইপি, ল্যাক, ম্যাগ্নি-কা. * মার্ক., * থুজা, * ভিরাট।

দীর্ঘকাল স্থায়ী:—*ফেব, আইওড।

শয়নান্তে :—ম্যাগ্নি-সল, মেনি।

দুইপ্রহর রাত্রির পরে :—এলম, এম্ব্রা, এম-মিউ, ব্যাবা-কা, ব্রিম, ড্রস, ম্যাগ্নি-মিউ, * ম্যরকিউ-রিয়াল, নক্স, ফস, * পলিপ।

দুইপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে :—মিউব-এসি।

প্রাতে :—* এলম, এঙ্গ, এণ্ট, আর্জ্জ-না; অরম, বেনজিন, বোরাক্স, বোভ, ব্রাই, ক্যাল্ক, কার্ব্বো, কষ্ট, চেলিড, চিন-সল, সিক, ক্লিম, কক, কফ, ডলক, ড্রস, ইউজেন, ইউফ্র, * ফের-মিউ, গ্রাফ, হেল, হিপ, আইওড, ক্রিয়োজ, লাইকো, ম্যাগ্নি-কা,* ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-সল, মারকিউ-রিয়াল, ** মার্ক, মস্ক, মিউব-এসি, ন্যাট-কা, ন্যাট-মিউ, ন্যাট-সল, নিক, নাইট-এসি, নাই-টার, নক্স, পার, *ফস, *ফস-এসি, পলস, রার্ণ-বব্ব, *রস, স্যাবাড, সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, *সলফ, সলফ-এসি।

রাত্রিতে :—একন, এগার, * এলম, *এম্ব্রা, এম-কা, * এম-মিউ, * *এনাক. এঙ্গ, এণ্ট-টার্ট, আর্জ্জ, আর্ণ, আর্স, অর, ব্যারা-কা, বেল, বেঞ্জিন, ব্রাই,* ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ** কার্ব্বো-এ, *কার্ব্বো-ভে, *কষ্ট, ক্যাম, চিন, সিক, সিষ্ট, কক, * কলোস, * কোন কুপ, কিউব, সাইক্লে, ডিজি, * ড্রস, * ডলক, ইউপ-পার্ফো, ইউক্রে, ফের, * গ্রাফ, গোয়াজ, গম-গট, হেল, *হিপ, আইওড, ইপি, * কালী-কা, ল্যাক, লরো, লেড, লাইকো, * ম্যাগ্নি-কা, ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-সল, ম্যাঙ্গ, মেনি, মারকিউরিয়াল, ** মার্ক, মার্ক-করো, *মিউর-এসি, *ন্যাট-কা, ন্যাট-মিউ, ন্যাট-সল, *নাইট-এসি, নাইটার, নক্স, অক্স-এসি, পেট্রো, ফস-এসি, *ফস, পলিপ, পলস, রস, স্যাবাড, স্যাম্বু, সাবাক, * সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, *ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, *ষ্ট্রণ, ** সলফ, ট্যাবাক, টার, টিলিয়া, থুজা, ভিরাট, ভাইওল-ওড, ভাইওল-ট্রিক, জিঙ্ক। [এনাক।

রাত্রিতে, বক্ষঃস্থলে ও উদরে :—

মধ্যাহ্নে :—সিনাব।

গন্ধ-শূন্য :—* রস।

তৈলাক্ত :—এগার, *ব্রাই, *চিন, * ম্যাগ্ন-কা, ** মার্ক, নক্স, রোব, ষ্ট্রাম, **থুজা। [ষ্ট্রাম, থুজা।

একাঙ্গীন :—ক্যাম, চিন, মার্ক, নক্স,

প্রভূত :—একন, এগার, এম্ব, *এণ্ট-টার্ট, *ব্যারা-কা, বেল, *বেঞ্জিন, বোভ, **ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, ক্যাপ্স, * কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, *কষ্ট, সিড, *চিন, *চিন সল, *ডিজি, ইলাট, ইলাপ্স, ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্পু, *ফের জেলস, গ্রাফ, **হিপ, হাইওস, আইওড, *ইপি, কালী-বা, কালী-কা, *ল্যাক, * লাইকো, লোব, * ম্যাগ্ন-কা, **মার্ক, মেজ, ** ন্যাট-মিউ, * নাইট-এসি, *নক্স, * ওপি, *ফস-এসি,* ফস, পডো, *পলিপ, পেট্রো, রোব, রস, স্যাবাড, সোর ** স্যাম্বু, সারাক, *সিকেল, *সিপি, **সিলি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, * সলফ, টার, * থুজা, ভেলের, ভিরাট। [:—*নক্স।

প্রভূত, রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত শীতান্তে

প্রভূত, বস্ত্রাবৃত স্থলে :—ক্যাম।

প্রভূত, অল্প শীতান্তে :—* ইউপ-পার্ফো।

প্রভূত, মস্তক ভিন্ন অনাবৃত স্থলে :—থুজা। [পর :—ইপি।

প্রভূত, কুইনাইন অপব্যবহারের

গৃহের অভ্যন্তরে :—*ইপি।

উত্তাপের কয়েক ঘণ্টাপরে :—আর্স। [* নক্স।

কম্পসহ :—সিড, কফ, ইউপ-পার্ফো,

নিদ্রাকালে :—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, চেলিড, ক্যাম, **চিন, **কোন, হাইওস, ফস, স্যাবাড, থুজা।

ঈষৎ :—এণ্ট, এপিস, সিন, * সিনা, ইলাপ্স, * ইউপ-পার্ফো, ইউপ-পার্পু, ইগ্নে, *ইপি, কালী-আ-ইওড, ল্যাক, লেড, নক্স-ম, নক্স, সিপি, সিলি।

সুগন্ধি :—কোপ, রোড।

তিক্তগন্ধি :—ভিরাট।

রক্তগন্ধি :—* লাইকো।

কর্পূর-গন্ধি :—ক্যাম্ফ।

এলডার (elder) মুকুলগন্ধি:—সিপি।

কস্তুরিগন্ধি :—পলস, সলফ।

ক্লিন্ন-গন্ধি (ছাতাপড়ারন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট) :—পলস, সলফ।

দুর্গন্ধি :—*আর্ণ, আর্স, * ব্যারা-কা, বেল, * কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে,

সাইম, কোন, * ডলক, ইউফর, ফের, *গ্রাফ, গোয়াজ, কালী-কা, *ল্যাক, লেড, * লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, * মারকিউরিয়াল, **মার্ক, *নাইট-এসি, * নক্স, পলস, * রস, রোব, *সিপি, *সিলি, ষ্টান, ষ্টাফ, স্পিজি, সলফ, ভিরাট।

পলাণ্ডু-গন্ধি :—*বোভ, *ল্যাক, * লাইকো।

পচা-গন্ধি :—কার্ব্বো-ভে, ডাফ, লেড, রস, ষ্ট্রাম, *ষ্টাফ, ভিরাট।

রেউচিনি-গন্ধি :—রিউম।

অম্ল-গন্ধি :—একন, *আর্ণ, আর্স, এসারি, **ব্রাই, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভে, * কষ্ট, ক্যাম, সাইম, গ্রাফ, *হিপ, হাইওস, আইওড, *ইপি, লেড, * লাইকো, * ম্যাগ্ন-কা, মার্ক, স্যাট-মিউ, *নাইট-এসি, নক্স, রস, *সিপি, * সিলি।

ঈষৎ অম্ল-গন্ধি :— (হামে যেমন হয়) * ফেরি-মিউ।

গন্ধক-গন্ধি :—*ফস।

মূত্র-গন্ধি :—বার্ব্ব, * ক্যান্থ, ক-লোস, * নাইট-এসি।

অশ্বমূত্র-গন্ধি :—* নাইট-এসি।

চট চটে :—এন্ট-টার্ট।

মলত্যাগের পূর্ব্বে :—মার্ক।

আকস্মিক :—ইপিকা। [ওড।

কথা বলিবার সময় :—গ্রাফ, আই-

হাঁটিবার পর :—সলফ।

হাঁটিবার সময় :—এগার, এম্ব্রা, ব্রুস, কক, কালী-কা, লেড, স্যাট-মিউ, সেলেন, সিলি।

উষ্ণ :—একন, এন্ট, বেঞ্জিন, ক্যাম্ফ, ক্যাম, কক, ড্রস, ইগ্নে, কালী-কা, ল্যাক, লেড, স্যাট-মিউ, নক্স, ওপি, ফস, সিপি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম।

উষ্ণতা লাগাইলে সহজে ঘর্ম্ম নিঃসরণ :—কার্ব্বো-ভে।

ধুইয়া ফেলা কঠিন :—*ম্যাগ্নি-কা, * মার্ক।

ঘর্ম্মের অবস্থান,—

উদরে :—এম্ব্রা, *এনাক, সিক, ** ড্রস, ষ্টাফ।

বাহুতে :—ইপি, * মারকিউরিয়াল।

কক্ষে :—* বেঞ্জিন, *বোভ, ক্যাল্ক, চিন-সল, ডলক, * কালী-কা, ল্যাক, *নাইট-এসি, পেট্রো।

পৃষ্ঠে :—চিন-সল, ডলক, হাইওস, ইপি, ল্যাক, পেট্রো, প্লাণ্ট, পলস, * সিপি, *সলফ।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে :—প্লাণ্ট-মেজ।

পৃষ্ঠে, ত্রিকদেশে :—প্লাণ্ট-মেজ।

সর্ব্বশরীরে :—*এণ্ট-টার্ট, *বেঞ্জিন, কক, * কষ্ট, কফ, ডলক, ইলাপ্স, গম-গট, হাইওস, আইওড, লেড, *লাইকো, * সারুকিউবিরাল, * স্পাট-মিউ, * নাইট-এসি, ওপি, * ফস, পলস, সিকেল, সিপি * * সিলি, * ষ্ট্রাম, সলফ।

সর্ব্বশরীরে, মুখমণ্ডল ব্যতীত :—*বস, *সিকেল।

সর্ব্বশরীরে, মুখমণ্ডল ও মস্তক ব্যতীত :—*থুজা।

সর্ব্বশরীরে, সম্মুখ ভাগে :—আর্জ্জ, * ক্যাল্ক, গ্রাফ, মার্ক, ফস, * সেলেন।

সর্ব্বশরীরে, নিম্নভাগে :—সিনাব, ক্রোক, সাইক্লে, ইউফর।

সর্ব্বশরীরে, উর্দ্ধভাগে :—এসার, আর্জ্জ, * ক্যাম, সিনা, ডলক, ইউপ-পার্প্, ইপি, কালী-কা, লরো, নক্স, ওপি, * রিউম, সিপি, স্পিজি সলফ-এসি, ভেলেব, ভিরাট।

সর্ব্বশরীরে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নহে :—লাইকো।

বক্ষঃস্থলে :—* এনাক, * বেঞ্জিন, বোভ, ক্যাল্ক, সাইম, কক, গ্রাফ, * সিপি।

মুখমণ্ডলে :—এলম, কফ, * * ড্রস, সোর, * পলস, বস, স্থাবাড, * স্থাম্বু, * সিলি, * ষ্ট্রাম। [রস।

মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বশরীরে :—

মুখমণ্ডল ও মস্তকে কেবল :—সিলি। [পলস।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বে :—এলম,

পদে :—বেল, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, * কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, ড্রস, গ্রাফ, লেড, * পেট্রো, ফস, পলস, ** সিলি, ষ্টাফ।

পদতলে :—** নাইট-এসি, স্থাবাড।

কপালে :—* সিনা, ইলাপ্স, ইউপ-পার্প্, ইপি, কালী-ধা, লেড, ওপি, * ষ্ট্রাম, * ভিরাট। [ষ্টাফ।

জননেন্দ্রিয়ে :—ক্যান্থ, কোন, জেলস,

পুংজননেন্দ্রিয়ে :— * সিপি।

বামহস্তে :—এনাক।

হস্তদ্বয়ে :—ক্যান্থ, * সিনা, কক, * কালী-বা, লেড, ফস, সিকেল।

হস্তদ্বয়ে, পর্য্যায়ক্রমে :—কক।

হস্তের তালুতে :—ক্যাল্ক, কফ, ডিজি, ডলক, আইওড, পেট্রো, *সোর।

মস্তকে :—ক্যাল্ক, সাইম, ইউপ-পার্প্, ওপি, পেট্রো, ফস, স্থাবাড, * সিলি।

মস্তকের পশ্চাৎপ্রদেশে :—সলফ।

কেবল মস্তকে :—* সিলি।

প্রদাহিতস্থলের উপরিভাগে :—গ্রাফ।

সন্ধিতে :—লাইকো।

জানুতে :—ক্যাল্ক।

জানুগহ্বরে :—* কার্ব্বো-এ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে :—ক্যাল্ক, কোন হাই-ওস, পেট্রো, সারাক।

ঘাড়ে :—ইলাপ্স।

নাকে :—* সিনা।

রুগ্নস্থানে :—* এণ্ট-টার্ট, এম্ব্রা, কক, মার্ক, ফ্লোর-এসি, সিপি, সিলি।

বস্ত্রাবৃতস্থানে :—* একন, * বেল, ক্যাম। [সল।

বস্ত্রদ্বারা প্রচাপিতস্থানে :—চিন-

অনাবৃতস্থানে :—* থুজা।

একাঙ্গে :—* একন, ব্যারা-কা, বেল, ব্রাই, * ক্যাল্ক, ক্যাপ্স, কষ্ট, ক্যাম, চিন, গ্রাফ, হেল, হিপ, ইগ্নে, ইপি, লেড, * লাইকো, মার্ক, নক্স, পেট্রো ফস, পলস, রিউম. রস, স্যাবিন, স্যাম্বু, * সেলেন, * সিপি, সিলি, স্পিজি, স্পঞ্জ, * সলফ, * থুজা।

বস্তি-গহ্বর-প্রদেশে :—ক্যাম্ব।

মূলাধারে :—চিন-সল, কোন, * হিপ, * কালী-কা, * সোর, থুজা।

মস্তকের কেশাবৃত স্থানে :—পলস, রোব।

অণ্ডকোষে :—* থুজা।

রুগ্ন পার্শ্বে :—** এম্ব্রা, নক্স।

বাম পার্শ্বে :—* ব্যারা-কা, *পলস ফস।

অশয়িত পার্শ্বে :—* বেঞ্জিন।

এক পার্শ্বে :—* এম্ব্রা, একন, * ব্যারা-কা, বেঞ্জিন, ব্রাই, ক্যাম, চিন, লাইকো, নাইট-এসি নক্স-ম, * নক্স, ** পলস, রস, সলফ।

শয়িত পার্শ্বে :—* একন, ব্রাই, চিন, * নাইট-এসি।

দক্ষিণ পার্শ্বে :—নক্স, * পলস।

উভয় পার্শ্বে :—* মারকিউরিয়াল।

উরুতে :—এম্ব্রা, * কার্ব্বো-এ, হিপ, সিপি।

উরুর অভ্যন্তর দিকে :—* থুজা।

ঘর্ম্মকালীন লক্ষণ।

উদরের স্ফীততা :—ষ্ট্রাম।

উত্তম ক্ষুধা :—ষ্ট্রাম।

উৎকণ্ঠা :—আর্ণ, বার্ব্ব, ব্রাই, ক্যাল্ক, কক, ফের, ম্যাঙ্গ, ম্যাট-কা, নক্স, ফস, পলস, সিপি, সলফ।

উৎকণ্ঠা, উপশমিত :—একন, ব্যারা-কা।

পৃষ্ঠে, বেদনা :—কোর্ব্বো-ভে।

শরীরের নিম্নভাগ উত্তপ্ত ও অনাদ্র্র :—ওপি।

শরীরের নিম্নভাগ আরক্ত, উত্তপ্ত, ও অনাদ্র্র :—* ষ্ট্রাম।

অস্থিতে বেদনা :—* ইউপ-পার্ফো।

শ্বাস, সশব্দ :—* ওপি।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—* ব্রাই।

উদর-বেদনা :—নক্স, ষ্ট্রাম।

টঙ্কার :—নক্স।

কাস :—আর্স, ব্রাই, *ড্রস, ইপিকা।

কাস, আক্ষেপিক :—* ড্রস।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা :—একন, ইথ, অর, ক্লিম, কলচি, কোন, নক্স-ম, ** নক্স, স্যাম্বু * সিলা, * ষ্ট্রাম, ষ্ট্রন।

দুর্ব্বলতা :—এম্ব্রা, *বেঞ্জিন, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, কক, *কার্ব্বো-এ, * চিন, চিন-সল, ক্রোক, ডিজি, * ফের, গ্রাফ, হাইওস, ইগ্নে, আইওড, লাইকো, *মার্ক, ন্যাট-মিউ, *নাইটার, * ফস, সোর, সিপি, * ষ্টান, সলফ, টার।

প্রলাপ :—থুজা।

অতিসার :—একন, চিন-সল, ষ্ট্রাম, সলফ।

অতিসার,রাত্রিকালীন :—চিন-সল।

স্বপ্ন :—পলস।

শ্বাস-কষ্ট :—এনাক, ক্যাক্ট, মার্ক।

কর্ণ-বেদনা :—ইগ্নে।

কর্ণ-নাদ :—আর্স, ইগ্নে।

উদ্ভেদ :—কোন। [একন।

স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রশমিত :—

অবসাদ :—*বেঞ্জ, ক্যাম্ফ, *কার্ব্বো-এ, * চিন, ইগ্নে।

হাত পায়ে বেদনা :—সিড।

চক্ষে জ্বালা :—ষ্ট্রাম।

মুখমণ্ডলের শীতলতা :—কাঞ্চ, ল্যাক, নক্স।

মুখমণ্ডলের শুষ্কতা :—*কালী-বা।

মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা :—বেল,নক্স, স্যাবাড।

মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা :—** ভিরাট। [কোন,সিপি।

মুখমণ্ডলের আরক্ততা :—বেল,

মূর্চ্ছা :—এনাক, * এপিস, আর্স, চিন, ইগ্নে, সলফ।

পদের শীতলতা :—সিড,আইওড।

পদের খল্লী :—পলস।

পদের বেদনা :—*নাইট এসি,ষ্টাফ।

পদের স্পর্শ-দ্বেষ :—গ্রাফ, ** লিলি।

পদের কন্দুকের স্পর্শ দ্বেষ :—
** নাইট-এসি।

হস্তাঙ্গুলী, রজকবৎ কুঞ্চিত :—
এণ্টক্রু, *কাঞ্চ, *মার্ক, ফস-এসি,
ভিরাট।

হস্তাঙ্গুলী, কুঞ্চিত :—এণ্ট, *কাঞ্চ,
*মার্ক, ফস-এসি, ভিরাট।

হস্তের শীতলতা :—কাঞ্চ, সিড,
কালী-বা, নাইট-এসি।

হস্তে খল্লী :—পলস।

হস্তের উত্তপ্ততা :—নক্স।

মস্তকে, রক্তসঞ্চয় :—থুজা।

মস্তকে, গুরুত্ব :—আর্স, কষ্ট।

মস্তকে, গর্জ্জনধ্বনি :—কষ্ট।

শিরঃপীড়া :—আর্ণ, ইউপ-পার্ফো,
ফের, ষ্ট্যাট-মিউ, রস, থুজা।

ঘর্ম্মসহ শিরঃপীড়ার আরম্ভ :—
ফের।

শিরঃপীড়া ক্রমে ক্রমে উপশমিত
[:—ষ্ট্যাট-মিউ।

শিরঃপীড়া, পিপিসাদ্বারা উপ-
শমিত :—চিন-সল।

হৃৎকম্প :—সিড, মার্ক।

ক্ষুধা :—সাইমেক্স, * সিনা।

জজ্ঞায় বেদনা :—কার্ব্বো-ভে।

জঙ্ঘায় দুর্ব্বলতা :—আর্স,আইওড।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শীতলতা :—সিকেল

বাচালতা :—**পলস।

মুখশোষ :—সিড।

মুখ বিকাশিত —* ওপি।

নখের নীলবর্ণ :—*নাইট-এসি।

বিবমিষা :—*ড্রস, গ্রন, ইপি, মার্ক,
থুজা।

স্নায়বীয়তা—কফি।

গাত্রে ধূমের ন্যায় গন্ধ :—বেল।

বেদনা, অনাবৃত হইলে :—ষ্ট্রাম,
ষ্ট্রন।

বেদনা, কফি ও তামাক সেবনে
বিবর্দ্ধিত :—ইগ্নে।

বেদনা, অনুপশমিত :—ইউপ-
পার্ফো, কালী-কা, ল্যাক, মার্ক,
ষ্ট্যাট-কা, ষ্ট্যাট-মিউ, নক্স, পলস,
রস, ট্যাবাক, টিলিয়া।

বেদনা, উপশমিত :—* আর্ণ,
ব্রাই, ক্যালাড, চেলিড, * ল্যাক,
* ষ্ট্যাট-মিউ, * নক্স, সিকেল।

বেদনা, উপশমিত, শিরোবেদনা
ভিন্ন :—ইউপ-পার্ফো।

বেদনা, উপশমিত, ক্রমে ক্রমে
:—বেল, ** ষ্ট্যাট-মিউ।

বেদনা, অস্থি-বেষ্টে :—* আর্ণ।

নাড়ী, সবিরাম :—সিকেল।

নাড়ী, দুর্ব্বল :—চিন-সল, সিকেল।
শ্বাস, দ্রুত :—সিড।
অস্থিরতা :—ব্রাই, ল্যাকনা।
দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ :—ব্রাই।
পার্শ্বে, সূচীবেধ :—মার্ক।
ত্বক, জ্বালা :—মার্ক, ওপি।
ত্বক, কণ্ডুয়ন :—এপিস, কলোস, ফ্লোর-এসি, ম্যাঙ্গ, পাব, বোভ, রস। [চিন, মার্ক।
ত্বক, অল্প অল্প সিদ্ধ বস্ত্র :—কাঞ্চ,
ত্বক, টাটান :—ক্যাম্প, ক্যাম, কোন।
নিদ্রা :—আর্ণ, আর্স, বেল, কর্ব্বো-এ, চেলিড, চিন, সিক, সিনা, সাইক্লে, ইউফব, ফের, হাইওস, ইগ্নে, কালী-কা, মেজ, মিউর-এসি, নাইট-এসি, নক্স-ম, *ওপি, ফস, ফস-এসি, প্লাট, ** পডো, *পলস, ** রস, স্যাবাড, সোর, সেলেন, সলফ। [*ওপি।
নিদ্রা, গাঢ় নাকডাক বিশিষ্ট :—
নিদ্রা, অস্থির :—*সলফ।
পৃষ্ঠবংশের উপদাহ :—এগের।
পৃষ্ঠবংশের প্রচাপনে ব্যথিততা : —চিন-সল। [এগের।
পৃষ্ঠবংশের স্পর্শে অনুভবাধিক্য :
পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতা :—এগের।
ঘর্ম্মকালে লক্ষণের বৃদ্ধি :—*ফের, * ইপি, মার্ক, *ওপি।
পূর্ব্ব বিদ্যমানলক্ষণের বিরতি :—আর্স, ক্যালাড, সাইম, ইলাট, জেলস, *স্ট্যাট-মিউ, স্ট্রাম্ব, সিকেল।
পূর্ব্ব-বিদ্যমান লক্ষণের ক্রমে ক্রমে বিরতি :—**ন্যাট-মিউ।
কুন্থন :—সলফ।
পিপসা :—একন, এনাক, **আর্স, ক্যাক্ট, * সিড, ** চিন, * চিন-সল, ** কফ, কোন, ইউজেন, হিপ, আইওড, মারকিউরিয়াল, ** ন্যাট-মিউ, ফস-এসি, রস, সিকেল, * ষ্ট্রাম, টার, থুজা।
পিপাসাসহ ঘর্ম্মারম্ভ :—কফি, থুজা।
পিপাসা পরিশূন্যতা :—* এপিস, ব্যারা-কা, * ক্যাঙ্ক, * ক্যাম্প, কষ্ট, * সাইম, * সিনা, ইউপ-পার্পু, ইউফর, হেল, * ইগ্নে নক্স, * স্ট্যাম্ব, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, *ভিরেট।
পদাঙ্গুলীতে স্পর্শদ্বেষ :—**নাইট-এসি। [কফ।
দন্তবেদনা :—কার্ব্বো-ভে, চিন, *
দন্ত-বেদনা, শীতল জল মুখেধারণ করিলে উপশম পড়ে, কিন্তু;

সেই জল উষ্ণ হইলে পুনরায় উপস্থিত হয় :—ব্রাই, *কক।
কম্পন :—এপিস, আর্স, নক্স, রস।
অনাবৃত হইতে ইচ্ছা :—* একন, ক্যাল্ক, *ইউপ-পার্ফো, ফের, আই-ওড, লেড, মিউর-এসি, স্যাট-মিউ, *ওপি, স্পিজি, ষ্টাফ, ভিরাট
মূত্র, অধিক :—একন, ডলক, ফস।
মূত্র, লোহিত :—সিড। [ডলক।
মূত্র, পরিমাণে অধিক :—এন্ট-টার্ট,
মূত্র, দুগ্ধবৎ :—ফস।
মূত্র, স্বল্প :—সিড।
মূত্র, স্বচ্ছ :—ডলক।
মূত্র, ঘোলা :—* ইপি, ফস।
শীতপিত্ত :—*এপিস, * রস।
শিরার স্ফীততা :—* এগেব।
শিরোঘূর্ণন :—ল্যাকনা, অকজ-এসি।
অপরিচ্ছন্নদৃষ্টি :—ষ্ট্রাম।
বমন :—*আর্স, ক্যাল্ক, চিন, ড্রস, * ইউপ-পার্ফো, ইপি, সলফ।
বমন, তিক্ত :—* ইউপ-পার্ফো।
বমন, শীতলপানীয় পানান্তে :—* আর্স, চিন। [ক্যাল্ক।
বমন, কালে বদনের শীতলতা :—
বমন, ভুক্তদ্রব্য :—*ইউপ-পার্ফো।
বমন, নিদ্রা হইতে জাগরণ কালে :—এনাক, স্যাট-মিউ, নাইট-এসি।
দুর্ব্বলতা :—এপিস, আর্স, ব্যারা-কা, ক্যাল্ক, ফের, আইওড, মার্ক, অক্স-এসি, *ফস, পলস, সোর।
জৃম্ভণ :—কষ্ট।

ঘর্ম্মের হ্রাসপ্রাপ্তি :—

অনাবৃত বায়ুতে :—এলম, গ্রাফ।
শয্যা পরিত্যাগে :—হেপ।
আবৃত হইলে :—একন।
পানান্তে :—চিন সল।
আহারান্তে :—চিন, ক্লোর-এসি, ল্যাক, ফস।
আহার করিলে :—এনাক, কিউর।
উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য আহারান্তে :—কালি-কা, ফস, সলফ-এসি।
প্রাতে :—বোবাক্স, ল্যাকনা।
সঞ্চরণে :—* ক্যাপ্স।
নিদ্রায় :—নক্স, রুমেক্স, * স্যাম্বু।
বিচরণে :—ক্যাম, চেলিড, * পলস, * থুজা।

ঘর্ম্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি।

বায়ুতে ব্যায়ামে :—* ব্রাই, * কষ্ট, * চিন।
অনাবৃত বায়ুতে :—ব্রাই, ক্যাল্ক, *

কার্ব্বো-এ, *কষ্ট,* চিন,গোয়াজ, ইপি, রুটা, * সোর।

শয্যা পরিত্যাগে :—ল্যাক।

শয্যার :—* নাইট-এসি।

আবৃত হইলে :—* বেল, * চিন, নাইট-এসি।

পানে :—কক।

আহারে :—ব্যারা-কা, বোরাক্স, ক্যাল্ক, * কার্ব্বো-এ, * কার্ব্বো-ভে, কক, কোন, গ্রাফ, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট-মিউ, * নাইট-এসি, নক্স, ফস, সাস, সিপি, সলফ-এসি।

চক্ষু বুঝিয়া থাকিলে :—* কোন।

ব্যায়ামে :—বেল, বার্ব্ব, ব্রোম, ব্রাই, * ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, *চিন, *কক, ইউপিয়ন, * ফের, ফের-মিউ, * গ্রাফ, *হিপ, * কালী-কা, লেড, লাইকো, মার্ক, * ন্যাট-কা, ন্যাট-মিউ, ওপি, * ফস, * সোর, * ষ্টান, সলফ-এসি। (সঞ্চরণ দ্রষ্টব্য)।

মানসিক পরিশ্রমে :—হিপ, * কালী-কা, * সোর, * সিপি, * সলফ।

শয়নান্তে :—ম্যাগ্নি-সল, মেনি।

দুইপ্রহর রাত্রিরপর।—এলম,এম্ব্রা, এম-মিউ, ব্যারা-কা, ক্লিম, ড্রস, কালী-কা, ম্যাগ্নি-মিউ, নক্স, ফস, * সিলি।

প্রাতে :—এম্ব্রা, পলস।

সঞ্চরণে :—এলম, এম-মিউ, বেল, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফ, * কার্ব্বো-এ, *কষ্ট *চিন, চিন-সল, *কক, কিউর, জেলস, গ্রাফ ** হিপ, ইপি, কালী-বা, * কালী-কা, ম্যাগ্নি-কা, ** মার্ক, * ন্যাট-মিউ, * ফস, * * সিপি, *সিলি, * সলফ, সোর, ভেলের, * ভিরাট।

গৃহের অভ্যন্তরে :—ফ্লোর-এসি।

রুগ্ন পার্শ্বে :—এম্ব্রা।

উপবেশনকালে :—এনাক, *কালী-বা, রস, সিপি, ষ্টাফ।

নিদ্রাকালে :—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাম, চেলিড, চিন, ** কোন, হাইওস, * মেজ, * ফস,* থুজা।

রাত্রির প্রারম্ভে :—এম-কা, আর্স, কোন, মিউর-এসি, ট্যাবাক, থুজা, ভিরাট।

প্রথম নিদ্রায় :—ক্যাল্ক।

ধূমপানে :—কক।

প্রতিবারমলত্যাগান্তেঃ—*ভিরাট।

শ্লেষ্মা বমনান্তে :—* ভিরাট।

জাগরিত হইবামাত্র :—ক্যাম্ফ, ** স্যাম্বু, ** সিপি, * সলফ।

গৃহের উষ্ণতায় :—প্লান্ট-মেজ।

আর্দ্র ঋতুতে :—কিউর।

শীতল বাতাসে :—কিউর।

লিখিলে :—* হিপ, * কালী-কা, * সিপি, * সলফ।

ঘর্ম্মের পর ;—

শীত :—* কার্ব্বো-ভে, করণ-ফ।

কাস :—ইউপ-পার্ফো, সিলি।

অতিসার :—পলস।

ক্ষুধা :—* সিনা, ষ্টাফ।

দুষ্টক্ষুধা :—* সিনা।

উন্মাদাবেশ :—কুপ।

অবসন্নতা :—আর্স।

নিদ্রা :—নক্স-ম।

পিপাসা :—বেল, বোরাক্স, * * লাইকো, নক্স, স্তাবাড।

পিপাসা, অতিশয় :—লাইকো।

বমন :—* সিনা।

দুর্ব্বলতা :—আর্স।

বিরামকালীন লক্ষণ।

উদরের স্ফীততা :—*আর্স, চিন, গ্রাফ, ক্ষাট-মিউ, সিলি।

উদরে খল্লী :—ভিরাট।

উদরের প্রসারিততা, আহারান্তে :—কার্ব্বো,*কালী-কা, লাইকো।

উদরে বেদনা :—এন্ট-টার্ট, লেড, পলিপ, রান-ব, সলফ।

অম্লদ্রব্যে স্পৃহা :—* এন্ট, আর্ণ, আর্স, ডিজি, ইউপ-পার্ফ, কালী-বা, পলিপ, পলস, সিকেল।

শীতলবাতাসে অনুভবাধিক্য :—ব্যারা-কা, * হিপ, নক্স-ম।

একাকী থাকিতে অপারগতা :—লাইকো।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা :—চিন।

নীরক্ততা :—*আর্স, কার্ব্বো-ভে, * চিন, *ফের।

উৎকণ্ঠা :—একন, ক্যাম্ফ।

ক্ষুধা, উত্তম :—এলম, ক্যাপ্স।

ক্ষুধার অভাব :—একন,এন্ট,এপিস, আর্ণ, আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্স,কার্ব্বো, কক, চিন, কবণ-ফ, সাইক্লে, ডিজি, গ্রাফ,ইগ্নে,ইপি,কালী-কা।

শয্যায় থাকার আবশ্যকতা :—*ক্যাম্ফ।

প্রত্যেক বস্তু কাল দর্শন :—*নক্স।

জলপানে মূত্রাশয়ে বেদনা :—ক্যাম্ফ।

শরীরের প্রত্যেক স্থানে চাপদিলে বেদনা :—ব্রাই।

অস্থিতে বেদনা :—আরেণিয়া, *

আর্ণ, ব্রাই, কষ্ট, * ইউপ-পার্ফো, নক্স, রস। [লাইকো।

অন্ত্র-কুজন (পেটডাকা) :—

মাস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণ :— একন, * আর্ণ, চিন, লাইকো, * নক্স, * ওপি, ফস, সিপি, সলফ।

ব্রাণ্ডীপানের ইচ্ছা :—নক্স, পলস।

রুটীতে অরুচি :—বেল, কোন, সাইক্লে, ইগ্নে, কালী-কা, লাইকো, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স, ফস-এসি, ফস, পলস, রস।

শ্বাসে, দুর্গন্ধ :—জেলস, * পডো।

শ্বাস, বিরক্তিকর :—* পডো।

শ্বাসের দুর্গন্ধ স্বয়ং বুঝা যায় :— হিপ, পডো।

শ্বাসের হ্রস্বতা :—* ক্যাল্ক।

শ্বাসে মূত্রেরন্যায় গন্ধ :—গ্রাফ।

শ্বাসে অম্লগন্ধ :—* আর্ণিকা।

ঘৃষ্টবৎ অনুভব :—* আর্ণ।

কোলে উঠিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা :—* ক্যাম।

মস্তকে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ :— * ওপি। (মস্তিষ্কদ্রষ্টব্য)।

বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব :— আর্স, ক্যাপ্স, কার্ব্বো-ভে, কক, ইগ্নে, কালী-কা, ন্যাট-মিউ, পলস, স্যাবাড, স্যাম্বু, স্পিজি, ষ্টান, ষ্ট্রাম, সলফ, ভিরাট।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—স্যাবাড।

বক্ষঃস্থলে চাপ সহ্য হয়না :—ল্যাক

সর্ব্বদা শীত শীত অনুভব :—এনাক, *আর্স, ব্রাই ক্যাপ্স, কক, ডাফ, ডিজি, * হিপ, লেড, ন্যাট-মিউ, পলস, স্যাবাড, রাণ, সিলি, ভিরাট।

বিরাম, পরিষ্কার :—ক্যাপ্স, ড্রস, ইগ্নে, সাবাড, চিন-সল।

বিরাম, পরিষ্কার নহে :—* একন, *ক্যাল্ক, কার্ব্বো-এ, চেলিড, * সিনা, * ইউপ-পার্ফো, * জেলস, ইপি, * ন্যাট-মিউ।

কফিসেবনে অরুচি :—নক্স।

সহজে শর্দ্দীলাগে :—*ব্যারা-কা, * ক্যাল্ক, কষ্ট, ডলক, সোর।

চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ :—* ইউপ-পার্ফো, ফের, লাইকো, স্যাবাড।

টঙ্কার :—এলম, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, কষ্ট, *ক্যাম, সিনা, ডিজি, ড্রস, হাইওস, ইগ্নে, মার্ক, নক্স, * ওপি, ফস-এসি, ষ্টান, ষ্ট্রাম, ভেলার, ভিরাট।

কোষ্ঠবদ্ধ :—এলম, এনাক, এণ্ট,

*ব্রাই, ক্যাল্ক, কার্ব্বো, চিন, কক, কোন, ফের, গ্রাফ, ইগ্নে, লেড, লাইকো, ম্যাগ্নি-মিউ, * ন্যাট-মিউ, * নক্স, * ওপি, * ফস, পলিপ, সাবাড, সিলি, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, * সলফ, ভিরাট।

কাস :—এণ্ট-টার্ট, এপিস, আর্ণ, আর্স, বেল, ব্রাই, চিন, * সিনা, কক, কোন, * ড্রস, * ইউপ-পার্ফো, হিপ, হাইওস, ইগ্নে, ইপি, লাইকো, মার্ক, ন্যাট-মিউ, নক্স-ম, নক্স, ওপি, ফস, * পলস, সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, সলফ।

মুখাকৃতি, মলিন :—* আইওড, লাইকো, * ন্যাট-মিউ।

আবৃত থাকার প্রয়োজন :—*হিপ

আবৃত থাকিতে বিরক্তি :—ক্যাল্ক, * সিকেল।

অতিসার :—এণ্ট-টার্ট, এণ্ট, *আর্স, ক্যাল্ক, ক্যাল্ফ, ক্যাম, চিন, সিনা, করণ-ফ, ডিজি, ড্রস, * জেলস, ইগ্নে, ** আইওড, মার্ক, ম্যাগ্নি-কা, নাইট-এসি, নক্স, ফস, ফস-এসি, পলস, রস, স্যাবিন, সিলি, * সলফ, ভেরাট্র, ভিরাট।

অতিসার, অতি প্রত্যূষে :—*সলফ

শীতল পানীয় পানের আকাঙ্ক্ষা : —ডলক।

শোথ :—চিন, ফের, ইউপ-পার্ফো।

কর্ণ-নাদ :—* চিন।

শীর্ণতা :—আর্স, কার্ব্বো, চিন, ফের, আইওড, মার্ক, * ন্যাট-মিউ, নক্স, ওপি, ফস-এসি।

উদ্গার :—* এলম, এণ্ট-টার্ট, * আর্ণ, চিন, লাইকো, পলস, সাবাড।

অক্ষিপুট, সংযোজিত :—কালী কা

অক্ষিপুট, অৰ্দ্ধনিমীলিত :—*পডো, ষ্ট্রাম, * সলফ।

উপরের অক্ষিপুটের স্ফীততা :— এপিস, * কালী-কা।

অক্ষি-তারা প্রসারিত :—ষ্ট্রাম।

মুখমণ্ডল, স্ফীত :—* আর্স, ফের।

মুখমণ্ডল, কৰ্দ্দমবর্ণ :—* আর্স।

মুখমণ্ডল, শ্রমান্তে আরক্ত :—*ফের

মুখমণ্ডল, পাণ্ডুবর্ণ :—এনাক, *আর্স, * ক্যাল্ক, কার্ব্বো, চিন, সিনা, ডাফ, ফের, ইগ্নে, লাইকো, মেজ, নক্স, পেট্রো, ফস, পলস, *সিকেল, স্পঞ্জ, ষ্টান, সলফ, ভিরাট।

মুখমণ্ডল, পীতবর্ণ :—*আর্ণ, *আর্স, ক্যাপ্স, চিন, * ইউপ-পার্ফো, ফের, *ন্যাট-মিউ, *নক্স, পেট্রো, রস, সিপি।

মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ চিহ্ন :—ফের।

মূৰ্চ্ছা :—আর্ণ, *আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক,

কার্ব্বো, কষ্ট, চিন, সিনা, কক, কোন, ডিজি, ইগ্নে, ইপি, লাই-কো, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স, ওপি, পলস, ভিরাট, সাবাড, সলফ।

রসাদ্রব্যে অরুচি :—কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, হেল, হিপ, ন্যাট-মিউ, পেট্রো, পলস, সিকেল।

রসাদ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা :—নাইট-এসি, নক্স।

পদের শীতলতা:—কার্ব্বো ভে, গ্রাফ, হাইওস, লাইকো, রস, সিপি, সিলি।

পদের আর্দ্রতা :—* ক্যাল্ক।

পদের গুরুতা :—ক্যাম্ব।

পদের স্ফীততা :—ব্রাই, ক্যাপ্স, কষ্ট, চিন, ফের, লাইকো, নক্স, পলস, সিপি, সিলি। [পলিপ।

উদরাধ্মান:—**কালী-কা, লাইকো,

আহারে অরুচি :—*এণ্ট, আর্স, ইপি, কালী-কা।

শীতল আহারে স্পৃহা :—ভিরাট।

সরস দ্রব্য আহারে স্পৃহা :—ফস-এসি, ভিরাট।

নানাবিধ আহারে স্পৃহা :—ব্রাই।

তরল আহারে স্পৃহা :—ষ্টাফ।

অত্যল্প আহারে পরিতৃপ্তি :—লাইকো।

আহারে স্বাদশূন্যতা :—এণ্ট-টার্ট, ক্যাম্ব, * ড্রস, প্লাণ্ট-মেজ, সিলি।

রন্ধন করা ও উষ্ণ আহারে অরুচি :—পেট্রো, সিকেল।

ফলে স্পৃহা :—এলম, * ফস-এসি, ভিরাট।

বরফে স্পৃহা :—ইউপ-পার্ফো।

আমাশয়িক লক্ষণ :—*এণ্ট, এণ্ট-টার্ট, ব্রাই, *কার্ব্বো, ড্রস, ইপি, পলস।

আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য :—একন, * এণ্ট, এণ্ট-টার্ট, বেল, ব্রাই, *কার্ব্বো-ভে, ক্যাম, কফি, ডিজি, ইগ্নে, ইপি, *নক্স, পলস, রস।

গ্রন্থির পীড়া :—* ব্যারা-কা, বেল, * ক্যাল্ক, সিনা, কক, কোন, স্পঞ্জ, ষ্টাফ, * সলফ।

দন্ত-মূল, স্পর্শে রক্তস্রাব :—ষ্টাফ।

দন্তমূল, ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব :—সাইম।

দন্তমূল, শীতাদবৎ অবস্থা :—* নাইট-এসি।

দন্তমূল, সান্তর :—ষ্ট্যাফ।

দন্তমূল, শুভ্র :—ষ্ট্যাফ।

মস্তকের শিখরদেশে জ্বালাকর উত্তাপ :—সলফ। [:—চিন।

মস্তকের শিখরদেশে অশিথিলতা

মস্তক-বেদনা :—আর্ণ, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাল্প, কার্ব্বো-ভে, চিন, কক, ড্রস, ফের, জেলস, ইগ্নে, মেজ, * ন্যাট-মিউ, * নক্স, * ওপি, ফস-এসি, পলিপ, পলস, রস, সিপি, স্পঞ্জ, ষ্টান, ভেলের।

হৃৎকম্প :—একন, চিন, ইগ্নে, ল্যাক, মার্ক, *ন্যাট-মিউ, সিপি, স্পিজি, সলফ, ভিরাট। [মিউ।

হৃদ্‌স্পন্দনে শরীর নড়ে :—*ন্যাট-

উত্তাপে অপ্রবৃত্তি :—সিকেল।

নিদ্রাবস্থায় উত্তাপ :—* স্যাম্বু।

ক্ষুধা :—এন্ট, আর্ণ, ব্যারা-কা, * কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভে, * সিনা, চিন, ডিজি, গ্রাফ, ইগ্নে, * আই-ওড, লাইকো, * মেনি, নক্স, পেট্রো, রস, সিপি, ষ্টাফ, ষ্টাণ, সলফ, ভিরাট।

ক্ষুধা, অথচ খাইতে পারা যায় না :—ব্যারা-কা, ইগ্নে।

ক্ষুধা, কিন্তু আহারে শান্তি জন্মে না :—এন্ট।

দক্ষিণ কুক্ষিতে স্পর্শ-দ্বেষ :—* ইউপ-পার্ফো, *কালী-কা, *নক্স।

উগ্রতা :—একন, * এনাক, বেল, ব্রাই, * ক্যাম, চিন, সিনা, কফ, জেলস, ইগ্নে, মার্ক, * নক্স, পলস, সিলি, ভেলের।

সন্ধিস্থলে বেদনা :—এপিস, আর্ণ, আর্স, ব্রাই, কষ্ট, ক্যাম, চিন, কক, ইগ্নে, ইপি, ফস-এসি, * পডো, পলস, রস, স্যাবিন, সলফ।

সন্ধিস্থলে স্পর্শ-দ্বেষ :—এপিস।

ভগাধরে ক্ষত :—* ন্যাট-মিউ।

শ্বেতপ্রদর, কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ :—* কার্ব্বো-এ।

উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিরক্তি :—নক্স।

অঙ্গে খল্লী :—ভিরাট।

অঙ্গে বেদনা :—ক্যাল্ক, ক্যাম্প, কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, চিন, ড্রস, * ইউপ-পার্ফো, গ্রাফ, লাইকো, নাইট-এসি, ন্যাট-মিউ, নক্স, পলস, স্যাবিন। [ক্যাম্ব।

অঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ আড়ষ্ঠতা :—

অঙ্গের স্পর্শ-দ্বেষ :—এপিস।

অঙ্গের দুর্ব্বলতা :—ব্যারা-কা, নক্স।

ওষ্ঠে জ্বালা :—এপিস।

ওষ্ঠ বিদারিত :—গ্রাফ, ইগ্নে।

ওষ্ঠ শুষ্ক :—ব্রাই, * কোন, ইগ্নে, * নক্স-ম, রস।

ওষ্ঠে উদ্ভেদ :—ইগ্নে, ** ন্যাট-মিউ, ** নক্স, রস।

যকৃতে বেদনা :—আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাম, ডলক, চেলিড, চিন, * কালী-কা, লাইকো, মার্ক, *ন্যাট-মিউ, *নক্স, পলিপ, পডো, পলস।

মক্কতের স্ফীতভা :—চিন।

মাংসে অরুচি :—এলম, * আর্ণ, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভে, ক্যাম, ডাফ, ফের, গ্রাফ, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নাইট-এসি, ওপি, পেট্রো. পলস, :রস, স্যাবাড, সিকেল, সিপি, সিলি, সলফ।

মাংসে স্পৃহা :—* ম্যাগ্নি-কা, ** মেনি।

রজঃ, বিলোপ :—আর্স, ক্যাল্ক, ক্যাম, চিন, কোন, ফের, গ্রাফ, কালী-কা, লাইকো, মার্ক, নক্স পলস, সিপি, সিলি, সলফ।

রক্তঃ, অতি সত্বর প্রত্যাবৃত্ত :—এ-কন, এলম, আরেণ, আর্স, ব্যারা-কা, বেল, ব্রাই, *ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভে, ক্যাম, কক, ফের, হাইওস, ইগ্নে, কালী-কা, লেড, লাইকো, মার্ক, নক্স, পেট্রো, ফস, রস, স্যাবিন, সিপি, স্পঞ্জ, ষ্টাফ, সলফ, ভিরাট।

রজঃ,অতি বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত :—বেল, কষ্ট, চিন. কোন, ফের, গ্রাফ, হাইওস,ইগ্নে, ইপি, কালী-কা, লাইকো, ম্যাগ-মিউ, পলস, স্যাবাড, সিলি, সলফ।

রজঃ, অতি প্রভূত :—একন, আ-রেণ, আর্স, ব্যারা-কা, বেল, * ক্যাল্ক, ক্যাম, চিন, সিনা, ফের, হাইওস, ইগ্নে, ইপি, লেড, লা-ইকো, মার্ক, ম্যাগ-মিউ, নক্স, ওপি, ফস, স্যাবিন, সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, ষ্ট্রাম, সলফ।

রজঃ, অতি অল্প :—এলম, কোন গ্রাফ, লাইকো, ম্যাগ-মিউ, ফস, * পলস, স্যাবাড, সিলি, সলফ, ভিরাট।

দুগ্ধে অরুচি :—পলস।

দুগ্ধে স্পৃহা :—এপিস, চেলিড।

মুখের কোণে ছেদ :—ইগ্নে, ** ম্যাগ-মিউ, ** নক্স, রস।

মুখের কোণে স্পর্শ-দ্বেষ ও ক্ষতঃ-নাইট-এসি।

মুখ ধুইবার ইচ্ছাঃ—** নক্স,থুজা।

মুখের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর পাণ্ডুবর্ণ :—*ইউপ-পার্ফো, * ফের।

মুখের অবদরণ :—কার্ব্বো-এ।

পেশীঘৃষ্টবৎ অনুভবঃ—কার্ব্বো-এ।

বিবমিষা :—এন্ট-টার্ট, এন্ট, আর্ণ, আর্স, ক্যাপ্স, ড্রস, ইউপ-পার্ফো, গ্রাফ, হিপ, হাইওস, ইপি, * নক্স, রস; সাবাড, সিলি।

গ্রীবার পৃষ্ঠে বেদনা :—ফের।

স্নায়বীয়তা :—সিড, * ক্যাল্ক, চিন, কফ, * জেলস, ইগ্নে, নক্স, পলস,

রস, ভেরেব। [মিউ।

নৈশঘর্ম্ম :—* চিন, কালী-কা, স্যাট-

জলপূর্ণ স্ফীততা :—এপিস, চিন, ফের, ইউপ-পার্ফো।

তালু ঝলসানবৎ অনুভব:—সাইম।

ঘর্ম্ম :—আর্স, চিন, ল্যাক, সলফ।

আচার ভক্ষণের স্পৃহা :—*এণ্ট।

নাড়ী, নড়িলে চড়িলে বিবর্দ্ধিত গ.ত :—এণ্ট-টার্ট, * ডিজি, জেলস।

নাড়ী, পূর্ণ :—একন, বেল, ব্রাই, ডিজি, ফের, জেলস, হাইওস, ল্যাক, ওপি, ষ্ট্রাম।

নাড়ী, দ্রুত, পরে মৃদু :—এণ্ট।

নাড়ী, মৃদু :—চেলিড, চিন, * ডিজি, সিকেল, * ভিরাট।

নাড়ী, তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম স্পন্দন বিরামশীল :—*ডিজি

নাড়ী, সূত্রবৎসূক্ষ্ম :—একন, জেলস, ল্যাক।

নাড়ী, দুর্ব্বল :—* একন, আর্স, * কার্বো-ভে, চিন, * কুপ, ফের, জেলস, * গোয়াজ, ল্যাক, * লরো, * ওপি, * সিলি, *ষ্ট্রামো, * ভিরাট।

বিরাম, ঈষৎ :—* ইউপ-পার্ফো। (অস্পষ্ট দ্রষ্টব্য)।

অস্থিরতা :—এপিস, সিড, আইওড, রস

বাত :—* একন, এণ্ট-টার্ট, আর্ণ, *বেল, *ব্রাই, কার্ব্বো-ভে, * কষ্ট, ক্যাম, নক্স, * পলস, * রস, থুজা, ভেরাব, ভিরাট।

লালা, তীব্র :—নাইট-এসি।

লালা, তিক্ত :—চেলিড।

লালা, রক্তাক্ত :—জেলস।

লালা, লবণাক্ত :—এণ্ট, আইওড।

লালা, আঠাআঠা :—* নক্স-ম।

লালা, প্রভূত :—ইপি, পডো।

লালা, অম্ল :—ইগ্নে। [বা।

লালা, সূত্রবৎ :—কোন, * কালী-

লালাস্রাব :—আইওড, পডো।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্ন কোণের নীচে বেদনা :—চেলিড।

ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে উপশমানুভব :—* ব্রাই।

বাম পার্শ্বে বেদনা :—এপিস।

দীর্ঘ শ্বাসত্যাগ :—ভিরাট।

নিমগ্নতা (সিংকিং) :—* ক্যাম্ফ, * কার্ব্বো।

ত্বক, নীলবর্ণ :—* ভিরাট।

ত্বক, কণ্ডূয়ন :—হিপার, ইগ্নে, রস।

ত্বক, পীতবর্ণ :—একন, আর্ণ, আর্স, বেল, ক্যাম, চিন, ডিজি, *ইউপ-

পার্ব্বো, ফেব,* স্যাট-মিউ, *নক্স, পলিপ, পলস, রস, সলফ।

নিদ্রা, স্বপ্নসংযুক্ত :—একন, ইগ্নে, ষ্ট্রাম।

নিদ্রা, অস্থির :—একন, এপিস, সিনা, ফেব, ইগ্নে, বস, ষ্ট্রাম।

নিদ্রা, নাক-ডাকা সংযুক্ত :—ইগ্নে. * ওপি।

নিদ্রালুতা :—একন. আর্ণ,বেল,ব্রাই, ক্যাল্ক, কার্ব্বো, হাইওস, মার্ক, ওপি, সাবাড, স্পাজি, ষ্টাণ, ষ্ট্রাম, সলফ, ভেলেব।

নিদ্রাহীনতা :—আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ব্বো, চিন, সিনা, কফ, হাইওস, ইপি, লেড, মার্ক, স্যাট-মিউ, নাইট-এসি, ওপি, পলস, রাণ-ব, রস, সিলি, স্পিঞ্জি।

তন্দ্রালুতা :—এণ্ট-টার্ট,বেল, ক্যান, কক, হাইওস, *ওপি, পলস,বস।

অম্লদ্রব্যে অরুচি :—কক।

অম্লদ্রব্যে স্পৃহা :—আর্ণ, আর্স, কক, ডিজি, ইউপ-পার্পু, কালীবা, পলিপ, পলস, সিকেল।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ :—* এগার, * জিঙ্ক।

প্লীহা, বিবর্দ্ধিত : —আরেণিয়া,আর্স, বেল, চিন, ফের, * আইওড, মার্ক, মেজ, নাইট-এসি, পলস।

প্লীহা প্রদেশে বেদনা :—এপিস, আর্স, চেলিড, চিন, ফের, *স্যাট-মিউ, ** নক্স, টার।

নিষ্ঠীবন, রক্তাক্ত :—নক্স ম।

আমাশয়ের খল্লী :—ভিরাট।

আমাশয়ের প্রসারণ :—নক্স,সাবাড

আমাশয়ে পূর্ণতানুভব :—লাইকো, * স্যাট-মিউ, রস।

আমাশয়ে বেদনা :—একন, আর্ণ, আর্স, ক্যাল্ক, কষ্ট, * চেলিড, কক, কোন, ফেব, ইগ্নে, লাইকো, স্যাট-মিউ, নক্স, পলস, রস, সাবাড, সিপি, সিলি, ষ্টাণ, ভিরাট। [রস।

আমাশয় প্রদেশে চাপ :—এণ্ট,

আমাশয়ে আক্ষেপ :—আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ব্বো, ক্যাম, কক, ফের, ইগ্নে, স্যাট-মিউ, নক্স,পলস, সিলি, ষ্টান, সলফ, ভেলের, ভিরাট।

ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলকর :—* চিন।

ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলকর নয় :—* স্যাম্বু।

ঘর্ম্ম, জাগ্রতাবস্থায় অধিক :— * স্যাম্বু। [ভিরাট।

ঘর্ম্মস্রাব :—* চিন, * স্যাম্বু, সিলি,

স্বাদ, তীব্র :—চিন।

স্বাদ, তিক্ত :—এণ্ট, আরেণ, *আর্ণ,

আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক, কার্ব্বো, ক্যাম, চেলিড, * চিন, চিন-সল, কোন, ড্রস, ডলক, ইউপ-পার্ফো, ফের, জেলস, গ্রাফ, হিপ, ইপি, ল্যাক, লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, মার্ক, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, * নক্স, ফস-এসি, পলিপ, সোর, পলস, রস, স্যাবিন, ষ্টাফ, সলফ, থুজা।

স্বাদ, তিক্ত, ধূমপানান্তে :—এনাক, পলস।

স্বাদ, তিক্ত, জল ব্যতীত, অন্যান্য দ্রব্যের :—একন।

স্বাদ, তিক্ত-মিষ্ট :—মেনি।

স্বাদ, তিক্ত, তামাকের :—কক, পলস।

স্বাদ, তাঁবাটে :—কালী-বা।

স্বাদ, বসাবৎ :—লাইকো।

স্বাদ, লবণাক্ত মৎস্যের ন্যায় :—এনাক।

স্বাদ, লোহার ন্যায় :—সাইম।

স্বাদ ধাতব:-কক, মার্ক, নক্স, পলিপ, রস।

স্বাদ, পচা তৈলের ন্যায় :—ইপি।

স্বাদ, পচা :—*আর্ণ, বেল, ক্যাপ্স, ক্যাম, ফেব, গ্রাফ, হিপ, হাইওস, মার্ক, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, * নক্স, পেট্রো, * পডো, প্লান্ট, রস, সিলি, সোর, ষ্টাফ।

স্বাদ, লবণাক্ত :—আর্স, কার্ব্বো, চিন, মার্ক, ন্যাট-মিউ, সিপি।

স্বাদ, সাবানের ন্যায় :—ক্যাল্ক।

স্বাদ, অম্ল :—ক্যাল্ক, ক্যাপ্স, ক্যাম, গ্রাফ, ইগ্নে, আইওড, ল্যাক, * লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, * নক্স, পেট্রো, ফস, পডো, সিপি, থুজা।

প্রার্থিতবস্তু দিলে দূর করিয়া দেওয়া :—* ক্যাম।

পিপাসা :—ক্যাল্ক, চিন, সিক, সাইম, * ডলক, সলফ, ভিরাট।

গলায়, ক্ষতপ্রবণতা :—*ব্যারা-কা।

তামাকে অরুচি :—এলম, আর্ণ, বেল, ক্যাল্ক, চিন, ডাফ, ইগ্নে, লেড, ন্যাট-মিউ, নক্স, ফস, রস, সিপি, স্পিজি, ষ্টাণ।

তামাকের স্বাদহীনতা:—এন্ট-টার্ট।

জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণ :—ইলাপস।

জিহ্বার রক্তস্রাব :—কিউর।

জিহ্বায় ফোস্কা :—ক্যাপ্স, কার্ব্বো-এ, ক্যাম, * ন্যাট-মিউ, থুজা।

জিহ্বার বিস্তীর্ণতা ও প্রান্তভাগের বিদীর্ণতা :—কালী-বা।

জিহ্বা, কপিশবর্ণ :—আর্স, ইলাট,

হাইওস, আইওড, লাইকো, ফস, ভিরাট।

জিহ্বার মধ্যস্থল কপিশবর্ণ, প্রান্তভাগ শুভ্র :—আইওড।

জিহ্বার মধ্যভাগে কপিশবর্ণ রেখা :—আর্ণ, ইউপ-পার্ফো, আইওড, ল্যাক, ফস।

জিহ্বায় জ্বালা :—কার্বো-এ, সাইস।

জিহ্বায় দগ্ধবৎ অনুভব :—সোর।

জিহ্বা দন্তের পশ্চাতে আটকিয়া যায় :—ল্যাক।

জিহ্বা পরিষ্কার :—এলম, এপিস, ক্যাক্ট, কষ্ট, চিন-সল, *+ সিনা, ডিজি, ড্রস, ইলাপ্স, জেলস, ইগ্নে, ইপি, লাইকো, ম্যাগ্ন-কা, পলস, সিকেল, ষ্ট্রাম, সলফ, * থুজা।

জিহ্বা গাঢ় লেপাবৃত :—* এন্ট, আর্ণ, ব্যাপ্‌-কা, ব্রাই, ক্যান্থ, চেলিড, চিন, আইওড, কালী-বা, মেজ, * নক্স, ফস, পলিপ।

জিহ্বা শীতল :—* ক্যাম্ফ, কার্বো-ভে, * ভিরাট।

জিহ্বা আকুঞ্চিত :—কার্বো-ভে।

জিহ্বা বিদারিত :—কিউব, লাইকো।

জিহ্বা শুষ্ক :—আর্ণ, * বেল ক্যাল্ক, কার্বো-ভে, কষ্ট, ডলক, লাইকো, ন্যাট-মিউ, + নক্স-ম, পডো, পলস, ষ্ট্রাম।

জিহ্বা, শুষ্ক, পৃষ্ঠভাগে :—হিপার।

জিহ্বা, শুষ্ক, প্রান্তভাগে :—কক

জিহ্বার প্রান্তভাগ আরক্ত :— ** এন্ট-টার্ট, বেল, ক্যান্থ, জেলস, ফস, সিকেল, * ভিরাট।

জিহ্বার প্রান্তভাগ আরক্ত, মধ্যভাগ শুভ্র :—বেল। [ভে।

জিহ্বা অল্প অল্প ফাটা :—কার্বো-

জিহ্বা, মলাবৃত ও মধ্যভাগের নিম্ন হইতে লাল রেখাঙ্কিত :—* আর্স।

জিহ্বায় চুল থাকার ন্যায় অনুভব :—* সিলি।

জিহ্বা কণ্ডুয়ন :—সিড।

জিহ্বা বৃহত্তর :—পলস, ষ্ট্রামো।

জিহ্বা, সীস-বর্ণ :—+ কার্বো-ভে।

জিহ্বা, চিত্রবিচিত্র :—ল্যাক, ন্যাট-মিউ, * টার।

জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত :—* পলস।

জিহ্বায়, পীতাভ শ্লেষ্মা :—ক্যাম্ফ।

জিহ্বায় বেদনা :—কোন, গ্রাফ, হিপ।

জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ :—* ইউপ-পার্ফো, ফেব, ইপি, কালী-কা, * সিকেল।

জিহ্বা-কণ্টক সমুন্নত :—এরুন, *

এন্ট-টার্ট, বেল, মেজ, নক্স-ম।

জিহ্বা-কণ্টক আরক্ত :—*একন, এপিস, বেল, মেজ, নক্স, ষ্ট্রাম।

জিহ্বা বাহির করিতে পারা যায় না :—এপিস, ল্যাক, ষ্ট্রাম।

জিহ্বা, আকম্পিত :—*ওপি।

জিহ্বা, অবদীর্ণ :—* এপিস।

জিহ্বা, লোহিত :—*এণ্ট-টার্ট, * এপিস, *বেল, কিউব, ইলাপ্স, হাইওস, লাইকো, সলফ,*থুজা।

জিহ্বা লোহিত ও শুভ্র রেখা যুক্ত —** এণ্ট-টার্ট।

জিহ্বা-কেন্দ্রে লোহিত রেখা :—ফস-এসি।

জিহ্বা, খরস্পর্শ :—এনাক।

জিহ্বার মধ্যভাগে লালা :—সাইম।

জিহ্বায স্পর্শ-দ্বেষ :—* এপিস, ট্যাবাক।

জিহ্বায মলিন, আবক্ত, অনুভবাধিক বিশিষ্ট চিহ্নঃ—টাব।

জিহ্বা, আড়ষ্ট :—কোন, ডলক, লাইকো।

জিহ্বা, লঙ্কামরিচের গুড়িকা বিক্ষিপ্তবৎ :—একন, এণ্ট-টার্ট, এপিস, * বেল।

জিহ্বার স্ফীততা :—ডলক, সিক, ইলাপ্স, * থুজা, ভিরাট।

জিহ্বার অগ্রভাগ নীলবর্ণ :—স্যাবাড।

জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ :—আর্স, ল্যাক, নক্স, পলিপ, *রস,ভিরাট, সিকেল। [সকেল, সোর।

জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক :—*রস,

জিহ্বার অগ্রভাগে স্পর্শ-দ্বেষ :—*হিপ, কালী-কা, *থুজা,স্যাবাড

জিহ্বার অগ্রভাগে ত্রিভুজাকার চিহ্ন :—*রস।

জিহ্বা, দন্তের চিহ্নে চিহ্নিত :—চেলিড, * মার্ক, * পডো।

জিহ্বা, বিকম্পিত :—ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, ল্যাক, লাইকো, * ওপি।

জিহ্বায় ক্ষত :—ক্যাপ্স।

জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোস্কা কষ্ট, লাইকো, সিপি, থুজা।

জিহ্বা, শুভ্র :—এনাক, ** এণ্ট, আর্ণ, আর্স, ব্যারা কা, ক্যাল্ক, কার্ব্বো. চেলিড, চিন, সিনা, কক, ডিজি, ইউপ-পার্ফো, ফের, গ্রাফ, ইপি, কালী-কা, ল্যাক, ম্যাগ্নি-কা, মেজ, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স-ম, নক্স, ফস, প্লাণ্ট, পডো, পলিপ, * পলস, বস, সাবাড, সারাক, সিপি, সোর, সলফ, ষ্টাফ, ষ্ট্রাম, ভিরাট।

জিহ্বা, শুভ্র কেন্দ্রস্থলে, মলিন রেখা পার্শ্বদ্বয়ে :—পেট্রো। [টার্ট।

জিহ্বা, দুগ্ধবৎ শুভ্র :—** এণ্ট-

জিহ্বা, শুভ্র পার্শ্বদ্বয়ে, লাল মধ্যভাগে :—ক্যাম।

জিহ্বা, কেন্দ্রস্থানে শুভ্র বা পীতবর্ণ, প্রান্তভাগে পাণ্ডুবর্ণ :—চিন-সল।

জিহ্বা; কেন্দ্রস্থানে শুভ্র বা পীত বর্ণ; প্রান্তভাগে লোহিতবর্ণ :—চেলিড, জেলস।

জিহ্বা পীতবর্ণ :—আর্ণ, আর্স, বোভ, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো, সিড, ক্যাম, চেলিড, চিন, ইউপ-পার্ফো, ফের, জেলস, ইপি,কালী-বা, ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি,*নক্স, ওপি, * পডো, পলিপ, *পলস সিকেল, সলফ, সোর।

তালুমূলের কঠিনতা :—*ব্যারা-কা

মূত্রযন্ত্রের উপদাহ :—ক্যান্থ।

মূত্রস্রাবে কষ্ট :—*ক্যান্থ।

মূত্রস্রাব, বারংবার :—ক্যান্থ,ক্যাম, *ইউপ-পার্পু, ফস-এসি, প্লাণ্ট।

মূত্রস্রাব, বারংবার রাত্রিতে :—*ফস-এসি। [পার্পু।

মূত্রস্রাবে বেদনা :—ক্যান্থ, ইউপ-

মূত্রস্রাব, প্রভৃত :—ক্যান্থ, * ইউপ-পার্পু, *ফস-এসি।

মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ :—ক্যান্থ।

মূত্র, কপিশবর্ণ :—ক্যাম্ফ, সাইম।

মূত্র, বসাময় :—চিন-সল।

মূত্র, হরিদ্বর্ণ :—ক্যাম্ফ, প্লাণ্ট।

মূত্র, পাণ্ডুবর্ণ :—ক্যাম, * ইউপ-পার্পু, থুজা, * ফস এসি।

মূত্র, লোহিতবর্ণ :—ব্রাই, ক্যাম্ফ, *লাইকো, নক্স। [কা।

মূত্র,লোহিত ও পীতবর্ণ :—কালী-

মূত্র, পীতাভ :—ক্যাম্ফ।

মূত্র, ঘোলা :—এণ্ট-টার্ট, ক্যাম, চিন, সিনা, ডলক, গ্রাফ, ইপি,* লাইকো, মার্ক, *ন্যাট-মিউ ** নাইট-এসি। [নক্স।

মূত্র, দুর্গন্ধময় :—* নাইট-এসি,

মূত্র, স্বল্প :—* এপিস, ব্রাই, চিন, লাইকো, ন্যাট-মিউ।

মূত্র, বিলুপ্ত :—ষ্ট্রাম।

মূত্র, উত্তপ্ত :—সাইম *

মূত্র, কিয়ৎকালপরে দুগ্ধাকার ধারণ :—সিনা।

মূত্রে,ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ :—চিন, চিন-সল, *লাইকো,* ন্যাট-মিউ।

মূত্রে, শুভ্রবর্ণ অধঃক্ষেপ (তলানি) :—গ্রাফ।

মূত্রে, অশ্বমূত্রের ন্যায় গন্ধ :—* নাইট-এসি।

শীতপিত্ত :—*এপিস, *হিপার, *রস।

ধীরেধীরে হাঁটিতে ইচ্ছা:—*ফের।

উদ্ভিজ্জ আহারে স্পৃহা :—এলম।

শিরার স্ফীততা :—ফের।

শিরোঘূর্ণন :—একন, আর্ণ, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, কষ্ট, ক্যাম, কক, কোন, ডাফ, * ইউপ-পার্পু; ফের, হাইওস, লাইকো, নাইট-এসি, নক্স, ওপি, পেট্রো, ফস, পলিপ, পলস, রাণ-ব, সিপি, সিলি।

শিরোঘূর্ণন, বামদিকে পতনানুভব সহ :—* ইউপ-পার্পু।

বমন :—এন্ট, এন্ট-টার্ট, চিন, সিনা, * ইউপ-পার্ফো, * ফের, হাইওস, ইপি, * লাইকো, মার্ক, নক্স, সিপি, সিলি, ভিরাট।

বমন, তিক্ত :—চিন।

বমন, পিত্ত :—আর্স, *ইউপ-পার্ফো, ইপি, মার্ক, নক্স, ভিরাট, ষ্ট্রাম।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—আর্স, ক্যাম, * ইউপ-পার্ফো, * ফের, ইপি, নক্স, পলস।

বমন, শ্লেষ্মা :—মার্ক, নক্স, *পলস।

বমন, অম্ল :—* লাইকো।

দুর্ব্বলতা :—একন, * এলম, এপিস, আর্ণ, * আর্স, ব্যারা-কা, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, * কার্ব্বো-এ, * কার্ব্বো-ভে, সিড, * চিন, চিন-সল, ডিজি, ইউপ-পার্পু, * ফের, * জেলস, ইগ্নে, আইওড, ইপি, লাইকো, * ন্যাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স, পলিপ, ভিরাট, সলফ।

বিলাপ-প্রবৃত্তি :—সিনা, নক্স।

কৃমির লক্ষণ :—সিনা।

সন্নিপাত জ্বর।

অক্ষি, নিমগ্ন, ও পাণ্ডুর প্রান্তপরিবেষ্টিত : আর্স, ভিরাট।
" প্রমত্ত ও প্রদীপ্ত : বেল, ওপি।
" অলস ও দীপ্তিশূন্য: কার্ব্বো-ভেজি।
" তির্য্যগ্ দৃষ্টি : হাইওস।
" দৃষ্টি-ক্ষীণতা: হাইওস, ষ্ট্রাম, জিঙ্ক।

অঙ্গে, বেদনা : ক্যাম্ফ, রস।
" পক্ষাঘাতবৎ অনুভব : কক, রস।
" আক্ষেপিক সঞ্চালন : বেল, হাইওস, ইগ্নে, মস্ক, * জিঙ্ক।

অবসন্নতা, অত্যন্ত : এপিস, আর্স, ব্রাই, (মার্ক), ফস, *ফস-এসি, রস।

অবস্থিতি, ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত : আর্ণ, ব্রাই।
" অস্থিরতা : ব্রাই, ষ্ট্রাম, রস।
" শয্যার নিম্নভাগে সরিয়া যাওয়া : এপিস, মিউর এসি, জিঙ্ক।

আমাশয়িক উপসর্গ, বিবমিষা, বমন : আর্স, * ব্রাই, হাইওস, ভিরাট।
" আমাশয়-গহ্বরে বেদনা : আর্স, * ব্রাই, রস, ভিরাট।

উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, ও পলায়নপ্রবৃত্তি : আর্স, * বেল, ব্রাই, * হাইওস, মার্ক, ষ্ট্রাম।

উদর, বেদনা : আর্স, * মার্ক, ফস-এসি, রস, ভিরাট।
" কূজন (ডাকা) : আর্স, *কার্ব্বো-ভেজি, * ফস, * ফস-এসি, রস, টেবেব।

উদরাময় : এপিস, আর্স, (ব্রাই), কার্ব্বো-ভেজি, ইপিকাক, ফস-এসি, রস।
" অনৈচ্ছিক : এপিস, * আর্ণ, আর্স, কার্ব্বো-ভেজি, ফস-এসি, রস, জিঙ্ক। [এসি, রস।
" রক্তময়: মিউর-এসি, ফস, নাইট-
" পূষময় (অন্ত্রে ক্ষত) : এপিস, আর্স, কার্ব্বো-ভেজি, * নাইট-এসি, ফস, রস, সলফ।
" দুরিত : এপিস, আর্স, কার্ব্বো-ভেজি, ফস।

ওষ্ঠ, কৃষ্ণ, কপিশ, বা বিদারিত : আর্স, ল্যাক, ফস-এসি, জিঙ্ক।

ঔদাস্য, সম্পূর্ণ : এপিস, * আর্স * কার্ব্বো-ভেজি, কক, হাইওস, ওপি, ফস-এসি, ষ্ট্রাম। [ভির।

কর্ণ, বধিরতা : আর্ণ, ফস, ফস-এসি,
" শ্রুতিশক্তির স্বল্পতা : ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজি, ফস-এসি, রস।

শ্রুতিশক্তির আতিশয্য : ব্রাই।
কর্ণ-মূলপ্রদাহ : একন, বেল, ক্যালক-কার্ব্ব।

কথা, বলিতে অপ্রবৃত্তি : ফস-এসি।
" বলিতে অশক্তি : এপিস।

কাস, আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় : ইপিক,সলফ। [লাইকো, ব্রাই।

কোপনতা ও বিবাদপ্রবণতা : বেল

কোষ্ঠবদ্ধ : এপিস, * ব্রাই, কক।

জিহ্বা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত : হাইওস, মিউর-এসি।
" শুষ্ক : আর্স, * রস, মিউর-এসি।
" গাঢ়লেপাবৃত : ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজি, বস।
" প্রায় পরিচ্ছন্ন : ককিউ।
" উপক্ষত সংযুক্ত : মিউর-এসি,সলফ

তালুমূলপ্রদাহ, মলিন আরক্ততা : একন, বেল।
" পাণ্ডুর আরক্ততা ও তালুমূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রক্ষত : ব্রাই।

নাসিকা, রক্তস্রাব : ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজি, হেমে, ফস-এসি ; মার্ক (রাত্রিতে)।
" রন্ধ্রে কাল মামড়ি : হাইওস,জিঙ্ক।

নিদ্রালুতা, এপিস, আর্স, কার্ব্বো-ভেজি, কক, ল্যাক, ওপি।

পীড়কা, আশঙ্কিত : ব্রাই, ক্যাল্ক, লাইকো।

" লোহিত : ফস-এসি, রস, ষ্ট্রাম।
" শুভ্র : এপিস, ব্রাই, মিউর-এসি, ভেলার।
" নীলাভ : কার্ব্বো-ভেজি, ভিরাট।
" বার্ত্তাকুবর্ণ, কালশিরা : আর্স,ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজি, ফস-এসি, জিঙ্ক।

পেরিটোনাইটিস : আর্স, বেল, কার্ব্বো-ভেজি, ইপি, ওপি।

প্রলাপ, প্রচণ্ড : বেল, ওপি, ষ্ট্রাম।
" অবাস্তব বস্তু দর্শন : বেল, হাইওস, বস।

প্লীহা, স্ফীত : আর্স, * ককিউ, * ফস-এসি, রস।

ফুসফুসের, রোগ : এপিস, আর্স, * ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজি, ইপি, ল্যাক, মক্স, নাইট-এসি, * ফস, * রস, সেনেগা।
" যকৃতের আকৃতি ধারণ : ল্যাক, নাইট-এসি, * ফস, রস।
" কাস, নিষ্ঠীবন সংযুক্ত : আর্স, ল্যাক, ফস, রস, সেনেগা।
" রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন : ল্যাক, ফস,রস।
" শোথ : কার্ব্বো-ভেজি, এন্ট-টার্ট।

বিষাদ, ও যাতনা : বেল, পলস।

মুখমণ্ডল, আরক্ত : বেল, নক্স-ভম, ওপি, রস।
" পাণ্ডুর ও নিমগ্ন : আর্স, ফস-এসি, ভিরাট, জিঙ্ক।

মূত্র, অণ্ডলালময় : ফস-এসি, রুস।
" কপিশ-আরক্ত: ব্রাই, ভিরাট।
" জলবৎ : ব্রাই, মিউর-এসি।
" অনৈচ্ছিক : এপিস, আর্ণ, আর্স।
যকৃদ্রোগ : মার্ক।
রক্তস্রাব, অন্ত্র হইতে : * নাইট-এসি, ফস-এসি, আর্স কার্ব্বো, ইপি, ফস।
শয্যা-ক্ষত : আর্স, ফস-এসি, জিঙ্ক, ক্লোর-এসি।
শোথ, অধঃশাখার : আর্স, চায়না, লাইকো, সলফ।
স্ফোটক : আর্স, বেল, লাইকো, সিলি, সলফ।
স্মৃতিহীনতা : এনাকার্ড।
হনু, নিম্নহনু ঝুলিয়া পড়া (মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কার লক্ষণ) : আর্স, কার্ব্বো-ভেজি, ল্যাক, লাইকো, * ওপি, * জিঙ্ক।

জ্বর-রোগে ব্যবস্থেয়

প্রধান প্রধান ঔষধের

প্রয়োগ-লক্ষণ।

আইওডিন।

পাণ্ডুবর্ণ, যাতনাব্যঞ্জক মুখাকৃতি; অধিক লালাস্রাব; অতিরিক্ত ক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি জন্মে না; আহারে বিলম্ব হইলে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। অধিক আহার সত্ত্বেও রোগীর দিন দিন শীর্ণতা জন্মে। বাম কুক্ষি প্রদেশ টিপিলে শক্ত ও ব্যথিত বোধ হয়। দুই দিন অন্তর জ্বরে বিরামের দুইদিন উদরাময় অথবা ত্র্যাহিক জ্বরে কেবল শীত ও তাপ; জ্বর সহকারে যকৃৎ বা ক্লোমের রোগ অথবা জ্বরান্তে উদরী বা শোথ থাকিলে; বিশেষতঃ প্লীহার রোগ থাকিলে আইওডিন ব্যবহৃত হয়। গণ্ড-মালা ধাতুগ্রস্তা নারীগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয়। আই-ওডিনের লক্ষণ সন্ধ্যাকালে, আহারের পূর্ব্বে, উপবাসে, ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে, উত্তাপে, মস্তকাবরণে ও দ্রুত গমনে বৃদ্ধিপায়, এবং শীতল বাতাসে বা শীতল জল প্রয়োগে, মস্তক অনাবৃত করিলে, আহারান্তে, ও শয্যা হইতে উত্থানে হ্রাস পড়ে।

আঙ্গুষ্টুরা।

জ্বরে পৃষ্ঠ, হস্ত, ও হস্তাঙ্গুলী এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা থাকিলে এবং কণুই হাঁটু ও পায়ের আঙ্গুলে খাল ধরিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। জঙ্ঘা

দ্বয়ে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব, এবং সামান্য পরিহাসেও অসহ্যতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—অপরাহ্ন তিনটার সময় শীত, তৎপরে অল্প অল্প তাপ। কম্প ও অতিশয় পিপাসা, তৎপরে তাপাবস্থার অভাব। শীতের পূর্ব্বে পিপাসা। তাপাবস্থায় কেবল মাথা উষ্ণ থাকে, দেহ ও গাল শীতল থাকে, কপাল ও শঙ্খস্থল কামড়ায, তৃষ্ণা থাকে। শেষ রাত্রিতে ও কেবল কপালে ঘর্ম্ম হয়।

আরেণিয়া ডায়েডিমা।

আরেণিয়া প্রযুজ্য জ্বরে প্রায়ই উত্তাপ বা ঘর্ম্মাবস্থা বিদ্যমান থাকে না, কেবল শীতাবস্থাই বর্ত্তমান থাকে। এই শীত অনেকক্ষণ থাকে এবং কিছুতেই কম পড়ে না। এই ঔষধ জ্ঞাপক জ্বরে পিপাসাও থাকে না। যদি কখনও অল্প তৃষ্ণা জন্মে তবে তাপাবস্থায়ই জন্মিয়া থাকে। হিম লাগিয়া, জলে ভিজিয়া, অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া কাজ করিয়া অথবা সেঁতসেঁতে ঘরে বাস করিয়া জ্বর হইলে আরেণিয়া উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—শিরঃপীড়া ও মস্তকে বিশৃঙ্খলা অনুভব; তামাকের ধূম পানে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম, রাত্রিতে উপরের ও নীচের দন্ত শ্রেণীতে সহসা বেদনা। হ্রাসবৃদ্ধি।—শীত ও বর্ষাকালে; অনূপস্থলে, ও শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি। তামাকের ধূমপানে ও অনাবৃত বায়ু সেবনে উপশম। জ্বরের সময়।—প্রতিদিন বা এক দিন পর একদিন ঠিক একই সময়ে জ্বরের প্রকাশ (সিড্রন)। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক বা দ্ব্যাহিক জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—অনেকক্ষণ স্থায়ী তৃষ্ণাশূন্য শীতাবস্থা; দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থার প্রায়ই অবিদ্যমানতা; প্রতিদিন বা এক দিন পর একদিন ঠিক একই সময়ে জ্বরের উপস্থিতি; সর্ব্বদা শীতানুভব, বৃষ্টি ও শীতল দিনে উহার আতিশয্য (বস); শিরোবেদনা, অনাবৃত বায়ুতে উহার উপশম; রাত্রিতে দন্ত-বেদনা; অল্প অল্প লেপাবৃত জিহ্বা, মুখে তিক্ত আস্বাদ,

তামাক খাইলে উহার শান্তি, আহারে অরুচি; আমাশয়-প্রদেশে প্রস্তর চাপের ন্যায় ভারবোধ (ব্রাই, আর্স, পলস), প্লীহার বিবৃদ্ধি ; স্ত্রীলোকদিগের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব ; হস্তপদাদির অতিশয় গুরুত্ব, বোধ হয় যেন হাত পা নাড়িতে পারা যাইবে না। প্রত্যহ একই সময়ে শীতসহ কাস, অনিদ্রা, ও দুর্ব্বলতা ; প্রত্যহ একই সময়ে নীচের কর্ত্তন-দন্তে কষ্টপ্রদ শীতলতা অনুভব , জরায়ু ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম।

যেন শরীর, বিশেষতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডল বৃহত্তর হইতেছে এরূপ অনুভব; গলা যেন স্ফীত হইয়াছে অথবা উহার অভ্যন্তরে যেন একখণ্ড কাষ্ঠের চটা রহিয়াছে এপ্রকার বোধ, উদরাময়। প্রতিনিয়ত বা থাকিয়া থাকিয়া শীত ও সর্ব্বদা বিবমিষা। এইগুলি এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। সবিরামজ্বরে ফুসফুস হইতে রক্তপাতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ সালজার বলেন যে ম্যালেরিয়া দোষে ও তজ্জনিত যকৃতের সিরোসিস রোগে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আর্ণিকা মণ্টেনা।

বিশেষ লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সবিরাম ও সন্নিপাতজ্বরে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে কুইনাইন আটকান জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সুন্দর উপকার দর্শে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বের উপঘাতের বেদনা জ্বরকালীন উপস্থিত বা বিবর্দ্ধিত হইলে আর্ণিকা সেবনে বেদনা ও জ্বর উভয়েরই প্রতিকার জন্মে।

বিশেষ লক্ষণ।—স্নায়ু-প্রধান ধাতু, অল্পবেদনা অধিক করিয়া অনুভব। পেশীর বেদনা, অতি দৌর্ব্বল্যবশতঃ সর্ব্বদা শয়নের প্রবৃত্তি, অথচ শয্যা শক্ত বোধ হওয়াতে সতত এপাশ ওপাশ করা। শরীরের ঊর্দ্ধাংশ উষ্ণ, নিম্নাংশ শীতল, যথা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ, কিন্তু দেহ শীতল। অচৈতন্য, কিছু

জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর দান, কিন্তু পরক্ষণেই আবার জ্ঞানশূন্যতা ও প্রলাপ। স্পর্শে-বিদ্বেষ। আঘাত বা পতনজনিত রোগ। হ্রাস-বৃদ্ধি।—বিশ্রামে, শয়নে ও সুরাপানে বৃদ্ধি। সংস্পর্শে ও সঞ্চালনে উপশম। জ্বরের সময়।—প্রায়ই রাত্রি চারিটার সময় বা প্রত্যূষে; অথবা বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের উপস্থিতি। জ্বরের প্রকৃতি।—একদিন বা দুইদিন অন্তর জ্বর। রক্তসঞ্চয়বিশিষ্ট (কঞ্জেষ্টিব) জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—সন্ধ্যাকালে শীত। শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় পিপাসা। জ্বরকালীন অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি। অঙ্গগ্রহ, রোগীর বোধ হয় যেন তাহাকে প্রহার করা হইয়াছে। শয্যা বা খট্টা অতিশয় কঠিন বোধ হয়। পচা ডিম্বের ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার (সিপি, সলফ)। সন্নিপাতজ্বর।—হতবুদ্ধিতা ও অতিশয় উদাসীনতা (ফস-এসি)। শুষ্ক জিহ্বা ও তাহার মধ্যভাগে কপিশবর্ণ রেখা। মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, কিছু বলিবার সময় বক্তব্য কথা বিস্মরণ (বাক্য শেষ না হইতে হইতে নিদ্রাবেশ * ব্যাপ্ট)। * সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও ঘৃষ্টতা অনুভব এবং তজ্জন্য বারংবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। চেতনাবস্থায় রোগীর নিকট শয্যা শক্ত অনুভূত হয় (ব্যাপ্ট); অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ।

আর্ণিকা ও ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটমে প্রভেদ।—কম্পকালে দুই ঔষধেই তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে কিন্তু জলপান করিলে আর্ণিকায় বমন ও ইউপেটোরিয়মে বিবমিষা জন্মে। উত্তাপাবস্থায় দুই ঔষধেই গাত্র-বেদনা বৃদ্ধি পায়; ঘর্ম্মান্তে ইউপেটোরিয়মের শিরোবেদনা ভিন্ন অন্যান্য বেদনা অন্তর্হিত হয়, (ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেদনার বিলোপ ন্যাট-মিউ)। বিরামাবস্থায় কোন প্রকার বেদনাই থাকে না। আর্ণিকায় বিরামাবস্থায় শিরঃপীড়া ও পেশীবেদনা অবশিষ্ট থাকে।

আর্সেনিকম।

সামান্য তরুণ জ্বরে একোনাইট যেরূপ উপকারী, উৎকট জ্বরে আর্সেনিক সেইরূপ ফলপ্রদ। সন্ততজ্বর, স্ফোটজ্বর, বা সন্নিপাতজ্বর, ইহার যে কোন

জ্বরে সন্নিপাত লক্ষণ, বিশেষতঃ শুষ্ক জিহ্বা ও উদরাময় (সচরাচর অজ্ঞাতসারে মলস্রাব) প্রকাশ পাইলেই আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। মধ্যান্ত্র-ক্ষয় রোগ ও যক্ষ্মাজনিত বিলেপীজ্বরেও ইহা উপযোগী। পুরাতন বিষমজ্বরেও এই ঔষধি অতিশয় উপকারী। জ্বরের অবস্থাত্রয়ের কোন এক অবস্থার অবিদ্যমানতা, জ্বালাকর দাহ, দ্রুত অবসাদন, নিস্তেজতা, দুর্ব্বলতা, শোথ, পূতিবাষ্পজ ধাতুবিকৃতি, অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনজনিত ধাতু-দোষ, আর্সেনিক প্রয়োগ করিবার লক্ষণ। আর্সেনিক জ্ঞাপক জ্বরে শীত ও তাপাবস্থায় প্রায়ই পিপাসা থাকে না। শীতাবস্থায় উষ্ণ পানীয় দ্রব্য ভিন্ন শীতল জলের পিপাসা থাকিলে আর্সেনিক অব্যবস্থেয়। আর্সেনিক প্রযুজ্যজ্বরে জ্বরের অবস্থাত্রয় বিদ্যমান থাকে না। প্রায়ই শীতাবস্থার অভাব দেখা যায়। শীতাবস্থা প্রকাশিত না হইলে তাপাবস্থার আধিক্য ও দীর্ঘাস্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় এবং অতিশয় গাত্র-দাহ ও দুর্নিবার পিপাসা জন্মে। ম্যালেরিয়া জ্বর; অধিক কুইনাইন দ্বারা আবদ্ধ জ্বর; প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, উদরাময়, মূত্র-রোগাদি উপসর্গ সংযুক্ত পুরাতনজ্বর; ছদ্মজ্বর অর্থাৎ এক পালায় জ্বর, অপর পালায় ঠিক জ্বরের সময় জ্বর না আসিয়া তৎপরিবর্ত্তে উদরাময়, আমরক্ত, স্নায়ুশূল, বা হিক্কা; কুইনাইন অপব্যবহৃত, শীত ও তাপের আতিশয্যবিশিষ্ট, ঘর্ম্মপরিশূন্য জ্বর প্রভৃতিতে সচরাচর আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। উত্তাপাবস্থার যতই আধিক্য, পিপাসার যতই অনিবার্য্যতা, এবং গাত্র-দাহের যতই প্রাবল্য থাকে ততই আর্সেনিক অধিক উপযোগী হয়।

বিশেষ লক্ষণ।—অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীঘ্র শীঘ্র জীবনীশক্তির অবসাদন; মোহ; বিমর্ষ, দুঃখিত, নিরাশ, অস্থির, উদ্বিগ্ন, ভয়াকুলিত, অস্বচ্ছন্দ, সহজে বিরক্ত, ক্ষণে ক্ষণে প্রকুপ্ত, এবং মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত চিত্ত; অগ্নি-দাহের ন্যায় জ্বালা ও বেদনা; দুর্নিবার পিপাসা ও বারংবার অল্প অল্প জলপান; আহার বা পানান্তে উদরাময়,—মলিনবর্ণ, দুর্গন্ধময়, অল্প মল নিঃসরণ; মল নিঃসরণের পর অবসন্নতা; অস্থিরতা, একস্থানে বা একভাবে স্থির থাকিতে না পারা; অল্প পরিশ্রমে অধিক শ্রান্তি; অতীব শীর্ণতা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা। হ্রাসবৃদ্ধি।—রাত্রি দুইপ্রহরেরপর, শীতলতায়, শীতল পানাহারে ও সুস্থিরতায় বৃদ্ধি। উত্তাপে ও সঞ্চলনে উপশম। জ্বরের সময়।—সকল সময়, প্রায়শঃ অপরাহ্ন একটা হইতে দুইটা

পর্য্যন্ত; ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত; রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত। **জ্বরের প্রকৃতি**।—ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, পাক্ষিক, বার্ষিক, অগ্রগামী, বা অনিশ্চিত জ্বর; কুইনাইন অপসেবিত স্বল্পবিরাম বা অবিরাম জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—প্রত্যহ অপরাহ্ন তিনটার সময় শীত, (এপিস, চায়না, নক্স-ভম, পলস, * থুবা)। * কেবল দাহাবস্থায় পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প জলপান (চায়না)। জ্বরকালীন অতিশয় অস্থিরতা, অস্থিতে কটিতে, ও কপালে বেদনা। নিদ্রার প্রারম্ভে শীতল, আঠাবৎ অম্ল-গন্ধ ঘর্ম্ম। * জ্বরের আবেশান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। সন্নিপাত জ্বর।—পাণ্ডুবর্ণ, কুঞ্চিত, অন্তঃপ্রবিষ্ট, শ্যাব বা ঈষৎ পীতবর্ণ, অথবা নীলাভ সীসবর্ণ মুখমণ্ডল। কপালে শীতল ঘর্ম্ম। অবিরত ওষ্ঠ লেহন, ওষ্ঠ মলিন, শুষ্ক ও বিদারিত, দন্তে দন্ত-শর্করা। শুষ্ক, কুঞ্চিত, নীলাভ বা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা ও উহা বহির্গত করিতে অসমর্থতা। * দুর্নিবার পিপাসা, বারবার অল্প অল্প করিয়া জলপান। অচৈতন্য বা মৃদুপ্রলাপ, ও অঙ্গকম্প। * অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা সম্পূর্ণ অবসন্নতা। * অতিশয় মানসিক যন্ত্রণা, অত্যন্ত অস্থিরতা, এবং মৃত্যু-ভয়।

আর্সেনিক ও সিঙ্কোনায় প্রভেদ।—আর্সেনিক ও সিঙ্কোনায় সংক্ষিপ্ত প্রভেদ এই :—আর্সেনিকে জ্বরের (১) আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রিতে নিদ্রালুতা, (২) জ্বরের পূর্ব্বে পিপাসাহীনতা; (৩) বাহ্যিক উত্তাপে শীতের উপশম; (৪) শীতাবস্থায় বারংবার অল্প অল্প উষ্ণ জলপান; (৫) শীত ও তাপ বিমিশ্রিত, অথবা একবার শীত, একবার তাপ; (৬) তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে ইচ্ছা ও তাহাতে উপশম; এবং দুর্নিবার পিপাসা; (৭) প্রায়ই ঘর্ম্মাভাব, অথবা অল্প ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা; (৮) জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ও জলবৎ অতিসার বিদ্যমান থাকে। সিঙ্কোনায় (১) জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা; (২) জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অতিশয় পিপাসা; (৩) বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি; (৪) শীতাবস্থায় পিপাসাহীনতা ও জলপানে বিরতি; (৫) অধিককালস্থায়ী উত্তাপ ও নিদ্রা; মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ শিরঃপীড়া ও আবল্য, (৬) তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে

ইচ্ছা, কিন্তু অনাবৃত হইলে শীতানুভব (জ্বরের সকল অবস্থায়ই অনাবৃত হইলে শীতানুভব, নক্স); তাপাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণার অভাব, কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক; (৭) দুর্ব্বলকর প্রভূত ঘর্ম্ম (প্রভূত ঘর্ম্ম অথচ দুর্ব্বলকর নহে, সাম্বু); ঘর্ম্মাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা; (৮) বিরামকালে সহজেই ঘর্ম্মের উদ্রেক, অথবা রাত্রিতে ঘর্ম্ম; উদরের উভয় পার্শ্বে বেদনা, ও সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা; এই সকল লক্ষণ অবস্থিতি করে।

আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন।

একদিন সবিরামজ্বর অন্যদিন জ্বর না হইয়া জ্বরের পরিবর্ত্তে স্নায়ুশূল, উদরাময়, অজীর্ণ, রক্তাতিসার প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত কুচিকিৎসিত বিমিশ্র প্রকৃতির সবিরাম জ্বরে ও দুর্দ্দম্য প্রচ্ছন্ন জ্বরে আর্সেনিক ও চায়না, এই দুই ঔষধ জ্ঞাপক লক্ষণই প্রকাশ পাইলে ডাঃ হেল আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ব্যবহারের বিধি দেন। ঈদৃশ জ্বরে লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গেলে আলেয়ার অনুসরণের ন্যায় প্রায়ই প্রতিনিয়ত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে হয় অথচ তাহাতে কোন ফল দর্শেনা। এজন্য, রোগের মূলে আঘাত করিতে হইলে প্রথমে রোগের মূল কারণ বা বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ নির্দ্ধারিত করিয়া তৎপরে উহার লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা হইলেই রোগ নির্মূল হয়।

ইউপেটোরিয়ম পার্পুরিয়ম।

বিশেষ লক্ষণ।—পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ। জ্বরের সময়।—অপরাহ্ন তিনটা হইতে পাঁচটা। দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক; ১। ২ দিন অন্তর; একদিন কম অন্যদিন বেশি জ্বর, দুইদিন জ্বর একদিন বিরাম।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—পৃষ্ঠে শীত আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে বিস্তার (ক্যাপ) । * অপেক্ষাকৃত অল্প শীত সহকারে অধিক কম্প ; শীত ও উত্তপ্ত অবস্থায় পিপাসা ; শীত ও উত্তপ্ত অবস্থায় অস্থিতে তীব্র বেদনা ; মস্তক লঘু অনুভূত হয় এবং বোধ হয় যেন উহা বামপার্শ্বে পতিত হইবে । বার বার অধিক পরিমাণে উষ্ণ প্রস্রাব ত্যাগ, ও তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা, উত্তাপাবস্থায় অশ্রুস্রাব । মূত্রাশয়ে অল্প অল্প বেদনা । জ্বরের পূর্ব্বে ও জ্বরকালীন থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাস । উত্তাপাবস্থার অবসানে অতিশয় ক্ষুধা (সিনা, সিঙ্কোনা) ।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ও ইউপেটোরিয় পার্পূরিয়মে প্রভেদ ।—ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটমে জ্বরের পূর্ব্বে তৃষ্ণা এবং পৃষ্ঠে ও অস্থিতে বেদনা, কম্পকালে শীতল জল পানের তৃষ্ণা ; উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা ও পিপাসার অভাব, ও বিরামাবস্থায় শিরোলক্ষণের অভাব থাকে । ইউপেটোরিয়ম পার্পূরিয়মে জ্বরের পূর্ব্বে হস্তপদের অস্থিতে বেদনা ও থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ককাস ; কম্পকালে পিপাসা-পরিশূন্যতা বা অল্প পানীয়ে প্রবৃত্তি ; উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা ; বিরামকালে শিরোঘূর্ণন ও মাথা যেন বামদিকে পড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভব ; এবং বারবার জ্বালাকর মূত্রত্যাগ লক্ষণ থাকে ।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ।

বৃদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্য বিশেষতঃ অপরিমিত সুরাপান জন্য ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম উভয় প্রকার জ্বরেই ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । সবিরাম জ্বর স্বল্প-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, অথবা সবিরাম জ্বর আবদ্ধ হইয়া বিলেপী জ্বরে পরিণত হইলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অস্থি-বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ । অস্থি-বেদনার যতই প্রাবল্য ও সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্তি থাকে ততই ইউপেটোরিয়ম বিশেষ উপযোগী হয় । ডেঙ্গু জ্বরের অস্থি-বেদনাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হয় । ইহার পরে ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম ও সিপিয়া ভাল খাটে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—পৃষ্ঠ, হস্ত-পদ, মণিবন্ধ, বক্ষঃস্থল, অক্ষি-গোলক, ও মস্তকের অস্থিতে বেদনা । অস্থি-বেদনা সহকারে ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের ন্যায়

শিরঃপীড়া; কোষ্ঠবদ্ধ, ও যকৃদ্দেশে বেদনা। (ব্রাইওনিয়া ও ইউপেটোরিয়মে প্রভেদ এই যে, ব্রাইওনিয়ায় ঘর্ম্মের প্রাচুর্য্য, বেদনা জন্ম রোগীর সুস্থিরতা; ইউপেটোরিয়মে ঘর্ম্মের অল্পতা বা অভাব, ও বেদনা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা থাকে)। হ্রাস-বৃদ্ধি।—নড়িলে চড়িলে ও শরীর অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি। জ্বরের সময়।—পূর্ব্বাহ্ন ৭টা, অথবা একদিন ৭টা বা ৯টা (প্রবল), অন্যদিন ১২টা (অপ্রবল); অপরাহ্ন ২টা হইতে ৫টা। জ্বরের প্রকৃতি। প্রাত্যহিক, ১।২ দিন অন্তর, সর্ব্ববিধ, একঘণ্টা অগ্রগামী জ্বর; বর্ষাকালের ও জলাস্থানের জ্বর; ম্যালেরিয়া জ্বর; কুইনাইন, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ চাপা জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের কতিপয় ঘটিকা পূর্ব্বে পিপাসা, শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা; শীতাবস্থায় অঙ্গুলীর অনম্যতা; সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৭টা বা ৯টার সময় জ্বরের উপস্থিতি (পূর্ব্বাহ্ন ১০টার সময় জ্বরে ন্যাট-মিউ)। শীতাবস্থায় পৃষ্ঠে ও অঙ্গে তীব্র বেদনা, বোধহয় যেন অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘর্ম্মের অল্পতা বা অভাব। শীতাবস্থার অবসানে পিত্ত বমন। স্বল্পবিরাম জ্বর।—পৈত্তিক লক্ষণাপন্ন ও অস্থি-বেদনাবিশিষ্ট স্বল্পবিরাম জ্বর। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা, জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ, জলপানান্তে বমন, যকৃদ্দেশে পূর্ণত্ব ও বেদনা অনুভব, সঞ্চলনে যকৃতে সূচী-বেধ, প্রস্রাবের অল্পতা ও গাঢ়তা ইউপেটোরিয়মের লক্ষণ।

ইউফরবিয়ম।

সর্ব্বাঙ্গে অবিরত শীত, শীতসহ ঘর্ম্ম, সর্ব্বদা বিবমিষা, হাত শীতল; তাপের আতিশয্য, উত্তাপাবস্থায় শরীর ও পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ভারবোধ; প্রাতে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, ও অল্প অল্প তৃষ্ণা, ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ। আহারে, বিশেষতঃ বসাদ্রব্যে অরুচি। এই গুলি ইউফরবিয়ম জ্ঞাপক জ্বরের লক্ষণ।

ইগ্নেশিয়া।

শোক, দুঃখ, বিবহাদি জনিত জ্বর; একপ্রকৃতির জ্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য প্রকৃতি ধারণ; দ্ব্যাহিক জ্বরের ত্র্যাহিকে পরিণতি, জ্বরের সময়ের

পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব; ও কুইনাইন অপপ্রয়োজিত সবিরাম জ্বর প্রভৃতিতে ইগ্নেশিয়া ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ জ্ঞাপক জ্বরে সুস্পষ্ট বিরাম থাকে এবং বিরামকালে রোগী সহজ শরীরের ন্যায় কাজ কর্ম্ম করে। হানিমান বলেন যে শীতাবস্থায় পিপাসা ও তাপাবস্থায় পিপাসার অভাব থাকিলে ইগ্নেশিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ প্রযোগোপযোগী জ্বরে বাহ্য উত্তাপে সহজে শীত নিবারিত হয় এবং দাহাবস্থায় পিপাসা থাকে না। ইগ্নেশিয়া স্নায়ু-প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বিশেষ লক্ষণ।—একবার আহ্লাদ, একবার বিষাদ; লক্ষণগুলির শীঘ্র শীঘ্র বিপরীতভাবে পরিবর্ত্তন; কেবলমাত্র শীতাবস্থায় পিপাসা; ওষ্ঠে ও মুখের কোণে "জ্বর-ঠুঁটা"; বসিয়া থাকিলে শীতের উপশম; বাহ্য উত্তাপের আকাঙ্ক্ষা। হ্রাস-বৃদ্ধি।—তামাক, কাফী, ও ব্রাণ্ডীপানে, স্পর্শে, সঞ্চলনে, তীব্র গন্ধে ও শোকাদি মনোবিকারে বৃদ্ধি। উত্তাপে, কষিয়া চাপিয়া ধরিলে, ও চিৎ হইয়া শয়নে হ্রাস। জ্বরের সময়।—অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের উপস্থিতি ও প্রায় সারারাত্রি তাপের অবস্থিতি। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর, পশ্চাদ্বর্ত্তী জ্বর, সাপ্তাহিক জ্বর; কুইনাইন আটকান জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের পূর্ব্বে হাই তোলা ও আড়ামোড়া ভাঙ্গা; বাহুদ্বয়ে শীতের আরম্ভ; কম্প; বাহ্যিক উত্তাপে শীতের উপশম, কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, জ্বরকালীন সর্ব্বাঙ্গে শীতপিত্ত। মুখমণ্ডলের একপার্শ্বে জ্বালাকর উত্তাপ। অতি অল্প ঘর্ম্ম, অথবা কেবল মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম। আমাশয়-গহ্বরে বেদনা ও শিরঃপীড়া। বাহিরে তাপ, অন্তরে উত্তাপ অনুভূত হয় না। সন্নিপাত জ্বর।—সহসা উত্তাপাবেশ বিশিষ্ট জ্বর। মস্তকের সম্মুখাংশে বেদনা, সেই বেদনাবশতঃ রোগীর চক্ষু মেলিতে অপারগতা। আমাশয় হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত শ্বাস রোধ অনুভব, ও বক্ষঃস্থলে চাপ। * বিমর্ষতা ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং তৎসহকারে আমাশয়ে শূন্যতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব। * পদ, জঙ্ঘা ও সময়ে সময়ে নিম্নাঙ্গের অবশতা।

ইগ্নেশিয়া ও জেলসিমিয়মে প্রভেদ।—(১) ইগ্নেশিয়ায় জ্বরের পূর্ব্বে অঙ্গমর্দ্দ ও জৃম্ভণ, শীত ও কম্পকালে অতিশয় পিপাসা, ঘর্ম্ম অল্প

প্রায়ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বা মুখমণ্ডলে; জিহ্বা পরিষ্কার, লালা লবণাস্বাদ; বিরাম-কাল সুস্পষ্ট; এবং এক প্রকৃতির জ্বরের অন্য প্রকৃতিতে পরিণতি লক্ষণ থাকে। (২) জেলসিমিয়মে পূর্ব্বলক্ষণ প্রায়ই থাকে না, শীত ও কম্পাবস্থায় পিপাসা জন্মে না, ঘর্ম্ম অধিক হয় ও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়; জিহ্বা শ্বেত ও পীতমিশ্রিত ও লালা রক্তবর্ণ হয়, জ্বরের বিচ্ছেদ হয় না অথবা অতি অল্প বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, সবিরাম জ্বর অবিরামে পরিবর্ত্তিত হয়।

ইথুসা।

ক্ষুদ্র, দ্রুত, কঠিন, অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়ী, এবং নাড়ী ও হৃদ্‌স্পন্দনের বৈষম্য লক্ষণে ইথুসার প্রয়োগ হয়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় জ্বরে, অবসাদ, প্রলাপ ও তন্দ্রা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধপানান্তে সংযত দুগ্ধবমন ও তৎপরক্ষণে অবসন্ন হইয়া পড়া ও নিদ্রা যাওয়া, মাথা তুলিতে না পারা, ও আক্ষেপ এই সকলও ইথুসার লক্ষণ।

ইপিকাকুয়ানহা।

সবিরাম জ্বরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন বা আর্সেনিক ব্যবহারেও জ্বর সম্যকরূপে আরোগ্য না হইলে, আহারের অনিয়মে অর্থাৎ অতিরিক্ত বা গুরু ভোজনে রোগী পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়। জ্বরে শীত, উত্তাপ, ও ঘর্ম্মাবস্থা যথানিয়মে পরপর উপস্থিত না হইলে; কিম্বা রোগ ভালরূপে বুঝা না গেলে প্রথমে ইপিকাক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বরকালীন নাসিকা বা অন্য কোন দ্বার দিয়া রক্তপাতেও এই ঔষ-ধের প্রয়োগ হয়। জ্বরের সহিত হরিদ্বর্ণ, ফেণিল অতিসারও ইপিকাক জ্ঞাপক। সাধারণতঃ আমাশয়িক উপদ্রব, ও জ্বরকালীন বিবমিষা ও বমন লক্ষণে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ডাঃ জার অন্য কোন বিশেষ ঔষধ জ্ঞাপক লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে বিষমজ্বরে সর্ব্বপ্রথমেই ইপিকাক ব্যব-হার করেন। তিনি বলেন যে অনেক সময় কেবল এতদ্দ্বারাই জ্বর আরোগ্য হয়, সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও জ্বরের এপ্রকার পরিবর্ত্তন জন্মে যে তৎপরে

আর্ণিকা, আর্সেনিক, ইগ্নেশিয়া, নক্স-ভমিকা প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী হইয়া উঠে। ডাঃ বার বলেন যে বহুব্যাপী বিষম জ্বরে যদি ইপিকাকে প্রথম রোগী আরোগ্য লাভ করে তবে অন্যান্য রোগীও এই ঔষধে রোগ-মুক্ত হয়। জ্বরের সকল অবস্থায় বিবমিষার বিদ্যমানতা ইপিকাকের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। কিন্তু প্রথমজ্বরে বিবমিষা বর্ত্তমান থাকিয়া, কুইনাইন সেবনে উহা বন্ধ হইয়া পুনরায় জ্বর প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিবমিষা না থাকিলেও ইপিকাকে উপকার দর্শে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষাকালের জ্বরে এবং সজল স্থলের জ্বরে ইপিকাক সমধিক উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—জ্বরের সকল অবস্থায়ই বিবমিষা। আহারের অনিয়মে পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ। শীতাবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ব্বলতা। বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি; জলপানে শীতের হ্রাস। জ্বরের অসম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। হ্রাস-বৃদ্ধি।—উষ্ণগৃহে, বাহ্যিক উত্তাপে, ও ঘর্ম্মকালে বৃদ্ধি। জলপানে, অনাবৃত বায়ুতে ও ঘর্ম্মান্তে উপশম। জ্বরের সময়। —পূর্ব্বাহ্ন ৯।১০।১১টা; অপরাহ্ন ১।২টা; শীতশূন্য জ্বর অপরাহ্ন ৪টা। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক জ্বর,প্রত্যহ ২।৩ বার জ্বর; ২।৩ দিন অন্তর বসন্ত ও বর্ষাকালীয় জ্বর; পশ্চাদ্গামী জ্বর, কখন অগ্রগামী, কচিদ্বা এক-সময়ে আগন্ত জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—জৃম্ভণ, অঙ্গমর্দ্দ, ও মুখে লালাসঞ্চয় সহকারে জ্বরের প্রকাশ। অধিক শীত, অল্প উত্তাপ, অথবা অধিক উত্তাপ, অল্পশীত। বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, জলপানে শীতের হ্রাস। (বাহ্যিক উত্তাপে শীতের হ্রাস, ইগ্নে)। শীতাবস্থায় পিপাসা হীনতা, কিন্তু উষ্ণাবস্থায় অতিশয় পিপাসা। শীতাবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বলতা। তাপাবস্থায় বিবমিষা, বমন, ও শুষ্ক কাস। মুখমণ্ডলের পর্য্যায়ক্রমে শীতলতা ও রক্তহীনতা। অম্ল ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে বস্ত্রে পীতবর্ণ দাগ লাগে। ঘোলা মূত্র। ঘর্ম্মাবস্থায় সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। বিবমিষা ও বমনের প্রাবল্য। বিরাম-কালে অন্নাহ্নিক পাকাশয়িক উপসর্গ (এণ্ট-ক্রুড. পলস)।

ইপিকাক ও আর্সেনিকে প্রভেদ।—আর্সেনিকের সহিত ইপি-কাকের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রভেদ এই যে

ইপিকাকের দৌর্ব্বল্যের শীতাবস্থায় ও আর্সেনিকের দৌর্ব্বল্যের উত্তাপাবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য থাকে। *

ইলাপ্স।

অপরাহ্ণ ৭টার সময় শীত, অনন্তর অতিশয় তাপ, পরিশেষে অল্প অল্প ঘর্ম্ম, সমস্ত রাত্রি শ্বাস-কষ্ট ও নিদ্রাবস্থায় মৃতব্যক্তিদিগকে স্বপ্নে দেখা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। শিরোঘূর্ণন, সম্মুখদিকে মস্তকের পতনোপক্রম, আহারান্তে আমাশয়ের গৌরব, কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা, অথচ আহারে আশক্তি আমাশয়ে; জল ও পানীয় দ্রব্যের বরফবৎ অবস্থান ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

ইলেটেরিয়ম।

সবিরাম জ্বর বন্ধ হইয়া গাত্রে শীতপিত্ত (আমবাত) বাহির হইলে, এবং চুলকাইলে চুলকানি নিবৃত্ত হইলে ইলেটেরিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ। জ্বরের বিরামকালে প্রকাশিত শীতপিত্তেই এই ঔষধ উপযোগী। শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় প্রকাশিত শীতপিত্তে হিপার; তাপাবস্থায় এপিস, ইগ্নেশিয়া, ও রসটক্স; ঘর্ম্মাবস্থায় এপিস, ও রসটক্স ব্যবস্থেয়। জ্বরকালীন পিচকারীর ন্যায় বেগে প্রভূত বমন ও বিরেচন নিঃসৃত হইলেও এই ঔষধে প্রথমে বমন-বিরেচন অবরুদ্ধ ও তৎপরে জ্বর দূরীকৃত হয়।

একোনাইটম।

শুষ্ক, শীতল পশ্চিম দিকের বায়ু, দমকা বা সজল পূর্ব্বদিকের বাতাস, হিমলাগা, জলে ভেজা, বক্ষঃস্থলে শীতল বাতাস লাগা, ঘর্ম্মাবরোধ, সহসা ভয় প্রাপ্তি, দাঁত উঠা, ও ক্রিমি প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন জ্বরে একোনাইট ব্যবহৃত হয়। প্রাদাহিক জ্বর ও সর্দ্দি জ্বরেই ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বরে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের রক্তসঞ্চয় থাকিলে এতদ্দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। নবজ্বরেই একোনাইট ব্যবহৃত হয়, পুরাতন জ্বরে প্রায়ই ইহার প্রয়োগ হয় না। তবে মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাদি একোনাইটের

বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ণরক্ত ব্যক্তিদিগের নবজ্বরে ও শীতাতপ প্রভৃতি বায়বীয় পরিবর্ত্তনে জ্বরের পুনরুপস্থিতিতে একোনাইট উপকারী। কেহ কেহ জ্বর হ্রাস করিবার জন্য জ্বরকালে একোনাইট ও জ্বর বন্ধ করিবার জন্য বিরাম কালে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করেন। এরূপ করা সুচিকিৎসা নহে। একোনাইট যে জ্বরের ঔষধ তাহা একোনাইটেই আরোগ্য হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিশুদ্ধ প্রাদাহিক জ্বরেই একোনাইট বিশেষ উপযোগী। কিন্তু প্রাদাহিক জ্বরে বিধান-তন্তুর বিনাশ আরম্ভ হইলে একোনাইট ব্যবহার করা নিষ্ফল। এই ঔষধে ধামনিক উত্তেজনার শমতা জন্মে, কিন্তু প্রদাহ স্থান বিশেষে স্থায়ী হইয়া পড়িলে আর কোন উপকার দর্শে না। রক্ত দূষিত হইয়া যে সকল জ্বর জন্মে, যথা, টাইফস্ জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ও ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর প্রভৃতিতেও একোনাইট ফলপ্রদ নহে। একোনাইট ব্যবহারের পর শরীর ঘর্ম্মাভিষিক্ত হইলে আর ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক করে না।

বিশেষ লক্ষণ।—শয়িত অবস্থায় মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা ও উঠিয়া বসিলে মলিনতা; শিরোঘূর্ণন ও মূর্চ্ছার উপক্রম; মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতা; উত্তেজনা, মৃত্যু ভয় ও উদ্বেগ, এবং অস্থিরতা। হ্রাস-বৃদ্ধি।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে; উষ্ণগৃহে, ও উত্থান কালে বৃদ্ধি। দিবসে বাতাসে, সুস্থির থাকিলে, ও ঘর্ম্ম হইলে উপশম। জ্বরের সময়।—প্রায়ই সন্ধ্যাকালে জ্বর, প্রাতে জ্বর হইলে জৃম্ভণ, অপরাহ্ণ ২।৩ টার সময় জ্বর আসিলে শীত না হইয়া কেবল উত্তাপাবস্থার প্রকাশ। জ্বরের প্রকৃতি।—নবজ্বর; দুইদিন অন্তর পুরাতন সবিরাম জ্বর; পর্য্যায় জ্বরের একজ্বরে পরিণতি ও তৎসহ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়।

জ্বরের লক্ষণ। সবিরাম জ্বর।—হৃষ্ট পুষ্ট যুবকদিগের তরুণ জ্বর। অতিশয় শীত ও উত্তাপ, মস্তক ও মুখমণ্ডলে বিশেষ উত্তাপ; জ্বরকালীন কাস। অত্যন্ত অস্থিরতা; উদ্বেগ, ও স্নায়বীয় উত্তেজনা। জ্বরের বর্দ্ধিত অবস্থায় প্রবল তৃষ্ণা; শীতাবস্থায় নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা এবং উত্তাপাবস্থায় নাড়ীর পূর্ণতা, দ্রুততা, ও কঠিনতা। ঘর্ম্মস্রাবে উপশম জন্য

ভব। সন্নিপাতজ্বর।—পূর্ণ ও উল্লম্ফন শীল নাড়ী বিশিষ্ট প্রাদাহিক জ্বর, অতিশয় উত্তাপ, ঘর্ম্মশূন্য দাহ ও প্রবল পিপাসা। * ভয়, ব্যাকুলতা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা। *শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন কপাল দিয়া মস্তিষ্ক চাপিয়া বাহির হইবে, উত্থান করিলে শিরোঘূর্ণন। (একোনাইট প্রধানতঃ সন্নিপাত জ্বরে প্রথম অবস্থায় প্রযুজ্য)।

একোনাইট ও বেলেডোনায় প্রভেদ।—যে স্থলে একোনাইট ও বেলেডোনায় নিশ্চিত প্রভেদ করিতে পারা যায় না সে স্থলে ঘর্ম্মাভাবে একোনাইট ও ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহেয়।

এগেরিকস।

শিথিল রক্তসঞ্চলন বিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে জ্বালা, কণ্ডূয়ন ও আরক্ততা; বরফ স্পৃষ্ট বা বরফের সূচী বিদ্ধবৎ অনুভব; সুস্থির থাকিলে বদন ও চরণে ছিঁড়ে পড়ার ন্যায় যাতনা, নড়িলে চড়িলে উহার শান্তি; নিম্নাঙ্গ ও উর্দ্ধাঙ্গের বিপরীত দিকে যথা বাম পদে ও দক্ষিণ হস্তে উপসর্গের প্রকাশ এগেরিকস ব্যবহারের লক্ষণ। সবিরামজ্বর।—অতিশয় শীত, উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে শীতের গতি, নড়িলে চড়িলে বা গাত্রবস্ত্র খুলিলে শীতের বৃদ্ধি, হেলান দিয়া বসিলে পৃষ্ঠদিয়া জল গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে এরূপ অনুভব। উত্তাপের অভাব বা কেবল উর্দ্ধাঙ্গে যৎসামান্য উত্তাপ। নিদ্রাকালীন, সারারাত্রি, তৈলাক্ত ঘর্ম্ম; প্রায়ই শরীরের সম্মুখভাগে ঘর্ম্মের প্রকাশ, রাত্রিতে পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা, উপদাহ, ও স্পর্শ-দ্বেষ। দুগ্ধপোষ্য শিশুর অপরাহ্ণ চারিটার সময় জ্বর। বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ; সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম; তৃষ্ণা, শ্বাস হ্রস্বতা, উদর ও জানুর দুর্ব্বলতা, উত্তাপাবস্থায় বিবমিষা, গাত্র-গৌরব জন্য শয়ন করিতে বাধ্যতা। সন্নিপাতজ্বর।—প্রশ্নের উত্তর দিতে অপ্রবৃত্তি (ফস-এসি); মদ্যপানের স্পৃহা; আঘ্রাণ শক্তির আতিশয্য (কলচি); জিহ্বা ও মুখগহ্বরের পরিশুষ্কতা; অন্ত্র-কূজন ও গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ; হস্ত কম্প, মেরুদণ্ড ও হস্তপদাদি কামড়ান; নিতম্ব-পেশীর

এপিস।

ঘর্ম্মপরিশূন্য পুরাতন জ্বরে এপিস বিশেষ উপযোগী। গাত্রে মধুমক্ষিকার হুল-বেধের ন্যায় যাতনা এপিসের একটী বিশেষ লক্ষণ। বসন্তকালের জ্বরে এই লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধে রোগী নিশ্চয়ই রোগ-মুক্ত হইয়া থাকে। চর্ম্ম-রোগ অবরুদ্ধ হইবার পরে পর্য্যায় জ্বর উৎপন্ন হইলে; অথবা দীর্ঘকালের জ্বর কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ সেবনে দূরীভূত না হইলে এপিস বা এপিস ও উচ্চক্রমের চায়না পর্য্যায়ক্রমে, ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। স্ফোট-জ্বরের পরবর্ত্তী তরুণ ও পুরাতন জ্বরেও এপিস ফলপ্রদ। জ্বরের তিন অবস্থারই সুস্পষ্ট বিদ্যমানতা; বক্ষঃস্থলে বা জানুতে শীতের আরম্ভ; অগ্নির তাপে ও নড়িলে চড়িলে শীতের আধিক্য; কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা; এবং শীতান্তে নিদ্রা এই ঔষধের সাধারণ লক্ষণ। ডাঃ উল্‌ফ বলেন যে সর্ব্বপ্রকার সবিরাম জ্বরেই এপিস অমোঘ। তিনি তিন হইতে দুইশত ক্রমে এপিস ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার বিষম জ্বরেই সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ডাঃ নিকেল ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বরে ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না। হিম-ভোগ বা রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে বাস বশতঃ জ্বর জন্মিলে এপিস ফলপ্রদ। পিত্ত বা বায়ু প্রধান ধাতু; স্ত্রী-লোক, বিশেষতঃ বিধবা; এবং সাবধান থাকিলেও যে সকল বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—নৈরাশ্য; চক্ষুর নিম্নে স্ফীততা; স্পর্শে-বিদ্বেষ; হুলবেধবৎ জ্বালাকর বেদনা; থাকিয়া থাকিয়া সহসা বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি, ও সহসা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গতি; নিদ্রিতাবস্থায় বা জাগ্রত হইবার সময় হঠাৎ সূক্ষ্মস্বরে চিৎকার করিয়া উঠা; * তৃষ্ণাশূন্যতা; শোথ; উদরী; মূত্র-বেগ ধারণে অক্ষমতা ও মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা; বারম্বার আরক্ত ও জ্বালাকর মূত্রত্যাগ; পীড়াক্রান্তস্থলে মধুমক্ষিকার হুল-বেধের ন্যায় যন্ত্রণা; নিদ্রালুতা।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শীতলতায় হ্রাস; নিদ্রান্তে বৃদ্ধি।

জ্বরের সময়।—প্রাতঃকাল; অপরাহ্ন দুইটা হইতে পাঁচটা, বিশেষতঃ তিনটা; শীতশূন্যজ্বর অপরাহ্ণ চারিটা। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক, দ্বৈকালিন, দ্ব্যাহিক, সপ্তাহে দুইবার, ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে জ্বর, অগ্রগামী জ্বর; রক্তসঞ্চয়িত জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—অপরাহ্ন ৩টা বা ৪টার সময় জ্বর; শীতাবস্থায় পিপাসা (ইগ্নে, কার্ব্বো-ভেজি, ক্যাপ্স); উষ্ণ গৃহে ও অগ্নির উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, (বাহ্য উত্তাপ প্রদানে শীতের হ্রাস আর্স কোরাল, * ইগ্নে।—বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ইপিক, এপিস)। অল্পমাত্র নড়িলে চড়িলেই শীতের বৃদ্ধি। শীতাবস্থায় পদদ্বয় ও অঙ্গুলী গুলির অতিশয় শীতলতা; হস্ত ও মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, বোধহয় যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। শীতান্তে নিদ্রা। শীতাবসানে গাত্রে শীতপিত্তের (আম্বাত) প্রকাশ ও উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন। (শীতাবস্থায় বা শীতের পূর্ব্বে শীতপিত্তের প্রকাশ,—হিপার; তাপও ঘর্ম্মাবস্থায় প্রকাশ, রসটক্স; কেবল তাপাবস্থায় প্রকাশ,—ইগ্নে)। উত্তাপাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণাপরিশূন্যতা; নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও শ্বাস-রোধানুভব; গৃহের উত্তাপে অসহ্যতা। ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণাভাব; পর্য্যায়ক্রমে গাত্রের ঘর্ম্মাক্ততা ও রুক্ষতা (ন্যাট-ম্য)। পুরাতন জ্বরে ঘর্ম্মাভাব। বিরামকালে প্লীহাপ্রদেশে বেদনা; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনা, পায়ের পাতায় স্ফীততা; প্রস্রাবের অল্পতা; অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা; দুর্ব্বলতা; ও শীতপিত্তের বিদ্যমানতা। সন্নিপাত জ্বর।—অচৈতন্য ও মৃদু প্রলাপ; নিদ্রাশূন্যতা ও থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠা; কথা বলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষমতা, বিদারিত, ক্ষতসংযুক্ত ও স্ফোটাবৃত জিহ্বা, (নক্স, পলস); গলাধঃকরণে কষ্ট, এবং মুখশোষ ও গল-শোষ। * আমাশয়-গহ্বরে ও নিম্নোদরে বেদনা (ব্রাইও); উদরের স্ফীততা ও স্পর্শ-দ্বেষ (ল্যাক) কোষ্ঠ-রোধ, অথবা বারংবার, প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে, দুর্গন্ধি, রক্ত মিশ্রিত আমময় অনৈচ্ছিক মলস্রাব (ফস্); প্রস্রাব-রোধ (হাইওস) বক্ষঃস্থল ও উদরের উপরে শুভ্রবর্ণ পীড়কা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শয্যাপ্রান্তে সরিয়া সরিয়া যাওয়া (* এসিড-মিউর)।

এপিস ও ব্রাইওনিয়ায় প্রভেদ।—(১)এপিসের জ্বর সাধারণতঃ অপরাহ্ণ ৩।৪টার সময় হইয়া থাকে, ব্রাইওনিয়ার জ্বর সকল সময়ই হয়। (২) এপিসে কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে, ব্রাইওনিয়ায় শীত, তাপ, ঘর্ম্ম তিন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে। (৩) এপিসের শীত বুক, উদর, ও হাঁটুর সম্মুখ হইতে আরম্ভ হয়; ব্রাইওনিয়ার শীত হস্ত-পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ও ওষ্ঠে আরম্ভ হয়। (৪) এপিসে বক্ষঃস্থলে চাপ ও তজ্জন্য শ্বাস-রোধ অনুভব থাকে; ব্রাইওনিয়ায় কষ্টকর শুষ্ককাস সহকারে বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকে। (৫) এপিসে হয় প্রায় ঘর্ম্মাভাব নয় পর্য্যায়ক্রমে গাত্রের ঘর্ম্মাক্ততা ও রুক্ষতা থাকে, এবং ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা থাকে না; ব্রাইওনিয়ায় ঘর্ম্ম থাকে, সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মের উদ্রেক হয় এবং ঘর্ম্মাবস্থায়ও পিপাসা থাকে।

এমোনিয়ম কার্ব্বনিকম।

স্ত্রীলোকের রজস্বলাবস্থায় জ্বরে একবার শীত একবার তাপ, কপালে ছিন্নবৎ বেদনা, মস্তকের জড়তা, গণ্ডস্থলের কখনও আরক্ততা কখনওবা পাণ্ডুরতা, বিবমিষা, পিপাসা, আমাশয়ে চাপ, উদ্গার, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও উহার বামদিকে সূচী-বেধ, এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত শর্দ্দি ও সুনিদ্রার অভাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিকালে শীত; গৃহের বাহিরে শীতের বৃদ্ধি, অভ্যন্তরে হ্রাস; ঘুমাইলে শীত জাগিলে তাপ, রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত পরপর শীত ও তাপ; রক্তের আবেগে রক্তবহানাড়ী ও মস্তক যেন বিদীর্ণ হইবে এরূপ অনুভব। পূর্ব্বাহ্ণে সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ উদরে তাপ; সন্ধ্যাকালে পায়ের পাতার শীতলতা সহ মুখমণ্ডলের তাপ; তাপাবস্থায় শিরঃপীড়া। প্রাতে ঘর্ম্ম; নিম্নাঙ্গের ঘর্ম্ম; গাত্রের উত্তাপ সহকারে দিবসে বা রাত্রিতে ঘর্ম্ম।

এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম।

শ্লেষ্মা-প্রধান, গণ্ডমালাগ্রস্ত স্থূলকায় অলস ব্যক্তিদিগের পক্ষে এমন-মিউর বিশেষ উপযোগী। কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ, প্রতি সপ্তম দিবসে সিঙ্কোনার লক্ষণের ন্যায় শীত, তাপ, ও প্রভূত ঘর্ম্ম সহকারে আবির্ভূত জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অর্দ্ধঘণ্টা পর পর পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপের প্রকাশ; সকুন্থনে বিনির্গত, কঠিন, খণ্ড খণ্ড মল, মল সহকারে বায়ু নিঃসরণ; শীত, সহকারে বা শীতের পূর্ব্বে পিপাসা, তৎপরে ঘর্ম্ম; রাত্রে, শয়নে মুখমণ্ডলে, এবং হস্ত ও পদতলে তাপ, ও তৎসহ তৃষ্ণা এমন মিউরের সাধারণ লক্ষণ। জ্বরের লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে শরীরের শীতলতা। পৃষ্ঠ দিয়া উর্দ্ধদিকে শীতের গতি; অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ; উত্তাপ সহকারে, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে ও শারীরিক পরিশ্রমে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও স্ফীতভাব (ফুল ফুল দেখান); ঘন ঘন ঝলকে ঝলকে উত্তাপের উদ্রেক ও তৎপরে ঘর্ম্ম, করতলে ও পদতলে ঘর্ম্মের আধিক্য। উত্তাপান্তে দিবারাত্রি ঘর্ম্ম; দুইপ্রহর রাত্রির পর ও প্রত্যূষে প্রচুর ঘর্ম্ম।

এম্‌ব্রা গ্রিসিয়া।

জ্বরের লক্ষণ।—আলস্য ও নিদ্রালুতা সহ পূর্ব্বাহ্নে শীতানুভব; আহারান্তে তাহার শান্তি। মুখমণ্ডলের উষ্ণতা সহ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে শীতানুভব। হৃৎপিণ্ডের উৎকণ্ঠা সহকারে ঝলকে ঝলকে উত্তাপ অনুভব, সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য। রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম, দুইপ্রহর রাত্রির পর ঘর্ম্মের বৃদ্ধি, ব্যথিত পার্শ্বে উহার আধিক্য; কিন্তু শরীর উত্তপ্ত। হ্রাস-বৃদ্ধি।—উষ্ণ পানীয়ে, উষ্ণগৃহে, শয়নে, রাত্রিতে, অল্পনিদ্রায় বৃদ্ধি। আহারান্তে, শীতলবায়ু সেবনে, শীতলদ্রব্য পানাহারে হ্রাস। জ্বরের সময়।—পূর্ব্বাহ্ন ও রাত্রি; শীতশূন্য জ্বর অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৮টা। জ্বরের প্রকৃতি।—অনির্দ্ধারিত পর্য্যায়শীল জ্বর।

এলষ্টোনিয়া।

এলষ্টোনিয়া দুর্ব্বলতা, মৃদুজ্বর, ও সচরাচর তৎসহকারে উদরাময় জন্মায়, এবং তৎপরেও ইহা সেবন করিলে কম্প, ও ঘর্ম্মাদি এবং বিবেচন, খল্লী ও শিরোঘূর্ণন জন্মে। এজন্য ম্যালেরিয়ামূলক জ্বরে ও অতিসারে চায়নার ন্যায় এই ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতের পূর্ব্বে ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিলে এলষ্টোনিয়া, এবং শীতের পূর্ব্বে ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা লক্ষণে চায়না ব্যবস্থেয়। অপর, এলষ্টোনিয়ায় চায়না জ্ঞাপক উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে না। কুইনাইন সেবনে আবদ্ধ পুরাতন জ্বরে, সবিরাম জ্বর সহকারে উদরাময় থাকিলে; অথবা একদিন জ্বর ও তৎপরদিন ঠিক সেই সময় জ্বর না হইয়া আম-রক্ত বিরেচিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। সম্পূর্ণ লক্ষণানুযায়ী না হইলেও পুরাতন জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। সন্নিপাত জ্বরের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়ও অতিশয় অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, মৃদুজ্বর, ও অতিসারাদি লক্ষণে এলষ্টোনিয়ার ব্যবহার আছে।

জ্বরের লক্ষণ।—পূর্ব্বাহ্ণ নয়টা হইতে ১১টার মধ্যে শীত, শীতের পূর্ব্বে, এবং শীত ও তাপে পিপাসা। তাপাবস্থায় শিরঃপীড়া, পিঠ কামড়ান, অতিশয় জলপিপাসা; কখন কখন জল আমাশয়ে উপস্থিত হইবামাত্র বমন হইয়া পড়ে (আর্স, ন্যাট্রম, ফস); ঘর্ম্মাবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না।

এলুমিনা।

এলুমিনা জ্বরে অধিক ব্যবহৃত হয়না, তবে পুরাতন জ্বরে ও ধাতুদোষ সংশোধনার্থে ইহা কখন কখন প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া ব্যবহারে রোগের সমস্ত লক্ষণ দূরীভূত না হইলে তৎপরে এলুমিনা ব্যবহার করিলে অবশিষ্ট লক্ষণ অন্তর্হিত হয়। দ্ব্যাহিক জ্বরে শীত ও কম্পের পৃষ্ঠে ও পায়ের পাতায় আরম্ভ, মুখমণ্ডল উষ্ণ; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ অথবা শীতান্তে তাপ ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম; রোগী সন্ত্রস্ত ও হতাশচিত্ত; বিরামকালে

শূন্যোদ্গার, অবসন্নতা, ও শয়ন-প্রবৃত্তি ;—এই সকল লক্ষণে এলুমিনার প্রয়োগ হয়। সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, এমনকি নরম মলও অতিশয় বেগ না দিলে বাহির না হওয়া ; অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মলত্যাগের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য না জন্মা ; এই ঔষধের একটী প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

এসাফিটিডা।

শ্লেষ্মা-প্রধান গণ্ডমালা-ধাতু, শিশুদিগের জ্বরে ; উপদংশ বা পারদ-দোষ জন্য জ্বরে ; প্লীহা-যকৃতে রক্ত-সঞ্চয় জনিত জ্বরে ; এবং প্রচ্ছন্ন জ্বরে, অর্থাৎ জ্বরের সময় জ্বর প্রকাশিত না হইয়া আমরক্তময় ভেদ হইলে এসাফিটিডা ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠে ও কটিতে শীতের আরম্ভ ; মস্তকে অসহ্য বেধনবৎ যাতনা, মুখে অধিক ছেপ উঠা ও উদ্গারে রসুনের গন্ধ ; তাপাবস্থায় মুখ-মণ্ডলে উত্তাপ, হাত পায়ের পাতা শীতল, এবং অনিদ্রা ও উদ্বেগ; ঘর্ম্মাবস্থায় একেবারেই অভাব, অথবা কখন কখন কপালে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্মের প্রকাশ এই ঔষধের ব্যবহার-লক্ষণ।

এসেরম।

জ্বরের লক্ষণ।—সমস্তদিন তাপ। অপরাহ্নে শীত, গাত্র আবৃত করিলেও শীত হ্রাস পড়েনা, অন্তরে শীত, বাহিরে তাপ, এবং তৃষ্ণা ; অম্ল-গন্ধ প্রচুর ঘর্ম্ম ; অবসাদ ও সর্ব্বশরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

ওপিয়ম।

ওপিয়ম বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জ্বরের সকল অবস্থায়ই নিদ্রালুতা ; শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ ; মুখমণ্ডলের স্ফীততা ও কৃষ্ণাভ আরক্ততা ; হস্তপদাদির কম্প ; ও কোষ্ঠবদ্ধ এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। যথাবিহিত ঔষধ ব্যবহার করিলেও যদি তাহার সুস্পষ্ট ক্রিয়া

প্রকাশিত না হয় তাহহইলেও ওপিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ জ্বরে অল্প নিদ্রার পরে প্রলাপ, মধ্যে মধ্যে বিবমিষা ও জ্বরান্তে অবসন্নতা লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবহাব করা যায়। অহিফেণের বিষ-ক্রিয়ায় সংজ্ঞালুপ্তপ্রায় নিদ্রা, মুখব্যাদান পূর্ব্বক নাসারব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব উৎক্ষেপ, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে জ্বালাকর উত্তাপ, ও গাত্রতাপের দুই তিন ডিগ্রী বৃদ্ধি;—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এজন্য হানিমান পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাপন্ন বিবিধ তরুণ জ্বরে ওপিয়ম অমোঘ মনে করেন। কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জ্বরে শেষ রাত্রিতে শীত, পিপাসা, গাত্র-বেদনা, ও নিদ্রা, উত্তাপাবস্থায় শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, কনিনীকার সংকোচ, পিত্তবমন; রক্তবর্ণ মূত্র; তাপের অনেক ক্ষণ পরে উষ্ণ ঘর্ম্ম (প্রায়ই পদে) ঘর্ম্মে গাত্র ভাসিয়া যাওয়া ও নাক ডাকাইয়া নিদ্রা;—এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। অহিফেণের জ্বর ঠিক নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহার তিন অবস্থা সমান থাকে না। অতিরিক্ত রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় অর্থাৎ তন্দ্রালুতা, ইন্দ্রিয়ের সুপ্তি, ও সশব্দ শ্বাস লক্ষণে সন্নিপাত জ্বরে ইহার ব্যবহার হয়।

বিশেষ লক্ষণ।—অতিশয় নিদ্রালুতা; শয্যা অতিশয় উত্তপ্ত অনুভব, ঘর্ম্ম হইবার সময় মন্দাবস্থা প্রাপ্তি, নিদ্রাকালে ও নিদ্রান্তে বৃদ্ধি। হ্রাস-বৃদ্ধি —উত্তাপে, স্থির থাকিলে, ঘর্ম্মে, নিদ্রায়, সুরাপানে, রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। শীতলতায়, নড়াচড়ায়, দিবাভাগে, ও সায়াহ্নে উপশম। জ্বরের সময়।—পূর্ব্বাহ্ন ১১টা, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, রাত্রি, কথনওবা রাত্রি, ১২ টার পর। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক, ও দ্ব্যাহিক।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—শীত ও উত্তাপাবস্থায় নাসা-রব সহকারে তন্দ্রা বা প্রগাঢ় নিদ্রা।* বিকসিত মুখ ও নিশ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ। মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা ও স্ফীততা সহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয়। সন্নিপাত জ্বর।—মুখমণ্ডলের স্ফীততা ও ঈষৎ বেগুনী রং।* অত্যন্ত তন্দ্রাদোষ ও অচৈতন্যবৎ নিদ্রা সহকারে সশব্দ নিশ্বাস প্রশ্বাস। অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু ও প্রলাপ বাক্য, (নিমীলিত চক্ষু ও প্রলাপ বাক্য, হাইওস)। নাড়ী পূর্ণ ও আয়াসিতগতি, অথবা মন্দগতি ও ক্ষীণ। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিলোপের আশঙ্কা। অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, এবং মূত্রস্তম্ভ (বেল, হাইওস)।

ঘন ঘন একবার শীত একবার উত্তাপ, রোমাঞ্চ, পেট-বেদনা, অস্থিরতা; উত্তাপাবস্থায় অতিশয় মানসিক উত্তেজনা; এবং ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা ও বমি; এক অঙ্গের উষ্ণতা অন্যাঙ্গের শীতলতা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, কপাল ও চক্ষুর গুরুত্ব, উদর-বেদনা, উত্তপ্ত নিশ্বাস, এটা ওটা চাওয়া, বাচালতা ও প্রলাপ লক্ষণে প্রসবান্তিক জ্বরে কাল ব্যবহৃত হয়। ত্র্যাহিক জ্বরে অতিশয় অস্থিরতা, প্রায় সারারাত্রি অনিদ্রা ও এপাশ ওপাশ করা লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী। ইহা সেবনে প্রথমে সুনিদ্রা ও পরিশেষে আরোগ্য জন্মে।

কর্ণস ফ্লোরিডা।

ম্যালেরিয়াজনিত ত্র্যহিক সবিরাম জ্বরে জ্বরাক্রমণের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে নিদ্রালুতা, শিরঃপীড়া, বিবমিষা, বমন, ক্ষুধাহীনতা, পৈত্তিক, বা জলময় উদরাময় প্রভৃতি পূর্ব্বলক্ষণ; জ্বরের শীতাবস্থায় শীতের প্রাবল্য এবং তৎসহ গাত্রের শীতলতা ও আঠা আঠা ঘর্ম্ম, বিবমিষা, বমন ও প্রচণ্ড উদর-বেদনা; তাপাবস্থায় তৃষ্ণা, দপদপকর প্রবল শিরঃপীড়া, গাত্র ত্বকের উষ্ণতা ও আদ্রতা, তন্দ্রা; মস্তিষ্কে পূর্ণতা, নাড়ীর দ্রুততা ও কঠিনতা, ঘর্ম্মাবস্থার প্রায়ই অবিদ্যমানতা, ঘর্ম্ম হইলে অতিশয় দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম; বিরামকালে দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, ও বেদনাবিশিষ্ট জলবৎ বা পৈত্তিক উদরাময়,—এই সকল লক্ষণে কর্ণস ফ্লোরিডা ব্যবহৃত হয়।

কলচিকম।

বর্ষাকালের বর্দ্ধিতসারে ও সংক্রামক জ্বরে, বিশেষতঃ আহার্য্য দ্রব্যের দর্শনে বা আঘ্রাণে অতিশয় বিরক্তি লক্ষণে কলচিকম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হলি কেবল এই আহারে অরুচি লক্ষণানুসারে কলচিকম ব্যবহার করিয়া একজন সবিরাম জ্বরের রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ডনহাম বলেন যে কলচিকমের জ্বরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভ্যন্তর দিয়া বা পৃষ্ঠের নিম্নদেশে শীতানুভব, এবং কখন কখন, বিশেষতঃ রাত্রিতে ঘর্ম্মশূন্য

উত্তাপ জন্য প্রভৃত অন ঘর্ম হয়। কিন্তু সাধারণতঃ লক্ষণগুলির তত তীব্রতা বা আধিক্য থাকে না।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—সর্ব্বশরীরে কম্প, পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ ও নিম্নাভিমুখে গমন, গাত্র শীতল। সারারাত্রি উত্তাপ ও দুর্নিবার পিপাসা, অন্তরে হস্তপদে অধিক উত্তাপ, অথবা হাত পা শীতল ও প্রবল হৃদকম্প। ঘর্ম্মাবস্থার একেবারে অভাব, কিন্তু বাতগ্রস্ত রোগীর প্রচুর অম্ল-গন্ধ ঘর্ম। বিচ্ছেদাবস্থা সুস্পষ্ট নহে ও তখন উদরের উপসর্গের বিদ্যমানতা এই জ্বরের বাবহার লক্ষণ। ইহার লক্ষণ বাড়িতে, বিশেষতঃ সায়াহ্নে, এবং উদ্বেগ ও মানসিক পরিশ্রমে বর্দ্ধিত ও সুস্থির থাকিলে উপশমিত হয়। সন্নিপাতজ্বর।—অতিশয় সায়বীয় অবসাদ; প্রমাস্তিক দুর্ব্বলতার ন্যায় দৌর্ব্বল্য, রোগীকে তুলিয়া বসাইলে মস্তক পশ্চাদ্দিকে পতিত, ও মুখ অতিশয় বিকসিত হইয়া পড়ে, সহসা শক্তিক্ষয়, ও তজ্জন্য কথা বলিতে বা হাঁটিতে অশক্তি, মৃতবৎ মুখাকৃতি ও অত্যন্ত অবসন্নতা; শীর্ণ ... চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকা, তন্দ্রা-দোষ, অর্দ্ধবিকসিত চক্ষু; উত্তপ্ত-দেহ ও শীতল হস্তপদ, শুষ্ক বা ঘর্ম্মাদ্র গাত্র, শীতল ঘর্ম্মাক্ত কপাল; ক্ষুদ্র, দ্রুত, দুর্ব্বল, বা অগণ্য নাড়ী; অচৈতন্য, শয্যা বস্ত্র খুটন, প্রসারিত কনীনিকা ও উহার আলোক জ্ঞানের অভাবতা, শিরঃপীড়া সংযুক্ত প্রলাপ, বুদ্ধির অপরিচ্ছন্নতা, অথচ জিজ্ঞাসিত কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান; অন্যে না জিজ্ঞাসা করিলে নিজের ঈদৃশ বিপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা; নিমগ্ন, কোটর-গত, একদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, নিমগ্ন ও মৃতবৎ মুখাকৃতি; শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ নাসারন্ধ্র, গাঢ় কপিশ লেপাবৃত ওষ্ঠ, দন্ত, ও জিহ্বা, দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ, শুষ্ক, রুক্ষ, ও অবশ জিহ্বা, দুর্নিবার পিপাসা, • আধ্মান, ও উদরোদ্দেশে প্রচাপনে অসহ্যতাধিক্য, শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে উদরের অধিক উত্তপ্ততা, অজ্ঞাতসারে ও বেদনা সহকারে দুর্গন্ধময়, তরল, পাংশু শাদা মল সংযুক্ত মলনিঃসরণ, বহুসংখ্যক তরল, মলিন, দুর্গন্ধময়, তীব্র বেদনা সংযুক্ত মল, মলনাশে বা অনিচ্ছায় প্রচুর মূত্রস্রাব অনিবার্য্য বা সবিরাম থাকে।

মুখমণ্ডল, হস্ত ও ওষ্ঠের শীতলতা, জ্বরের বিরাম কালে অতিরিক্ত ক্ষুধা; কোষ্ঠবদ্ধ, ও কঠিন, শুষ্ক, গুটলে গুটলে মল নিঃসরণ;—এই সমস্ত লক্ষণে সবিরাম জ্বরে কাঞ্চালাগুয়া ব্যবহৃত হয়। বসন্তকালের জ্বরেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী (জেলস, ন্যাক, সলফ)।

কার্ব্বোএনিমালিস।

অন্য কোন রোগের পর বা তৎসহকারে জ্বর হইলে কখন কখন এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীত ও উত্তাপাবস্থা অপেক্ষা ঘর্মাবস্থার অতিশয় প্রাবল্য ও অবসন্নকরতা লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। অপরাহ্নে ও আহারান্তে শীত, সায়াহ্নে শয্যাতে ঘর্ম, প্রাতঃকালের পাকালে ও সংসামান্য পরিশ্রমে ঘর্মের উদ্রেক, রাত্রিকালে দুর্গন্ধকারক, উগ্রগন্ধময় ও বস্ত্রে চিহ্নকর ঘর্ম কার্ব্বো এনিমালিসের লক্ষণ।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস।

পুরাতন বা "সোরা"-দোষদুষ্ট জ্বর, অথবা অধিক পরিমাণে কুইনাইন, কি আর্সেনিক সেবনে অবরুদ্ধ জ্বরে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ফলপ্রদ। চৌহস্কার, পাচক প্রভৃতি অগ্নিসেবীদিগের রোগে এবং পারদ, লবণ, লবণাক্ত বা পচা মৎস্য মাংস: ও বসা সেবন জনিত রোগেও কার্ব্বো বিশেষ উপযোগী। ডাঃ গর্নেন্সি বলেন যে শীতাবস্থায় অধিক পিপাসা, উত্তাপাবস্থায় পিপাসার অভাব বা স্বল্পতা, এবং অবিরত বায়ু সেবনের ইচ্ছা বিষম জ্বরে এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ লিলিয়েনথাল বলেন যে টাইফয়েড জ্বরের অপ্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ই কখন কখন মদ্যপায়ীদি গর দিবা রাত্রি গাত্র-কণ্ডুয়নের অভিযোগ, অন্তরে জ্বালা ও তজ্জন্য পাখা করিতে ও জানালা খুলিয়া দিতে বলা, এই সকল লক্ষণ সহকারে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস জ্ঞাপক পতনাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—শিরার রোগের প্রাবল্য, জীবনীশক্তির ক্ষীণতা; অবিরত বায়ু সেবনের ইচ্ছা; পরিপাকক্রিয়ার ক্ষীণতা, আমাশয় ও অন্ত্রে

বায়ুসঞ্চয়; পানাহারান্তে পাকস্থলী যেন ফাটিয়া যাইবে এপ্রকার অনুভব; উদ্গারে ক্ষণিক উপশম, কৈশিক-রক্ত-সঞ্চালনের হ্রাস বশতঃ ত্বকের রক্ত-শূন্যতা, নীলাক্ততা, এবং হস্তপদাদির শীতলতা; শয্যায় শুইয়া থাকিলেও হাঁটু, বাম বাহু ও পদের অতিশয় শীতলতা। হ্রাস-বৃদ্ধি।—প্রাতে, গ্রীষ্ম কালের প্রচণ্ড উত্তাপে, উত্তাপের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে, রসাল দ্রব্য ভোজনে, ও অধিক কুইনাইন সেবনে বৃদ্ধি, এবং হাত-পাখার বাতাসে, শীতল বায়ুতে, উদ্গারে ও সায়াহ্নে উপশম। জ্বরের সময়।—প্রায়ই সায়াহ্নে, রাত্রি ১০টা।১১টার সময়, কখন কখন প্রাতঃকালে জ্বর। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক জ্বর, ১।২দিন অন্তর জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—জ্বরাক্রমণের পূর্ব্বে বা জ্বরকালীন পায়ের শীতলতা, দন্ত-বেদনা ও গাত্র-বেদনা। কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা (ইপি)। একপার্শ্বিক শীত; বামবাহু ও পা হইতে শীতের আরম্ভ (দক্ষিণ বাহু হইতে, নাক)। শরীর ও নিশ্বাসের অতিশয় শীতলতা। আপরাহ্নিক শীত প্রায়ই বামদিকে প্রকাশিত (কষ্ট, দক্ষিণদিকে, ব্রাই)। হাঁটু; বামবাহু ও পদের অত্যন্ত শীতলতা, হস্তপদের শীতলতা; নখের নীলবর্ণ। কখন কখন জ্বরের অনিয়মিত আক্রমণ অর্থাৎ প্রথমে ঘর্ম্ম তৎপরে শীতের প্রকাশ। উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণার অবিদ্যমানতা। উদ্বেগ ও জ্বালাকর উত্তাপ অনুভব, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা, মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা, দাহাবস্থার পরেও শিরঃপীড়ার বিদ্যমানতা। উত্তাপাবস্থায় বহুভাষিতা (ল্যাক, শীত ও উত্তাপাবস্থায় বাচালতা, পডো)। সর্ব্বদা বায়ু সেবনের ইচ্ছা, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। প্রচুর অম্ল ঘর্ম্ম, আহার কালেও ঘর্ম্ম; প্রায়ই শরীরের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম, সহজেই ঘর্ম্মস্রাব ও শীতানুভব। প্লীহার স্ফীততা ও বেদনা, শ্বাসে দুর্গন্ধ। বিরামকালে দুর্ব্বলতা, বিমর্ষতা, ও স্মৃতি ক্ষীণতা। আহার বা পান কালে উদর যেন বিদীর্ণ হইবে এরূপ অনুভব। উদরে বায়ুসঞ্চয়। সন্নিপাতজ্বর।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ অন্তঃপ্রবিষ্ট, ও শীতল (আর্স, কম্ফ)। চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, প্রভাশূন্য, ও জ্যোতিঃজ্ঞানহীন। জিহ্বা শুষ্ক, মলিন, ও কম্পনশীল, অথবা সময়ে সময়ে আর্দ্র ও আঠাল। তন্দ্রা ঘোর বা অনিদ্রা ও মৃদু প্রলাপ। জীবনী ক্রিয়ার সম্পূর্ণ স্তব্ধতা,

ঈষৎ কপিশ, ঈষৎ ধূসর, বা রক্তময় অতি দুর্গন্ধি, অনৈচ্ছিক, দুর্ব্বলকর অতিসার (আর্স)। * অতিশয় অবসন্নতা, অভ্যন্তরে জ্বালা, তজ্জন্য বাতাস প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। নাসিকা হইতে বারংবার রক্তপাত। হস্তপদ শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাক্ত, নিশ্বাস শীতল। নাড়ী সূত্রবৎ ও প্রায় অপ্রাপ্য। আধ্মান; পুনঃ পুনঃ প্রবল উদ্গার। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ; আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। শারীরিক নিঃস্রাবের দুর্গন্ধ। মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, ও জিহ্বার নীলবর্ণ সহ ফুসফুসের পক্ষাঘাত। সুপ্তি, উহা হইতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রোগীকে জাগরিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তখন তাহার দৃষ্টিশক্তি থাকে না ও সে অস্পষ্ট কাতরোক্তি করে।

কালাডিয়ম।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—উদর হইতে শীতের আরম্ভ এবং পায়ের পাতা ও হাতের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত উহার বিস্তৃতি। উত্তাপ।—দুইপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে শরীরের উত্তপ্ততা ও হস্তের শীতলতা; দুইপ্রহর রাত্রির পরে শরীরের শীতলতা ও পদের উত্তপ্ততা, অন্তরে তাপ, উদর দপদপ, অতিশয় বলক্ষয়। ঘর্ম্ম।—জৃম্ভণ, তন্দ্রা, ও দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্মে মক্ষিকা পতন, ঘর্ম্মে জ্বরের উপসর্গের শান্তি। বিরাম।—দিবসে নিদ্রান্তে তাপ, তাপে তৃষ্ণা, আহারান্তে বমন, বাহিরের বাতাসে শীত, কর্ণে সুতীব্র বেদনা, গল-গ্রন্থির স্ফীততা, ও কাষ্ঠবদ্ধ।

কালী আইওডেটম।

গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের সবিরাম জ্বরে মুখশোষ, পিপাসা, ও পদের স্ফীততা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—পৃষ্ঠ ও নিম্নাঙ্গে শীতের আরম্ভ ও সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্তি, অগ্নির উত্তাপে শীতের অনুপশম, কিন্তু গাত্রাবরণে উপশান্তি, রাত্রিতে রক্ত সংবতবৎ অনুভব; তৃষ্ণা; তন্দ্রা, বারংবার জাগরণ; গাত্র কখনও শুষ্ক, কখনওবা প্রচুর ঘর্ম্মাক্ত। উত্তাপ।—উত্তাপাবস্থায়

ক্ষণেকে ক্ষণেকে তাপাবেশ, অতিশয় তৃষ্ণা, সময়ে সময়ে তৎসহ শীত, কখনও বা প্রচুর ঘর্ম্ম, মস্তকের উত্তপ্ততা, অবসন্নতা এবং একবার উত্তাপ একবার ঘর্ম্ম।
ঘর্ম্ম।—অত্যল্প বা উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম।

কালী কার্ব্বনিকম।

কালী-কার্ব্ব শীরক্ততা জন্মায়। সুতরাং শীরক্ততা জনিত দৌর্ব্বল্য; এবং হৃদ্রোগ ও ক্ষয়রোগ সংসৃষ্ট জ্বরে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কালী কার্ব্ব ব্যাপক রোগীর হৃৎপেশীর দুর্ব্বলতা থাকে, এজন্য নাড়ীর বৈষম্য বা সবিরাম দোষ লক্ষিত হয়, অথবা নাড়ীর দ্রুততা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে। এই প্রকার নাড়ী কালী-কার্ব্ব প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। এই বিশেষ লক্ষণ ইহার সমস্ত লক্ষণের মূল। নাড়ীর পূর্ণত্ব ও গোলত্ব থাকিলে এই ঔষধ একেবারেই ব্যবস্থেয় নহে। কালী-কার্ব্ব কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের অনুপূরক অর্থাৎ একটী দ্বারা সম্যক উপকার না দর্শিলে অপরটী উপকারক ও আরোগ্যকর। হানিমান বলেন যে যাহাকে কয়েক মিনিট অতিশয় শীত—তজ্জন্য শুইয়া থাকিবার আবশ্যকতা, তৎপরে বিবমিষা ও বমন এবং সমস্ত রাত্রি বক্ষঃস্থলে আক্ষেপিক বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, আভ্যন্তরিক উদ্বেগ ও অতিশয় ঘর্ম্ম; জ্বরে এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ লিলিয়ানথাল শীত ও তাপাবস্থায় শ্বাস কষ্ট, বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন, মস্তক প্রদেশে বেদনা, শীতে পিপাসার আধিক্য, প্রধানতঃ উর্দ্ধাঙ্গে ঘর্ম্ম, ও প্রাতে সহজে ঘর্ম্মের উদ্রেক লক্ষণে সবিরাম জ্বরে কালী কার্ব্ব ব্যবহারের বিধি দেন।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—অল্পকালস্থায়ী প্রবল শীত, শীত সহকারে জলপিপাসা, অগ্নির উত্তাপ ও শয়নে শীতের উপশম, নড়িলে চড়িলে ও গৃহের বাহিরে গেলে শীতের বৃদ্ধি, সন্ধ্যাকালে ও আহারান্তে শীতের আতিশয্য, বেদনাসহকারে শীত, পুনঃপুনঃ শীতোত্তাপ, পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, অন্তরে উত্তাপ ও তজ্জন্য প্রবল পিপাসা, শীতাবস্থায় বিবমিষা, বমন, বক্ষঃস্থলে বেদনা, যকৃদ্দেশে বেদনা, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা, হস্তের উত্তাপ; আহারে অপ্রবৃত্তি, শীতান্তে পিত্ত বমন। তাপ।—অন্তরে তাপ বাহিরে শীত, শীত ও উত্তাপে শ্বাস কষ্ট, বদন আরক্ত ও উত্তপ্ত, চক্ষু [illegible]

শীতল (সিপি)। ঘর্ম্ম ।—রাত্রিতে, প্রাতে, নড়িলে চড়িলে, ও মানসিক পরিশ্রমে ঘর্ম্মের নিঃসরণ, ঊর্দ্ধাঙ্গে ঘর্ম্মের আধিক্য, উষ্ণ ও অম্ল-গন্ধ ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মাভাব। বিরাম ।—অক্ষিপুট সংযোজন ; বক্ষঃস্থলে চাপানুভব ; যকৃদ্দেশে বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ, আহারে, বিশেষতঃ রুটিতে অপ্রবৃত্তি ; অতিশয় তৃষ্ণা ; উদরের বায়ু-পূর্ণতা। হ্রাস-বৃদ্ধি ।—রাত্রি দুই তিনটার সময়ে, বিশ্রামে, ও শীতলতায় বৃদ্ধি। উত্তাপে, সঞ্চালনে, ও উদ্গারে হ্রাস।

কালী বাইক্রমিকম।

স্থূলকায় ব্যক্তি, বিশেষতঃ স্থূল শিশুদিগের রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ছালছেঁড়া, রজ্জু সদৃশ স্রাব, প্রত্যহ প্রাতঃকালে, একই সময়ে শিরঃপীড়া, স্থান-বিকল্পশীল বেদনা, এবং রোগ লক্ষণের সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—শীতের পদে আরম্ভ ও তথা হইতে ঊর্দ্ধে উত্থান, স্কন্ধ প্রদেশে পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচন অনুভব, পৃষ্ঠে শীতানুভব সহকারে নিদ্রালুতা, জৃম্ভণ, ও অঙ্গমর্দ্দ, শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ; অনন্তর উত্তাপ সহকারে কম্প ও থাকিয়া থাকিয়া রগের বেদনা। শীতের একঘণ্টা পরে মুখ শোষ, তজ্জন্য বারংবার মুখ ভিজাইতে হয়। উত্তাপ ।—হাতে ও পায়ের পাতায় উত্তাপ, বিবমিষা, উদরোর্দ্ধে বেদনা, খক খক কাশ, অনিদ্রা ; তৎপরে উরু ও পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম হইয়া যাতনার উপশম ; দুইঘণ্টা পরে আবার পূর্ব্বরূপ উপসর্গ, কোপনতা, ঊর্দ্ধাঙ্গে জ্বালা, ও তাপ, অন্তরে শীত, অতিশয় পিপাসা তাপের পর ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম ।—একবার ঘর্ম্ম, একবার উত্তাপ, কচিৎ ঘর্ম্মাভাব। রাত্রির প্রথমভাগে, বা রাত্রিতে, অথবা প্রাতে জ্বরের আধিক্য। হ্রাস-বৃদ্ধি ।—প্রাতে, শীতলতায়, ও আহারান্তে বৃদ্ধি। উত্তাপে, ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে হ্রাসপ্রাপ্তি।

কিউরেয়ার।

অপরাহ্ন ২।৩টার সময় সমাগত প্রাত্যহিক জ্বরে রোগী রাত্রিতে জাগ্র

থাকলে; এবং আংশিক বা ক্ষণিক শীত সহকারে দাহকর উত্তাপ, অসংলগ্ন বাক্য; অতিশয় অবসন্নতা; অনেক সময় দেহ-শাখার অর্থাৎ হস্তপদাদির পক্ষাঘাত; শীতল ও রক্তাক্ত ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ রাত্রিতে);—এই সকল লক্ষণে সবিরাম জ্বরে কিউরেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। প্রতিনিয়ত শীত সংযুক্ত দূষিত সবিরাম জ্বরেও ইহা ব্যবস্থেয়।

কুপ্রম।

প্রবল জ্বর, স্ফোট-জ্বর; পদের ঘর্ম্মাবরোধ বশতঃ জ্বর, ও বিলেপী জ্বরে কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। স্ফোট-জ্বরে উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া আক্ষেপ, মুখ-বিকৃতি, অস্থিরতা ও প্রলাপাদি উপসর্গে কুপ্রম উপকারী। টাইফস জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ হস্ত ও পদে শীত, অপস্মারের আবেশের পরে শীত, শরীরের বরফবৎ শীতলতা, ও হস্তপদে খল্লী। অন্তরে ঝলকে ঝলকে দুর্ব্বলকর উত্তাপাবেশ, পদতলে জ্বালা। রাত্রিতে শীতল, আঠা আঠা প্রচুর ঘর্ম্ম। সন্নিপাতজ্বর।—তীব্রজ্বর, ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা সংযুক্ত টাইফস জ্বর; রক্তের বিসমাসিত অবস্থা, নাসিকা হইতে রক্তপাত ও গাত্রে দংশ-পীড়কা (পিটেকিয়ি); স্নায়বীয় উত্তেজনা সহ অতিশয় অবসন্নতা; অস্থিরতা ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন; প্রভাশূন্য, অপরিচ্ছন্ন (ঝাপসা) চক্ষু, শ্রুতিক্ষীণতা; হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত।

কোনায়ম।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—কম্প, রৌদ্র সেবনের ইচ্ছা (অগ্নি সেবনের ইচ্ছা, ল্যাক); পূর্ব্বাহ্নে শীত, অপরাহ্নে কম্প, সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল; শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের আকুঞ্চন অনুভব; মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, বিবমিষা, করতল ও পদতল শীতল; নখের নীল বর্ণ; চিত্তের নৈরাশ্য ও ঔদাস্য। তাপ।—অতিশয় স্নায়বীয়তা সহকারে দাহ; অন্তরে ও বাহিরে অতিশয় তাপ; তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম।—

দিবারাত্রি, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, এমনকি চক্ষু বুজিলেই ঘর্ম্মের উদ্রেক।
বিরাম।—সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ।

ক্যাক্টস।

প্রাত্যহিক সবিরাম জ্বর পূর্ব্বাহ্ন ১১টা, অথবা রাত্রি ১১টার সময় উপস্থিত হইলে, বিরামকাল সুস্পষ্ট ও উপদ্রবপরিশূন্য থাকিলে; এবং দীর্ঘস্থায়ী শীত, পৃষ্ঠ ও হস্তদ্বয়ের শীতলতা, আরক্তিম বদন, প্রবল বমন, অস্থিরতা, মূত্রাশয়ে বেদনা, মূত্র রোধ, শীতের পর উত্তাপ, মস্তকে রক্তাধিক্য, শিরঃপীড়া, শ্বাসের খর্ব্বতা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, উদরে অসহ্য উত্তাপ, অধিক তৃষ্ণা, ও প্রভূত ঘর্ম্ম (সূর্য্যোত্তাপজনিত জ্বরে ঘর্ম্মাভাব) লক্ষণে ক্যাক্টস ব্যবহৃত হয়। * সূর্য্যোত্তাপ লাগিয়া জ্বর হইলে অথবা পুনঃ পুনঃ জ্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এই ঔষধ উপযোগী। ঠিক একই সময়ে জ্বরের উপস্থিতি, পৃষ্ঠ ও হস্তের শীতলতা, এবং মূত্রাবরোধ ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্যাক্টসের লক্ষণ নড়িলে চড়িলে ও স্পর্শে বর্দ্ধিত এবং বাহিরের বাতাসে উপশমিত হয়। ক্যাক্টস জ্বরে বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না। আর্সেনিয়া, সিড্রন, ও সিঙ্কোনা ইহার সমগুণ।

ক্যান্থেরিস।

মূত্রত্যাগে জ্বালাযন্ত্রণা; শীতাবস্থার অবসানে হস্তপদের গুরুত্ব ও অধিক-পিপাসা; এবং জননেন্দ্রিয়ে মূত্র-গন্ধি ঘর্ম্ম ক্যান্থেরিসের বিশেষ লক্ষণ। জ্বরে কেবল শীত ও কম্প, শীতান্তে পিপাসা, চক্ষুর বেদনা; জ্বর সহকারে উপস্থের স্ফীততা, মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গে যাতনা, কষ্টে মলিনবর্ণ বিন্দু বিন্দু, অথবা রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ; মূত্রত্যাগকালে এবং তৎপূর্ব্বে ও পরে অতিশয় কুন্থন; মুখ শোষ, তৃষ্ণা, গাত্রবেদনা, ও নড়িতে চড়িতে অশক্তি, রাত্রিতে জ্বালাকর উত্তাপ, কিন্তু রোগিণীর তাহা অননুভব; পিপাসা সহ উত্তাপ, এই গুলি এই ঔষধ ব্যবহারের প্রধান লক্ষণ। মূত্র-পথ আক্রান্ত হইলেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

ক্যাপ্সিকম।

দীর্ঘস্থায়ী শীতবিশিষ্ট বিষমজ্বরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উত্তাপাবস্থার পরে ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ না পাইয়া একই সময়ে তাপ ও ঘর্ম্ম প্রকাশিত হইলে ক্যাপ্সিকম ব্যবস্থেয়। গ্রীষ্মকালের সবিরাম জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। পৃষ্ঠে, বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগে শীতের আরম্ভ ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্যাপ্সিকমের শীত, তাপ, ও ঘর্ম্ম সকলই নড়িলে চড়িলে উপশমিত হয়। পূর্ব্বাহ্নে ১০॥০টার সময়, অথবা অপরাহ্নে ৫।৬টার সময় ক্যাপ্সিকমের জ্বর প্রকাশিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা (অস্থিতে বেদনা—ইউপ-পার্ফো)। পৃষ্ঠে, স্কন্ধদ্বয়ের মধ্য হইতে শীতের আরম্ভ ও সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্তি (ইউপ)। পিপাসাসংযুক্ত শীত, তদনন্তর পিপাসাশূন্য দাহ। জল পানে শীতের বৃদ্ধি (আর্স, চায়না, নক্স, ভিরাট) এবং * পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উত্তাপ প্রদানে উহার হ্রাস। শীতান্তে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের সহিত মিশ্রিত, তৃষ্ণাপরিশূন্য সামান্য উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় শিরঃপীড়া ও তন্দ্রা। নাড়ী বিষম ও পর্য্যায়শীল (ক্ষণ-বিলুপ্ত)।

ক্যাম্ফর।

শীত প্রধান বিষম জ্বরে শীতাবস্থার প্রারম্ভে, দূষিত বিষম জ্বরে; এবং শর্দ্দি জ্বরের প্রারম্ভে ক্যাম্ফর ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—তৃষ্ণাশূন্য শীতাবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী কম্প; সমগ্র শরীরের তুষারবৎ শীতলতা, বদনের শ্যাববর্ণ, অল্প মাত্র শীতল বাতাসও সহ্য করিতে না পারা, গাত্রের তুষারের ন্যায় শীতলতা সত্ত্বেও বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা, তৃষ্ণা পরিশূন্য উত্তাপাবস্থা; উত্তাপ সহকারে শিরার স্ফীততা; নড়িলে চড়িলে উত্তাপের বৃদ্ধি, দুর্ব্বলকর প্রভূত শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় উৎকণ্ঠা ও দুর্ব্বলতা ক্যাম্ফরের প্রধান লক্ষণ। সবিরাম জ্বরে বিসূচিকার পতনাবস্থার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর ফলপ্রদ। এপিস, কার্ব্বো, জেলস, নক্স, ভিরাট ল্যাক প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী।

ক্যাম্ফরের লক্ষণ শীতল বাতাসে, রাত্রিতে, ও নড়িল চড়িলে বৃদ্ধি পায়; এবং উত্তাপে, উষ্ণ বাতাসে, ও শীতল জল পানে হ্রাস পড়ে। সন্নিপাত জ্বর।—আকস্মিক অবসন্নতা; সর্ব্বশরীরের তুষারবৎ শীতলতা, মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা, শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম, অথচ আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা; গলায় ঘড় ঘড় শব্দ; উত্তপ্ত শ্বাস; অনৈচ্ছিক অতিসার; এই সকল লক্ষণে সন্নিপাতজ্বরে ক্যাম্ফর ব্যবহৃত হয়।

ক্যামোমিলা।

ক্যামোমিলা ব্যাপক জ্বর প্রাদাহিক নহে, কিন্তু ঔপদাহিক। অন্ত্রে অজীর্ণদ্রব্যের সংস্থান, অথবা দন্তোদ্ভেদ জনিত উপদাহ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে স্নায়ুমণ্ডল অতিশয় উত্তেজিত হয়, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত হয়না, যন্ত্রণায় অতিশয় অধীরতা জন্মে এবং অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে পারা যায়না, উত্তাপে সমগ্র অবস্থা বিবর্দ্ধিত হয়, পেশীর শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে; এবং কোন কোন পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপ, এবং অবশেষে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অর্থাৎ শিশুদিগের দন্তোদ্গম জ্বরে, সর্দ্দি জ্বরে, ও অন্যান্য প্রকার জ্বরে, এবং ক্রোধ বা বিরক্তি বশতঃ স্নায়ুর ক্রিয়া বিকার জন্মিয়া যে পিত্ত-জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাতে ক্যামোমিলা বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় ক্রোধ বা বিরক্তি বশতঃ স্পষ্ট জ্বর না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সুতীব্র উদর-বেদনা, পিত্ত-মিশ্রিত তিক্ত বমন বা কাঠবমি ও উদরাময় জন্মিয়াথাকে; সে স্থলেও ক্যামোমিলা উপকারী। প্রসূতির সূতিকা জ্বরে প্রসবান্তিক স্রাবাবরোধ, স্তন-দুগ্ধ বিলোপ, দুগ্ধবৎ শুভ্র ভেদ, প্রসব-বেদনার ন্যায় কটি-বেদনা, শিরোবেদনা, ও বক্ষঃস্থলে বেদনাদি লক্ষণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

বিশেষ লক্ষণ।—শিশুর খিট খিটে স্বভাব। কোলে করিয়া বেড়াইলে স্থির থাকা বা শান্ত হওয়া (এতদ্বিপরীত, ব্রাই)। এক গাল লাল, অন্য গাল পাণ্ডুর। হ্রাস বৃদ্ধি।—প্রাতে (নক্স, ব্রাই), দুইপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে, উত্তাপে ও ক্রোধের উদ্রেকে বৃদ্ধি, সায়াহ্নে (বৃদ্ধি, পলস), অনাহারে, ও আর্দ্রবায়ুতে হ্রাস। জ্বরের সময়।—পূর্ব্বাহ্ন ১১টা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে

রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত; শীত শূন্য জ্বর পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে ১২টা। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক; ১।২ দিন অন্তর; ও প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া অগ্রগামী জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অবিদ্যমানতা (কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, কার্ব্বো, ইগ্নে); উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা। শীতের অল্পতা, উত্তাপ ও ঘর্ম্মের আধিক্য। কোন কোন অঙ্গ শীতল, কোন কোন অঙ্গ উত্তপ্ত; সর্ব্বাঙ্গে শীত, মুখমণ্ডলে উত্তাপ এবং উত্তপ্ত নিশ্বাস। শরীরের সম্মুখভাগে শীত ও পশ্চাদ্ভাগে তাপ, অথবা সম্মুখভাগে তাপ, পশ্চাদ্ভাগে শীত। দাহাবস্থায় সময়ে সময়ে শীত। এক গণ্ড আরক্ত ও উত্তপ্ত অপর গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ (একন, নক্স)। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ লেপ, জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় শুভ্র, মধ্যভাগ আরক্ত। বিবমিষা, পিত্ত-বমন, উদরাময়। *নিম্নোদরে বেদনা। বারংবার অধিক পরিমাণে জলবৎ মূত্রত্যাগ। বস্ত্রাবৃত দেহাংশে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম। মুখমণ্ডল ও মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম। বিচরণে ঘর্ম্মের বিলোপ, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় পুনরুদ্রেক (সাম্বু)। অতিশয় অসহিষ্ণুতা, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অশিষ্ট উত্তর প্রদান। সন্নিপাত জ্বর।—দ্বিতীয় অবস্থায়, অপরাহ্নে মুখমণ্ডলে আরক্ততা ও জ্বরের উত্তাপ, তৎসহকারে কর্ণমূলের স্ফীততা; মুখের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর আরক্ততা ও রসশূন্যতা; বিদারিত ও লেপাবৃত জিহ্বা; মুখে পচা ও তিক্ত আস্বাদ; শ্বাসে দুর্গন্ধ; প্রবল পিপাসা, বিমল জল পানের অতিশয় ইচ্ছা; বিবমিষা, তিক্ত বমন; আমাশয়ে ভারবোধ; উদর-বেদনা; প্রচাপনে উদরের অতিশয় স্পর্শানুভাবকতা; হরিতাভ পীতবর্ণ, জলবৎ মল; পীতাভ অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট মূত্র; শর্দ্দিজনিত স্বরভঙ্গ; বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার শব্দ; কণ্ঠনালী কণ্ডুয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক; বক্ষঃস্থলে ভার; কর্ত্তনবৎ যাতনা; ও জ্বালা; নিদ্রাশূন্যতা; গাত্র-স্পন্দনসহ নিদ্রিতাবস্থা; প্রলাপ; ঘর্ম্মশূন্য জ্বরের উত্তাপ; উৎকণ্ঠা; স্নায়বীয় উপদাহ; দীর্ঘনিশ্বাস ও কোঁকানি।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা।

শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু; গণ্ডমালা-ধাতু, দুর্ব্বলতা, উপরে উঠিতে শিরোঘূর্ণন ও শ্বাসহ্রস্বতা; স্থূলত্ব-প্রবণতা; পদদ্বয় আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ অনুভব; শিশুগণের শিথিল পেশী; অল্পেই অধিক ঘর্ম্ম; সহজেই শর্দ্দিলাগা; অস্থি জন্মিতে, দাঁত উঠিতে, ব্রহ্মরন্ধ্রের অস্থি জোড়া লাগিতে ও হাঁটিতে শিখিতে কালবিলম্ব; নিদ্রাবস্থায় মস্তকে ও ঘাড়ে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং তজ্জন্য বালিশ ভিজিয়া যাওয়া; মাথা ও পেটের বৃহত্ত্ব; নারীদিগের অল্প বয়সেই ঋতু আরম্ভ হইয়া অধিক দিনব্যাপী ও অধিক পরিমাণ রজস্রাব; অবশেষে ঋতুর লুপ্ততা বা স্বল্পতা,— এই সকল অবস্থাপন্ন ও বিশেষ লক্ষণান্বিত রোগীদিগের পক্ষে শর্দ্দি জ্বরে, বাতের জ্বরে, কুইনাইন আটকান জ্বরে, বিলেপী জ্বরে, পুরাতন জ্বরে, এবং প্লীহা-যকৃদাদি উপসর্গ সংযুক্ত জ্বরে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়। একাঙ্গীন ঘর্ম্ম ক্যালকেরিয়ার একটী নিশ্চিত লক্ষণ। জলে দাঁড়াইয়া বা ভিজিয়া কাজ করা জ্বরের কারণ হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ক্যালকেরিয়ার লক্ষণ ঠাণ্ডা বা ভিজা বাতাসে, জলে ভিজায়, উচ্চে উঠায়, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বর্দ্ধিত; এবং শুষ্ক উষ্ণ বায়ু সেবনে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—বেলা ২টার সময় জ্বর। জ্বরের পূর্ব্বে মস্তক ও শরীরের গৌরব, সমস্ত গ্রন্থিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। শীতাবস্থায় পিপাসা; আমাশয়প্রদেশে শীতের আরম্ভ, ও তথায় শীতলতা ও চাপানুভব; শীতান্তে উহার অন্তর্ধান। বাহিরে শীত অন্তরে তাপ, অথবা একবার শীত একবার তাপ (আর্স)। মুখ, দন্ত, চরণাদি এক একটী অঙ্গের শীতলতা; মস্তকে তুষারবৎ শীতলতা অনুভব; শরীরাভ্যন্তরে শীতলতা নুভব। * পদদ্বয় আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ অনুভব। শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা। উত্তাপান্তে শীত ও হস্তের শীতলতা। উত্তাপাবস্থায় পিপাসার অবিদ্যমানতা। ঝলকে ঝলকে বারম্বার উত্তাপাবেশ। মস্তকে রক্তের প্রধাবন ও অতিশয় উত্তাপ। উত্তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে চেষ্টা (সিক, সলফ)। রাত্রিতে অন্তরে, বিশেষতঃ হাতে ও পায়ে উত্তাপ। প্রাতঃকালে ও সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মস্রাব। ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব। ঘর্ম্মান্তে প্রায়ই নিদ্রা। অতিসার, ঈষৎ শুভ্র ও অজীর্ণ দ্রব্য সংযুক্ত অপরিপাকের ন্যায় মল, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও

উদরাময়। জ্বরের বিরাম সম্যক ও সুস্পষ্ট নহে। সন্নিপাতজ্বর।—টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় অস্থির নিদ্রা ও বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখিয়া জাগরণ; পুনরায় নিদ্রা ও পুনরায় সেই বিষয়েই স্বপ্নদর্শন; চক্ষু রুদ্ধ করিবামাত্র মনুষ্য ও দ্রব্যাদির প্রতিরূপ দর্শন, চক্ষু মেলিলে আবার তাহাদের তিরোধান, হৃৎকম্প; ব্যাকুলতা; শ্রুতি-শক্তির ন্যূনতা; নাসিকা হইতে রক্তপাত; বক্ষাস্থির নিম্নে অবিরত কণ্ডুয়ন ও তজ্জন্য শুষ্ক কাস (রস)। টাইফয়েড জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় উদ্ভেদ উৎপন্ন না হওয়াতে রোগীর একপ্রকার অচৈতন্য; উদরের স্ফীততা ও আধ্মান; অচৈতন্য সত্ত্বেও অস্থিরতা, আকুলতা, ও ক্লিষ্টতা; চিৎকার করিয়া উঠা ও শয্যাবস্ত্র খুঁটা; গাত্রের অতিশয় উত্তাপ কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ও আঠা আঠা, নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা ও ভীতবৎ চারিদিকে দৃষ্টিপাত; অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধ; প্রাতে, বা সামান্য সঞ্চলনে প্রচুর ঘর্ম্ম।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোজা।

ক্যালকেরিয়াসূচক গণ্ডমালা ধাতু ও আর্সেনিক জ্ঞাপক জ্বরের লক্ষণ বিমিশ্রিত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহু ও গ্রীবাভিমুখে শিড় শিড় করিয়া শীতের গতি; ত্বকের সমীপবর্ত্তী স্থান গুলি যেন উষ্ণ হইয়াছে এরূপ অনুভব। পৃষ্ঠে শিহরণ, গাত্রে রোমাঞ্চ, রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা; মূত্রে অণ্ডলাল নিঃসরণ, অপরাহ্নে যেন পেট কাঁপিতেছে এপ্রকার অনুভব ও তৎসহ শীতল জলের তৃষ্ণা; সন্ধ্যাকালে শীতাবস্থায় ক্ষুধাপরিশূন্যতা; হৃৎকম্প সহ ত্বকের উত্তাপ। রাত্রি তিনটার সময় ঘর্ম্ম। এই ঔষধের লক্ষণ।

ক্রিয়োজোট।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—শীতের প্রাধান্য, বিশেষতঃ সুস্থির ভাবে থাকিলে; কম্পসহকারে মুখমণ্ডলে ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ; গণ্ডস্থলের আরক্ততা, পদের বরফবৎ শীতলতা, প্রত্যূষে নাসিকা হইতে রক্ত-

পাত; জাল-দৃষ্টি, তজ্জন্য বারংবার চক্ষু ঘর্ষণ, চক্ষুর আরক্ততা ও উষ্ণ অশ্রুস্রাব; বাহুর উপবিভাগে গুরুত্ব অনুভব, কোপন স্বভাব। **উত্তাপ।**—মুখমণ্ডলে তাপের আতিশয্য, গালের কিয়দংশের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা। **ঘর্ম্ম।**—গালের উত্তপ্ততা ও আরক্ততাসহ প্রাতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম।

চায়না বা সিঙ্কোনা।

প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট ও সন্নিপাত জ্বরে আর্সেনিক যেরূপ উপকারী, বিরোধী জ্বরে (হেক্টিক ফিবার) চায়না সেইরূপ ফলপ্রদ। চায়না পর্য্যায়-নিবারক ও ম্যালেরিয়া-নাশক। হানিম্যান বলেন যে সবিরাম জ্বরে উষ্ণাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে পিপাসা, হৃৎস্পন্দ, ব্যাকুলতা, বিবমিষা, দুষ্ট ক্ষুধা, আমাশয়ের উদ্ধদেশে বেদনা; অথবা শিরোবেদনা ও অতিশয় তৃষ্ণা সহকারে জ্বরের আক্রমণের আরম্ভ, মস্তকে রক্তের গতি, বাহুশিরারপ্রসারণ; —এইগুলি চায়নার প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ বেইস বলেন যে শীত, উষ্ণ, ও ঘর্ম্মাবস্থা যথানিয়মে প্রকাশিত হইলে এবং বিরাম-কাল সুস্পষ্ট থাকিলে বিষম জ্বরে চায়না বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ চার্জ্জ বলেন যে প্রকৃত শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসার অভাব চায়নার বিশেষ লক্ষণ। শীত বা উষ্ণাবস্থায় পিপাসা থাকিলে এবং একেবারে ঘর্ম্ম না হইলে এই ঔষধ ব্যবহেয় নহে। উষ্ণাবস্থার পর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম থাকিলেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। চায়নার জ্বর কখনও রাত্রিতে হয় না। সজল স্থলের ও ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের জ্বরেই ইহা ভাল খাটে।

বিশেষ লক্ষণ।—একদিন পর একদিন রোগের বৃদ্ধি। শারীরিক রসরক্তাদি তরল বিধানের, বিশেষতঃ রক্তক্ষয় জনিত মন্দফল। অল্পমাত্র বায়ু-প্রবাহে ক্লেশানুভব। গ্রন্থিতে ও অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা; রাত্রিতে আহারান্তে, ও স্পর্শে সেই বেদনার বৃদ্ধি এবং পুনঃ পুনঃ অঙ্গ-সঞ্চালনে উহার উপশম। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি। উদরাধ্মান ও উদ্গারে উহার অনুপশম। উদরাধ্মান সংযুক্ত, বেদনাশূন্য, অজীর্ণদ্রব্য সংমিশ্রিত মল। **হ্রাস-বৃদ্ধি।**—একদিন অন্তর একদিন, স্পর্শে, বাতাসে, রাত্রে, দুগ্ধপানে;

ঠাণ্ডা লাগিলে, কুব্জ হইয়া বসিলে, মানসিক উত্তেজনায়, ও নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি। উত্তাপে ও স্থির থাকিলে হ্রাস। **জ্বরের সময়।**—দিবাভাগের যে কোন সময়, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ৫টা ও পূর্ব্বাহ্ন ৫টা। **জ্বরের প্রকৃতি।** একদিন বা দুইদিন অন্তর; প্রাত্যহিক, একদিন কম, অন্যদিন অধিক; দ্বৈকালীন; অগ্রগামী, সপ্তাহিক বা পাক্ষান্তিক জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—ক্ষুদ্র ও দ্রুত নাড়ী, আহারান্তে নাড়ীর বেগের হ্রাস। শীতাবস্থার পূর্ব্বে বিবমিষা, ক্ষুধা, উদ্বেগ, হৃৎকম্প, ও অতিশয় পিপাসা; প্রতিবার জলপানান্তে শীতানুভব। সর্ব্বাঙ্গীন শীত, শীতাবস্থায় পিপাসা-শূন্যতা, জলপানে শীতের বৃদ্ধি। পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, ত্বকের শীতলতা ও নীলবর্ণ। দাহাবস্থায় মুখ ও ওষ্ঠের শোষ ও জ্বালা; আরক্ত মুখমণ্ডল ও শিরঃপীড়া। দাহাবস্থায় পিপাসার অভাব, অতিশয় ক্ষুধা বা আহারে অপ্রবৃত্তি। দাহাবস্থার পর পিপাসা ও অতিশয় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার বৃদ্ধি। নিদ্রাবস্থায় অথবা শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে অতিশয় ঘর্ম্ম। যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম। দুর্ব্বলকর প্রভূত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ রাত্রিতে। জ্বরের বিরামাবস্থায় অতিশয় আলস্য ও দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, কর্ণে শব্দ, শিরোঘূর্ণন, ও মস্তক বিবর্দ্ধিত অনুভব, বদনের পাণ্ডুরতা; প্লীহা-যকৃতের বেদনা ও বৃদ্ধি; প্রস্রাবের অল্পতা, নড়িলে চড়িলে বা সামান্য পরিশ্রমে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। ঘর্ম্মাধিক্যবিশিষ্ট তরুণ জ্বর। (আর্সেনিক ও চায়নার প্রভেদ আর্সেনিকে দ্রষ্টব্য)। দুর্ব্বলকর নৈশ ঘর্ম্মবিশিষ্ট বিলেপী জ্বর। **সন্নিপাত জ্বর।**—অধিক রক্তস্রাবের পর দুর্ব্বলতা।

চিনিনম সলফিউরিকম বা কুইনাইন।

এক্ষণ, জ্বর হইলেই কি ভদ্র, কি ইতর সকলেই কুইনাইন জ্বরের অমোঘ ঔষধ মনে করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে উহা সেবন করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষে ও অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবনে কুইনাইনের অপব্যবহার হয়। কুই-নাইনের অপব্যবহারে অতিশয় অপকার জন্মে। এজন্য, যথোপযুক্ত অবস্থায়ই কুইনাইন ব্যবস্থা করা বিহিত। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কুইনাইন ব্যবস্থা করেন। (১) বিরাম

জ্বরের শীত বা দাহাবস্থার পরে ঘর্ম্মাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরের বিরামকালে কুইনাইন ব্যবস্থেয়। (২) অন্ত্র পরিষ্কার না থাকিলে উহা সেবন করান বিহিত নহে। (৩) জিহ্বা মলিন ও নাড়ী চঞ্চল থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগ নিষিদ্ধ। (৪) মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, শিরোরোগ, অন্নবহানালীর প্রদাহ, তরুণ অতিসার, ও যকৃতে রক্তাধিক্য থাকিলেও কুইনাইন ব্যবস্থেয় নহে। (৫) কুইনাইন জরায়ুতে ক্রিয়া করে, অতএব গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানে উহা ব্যবহার করা উচিত।

হোমিওপ্যাথি মতে তরুণ ও উপসর্গশূন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে বিরামকালে কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে শীত, তাপ, ও ঘর্ম্মাবস্থা যথানিয়মে উপস্থিত হইলে কুইনাইন প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। ডাঃ হেল বলেন যে জিহ্বা পরিষ্কার, নাড়ী কোমল, এবং ত্বক্ আর্দ্র ও শীতল না হইলে (সঙ্কটাপন্ন স্থল ব্যতীত) তৃতীয় দশমিক ক্রমের নিম্নে কুইনাইন ব্যবহার করা বিধেয় নহে। মারকিউরিয়স, একোনাইট, পডোফিলিন, নক্সভমিকা প্রভৃতি যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবহারে যকৃৎ ও পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়া পরিশোধিত হইয়া জিহ্বা পরিষ্কৃত হইলে পরে কুইনাইন ব্যবস্থা করা উচিত।

জ্বরের শীত বা উত্তাপাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে কিম্বা উত্তাপাবস্থার পরে ঘর্ম্ম না হইলে কুইনাইন ব্যবহার করা বিহিত নহে। তরুণ সবিরাম জ্বরে শীত থাকুক বা না থাকুক, উত্তাপাবস্থা ও উত্তাপের পরে প্রচুর ঘর্ম্ম না থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগে উপকার দর্শে না। কুইনাইন ও সিঙ্কোনার লক্ষণে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রভেদ এই যে কুইনাইনের জ্বর ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় ঠিক এক সময়ে উপস্থিত হয়, এবং উহা সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা, অপরাহ্ণ ৩টা ও রাত্রি ১০টার সময় প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে জ্বর প্রতি পর্য্যায়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া আইসে তাহাতেও এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—দ্ব্যাহিক জ্বরের ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিতি; ঐকাহিক জ্বরের ২বা ২।০ ঘণ্টা আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া আগমন; জ্বরের সম্যক বিচ্ছেদ, জ্বরের এক পর্য্যায় হইতে অন্য পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পিপাসা, প্লীহা ও যকৃতে বেদনা, কাণে ভোঁ ভোঁ

শব্দ; শিরোঘূর্ণন; মস্তক বৃহত্তর অনুভব; জ্বরের সকল অবস্থায়ই মেরুদণ্ড (বিশেষতঃ কটির নিম্নভাগ) টিপিলে ব্যথা; বেলা ৩টার সময় কম্পকর জ্বর ও পিপাসা, শীতকালীন ওষ্ঠ ও নখের নীলাভা; দাহ ও অতিশয় পিপাসা; শিরার স্ফীততা, উত্তাপাবস্থায় প্রলাপ; অসহ্য উত্তাপ, বারংবার জৃম্ভণ ও হাঁচি; অনন্তর প্রচুর ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার আধিক্য, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেও ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মস্রাবে শিরোবেদনা ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণের শান্তি, কিন্তু শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, জল ভাল লাগা, এবং জলপানে উপশম অনুভব; কটির তিক্তস্বাদ, বিরামকালেও অতিশয় তৃষ্ণা, পৃষ্ঠবংশে টিপিলে বেদনা; প্লীহার স্ফীততা, বিচ্ছেদকালের অলক্ষণস্থায়িত্ব।

চেলিডোনিয়ম।

যকৃদ্রোগ সংসৃষ্ট জ্বরে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির অভ্যন্তরীণ ও নিম্নতর কোণের নীচে অবিরত বেদনা যকৃদ্রোগে এই ঔষধি প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। চেলিডোনিয়মের লক্ষণ প্রাতে, ও অপরাহ্নে বর্দ্ধিত, এবং সায়াহ্নে উপশমিত হয়। আর্সেনিক চেলিডোনিয়মের অনুপূরক।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—প্রবল শীত ও কম্প; হাত পায়ে শীতের আরম্ভ, তথাকার শিরার স্ফীততা; দক্ষিণ পদের তুষারবৎ শীতলতা, বিবমিষা, পৃষ্ঠদিয়া নিম্নাভিমুখে শিহরণ (শিড় শিড় করা); পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ। সায়াহ্নে শয়নান্তে আভ্যন্তরিক তাপ; হস্তের জ্বালাকর উত্তাপ, পরে সর্ব্বশরীরে তাহার বিস্তার, মস্তক, মুখমণ্ডল, ও বাহুর ঊর্দ্ধভাগে উত্তাপ। দুই প্রহর রাত্রির পর ও প্রাতঃকালের প্রাক্কালে নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, জাগ্রত হইলে ঘর্ম্মের বিরতি। জ্বরের বিচ্ছেদ সুস্পষ্ট নহে। যকৃদ্দেশে বেদনা। সন্নিপাতজ্বর।—অজ্ঞাতসারে অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ, শুভ্র, বা ধূসরবর্ণ মল নিঃসরণ, কিন্তু রোগীর জ্ঞানের পরিচ্ছন্নতা, পিত্ত-স্রাবের হ্রাস সত্ত্বেও মূত্রের পাণ্ডুবর্ণ, স্বাদশূন্য, গাঢ় পীতবর্ণ লেপাবৃত, আরক্তপ্রান্ত, দন্তের চিহ্নে চিহ্নিত জিহ্বা; শ্বাসে দুর্গন্ধ, আমাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব; প্রচাপনে কুক্ষিতে অসুখ অনুভব, কটিদেশীয় কশেরুকায় ছিন্নকর বেদনা,

সেই বেদনার কট্যস্থি পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, ও কশেরুকা যেন বিচ্ছিন্ন হইল এরূপ অনুভব; নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা, অথচ নিদ্রা যাইতে অশক্তি; একদিন জিহ্বার শুষ্কতা, অপর দিন আর্দ্রতা, অম্ল উদ্গার, ক্লান্তি ও আলস্য।

জেলসিমিয়ম।

রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্রে জেলসিমিয়মের ক্রিয়াদর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ কাহার কাহার প্রথমে শীত ও তৎপরে দাহ লক্ষণান্বিত জ্বর উৎপন্ন হয়। এজন্য সামান্য আরক্তজ্বর; স্ত্রী ও বালকদিগের সামান্য জ্বর, শিশুদিগের স্বল্প-বিরামজ্বর ও স্বল্পবিরাম প্রকৃতির অন্যান্য জ্বরে, ঘর্ম্ম না হইয়া সন্ধ্যাকালের প্রকোপ অবস্থার অবসান হইলে এবং অজীর্ণের লক্ষণ না থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে ব্যাপ্টিশিয়া দ্বারা পাকাশয়িক জ্বর ও একোনাইট দ্বারা প্রাদাহিক জ্বর যেরূপ প্রথম উদ্যমেই ভগ্ন হয় তদ্রূপ জেলসিমিয়ম দ্বারাও শিশুদিগের স্বল্প-বিরাম জ্বর হীনবল হইয়া থাকে। অন্ত্রের বিধান-বিকারবিহীন স্নায়বীয় জ্বর ও আন্ত্রিক জ্বর, জলবৎ নাসাস্রাব, স্বরভেদ ও শীত সংযুক্ত রোমাঞ্চির উদ্ভেদাবস্থা, জ্বরে পীড়কা উত্থিত হইবার সময় শিশুদিগের আক্ষেপ, অতিশয় অস্থিরতা সহ জ্বর ভাব জেলসিমিয়মের আয়ত্ত। তীব্রজ্বরে অতিশয় অস্থিরতা ও দুর্নিবার পিপাসা লক্ষণে একোনাইট, প্রলাপসংযুক্তদাহ ও শুষ্ক জিহ্বা লক্ষণে ব্যাপ্টিশিয়া ও বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার জ্বরে জেলসিমিয়ম ফলপ্রদ নহে। জেলসিমিয়ম প্রয়োগোপযোগী জ্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু। সর্দ্দি লাগিবার পরে ও ঘামের পূর্ব্বে যে জ্বর হয় তাহাতে ইহা ব্যবহার করিলে সমধিক উপকার দর্শে। আলস্য; গাত্র-গৌরব; মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৃদু বেদনা; মস্তকের বৃহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব, জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ আর্দ্রলেপ, অনতিদ্রুত, পূর্ণতা-প্রবণ, কোমল নাড়ী; জ্বরে জেলসিমিয়মের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। ফলতঃ জ্বরের যে অবস্থায় রক্তবহানাড়ীগুলি প্রসারিত ও পরিপূর্ণ থাকে, অথচ পূর্ণ বিকসিত সবল প্রদাহের ন্যায় উহাদের দৃঢ়তা ও প্রতিঘাত শক্তি থাকে না, সেই অবস্থায় জেলসিমিয়ম ব্যবস্থা করা যায়। এই প্রকার জ্বরে আলস্য,

পেশীর দৌর্ব্বল্য, সম্যক বিশ্রামেচ্ছা ও তন্দ্রালুতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায়ও একোনাইটের ন্যায় ধামনিক রক্তসঞ্চয় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহার তত প্রাবল্য থাকে না। নাড়ী পূর্ণ, প্রবাহিত, ও অকঠিন অনুভূত হয়। অতএব পিত্তজ্বরে ও যকৃতের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় লক্ষণে জেলসিমিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরেও ইহা অব্যবস্থেয় নহে। কিন্তু রক্তবহানাড়ীর শিথিলতার আনুষঙ্গিক অলসতা ও নিদ্রালুতা এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় অতিশয় অবসন্নতায় ও অচৈতন্যে পরিণত হইলে পর আর এই ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে।

জেলসিমিয়ম, একোনাইট, ও এপিসের জ্বর-লক্ষণের প্রভেদ অবগত থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে এই সকল ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়। সংক্ষেপতঃ প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট, স্বল্প বিরাম বা সবিরাম জ্বরে জেলসিমিয়ম; এবং সবিরাম বা সন্নিপাতজ্বরে এপিস বিশেষ উপযোগী। (ক) উৎকণ্ঠা, নিরাশা, জ্বরকালীন অস্থিরতাবশতঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, মৃত্যুর আশঙ্কা; গাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া ফেলা; পূর্ণ, কঠিন, উল্লম্ফনশীল নাড়ী; উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মশূন্য ত্বক; এবং প্রভূত ঘর্ম্ম হইয়া সকল লক্ষণের শান্তি;—একোনাইটের লক্ষণ। (খ) উপদাহিতা, অনুভবাধিক্য, বালকদিগের কখন কখন নিদ্রাশূন্যতা, স্নায়বীয়তা অথবা আক্ষেপের সম্ভাবনা, কিম্বা নিদ্রালুতা, মত্ততার ন্যায় অক্ষিপুটের গুরুত্ব, সম্পূর্ণ শান্ত থাকিবার ইচ্ছা; পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে শীতের গতায়াত; তৎপরে বিবর্দ্ধিত নিদ্রালুতা সহ জ্বরের উত্তাপ; পূর্ণ ও প্রবাহিত নাড়ী, মধ্যম রকম ক্রমিক, কিন্তু উপশমপ্রদ ঘর্ম্ম;—জেলসিমিয়মের লক্ষণ। (গ) থাকিয়া থাকিয়া অস্থিরতা, নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা কিন্তু স্নায়বীয়তা বশতঃ অনিদ্রা, অথবা মৃদু মৃদু বিড়বিড়ে প্রলাপ; প্রগাঢ় নিদ্রা; হাঁটুতে বা উদরে অপরাহ্ণ তিনটার সময় শীতের আরম্ভ, ঘর্ম্মশূন্য গাত্র, বা মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী ঘর্ম্মস্রাব সংযুক্ত উত্তাপ; গাত্রোন্মোচন প্রবৃত্তি, বক্ষঃস্থলের অতিশয় যাতনা ত্বকের কোন কোন স্থানের শীতলতা ও কোন কোন স্থানের উষ্ণতা, নাড়ীর দ্রুততা ও সবলতা, অথবা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নাড়ীর ত্বরিততা ও তারবৎ সূক্ষ্মতা, সবিরামতা ও অপ্রাপ্যতা,—এপিসের লক্ষণ।

বিশেষ লক্ষণ।—নির্জ্জনে থাকিবার ইচ্ছা, কাণের উপরদিয়া মস্তক বেষ্টন করিয়া যেন একটা ফিতা বাঁধা রহিয়াছে একপ অনুভব, পৃষ্ঠবংশের নিম্নদেশ হইতে পৃষ্ঠদিয়া করোটী হইয়া জিহ্বার অগ্রভাগে শীতের উপস্থিতি; কম্পকালে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে বলা; উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা ও বিড়বিড় করিয়া বকা; শিরোঘূর্ণন, মস্তকের পশ্চাদ্দিক হইতে উহার আরম্ভ ও তৎকালে একটী বস্তু দুইটীর ন্যায় দেখা, একপার্শ্বে ঝোঁকা; মস্তকে বেদনা। **হ্রাস-বৃদ্ধি**।—আর্দ্র বায়ুতে; ঝড়তুফান আসিবার পূর্ব্বে, দুঃসংবাদ শ্রবণে; আকস্মিক মানসিক উদ্বেগে, সুস্থির থাকিলে ও তামাক খাইলে বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা ও খোলাবাতাসে উপশম। **জ্বরের সময়**।—অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন; শীতশূন্য জ্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা (ন্যাট-মিউ, ব্যাপ্ট)। **জ্বরের প্রকৃতি**।—প্রাত্যহিক, একদিন অন্তর, ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় (আরাণ, সিড্রন, সাবাড); স্বল্পবিরাম জ্বরের সবিরামে, বা সবিরামের স্বল্পবিরামে পরিণতি (শেষোক্তে ব্যাপ্ট, ইউপ, কুইন ও)।

জ্বরের লক্ষণ।—**সবিরাম জ্বর**।—পৃষ্ঠ দিয়া উপরের দিকে শীতের প্রধাবন অথবা পদে শীতের আরম্ভ ও উদ্ধদিকে সম্প্রসারণ। কখন কখনও বা জ্বরসহকারে প্রচুর মূত্রস্রাব ও সর্ব্বশরীরে মৃষ্টবৎ বেদনা। শীতাবস্থায় তৃষ্ণাশূন্যতা। শীতাবসানে নিদ্রালুতা (এপিস)। দীর্ঘস্থায়ী প্রবল তাপ; মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপের আতিশয্য, স্নায়বীয় অস্থিরতা; নিদ্রা বা অর্দ্ধনিদ্রা; শিশুর মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠা, এবং যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ আতঙ্কে যাহা কাছে পায় তাহাই জড়িয়া ধরা, শিরোঘূর্ণন, আলোক ও শব্দে বিদ্বেষ (বেল)। প্রচুর ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মস্রাবে বেদনার উপশম; মণিপুর প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘর্ম্ম। অল্পক্ষণস্থায়ী বা নামমাত্র জ্বরের বিরাম অথবা একেবারেই বিচ্ছেদাভাব। বিরামকালে রোগীর পেশীর দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয়তা, কোপনতা (খিট্‌ খিটে ভাব), শিরঃপীড়া; তামাকের ধূমপানে সেই শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ইগ্নে, ধূমপানে হ্রাস,—আরেনিয়া)। (জেলসিমিয়ম ও ইগ্নেশিয়ার প্রভেদ ইগ্নেশিয়ায় দ্রষ্টব্য)। **স্বল্পবিরাম জ্বর**।—রাত্রি দুইপ্রহরের সময় জ্বরের প্রকোপ; প্রাতে জ্বরের স্বল্পবিরাম, প্রারম্ভ হইতেই পেশীর দুর্ব্বলতা ও তজ্জন্য উত্থান শক্তি-

হীনতা; মস্তকের সম্মুখ বা পশ্চাৎ ভাগে শিরঃপীড়া, মস্তক বৃহত্তর অনুভব, স্ফীত বা আলোহিত মুখমণ্ডল; মুখে আঠা আঠা বা তিক্ত আস্বাদ; জিহ্বায় শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ; পূর্ণ, দ্রুত ও অনতিকঠিন নাড়ী। **শর্দ্দিজ্বর।**—শীতল বা আর্দ্র বায়ু সেবন অথবা উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুর সহসা আর্দ্র বায়ুতে পরিবর্ত্তন বশতঃ জ্বর; পৃষ্ঠোপরি শীত, জ্বরারম্ভের পূর্ব্বে মস্তকের উত্তপ্ততা, পিপাসা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা পরিশূন্যতা (পিপাসা, অস্থিরতা, ও উৎকণ্ঠা—একন), সুস্থিরতা ও গাত্র-গৌরব; মস্তক গুরুতর ও বৃহত্তর অনুভব; মুখমণ্ডলের আরক্ততা, চক্ষুর সজলতা, নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অল্প অল্প গলা ব্যথা; বৃহৎ, পূর্ণ, দ্রুত, ও অনতি কঠিন নাড়ী (ক্ষুদ্র, কঠিন, দ্রুত, তারবৎ নাড়ী,—একন); জ্বরের স্বল্পবিরাম প্রকৃতি, এবং প্রত্যহ একইসময়ে প্রকোপ। **সন্নিপাত জ্বর।** মানসিক শক্তির হ্রাস (ব্যাপ্টি), শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অঙ্গকম্পন; শিরোঘূর্ণন ও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, নিদ্রালুতা ও শিরোগৌরব, অধিক পরিমাণে জলবৎ প্রস্রাব নিঃসরণে উহার উপশম, মস্তক, পৃষ্ঠ, ও হস্তপদাদিতে অসহ্য বেদনা; মস্তিষ্কে আঘাতিতবৎ বেদনা, অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত (কষ্ট), জিহ্বা-কম্প, তজ্জন্য উহা সহজে বাহির করিতে পারা যায়না (বেল, ল্যাক, সিক), জিহ্বার অসাড়তা ও তজ্জন্য কথা বলিতে না পারা; শীতশীত অনুভব, সমস্ত পেশীর দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাধান্য। (ব্যাপ্টি দ্রষ্টব্য)।

জিঙ্কম।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—সায়াহ্নে পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ কাঁপ; আন্তরিক উত্তাপ সহ অবিরত শীত শীত অনুভব; অপরাহ্ণ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত কম্প, দিবাভাগে কয়েকবার শীতানুভবসহ জ্বরের আক্রমণ, অনন্তর সর্ব্বশরীরে ঝলকে ঝলকে তাপের আবেশ; অঙ্গকম্প; মূর্চ্ছাকল্পতা; রক্তবহা নাড়ীর প্রবল দপদপ; মুখের শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা; অধিক পিপাসা, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, কখন কখন ঘর্ম্মে অম্ল গন্ধ; দিবাভাগেও ঘর্ম্ম। মস্তিষ্কের উৎকট বেদনা ও প্রবল ক্রোধ লক্ষণাপন্ন সবিরামজ্বর।

সন্নিপাত জ্বর।—* মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা, হস্ত-কম্প ও শীতল হস্তপদ সহকারে টঙ্কার; চৈতন্য পবিশূন্যতা; শয্যার নিম্নদিকে সরিয়া যাওয়া; নিম্ন হনুর অবনতি; মোমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মুখাকৃতি; বারংবার অন্ত্র হইতে অজ্ঞাতসারে বিরেচন, দ্রুত, ক্ষুদ্র, পর্য্যায়দোষবিশিষ্ট, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী।

টারাক্সিকম।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শিরোবেদনা সহকারে সর্ব্বশরীরে শীত, বিচরণে শীতের আধিক্য, উপবেশনে হ্রাস। নাসাগ্র ও হস্তদ্বয়ের তুষারবৎ শীতলতা। সমস্তশরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাপ; নিদ্রান্তে তাপ। প্লীহা বেদনা ও সমস্ত ব্যাধি দুর্ব্বলকর প্রচুর ঘর্ম্ম, নিদ্রার প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মের আধিক্য। ঘর্ম্মকালে তৃষ্ণা, ঘর্ম্মে গাত্র কুট কুট করা। জ্বর সহকারে উদরের উপসর্গ। জিহ্বার মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত আকৃতি। আহার বা পানান্তে শীতানুভব। যকৃদ্রোগ সংসৃষ্ট জ্বর। সন্নিপাত জ্বর।—অস্থিরতা, স্থির হইয়া থাকিলে নিম্নাঙ্গে অসহ্য ছিন্নকর বেদনা, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে প্রবল ছিন্নকর বেদনা, অবিরত মৃদু (বিড়বিড়ে) প্রলাপ, আহার বা পানান্তে অতিশয় শীতানুভব, মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা। রাত্রি-কালে দুর্ব্বলকর প্রভূত ঘর্ম্ম এবং জিহ্বার চিত্র-বিচিত্রতা এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। চায়নার ঘর্ম্মের ন্যায় শরীর বস্ত্রাবৃত করিলেই টারাক্সিকমের ঘর্ম্ম উদ্রিক্ত হয় না।

ডলকামারা।

শীত ও বর্ষাকালে আর্দ্রতাদি জনিত জ্বরে ডলকামারা ব্যবহৃত হয়। বায়ু শীতল হইলে রোগের বৃদ্ধি; সঞ্চরণে হ্রাস, শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও গ্রন্থির স্রাবা-ধিক্য; এবং ঘর্ম্ম-রোধ ডলকামারার বিশেষ লক্ষণ। আরেণিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই যে, আরেণিয়ার জ্বর ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, ডলকামারার জ্বর নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হয় না।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত বা সম্প্রসারিত, উত্তাপপ্রয়োগে অনুপশমিত, বেদনাসংযুক্ত শীত। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপ (একন, আর্স, ব্রাই), পৃষ্ঠে উত্তাপ ও জ্বালা। তৃষ্ণাবিহীন, প্রলাপ সংযুক্ত উত্তাপ। দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম (আর্ণ, কার্ব্বো-এন, সিলি); ঘর্ম্মাবস্থায় প্রভূত, পরিষ্কার মূত্রস্রাব। ঘর্ম্মাভাব। **সূতিকা জ্বর।**—আর্দ্রতা বা শীতলতা জনিত সূতিকা জ্বর (ডলকা ১দ)।

ডিজিটেলিস।

যে সকল রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং নাড়ীর অসমান বা সবিরাম গতি জন্মে তাহাতেই সাধারণতঃ ডিজিটেলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধের লক্ষণ উষ্ণ গৃহে, শয়নে, ও সঞ্চলনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিবৃত্ত-রজস্কা-দিগের যে ঝলকে ঝলকে সহসা তাপাবেশ ও তৎপরে অতিশয় স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা; এবং নড়িলে চড়িলে হৃদ্‌ক্রিয়া যেন বিলুপ্ত হইবে এপ্রকার আশঙ্কা জন্মে (না নড়িলে হৃদক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে এরূপ আশঙ্কা, জেলস) তাহাতে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ডিজিটেলিসের পরে চায়না ব্যবহৃত হয় না।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—মৃদু ও বিষমগতি নাড়ী। সামান্য সঞ্চালনে নাড়ীর মৃদুগতির দ্রুততা প্রাপ্তি। অতিশয় মন্দ-গতি নাড়ী। অন্তরে শীত, বাহিরে তাপ। সহসা উত্তাপাবেশ ও তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা। * গাত্রের অতিশয় শীতলতা। * হস্তপদের শীতলতা। শীতল, আঠা আঠা, প্রভূত ঘর্ম্ম। (আর্স, ক্যাম্ফ, ভিরাট)। **সন্নিপাত জ্বর।** বাতশ্লেষ্মাপ্রধান-ধাতু, প্রসারিত কনীনিকা, সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন জিহ্বা, মৃদু ও নিয়মিত নাড়ী, শক্তি-হ্রাস; উদরোর্দ্ধে গুরুত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব; বিরক্তি, বুকজ্বালা, বমন, ভস্ম বর্ণের অতিসার; আলস্য, অতিশয় নিদ্রালুতা।

থুজা।

শরীরে প্রমেহ বা মারক দোষ থাকিলে জ্বরে থুজা ব্যবহৃত হয়। তৃষ্ণা সহকারে বা তৃষ্ণা ব্যতীত অন্তরে বাহিরে কম্প সংযুক্ত শীত; পূর্ব্ববর্ত্তী উত্তা-

পাবস্থা ভিন্ন কেবল শরীরের অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম, আবৃত স্থলের উত্তপ্ততা ও ঘর্ম্মশূন্যতা; এবং তৈলাক্ত দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম;—এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

নক্সভমিকা।

শীতাবস্থার পূর্ব্বে উত্তাপ, অথবা যুগপৎ শীতোত্তাপ, সর্ব্বদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পৃষ্ঠে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং বিরামকালে আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্য বিশিষ্ট সবিরাম জ্বর; নাসিকা অবরুদ্ধবৎ অনুভব, এবং নাসিকার পরিশুষ্কতা ও স্রাবাভাব লক্ষণাপন্ন শর্দ্দি জ্বর; স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর পরবর্ত্তী জ্বর; এবং আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্যবিশিষ্ট টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতিতে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সবিরাম জ্বরে অনেক সময় লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে পূর্ব্বে ইপিকাক ব্যবহার করিয়া তৎপরে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করিলে, অথবা প্রাতে ইপিকাক ও বৈকালে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অব্যায়াম, অধিক অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ, দীর্ঘকালব্যাপী আহারের দোষ, অধিক মসলা-যুক্ত দ্রব্য আহার, বা উত্তেজক পানীয় পান জনিত রোগে এই ঔষধের বিশেষ অধিকার দৃষ্ট হয়। গুরুদ্রব্য ভোজী, মাদকদ্রব্য সেবী, উগ্রপ্রকৃতি, কোপন স্বভাব, হিংসা-দ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। নিদ্রা যাইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্ব্বে এই ঔষধ সেবন করিলে দিবসের অন্যান্য সময় অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া ভালরূপে নিষ্পন্ন হয়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয় না। এলোপ্যাথি বা কবি-রাজী চিকিৎসায় উগ্রবীর্য্য ঔষধ ও মিশ্র ঔষধ সেবনের পরে কোন রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—কৃশদেহ; সর্ব্বাঙ্গে উৎক্ষেপ; সর্ব্বাঙ্গের গুরুত্ব; সায়াহ্নে নিদ্রার আক্রমণ, শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ আবার প্রত্যূষে নিদ্রা, নিদ্রান্তে প্রাতে ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা; অব্যাহত নিদ্রার পর রোগ-লক্ষণের উপশম; বিফল মল-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ ও বারবার অল্পঅল্প মল নিঃসরণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে, আহারান্তে, শব্দে, মৃদু

স্পর্শে, ক্রোধে, অনাবৃত বায়ুতে, ও গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি। বলপূর্ব্বক চাপিলে, সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামে, নিদ্রায়, ও বর্ষাকালে হ্রাসপ্রাপ্তি। জ্বরের সময়।— রাত্রি বা প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ণ ৬টা হইতে ৭টা, ১১টা; ১২টা, অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৯টা, সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি, (ল্যাক, পল্‌স, রস, পলিপ); অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৭টা (শীতশূন্য জ্বর)। জ্বরের প্রকৃতি।—সর্ব্বপ্রকার জ্বর; একদিনান্তর পর্য্যায় জ্বর; অগ্রগামী প্রাতঃকালীন জ্বর (ন্যাট-মিউ, নক্স-ভমিকার ন্যায় শীতসহকারে সমাগত অগ্রগামী জ্বরে আর্স, চায়না, কুইনাইন, ব্রাইও, ইপিকাক প্রভৃতিও ব্যবস্থেয় হইতে পারে); অনিয়মিত অবস্থা ও অনির্দ্ধারিত সময় বিশিষ্ট জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—অগ্রগামী প্রাতঃকালীন জ্বর, অনিয়মিত সময়ে শীতের উপস্থিতি; শীতসহ অঙ্গ-বেদনা, জৃম্ভণ, তৃষ্ণাশূন্যতা, নখের নীলবর্ণ; তৎপরে পিপাসা, দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, ও শঙ্খস্থলে সূচী-বেধ, অল্প ঘর্ম্ম; বিরামকালে আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা, জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা ও অবশতা অনুভব; প্লীহা-যকৃতে বেদনা। আপরাহ্ণিক জ্বর।—জ্বরের অনিয়মিত আবেশ; প্রথমে ঘর্ম্ম, অনন্তর শীত, তৎপরে আবার ঘর্ম্ম, অথবা প্রথমে তাপ, অনন্তর শীত, কিম্বা বাহিরে উত্তাপ অন্তরে শীত, বা বাহিরে শীত অন্তরে উত্তাপ; অবিরত, এমনকি উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায়ও বস্ত্রাবৃত থাকিবার ইচ্ছা; শীতাবস্থায় হস্ত-পদ, ত্বক্ ও মুখ-মণ্ডলের নীলবর্ণ; উত্তাপাবস্থায় হাত জ্বালা, কাণ জ্বালা, লোহিত মূত্র, মাথাধরা, কাণে গুণ্‌গুণ্ শব্দ, বুকে যাতনা, এবং মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ; শীত ও উত্তাপাবস্থায় গণ্ডস্থলের আরক্ততা, ও পিপাসা; ঘর্ম্মাবস্থায় গাত্রে শীৎকার, প্রত্যেক বার নড়নে চড়নে শীত, শীত ও উত্তাপাবস্থায় উত্তমরূপে শরীর আবৃত করিয়া রাখা। কঞ্জেষ্টিভ চিল বা দূষিত সবিরাম জ্বর।— শিরোঘূর্ণন, অস্বচ্ছন্দতা; প্রলাপ, উদরের স্ফীততা, পার্শ্বে ও উদরে সূচী-বেধ। সন্নিপাত জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থা; পৈত্তিক ও আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য, মুখে তিক্ত বা লৌহবৎ স্বাদ, জিহ্বার পীতাভা, বিবমিষা, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ বমন, পৈত্তিক অতিসার, উদরে জ্বালা, অথবা কেবল আমাশয়ে যাতনা. উদরবেদনা ও বারংবার মল-প্রবৃত্তি, অথচ অধিক মল নিঃসারণে

অসামর্থ্য; কুন্থন ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ আরক্ত ও স্বল্প মূত্র, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতিশয্য; অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় অনুভবাধিক্য, জলে অরুচি সহ পিপাসা; শয়নের অতিশয় ইচ্ছা ও উহাতে উপশম।

নক্সভমিকায় ও ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকমে প্রভেদঃ—(১) নক্সভমিকার জ্বরের আবেশ ও অবস্থাত্রয় ঠিক নিয়মমত উপস্থিত হয় না; ন্যাট্রম মিউরিয়েটি-কমে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হয়। (২) নক্সভমিকার জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অঙ্গ-দৌর্ব্বল্য, অঙ্গমর্দ্দ, জৃম্ভণ, খল্লী, গা কামড়ানি, কখন কখনবা শীতের পূর্ব্বে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম লক্ষণ থাকে; ন্যাট-মিউরে শীতে আতঙ্ক, গা মাটিনাটি, গাবমিবমি, বমন, মথাধরা ও জল পিপাসাদি পূর্ব্ব লক্ষণ থাকে। (৩) নক্সভমিকায় শীতাবস্থায় পিপাসা থাকেনা এবং গাত্র আবৃত করিলে বা উত্তাপ প্রয়োগে শীতের শান্তি জন্মে না; ন্যাটমিউর জ্বরে শীতে অধিক পরিমাণে বারে বারে জল পান করিতে হয় এবং উষ্ণ গৃহে শীতের উপশম পড়ে। (৪) নক্সভমিকায় ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা থাকেনা, এবং নড়িলে চড়িলে শীত করে; ন্যাটমিউতে ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা থাকে ও নড়িলে চড়িলে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। (৫) নক্সভমিকার ঘর্ম্ম অল্প ও একাঙ্গীন, উহা শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে বা উপরার্দ্ধে জন্মে, এবং ঘর্ম্মে অঙ্গ-বেদনা উপশমিত হয়; ন্যাটমিউর ঘর্ম্ম অধিক ও সর্ব্বাঙ্গীন, তদ্দ্বারা অন্যান্য বেদনার উপশম পড়ে বটে কিন্তু প্রবল শিরোবেদনার বিশেষ লাঘব জন্মে না। (৬) নক্সভমিকায় রোগীর মুখে তিক্ত বা দুর্গন্ধি আস্বাদ থাকে, তজ্জন্য বার বার মুখ ধুইতে হয়; ন্যাট-মিউর রোগীর মুখের আস্বাদ তিক্ত বা লবণাক্ত থাকে।

নক্সমশ্চেটা।

রোগের সহিত নিদ্রালুতা ও তন্দ্রালুতার বিদ্যমানতা নক্সমশ্চেটার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। গর্ভবতী বা গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী ও বালকদিগের রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। তন্দ্রালুতা বা মূর্চ্ছা-প্রবণতা, গাত্রের শীতলতা ও ঘর্ম্মশূন্যতা. আর্দ্র ও শীতল বায়ুতে রোগের বৃদ্ধি এবং বাহ্য উত্তাপে উপশম প্রাপ্তি নক্স মশ্চেটার বিশেষ লক্ষণ। একদিন বা দুইদিন অন্তর, একদিন

অল্প একদিন অধিক; দুইদিন জ্বর, একদিন বিরাম; এইসকল প্রকৃতির জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—নিদ্রাতুরতা, জিহ্বায় শুভ্রলেপ, শ্বাসে ঘড়ঘড় শব্দ, কথন কথনবা রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন, উত্তাপাবস্থায়ও যৎসামান্য তৃষ্ণা, তন্দ্রালুতা সংযুক্ত ঘর্ম্ম ও তথন অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা। সন্নিপাত জ্বর।—গাত্রে নীলাভ চিহ্ন; শিরোঘূর্ণন সহ পৈশিক অস্থিরতা; যৎসামান্য শ্রমান্তে দুর্ব্বলতা ও শয়নের প্রবৃত্তি; তন্দ্রালুতা ও অক্ষিপুটের পতন সহ স্বপ্নের ন্যায় অবস্থা; অচলতা ও নির্ব্বাকতা বিশিষ্ট প্রগাঢ় তন্দ্রা-দোষ; প্রলাপ ও হতবুদ্ধিতা; তৃষ্ণাশূন্যতা সহ মুখ, জিহ্বা ও গলার পরি-শুষ্কতা; আমাশয়ের পূর্ণতা ও ক্ষুধাপরিশূন্যতা; অন্ত্র-কূজন; পীতবর্ণ পাতলা অতিসার; রক্তবর্ণ, স্বল্প, পরিচ্ছন্ন মূত্র।

নাইট্রিক এসিড।

পারদ, উপদংশ, বা গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত; যকৃদ্রোগগ্রস্ত; এবং উদরাময়-গ্রস্ত রোগীদিগের পুরাতন জ্বরে এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাইট্রিক এসিড জ্ঞাপক সবিরামজ্বর প্রতিদিন, অথবা একদিন পর একদিন, অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয়। ইহার লক্ষণ সায়াহ্নে ও রাত্রিতে, সংস্পর্শে, বায়বীয় পরিবর্ত্তনে, জাগরণে, বিচরণে, উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থানে বিবর্দ্ধিত; এবং শকটারোহণে ও উদগারে উপশমিত হয়। টাইফয়েড জ্বরে পেয়ারাখ্যগ্রন্থির ক্ষত জন্মিতে আরম্ভ হইলে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—অপরাহ্নে, অনাবৃত বায়ুতে শীত, তৎপরে শয়িতাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহকারে নিদ্রাহীনতা ও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মনে নানাপ্রকার কল্পনার উদয়; কেবল প্রাতঃকালের প্রাক্কালে ঘর্ম্ম ও নিদ্রা। সন্নিপাত জ্বর।—* উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ সান্নি-পাতিক রক্তস্রাব, অসংযত রক্ত ও সংযত অণ্ডলাল; জিহ্বার প্রগাঢ় আর-ক্ততা, ও মথমলের ন্যায় একপ্রকার দর্শন; উদরে স্পর্শ-দ্বেষ ও রক্তাক্ত অতিসার, দুর্গন্ধি মূত্র; গাত্র-জ্বালা; অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; অন্ত্রে ক্ষত ও

উদরে গড় গড় শব্দ, প্রচণ্ড প্রলাপ ও শয্যা হইতে উঠিয়া যাওয়া, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস ও শ্বাস সহকারে ফুসফুসের প্রাদাহিক রোগ; ঈষৎকপিশ-বর্ণ, রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন ও অনিয়মিত নাড়ী, অথবা দ্রুত, কঠিন নাড়ী ও তৎসহ শ্বাস-বোধ; অবসন্নতা, উদাসীনতা; হতবুদ্ধিতা ও তৎসহ চকিত প্রমত্ত দৃষ্টি, বধিরতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, ও কম্পন; সামান্য সঞ্চলনে মূর্চ্ছা, শীতলপদ।

ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকম।

আমেরিক চিকিৎসকেরা সবিরামজ্বরে ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকমের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ডাঃ মিচেল বলেন যে পূর্ব্বে তিনি কেবল পুরাতন জ্বরে ও কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী জ্বরেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস যে তরুণ জ্বরেও এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ঐকাহিক জ্বরে ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকম তিনি অতিশয় ফলপ্রদ মনে করেন। অতিশয় ঘর্ম্ম ও শীতাবস্থায় পিপাসা তাঁহার মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে প্রাতে জ্বরের পূর্ণ, প্রবল ও সম্যক আবেশ এবং তীব্র শীত; অনন্তর সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া, আরক্ত মুখমণ্ডল, ও উগ্র উত্তাপাবস্থা; পরিশেষে সন্ধ্যাকালে ঘর্ম্ম ন্যাট-মিউর লক্ষণ। ডাঃ বার পুরাতন জ্বরে ধূসরাভ পীতবর্ণ আকৃতি লক্ষণে এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ইহা জ্বরের সময় প্রযুজ্য নহে, বিরামকালেই ব্যবস্থেয়। জ্বরে ইহার ত্রিংশ বা তদূর্দ্ধ ক্রমে যেরূপ উপকার দর্শে, নিম্নক্রমে সেরূপ নহে। পুরাতন জ্বরে এই ঔষধ অন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ ব্যতীত সচরাচর পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় জ্বর আসিলেই ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিকম সাধারণতঃ ব্যবস্থেয় হয়, কিন্তু অন্য সময়ে জ্বর আসিলে অথচ জ্বরের লক্ষণের সহিত এই ঔষধের সম্যক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা অব্যবস্থেয় নহে। অনূপ স্থানে ও নবকর্ষিত স্থানে বাস জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরেই ইহার বিশেষ অধিকার। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে পূর্ব্বাহ্ন ১০।১১ টার মধ্যে শীতাবস্থার আবির্ভাব; মাজায় বা পায় শীতের আরম্ভ; শীতাবস্থায় কখন কখন পিপাসা, এবং সর্ব্বশরীরে বেদনা; কখনও বা শীতপিত্তের প্রকাশ;

সাধারণতঃ উত্তাপাবস্থার প্রাবল্য, উত্তাপ সহকারে পিপাসার আধিক্য; শিরঃপীড়ার ক্রমশঃ অধিকতর দপদপকরতা; এবং মস্তিষ্কে এই রক্তসঞ্চয়ের উগ্রতাবশতঃ সময়ে সময়ে রোগীর প্রলাপ; ক্রমে ক্রমে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব এবং ঘর্ম্মনিঃসরণে শিরঃপীড়া ও অন্যান্য লক্ষণের উপশম; এই সকল লক্ষণে সবিরাম জ্বরে ন্যাট-মিউ ফলপ্রদ। বিলেপীজ্বর বা ক্ষয়রোগের আনুষঙ্গিক শীত পূর্ব্বাহ্ন ১০টার সময় উপস্থিত হইলে ষ্টানম ব্যবস্থেয়, ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকম নহে। কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী, প্লীহাযকৃতাদি উপসর্গ সংযুক্ত পুরাতন জ্বরে এপিসের লক্ষণের সহিত ন্যাট-মিউর লক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রভেদ এই যে এপিসের জ্বর অপরাহ্ন ৩টার সময়, এবং ন্যাট-মিউর জ্বর পূর্ব্বাহ্ন ১০টার সময় প্রকাশ পায়। এপিসের পূর্ব্বে ও পরে ন্যাট-মিউ ব্যবহার করিলে ইহার উত্তম ক্রিয়া দর্শে।

বিশেষ লক্ষণ।—অত্যন্ত শীর্ণতা, অশ্রুস্রাব, কাসিলে চক্ষুদিয়া জল পড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, মলদ্বার সঙ্কুচিত অনুভব, মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা ও ছিন্নবৎ অনুভব. হাঁটিতে, হাঁচিতে, বা কাসিতে অনিচ্ছায় মূত্র নিঃসরণ, প্রাতে জাগিবামাত্র অতিশয় শিরঃপীড়া, রুটিতে অরুচি ও লবণে স্পৃহা; দস্যুতস্কর বিষয়ক স্বপ্ন। হ্রাস-বৃদ্ধি।—পূর্ব্বাহ্ন ১০। ১১ টার সময়; অগ্নির বা রৌদ্রের উত্তাপে, শয়নে, শ্রমে, কথনে, লেখনে ও পঠনে বৃদ্ধি; অগ্রগামী জ্বরের পূর্ব্বাহ্নে ও দিবসে বৃদ্ধি। বাহিরের বাতাসে, শীতল জলে স্নানে; উপবেশনে; ও উপবাসে হ্রাস। জ্বরের সময়।—পূর্ব্বাহ্ন ১০।১১ টার সময়; রাত্রি ৩টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত। জ্বরের প্রকৃতি।—সকল প্রকৃতির বিষমজ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—পূর্ব্বাহ্ন ১০। ১১ টার সময় প্রবল শীত, শীতসহকারে অতিশয় পিপাসা, জ্বরের সকল অবস্থায়ই পিপাসার বিদ্যমানতা, প্রধানতঃ অন্তরে শীত, হাত পা বরফের ন্যায় শীতল, পায় বা মাজায় শীতের আরম্ভ, তৎসহ নখের নীলবর্ণ, পিপাসা, বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া, বিবমিষা, কখন কখন অচৈতন্য। কখন কখনবা শীতের পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত বমন, ও শীতাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, কিন্তু শীতল জল পান করিবার অল্পক্ষণ পরেই বমন হইয়া উহার পতন। উত্তাপ।—* বিবর্দ্ধিত

শিরঃপীড়া সহ তাপ ও বারম্বার অধিক পরিমাণে জলপানের তৃষ্ণা; অচৈতন্য বা দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, ও মূর্চ্ছাকল্পতা; জ্বরকালীন ওষ্ঠে মুক্তার ন্যায় ফোস্কা; মুখের কোণে ক্ষত। ঘর্ম্ম।—প্রচুর ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মে শিরঃপীড়া ভিন্ন অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস। বিরাম।—বিরামকালে যকৃতে সূচী-বেধ, অতিশয় আলস্য, শীর্ণতা, মলিন মুখাকৃতি; আবিল মূত্র, মূত্রে লোহিতবর্ণ রেণু; ক্ষুধাহীনতা; * ওষ্ঠে জ্বর-স্ফোট (জ্বরঠুঁঠা) (ইগ্নে, নক্স, রস)।

ন্যাট্রমি উরিয়েটিকম ও আর্সেনিকে প্রভেদ :—(ক) ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমের জ্বরে (১) প্রাতে ও দিনে বৃদ্ধি (২) শিরঃপীড়ার শীতে আরম্ভ, তাপে বৃদ্ধি ও অধিক ঘর্ম্মস্রাবে কিঞ্চিৎ উপশম; (৩) জ্বরের সকল অবস্থায়ই পিপাসার বিদ্যমানতা; অধিক পরিমাণে বারে বারে জলপান; এবং তাহাতে পিপাসার শান্তি, (৪) ক্ষুধামন্দা; (৫) ওষ্ঠে জ্বর-ঠুঁঠা; এই সকল লক্ষণ থাকে। (খ) আর্সেনিকের জ্বরে (১) বৈকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; (২) জ্বর সহকারে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, ও ঘর্ম্মস্রাবের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত উহার বিদ্যমানতা; (৩) শীত ও উত্তাপাবস্থায় বারেবারে কিন্তু অল্প অল্প; এবং ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক পরিমাণে জল পান, (৪) ক্ষুধা, (৫) ওষ্ঠের শুষ্কতা ও ফাটা; এইসকল লক্ষণ থাকে।

যদি শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, ও দুর্ব্বলতাদি জ্বরের উপসর্গ ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম ব্যবহারেও সম্যক আরোগ্য না হয় তবে নক্সভমিকা সেবনে উপকার দর্শে। নক্সভমিকা ও ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমের প্রভেদ নক্সভমিকায় দ্রষ্টব্য।

পডফিলম।

ডাঃ উইলিয়মসন বলেন যে সায়াহ্নে বা প্রত্যূষে শীত, শীতের পূর্ব্বে পৃষ্ঠবেদনা এবং তৎসহ কুক্ষিদেশে প্রচাপন, ও শাখার সন্ধিতে বেদনা, শীত না যাইতে যাইতে উত্তাপাবস্থার আগমন; প্রলাপ, বাবদূকতা, প্রবল শিরোবেদনা, ও ক্ষুধাহীনতা সহ অতিশয় পিপাসা, এবং ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা,—এই সকল লক্ষণে সবিরাম, স্বল্প-বিরাম, ও সন্নিপাত জ্বরে পডফিলম ফলপ্রদ। কোষ্ঠবদ্ধ ও দক্ষিণাঙ্গের উপসর্গ সংযুক্ত জ্বরে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট

হয়। শীতাবস্থায় ও তাপাবস্থার কতকক্ষণ পর্য্যন্ত বাবদূকতা ও পরে সেই সকল কথার বিস্মরণ পডফিলমের একটী বিশেষ লক্ষণ। উত্তাপাবস্থার চরম সীমায় নিদ্রাবস্ত হইয়া ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রিত থাকা ইহার আর একটী ব্যবস্থা-লক্ষণ। এই লক্ষণটী এপিসেও আছে। কিন্তু এপিসে ঘর্ম্মাবস্থায় গাত্রে শীতপিত্ত প্রকাশ পায় এবং পডফিলমের ন্যায় এত অধিক ঘর্ম্ম থাকেনা। এই ঔষধের সবিরাম জ্বর সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ৭টার সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ প্রত্যুষে ও গ্রীষ্মকালে বর্দ্ধিত, এবং সন্ধ্যাকালে, বাহ্যিক উত্তাপে, ও চাপ প্রদানে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতাবস্থায় অতিশয় বাবদূকতা এবং উত্তাপাবস্থায় প্রগাঢ় নিদ্রা; * আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য; শীতের পূর্ব্বে কটিতে তীব্র বেদনা, কিন্তু শীতাবস্থায় সেই বেদনার অবিদ্যমানতা, সামান্য শীত, শীতাবস্থায়ই উত্তাপের আরম্ভ, শীতাবস্থায় পিপাসা-শূন্যতা; উত্তাপাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা, ও প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব; জিহ্বার মলিনতা ও শুভ্র লেপাচ্ছন্নতা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ; মুখে বিস্বাদ; সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা, পথ্যের গন্ধে পর্য্যন্ত ঘৃণার উদ্রেক; প্রচুর লালা নিঃসরণ; কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়। স্বল্পবিরাম জ্বর।—পৈত্তিক স্বল্পবিরাম জ্বর। শীতের পূর্ব্বে কটিবেদনা; উত্তাপাবস্থায় প্রলাপ, বাবদূকতা, ও নিদ্রা, এবং তৎপরে সেই সকল কথা বিস্মরণ, উত্তাপাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া, ও অত্যন্ত পিপাসা, ত্বকের লাবণ্যশূন্যতা, পর্য্যায়ক্রমে শিরঃপীড়া ও অতিসার; মুখে পচা আস্বাদ; যকৃদ্দেশে পূর্ণতা ও মোচড়ান বেদনা, পৈত্তিক মল।

পলসেটিলা।

পলসেটিলা প্রয়োগের বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বিনীত স্বভাব ও অশ্রুস্রাবপ্রবণ ব্যক্তিদিগের জ্বরে আমাশয়ের ও অন্ত্রের লক্ষণ এবং হরিৎপাণ্ডু বিদ্যমান থাকিলে ও সায়াহ্নে জ্বরের আবেশ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার পরে কখন কখন ইগ্নেশিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয় হয়। পলসেটিলার জ্বর-লক্ষণ সচরাচর বিমিশ্রিত থাকে, অর্থাৎ

শীতের পরে অতি শীঘ্র উত্তাপাবস্থা উপস্থিত হয়, অথবা একই সময়ে শীত ও তাপাবস্থা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বা পার্শ্বে প্রকাশ পায়। শীতের পরে উত্তাপ যদি কেবল রোগীর নিকটই অনুভূত হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না পায় তবে পলসেটিলার জ্বরে পিপাসা থাকে না; আর অন্তর বাহির উভয়ত্র বিদ্যমান থাকিলে পিপাসা থাকে। পিপাসাহীনতা পলসেটিলার একটী বিশেষ লক্ষণ বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যতিক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। পলসেটিলার ঘর্ম্ম প্রায়ই শরীরের একপার্শ্বে হইয়া থাকে। বামপার্শ্বে পলসে-টিলার লক্ষণ সমধিক প্রকাশিত হয়। বামা ও বালকদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষ ব্যবহৃত হয়। রোগের লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা এই ঔষধের প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। রোগীর মানসিক লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা; অথবা জ্বরের লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা থাকিলে অর্থাৎ দুই পালার জ্বর ঠিক একরূপ লক্ষণাপন্ন না হইলে পলসেটিলা ব্যবস্থা করা যায়। কুইনাইন অপব্যব-হারের পরবর্ত্তী সবিরাম জ্বরে মুখের তিক্ত আস্বাদ অথচ জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা; যৎসামান্য আমাশয়িক বিশৃঙ্খলায় জ্বরের পুনরাক্রমণ; এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোবিলোপ বা রজোবৈলক্ষণ্য লক্ষণে পলসেটিলা উপকারী। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন যে কুইনাইন অপব্যবহৃত জ্বরে অপরাহ্ন দুই তিনটার সময় পিপাসা; তৎপরে তৃষ্ণাশূন্য শীত, এবং বক্ষঃস্থলে শৈরিক রক্তসঞ্চয় বশতঃ উৎকণ্ঠা ও গুরুত্ব অনুভব; নিদ্রার আবল্য অথচ নিদ্রা যাইতে অশক্তি; কখনও বা এক হস্তের উত্তপ্ততা, ও অপর হস্তের শীতলতা পলসেটিলার লক্ষণ। গর্ভাবস্থার জ্বরে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অথবা সূতিকা জ্বরে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। পলসেটিলার লক্ষণ এক দিন অন্তর, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে, শয়নে বা উপবেশনে বর্দ্ধিত; এবং অনাবৃত বায়ুতে, ও শীতল গৃহে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—জ্বরের আবেশের পূর্ব্বে সমস্তদিন তন্দ্রালুতা, আমময় অতিসার। অপরাহ্ন চারিটার সময় শীত; শীতাবস্থায় তৃষ্ণাশূন্যতা; উৎকণ্ঠা, ও শ্বাস-কষ্ট; শীত উপস্থিত হইবার সময় শ্লেষ্মা বমন; হেথা সেথা, স্থানে স্থানে শীত, অবশতা সহ একপার্শ্বিক শীত; বদন বা এক হাতের উত্তাপ, অন্য হাতের শীতলতা; দেহ উত্তপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

শীতল; আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ, বাহ্যিক উত্তাপ পরিশূন্যতা; প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাকর্ষণে চমকিত হইয়া উঠা। একপার্শ্বিক ঘর্ম্ম, কেবল বদন ও মস্তকে ঘর্ম্ম, রাত্রিতে ও প্রাতে ঘর্ম্মের আধিক্য, জাগরণান্তে সত্বর ঘর্ম্মের বিরতি। ঘর্ম্মাবস্থায় ঘুমে কথা বলা। জ্বরের বিচ্ছেদকালে শিরঃপীড়া, শীত শীত অনুভব, মায়বীর অতিসার, বিবমিষা, ও ক্ষুধাহীনতা; বিবর্দ্ধিত প্লীহা; রজোলোপ বা রজোবৈলক্ষণ্য। ত্র্যাহিক জ্বর।—অনেক ক্ষণস্থায়ী শীত, যৎসামান্য উত্তাপ, ও পিপাসাশূন্যতা; জ্বরের সকল অবস্থা সুস্পষ্ট নহে, প্রায়ই এক অবস্থার সহিত অন্য অবস্থার মিলন, উত্তাপাবস্থার প্রাবল্য থাকিলে পিপাসার বিদ্যমানতা। সন্নিপাত জ্বর।—প্রথমাবস্থায় শীতের প্রাবল্য ও ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিশূন্যতা; মুখের বিরসতা, শুভ্রজিহ্বা, বিবমিষা, শ্লেষ্মাময় বমন, ও আমময় বিরেচন, বিরেচনের পূর্ব্বে অন্ত্রকূজন, চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা, ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, এবং খিটখিটে ও বিমর্ষ ভাব; বাহ্য উত্তাপ অসহ্য, অথচ গাত্রাবরণ ফেলিলে তৎক্ষণাৎ শীতানুভব; শরীরের কেবল একপার্শ্বে উত্তাপ, অথবা একপার্শ্বে উত্তাপ অন্যপার্শ্বে শীতলতা, বা একপার্শ্বে ঘর্ম্ম; কথা বলিবার সময় যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে অতিশয় আয়াস; একইপ্রকার মনোভাব, শিরোঘূর্ণন ও আলোকে বিদ্বেষ সহকারে শিরোগৌরব; কনীনিকা প্রথম সঙ্কুচিত, তৎপরে প্রসারিত, বধিরতা; জিহ্বা দগ্ধবৎ পরিশুষ্ক অথচ তৃষ্ণাশূন্যতা, মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ; তন্দ্রালুতা, প্রলাপ, ভয়ঙ্কর অবাস্তব বস্তু দর্শন, অস্থিরতা, শয্যায় এপাশ ওপাশ করা, এবং উত্তাপবশতঃ আবরণবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, কম্প, দুর্ব্বলতা ও সর্ব্বাঙ্গের গৌরব; রাত্রিতে শয্যায় অজ্ঞাতসারে পাতলা মল নিঃসরণ।

পলিপোরস।

প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন ও অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবহারের পরবর্ত্তী অধিক দিনের পুরাতন জ্বরে পলিপোরস বিশেষ ফলপ্রদ। প্রাত্যহিক সবিরাম জ্বরেও ইহা উপকারী; কিন্তু শরৎকালের জ্বরে এই ঔষধে অধিক ক্রিয়া দর্শে না। বসন্ত, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালের জ্বরেই ইহা সমধিক ফলপ্রদ।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পৈত্তিক স্বল্প-বিরাম জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। সবিরাম জ্বরে অতিশয় আলস্য; মস্তকে রক্তসঞ্চয় ও শিরোঘূর্ণন; বদনের উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও উহার সর্ব্বত্র কণ্টক-বেধ অনুভব; পৃষ্ঠে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনাসহকারে শীত; তীব্র শীতানুভব, উষ্ণ হইতে অশক্তি। উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় শিরোবেদনা, মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ, নড়িতে চড়িতে অপ্রবৃত্তি, তাপাবেশের অবসানে জড়তা ও অবশতা অনুভব; সাধারণতঃ উত্তাপাবস্থার অধিকক্ষণ স্থিতি ও তৎপরে অপ্রচুর ঘর্ম্মস্রাব; * কদাচিৎ পিপাসা। বিরামকালে যকৃৎ ও উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের অল্পাধিক ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, ও ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মৃদু শিরঃপীড়া, অতিশয় আলস্য; ক্ষুধাহীনতা বা কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা; বিরামকালের স্বল্পতা;—এই সকল লক্ষণে পলিপোরস ব্যবহৃত হয়।

পেট্রোলিয়ম।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—সর্ব্বশরীরের ত্বকে তীব্র কণ্ডুয়ন, তৎপরে অতিশয় শীত ও প্রবল কম্প, হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডলের অত্যন্ত শীতলতা; শীতান্তে সায়াহ্নে উত্তাপ, তৎসহকারে পদদ্বয়ের শীতলতা; শীতের অব্যবহিত পরে প্রভূত ঘর্ম্ম; অথবা রাত্রিতে ঘর্ম্ম। সন্নিপাত জ্বর।—মৃদু প্রলাপ সংযুক্ত টাইফয়েড জ্বর। প্রলাপ কালে রোগী আপনাকে যুগল মনে করে, যথা একখানি পা তাহার নিকট দুইখানি বোধহয়, অথবা কেহ যেন তাহার সহিত এক শয্যায় শুইয়া আছে সে এরূপ অনুমান করে।

প্লান্টেগো।

কুইনাইন বা অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ সত্ত্বেও যে সবিরাম জ্বর দূরীভূত হয়না; অথচ পুরাতন আকার ধারণ করিয়া অনেক দিন থাকে এবং প্রত্যহ, অথবা দুই, তিন, চারি, সাত, বা চৌদ্দদিন অন্তর নিয়মিতরূপে দিবাভাগে

উপস্থিত হয়, তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল দিবসে জ্বরের প্রকাশ ও জ্বরকালে মূত্রাশয়ের মুখাবরক-পেশীর শিথিলতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

ফসফরিক এসিড।

চিত্তের ঔদাস্য এবং শরীর ও মনের নিশ্চেষ্টতা বিশিষ্ট দৌর্ব্বল্য এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। মুখমণ্ডল ও নয়নের আরক্ততা থাকিলে এই ঔষধ অব্যবহেয়। অনুৎকট টাইফয়েড জ্বরে জ্বরের মূলকারণ যে বিষাক্ত পদার্থ তদ্দ্বারা রক্ত অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডল অধিক আক্রান্ত হইলে ফসফরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। অতি ঘর্ম্ম বিশিষ্ট বিষম জ্বরেও ইহা আরোগ্যকর।

জ্বরের লক্ষণ।---সবিরাম জ্বর।—সর্ব্বশরীরে সকম্প শীত, হস্তাঙ্গুলীর বরফের ন্যায় শীতলতা, শীতাবস্থায় পিপাসাশূন্যতা। তৎপরে উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায়ও তৃষ্ণাহীনতা; অথবা অচৈতন্যকর অত্যন্ত উত্তাপ। দুর্ব্বলকর প্রভূত ঘর্ম্ম; কেবল ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা (চায়না, ঘর্ম্মান্তে পিপাসা, লাইকো)। সন্নিপাত জ্বর।—*সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য; কথাবলিতে অনিচ্ছা; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ বা না বলিয়া আস্তে আস্তে উত্তরদান, (আলাপ-প্রবৃত্তি হ্রাস); মৃদু প্রলাপ; *নাসা-রব- পরিশূন্য, নিদ্রাভিভূতবৎ জ্ঞানশূন্যতা, কিন্তু জাগরিত হইলেই আবার সম্যক জ্ঞানের সঞ্চার; উঠিয়া বসিলে শিরোঘূর্ণন বশতঃ পতন; লাবণ্যশূন্য কাচবৎ চক্ষু, চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল; স্থির-দৃষ্টি; সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা-রন্ধ্রে অঙ্গুলী-প্রবেশ; শ্রুতি ক্ষীণতা, অথবা স্নায়বীয় বধিরতা; হতবুদ্ধিবৎ মুখাকৃতি; জিহ্বা ও ওষ্ঠের পাণ্ডুবর্ণ; মুখে ও জিহ্বায় আঠাআঠা, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা; উদরাধ্মান ও * অতিশয় অন্ত্র-কূজন; বেদনাশূন্য জলবৎ ধূসরাভ অতিসার, বা অনৈচ্ছিক মলস্রাব; অণ্ডলালময় দুগ্ধাকার মূত্র; অতিশয় দুর্ব্বলতা; পাণ্ডুর, লোলিত ত্বক্; কালিমা, যে সকল স্থানে ভরদিয়া শয়ন করাযায় তথায় নীলাভ লোহিতবর্ণ চিহ্ন, গাত্র-তাপের অনুগ্রতা, অবিরত আঠাআঠা বা প্রভূত ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল, হস্ত, ও পাকাশয়ের উপর শীতল ঘর্ম্ম; দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, দ্রুত, ও পর্য্যায়শীল নাড়ী।

ফসফরাস।

ফসফরাসের লক্ষণে কোথাও সামর্থ্য বা জীবনীশক্তির বিবর্দ্ধনের নিদর্শন অথবা শারীরিক ক্রিয়ার বাস্তবিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কেবল আর্সেনিকের লক্ষণের ন্যায় উপদাহশীল দুর্ব্বলতাই দেখা যায়। দীর্ঘ ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের রোগেই ফসফরাস বিশেষ উপযোগী। সবিরাম জ্বর অবিরাম জ্বরে, অথবা অবিরাম জ্বর সবিরাম জ্বরে পরিণত হইলেও ইহা খাটে। সন্নিপাত-দোষে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের অবসন্নতা লক্ষণে সন্নিপাত জ্বরে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। ইহার লক্ষণ দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে; ঝড় বৃষ্টির সময়; বামপার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়নে বর্দ্ধিত; এবং অন্ধকারে; নিদ্রান্তে, শীতল দ্রব্য আহারে, ও ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—রাত্রিতে উত্তাপ, আমাশয়ে উত্তাপের আরম্ভ, মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধা; তৎপরে শীত, শীতের পর আভ্যন্তরিক উত্তাপ, *বিশেষতঃ হাতে, কিন্তু বাহিরে শীতলতা, পিপাসাহীনতা।* সন্নিপাত জ্বর।—দ্বিতীয়াবস্থা অবসানের প্রাক্কালে ফুসফুসের রক্তসঞ্চয়, অথবা যকৃতের ন্যায় নিরেটতা প্রাপ্তি, এবং তৎসহ যাতনা ও উৎকণ্ঠা; বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা সহ কঠিন, শুষ্ক কাস; অথবা তরল, ঘড় ঘড় শব্দ সংযুক্ত, দুশ্ছেদ্য, স্বচ্ছ, বা গাঢ়, ঈষৎ পীত বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস; সন্ধ্যা হইতে দুইপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কাসের বৃদ্ধি, অবসন্নতা, আঠা আঠা, ঘর্ম্ম, ক্ষুদ্রনাড়ী, নিমগ্ন মুখমণ্ডল ও বায়ুনলীতে ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা; সুপ্তি, প্রলাপ, শয্যা-হাতড়ান; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা ও পতনাবস্থা; শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, বিশেষতঃ মনুষ্যের শব্দে; নিমগ্ন, গহ্বর-গত, নীলমণ্ডল-পরিবেষ্টিত চক্ষু; নাসাপার্শ্বের পাখার ন্যায় সঞ্চলন; নাসিকা হইতে বারংবার প্রচুর রক্তপাত; নাসিকা, ওষ্ঠ, মুখ, ও গলার শুষ্কতা, এবং জলে উহার অনিবৃত্তি; দন্ত হইতে মাঢ়ী সরিয়া যাওয়া ও উহা হইতে সহজে রক্তপতন; পরিশুষ্ক, অচল, কৃষ্ণবর্ণ লেপাচ্ছন্ন, বিদারিত, ও চিক্কণ জিহ্বা; শীতল পানীয় দ্রব্য পানের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধাশূন্যতা; জলীয়, পিত্তিক, বা আঠা আঠা পদার্থ বমন; আধ্মান ও উচ্চ আটোপ সংযুক্ত

বেদনাহীন অতিসার; জলবৎ, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, ধূসরাভ, অথবা বিসমাসিত রক্ত জনিত কৃষ্ণবর্ণ বিরেচন; প্রত্যেকবার মলস্রাবের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা; এমোনিয়ার ন্যায় তীব্রগন্ধ, ঘোলা, শুভ্রঅধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র; দেহ-কাণ্ডে আরক্ত চিহ্ন, কালিমা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা; দেহের অতিশয় উত্তাপ, কিন্তু মস্তকে ও শরীর-শাখায় শীতল ঘর্ম্ম।

ফিরম।

নীরক্তাবস্থায় ছদ্ম রক্তাধিক্যের চিহ্ন; যথা, অনুত্তেজিত ও প্রশান্তভাবে থাকিলে গণ্ডস্থলের পাণ্ডুবর্ণ ও মুখমণ্ডলের মৃদ্বর্ণ; কিন্তু উত্তেজনায় বা উদ্বেগে উহার আরক্ত রাগ, নাড়ীর পূর্ণতা ও নমনীয়তা, কিন্তু একোনাইটের ন্যায় পূর্ণতা ও উল্লম্ফনশীলতা নহে; রক্তবহানাড়ীর প্রসারণ বশতঃ (প্রদাহ বশতঃ নহে) উদর-প্রাচীরে ঘৃষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ; এবং ধীরে ধীরে হাঁটিলে রক্ত-সঞ্চয়, বেদনা ও প্রায় অন্যান্য সমস্ত লক্ষণের উপশম ফিরম প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। ফ্যাবিংটন বলেন কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী দীর্ঘকালস্থায়ী সবিরাম জ্বরে উত্তাপাবস্থায় রক্তবহা নাড়ীর, বিশেষতঃ শঙ্খস্থলের ও মুখমণ্ডলের শিরার স্ফীততা, দপদপকর শিরোবেদনা, প্লীহার বৃদ্ধি; অপিচ, শোথ থাকিলে ফিরম ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত উপস্থিত হইবার সময় বমন, উত্তাপাবস্থায় চক্ষুর চারিদিকে স্ফীততা; প্লীহার স্ফীততা, রক্তহীনতা, অবসন্নতা, ও অতিশয় দুর্ব্বলতা সহকারে উদরের প্রসারিততা, মুখমণ্ডলের অতিশয় পাণ্ডুরতা ও গালের অভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অত্যন্ত নীরক্ততা ও শুভ্রতা: চক্ষুর উপরে ও নীচে বদনের, এবং পদদ্বয়ের শোথ।

বেলেডোনা।

বেলেডোনা স্থানবিশেষের রক্তবহানাড়ী সঙ্কুচিত ও অন্যত্র বিধান-তন্তু উপদাহিত করিয়া সেই স্থানে রক্ত-সঞ্চয় জন্মায় ও অধিক রক্ত সঞ্চারিত করে। এই প্রকারে বেলেডোনা দ্বারা রক্ত-সঞ্চলন বিবর্দ্ধিত হয় ও জ্বর-লক্ষণ জন্মে। তরুণ জ্বরে মস্তিষ্ক বা গল-মধ্যের প্রদাহ থাকিলে বেলেডোনা

উপকারী। মস্তকে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিরোলক্ষণ থাকিলেও ইহা ব্যবস্থেয়। জ্বরে অল্প শীত, অধিক দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থার অভাব বা অল্পতা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। ইহার লক্ষণে আর্সেনিক জ্ঞাপক অবসন্নতা বা একোনাইট্‌সূচক অস্থিরতা থাকে না। ডাঃ ডনহাম বলেন যে বেলেডোনার লক্ষণে পর্য্যায়শীলতা লক্ষিত হয় না, এবং জ্বরের অবস্থা-বিভাগ সুস্পষ্ট থাকেনা। অতএব ম্যালেরিয়া জ্বরে সত্বর দাহাবস্থা আরম্ভ হইয়া প্রায় অবিরাম থাকিলে এবং প্রথম হইতেই মস্তকের রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহাদি শিরোলক্ষণ ও তৎসহ বেলেডোনা জ্ঞাপক সাধারণ লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। অপর ইহাও তাঁহার অভিমত যে সন্নিপাতজ্বরে উন্মত্ততা বা মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হইলেই কেবল অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে জ্বরে মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলেই কেবল বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। শিশুদিগের রোগে অতি প্রথমেই এই স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয়। যুবকদিগের রোগে, প্রারম্ভে জ্বর প্রকাশ পায়, তৎপরে মাস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তখন বেলেডোনার ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, গলদেশের ধমনীর দপদপ; কঠিন, পূর্ণ, উল্লম্ফনশীল নাড়ী, এবং প্রবল প্রলাপ, অপর, সহসা রোগ-লক্ষণের আবির্ভাব ও তিরোভাব এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। এই সকল লক্ষণকে বেলেডোনার সাধারণ লক্ষণ বলে। কারণ, বেলেডোনাজ্ঞাপক প্রায় সকল রোগেই এই কয়েকটী লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। পূর্ণ-রক্ত, রক্তসঞ্চয়-প্রবণতা, বিশেষতঃ শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে মস্তকে সমধিক রক্তসঞ্চয়-প্রবণ; কতকটা ক্যালকেরিয়ার ন্যায় মাংসল ও শ্লেষ্মা-প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষেই বেলেডোনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। যাহারা সুস্থ সময়ে প্রফুল্ল থাকে ও প্রমোদ জন্মায়, কিন্তু রোগের সময় কোপন ও অধীর হইয়া উঠে তাহাদের পক্ষেই বেলেডোনা ভাল খাটে। বেলেডোনার লক্ষণ অপরাহ্ন তিনটার পর, পুনরায় মধ্যরাত্রের পর, সঞ্চালনে, স্পর্শ করিলে, বায়ু-প্রবাহে, আকস্মিক উষ্ণ ঋতুর পরিবর্ত্তনে, গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যের উত্তাপে ও পান করিবার সময় বিবর্দ্ধিত; এবং উষ্ণ গৃহে ভালরূপে বস্ত্রাবৃত থাকিলে উপশম প্রাপ্ত হয়।

জ্বরে একোনাইট ও বেলেডোনায় প্রভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলে মুখ্য ক্রিয়া নিবন্ধন একোনাইটের জ্বর জন্মে। মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে মুখ্যক্রিয়াবশতঃ বেলেডোনায় জ্বর উৎপন্ন হয়। জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় প্রবল মানসিক অস্বচ্ছন্দতা; অস্থিরতা, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন; মৃত্যুভয়; ঘর্ম্মশূন্য উত্তপ্ত গাত্র; পূর্ণ, উল্লম্ফনশীল নাড়ী; কিয়ৎপরিমাণে অবাস্তব দৃষ্টি; নিদ্রাবস্থায় অল্প অল্প ক্রন্দন; অল্প অল্প মৃদুপ্রলাপ (বিড় বিড় করিয়া বকা); এই সকল মাস্তিষ্ক লক্ষণ জ্বরের উত্তাপের আতিশয্য বশতই উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্কের মুখ্যপ্রদাহ হইতে জন্মে না। এরূপ অবস্থায় একোনাইট বেলেডোনা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু জ্বর প্রবর্দ্ধিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—প্রবল শিরঃপীড়া, পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, অঙ্গের শীতলতা, মস্তকের উত্তপ্ততা; পৃষ্ঠের নিম্নদিকে কম্পের প্রধাবন; অবিরত পরিশুষ্ক জ্বালাকর উত্তাপ, শীঘ্র উত্তাপাবস্থার আরম্ভ, উত্তাপকালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও ক্যারোটিড ধমনীর দপদপ এবং তৎসহ কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম, শরীরের আবৃত স্থানে ঘর্ম্ম (অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম, একন); পিপাসা শূন্যতা অথবা অধিক পিপাসা; কোপনতা ও নাকে কাঁদা। সন্নিপাত জ্বর।—অপ্রবর্দ্ধিত অবস্থায়, মস্তিষ্কে অতিশয় রক্তসঞ্চয়; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বা শিখরদেশে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা, অথবা কপাল যেন ফাটিয়া পড়িবে এরূপ অনুভব, পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ; প্রদীপ্ত ও স্থির চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা, নিদ্রাবস্থায় গোঁগোঁ শব্দ ও অস্থিরতা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, প্রচণ্ড প্রলাপ, অথবা রাত্রিকালে কতিপয় অসংলগ্ন বাক্যবিশিষ্ট প্রলাপ, আরক্ত, শুষ্ক, কম্পিত, ও বিদারিত জিহ্বা, কোষ্ঠবদ্ধ বা বারবার অল্প অল্প আতিসারিক মলনিঃসরণ; অধক্ষেপ বিশিষ্ট; অথবা পরিষ্কার প্রভূত মূত্র; পূর্ণ, পুষ্ট, আয়তন-পরিবর্ত্তন-শীল নাড়ী। তৃতীয় অবস্থায়, সুপ্ততা, সকলপ্রকার অভিযোগ ও আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্যতা, মধ্যে মধ্যে কেবল পানীয় দ্রব্যের অভিলাষ প্রকাশ, গিলিতে কষ্ট; স্থির, চিক্কণ চক্ষু; নিম্নহনুর পেশির শিথিলতাবশতঃ মুখের বিকাশ; জিহ্বার চর্ম্মাকৃতি, সুতরাং উহা বাহির করিতে রোগীর অশক্তি; বধিরতা; উদরের

দৃঢ়তা; অনিচ্ছায় মলমূত্র নিঃসরণ; শয্যার পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যাওয়া, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়া, জঙ্ঘা প্রক্ষেপ করা; শয্যা-বস্ত্র উৎক্ষেপণ; নিদ্রা-শূন্য নিদ্রালুতা; সবিরাম নাড়ী; গাত্রের অতিশয় উত্তাপ সহ ঘর্ম্ম-প্রবণতা; মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; প্রতি সঞ্চলনে উপচয়। সূতিকা জ্বর।—প্রসারিত উদর, উহাতে সূচী-বেধ ও খননবৎ বেদনা; সহসা বেদনার আবেশ, বেদনা সত্বর উপস্থিত হয়, এবং অধিকক্ষণ বা অল্পক্ষণ থাকিয়া আবার সত্বর যায়; * প্রবল আক্ষেপিক উদর-বেদনা, বোধহয় যেন নলী বিদ্ধিয়া রহিয়াছে, অথবা সঙ্গমেন্দ্রিয়েরদিকে যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ, * উদরে স্পর্শ-দ্বেষ; শরীরের কোন কোন অংশে শীত, কোন কোন অংশে উত্তাপ, অথবা সগাত্রে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকে জ্বালাকর উত্তাপ, তৎসহ মুখমণ্ডল ও চক্ষুর আরক্ততা, ক্যারটিড ধমনীর দপদপ সহ কপালে অবিরাম বেদনা; আরক্ত জিহ্বা ও পিপাসাসহ শুষ্ক মুখ, গল-কোষের আক্ষেপ সহ গিলিতে কষ্ট; অনিদ্রা ও ছটফটি, প্রমত্তপ্রায় প্রলাপ, বা অন্যবিধ মাস্তিক লক্ষণ; স্বল্প, জলবৎ, ও আঠা আঠা, অথবা দুর্গন্ধি, বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত প্রসবান্তিক স্রাব; জরায়ু হইতে দুর্গন্ধময় সংযত রক্তস্রাব; অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব; স্ফীত ও প্রবাহিত, অথবা লোলিত ও দুগ্ধশূন্য স্তন; কোষ্ঠবদ্ধ, বা অতিসার। (বেল অপ্রচুর হইলে, হাইওস দিয়া দেখুন)। স্বল্পবিরাম জ্বর।—জিহ্বায় পীতাভ বা শুভ্রবর্ণ গাঢ় লেপ, পানাহারে অপ্রবৃত্তি, অম্ল, তিক্ত বা আঠা আঠা পদার্থের বমন; আঠা আঠা বিরেচন; শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ পিপাসা, ও একবার উত্তাপ একবার শীত; আকুলতা, অস্থিরতা, সন্দিগ্ধতা বা খামখেয়ালীভাব, প্রবল শিরঃপীড়া, মস্তকের সমস্ত যেন কপালে পতিত হইবে এপ্রকার অনুভব; মুখশোষ, গিলিতে কষ্ট; দিবসে প্রগাঢ় নিদ্রা, রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা। (ক্যাম ও মার্কের সহিত তুলনা করুন)।

ব্যাপ্টিসিয়া।

ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড জ্বর জন্মায়, সুতরাং টাইফয়েড জ্বরের প্রথম ও প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সন্তত জ্বরে (কণ্টি-নিউড ফিভার) প্রথম উপক্রমে ইহা ব্যবস্থা করিলে সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত

হয় না। শয়নে অঙ্গ-গ্রহ, ও শরীরের খণ্ডবিখণ্ডতা অনুভব ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। স্বল্প-বিরাম জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ও পাকাশয়িক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা বা দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট সকল প্রকার জ্বরের পূর্ব্বরূপ ও প্রথম অবস্থায়ই ব্যাপ্টিসিয়া অতিশয় ফলপ্রদ। প্রাদাহিক জ্বরে ইহা অব্যবহেয়। প্রদাহ অপেক্ষা উপদাহিতায়ই ইহা উপযোগী। স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাবল্যে টাইফয়েড ও মাস্তিষ্ক জ্বরেই এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হয়। (ক) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; (খ) মস্তক খণ্ড-বিখণ্ড বা আপনাকে দুইজন অনুভব; (গ) মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, শ্বাসাদি সকল স্রাবেই অতিশয় দুর্গন্ধ, (ঘ) যে পার্শ্বে ভর দিয়া শয়নকরা যায় সেই পার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ অনুভব, (ঙ) কথার উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া, এই গুলি ব্যাপ্টিসিয়ার বিশেষলক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—জ্বরের পূর্ব্বে আলস্য ও অস্বচ্ছন্দতা। সমস্তদিন শীত শীত করা ও সর্ব্বাঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর নীচে উঠা নামা। অনন্তর সমস্ত শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, মধ্যে মধ্যে আবার পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর নীচে উঠা নামা, ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ, কটিদেশ হইতে চারিদিকে তাপের বিকীরণ। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধময়, অনধিক ঘর্ম্ম। বিরামকালে সর্ব্বশরীরে অবক্তব্য গ্লানি, অস্থিরতা, ও দুর্ব্বলতা।

সূতিকাজ্বর।—সন্নিপাত-লক্ষণবিশিষ্ট রক্ত-দুষ্টতা, অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত দুর্গন্ধি প্রসবান্তিক স্রাব, উদরের স্ফীতভা, পূর্ণতা, আধ্মান, কূজন, ও বমনে উপশমিত হইবে বলিয়া অনুভব; অন্ত্রে সুতীব্র সঞ্চরমান বেদনা, মলিন আরক্ত স্বল্প মূত্র; শয়নে শ্বাস-কষ্ট, কিন্তু বক্ষঃস্থলের অনাকুঞ্চন, অস্থিরতা, অস্বচ্ছন্দতা, ও সর্ব্বশরীরে অবর্ণনীয় অসুখ অনুভব।

সন্নিপাত জ্বর।—প্রথমাবস্থায় রক্তবর্ণ প্রান্ত বা কপিশ কিম্বা পীতমিশ্রিত কপিশবর্ণ কেন্দ্র বিশিষ্ট শুভ্রজিহ্বা, মুখের তিক্তস্বাদ বা স্বাদশূন্যতা; আহার পরিপাকে অশক্তি, বারম্বার পীতবর্ণ বিরেচন, দক্ষিণ ইলিয়্যাক প্রদেশে কূজন ও অল্প অল্প স্পর্শ-দ্বেষ, নাড়ীর বেগের ও জ্বরের বৃদ্ধি; শরীরের যে অংশে ভরদিয়া শয়ন করা যায় তাহাতে বেদনা। প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়* জড়বুদ্ধিবৎ মুখাকৃতি, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে যাতনা ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব,

সমস্ত পেশীর বেদনাসহ অবসন্নতা; মানসিক শক্তির অভাব, সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে জ্বালা ও তীব্র উত্তাপ, শুষ্ক, গাঢ় লেপাবৃত জিহ্বা, জিহ্বা স্ফীত, অথবা দগ্ধ ও অবশ অনুভব, জিহ্বায় ক্ষত; স্থূল বাক্য; স্বরভঙ্গ সংযুক্ত কাশ, বারংবার মূর্চ্ছাবেশ সহ উদরোর্দ্ধে অতিশয় শূন্যতা ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব, ত্রিকস্থানে বেদনা; শরীরের যে অংশে ভরদিয়া শয়ন করা যায় সেই অংশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব; অতিশয় অস্থিরতা, ভ্রান্তি; রোগীর বোধ হয় যেন ঠিক তাহারই ন্যায় আর এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, মাথা যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়ান রহিয়াছে এবং সে সেই খণ্ডগুলি একত্র করিবার নিমিত্ত শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে; অন্যমনস্কতা, কাহারও কথা শুনিতে শুনিতে, ও উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া, প্রগাঢ় নিদ্রা, জোরে নাড়িয়া বা নাম ধরিয়া ডাকিয়া জাগাইতে হয়, শ্বাসে পচাগন্ধ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ বা মলিন, এবং * অতিশয় দুর্গন্ধময় মল; * দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম ও মূত্র, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও স্নায়বীয় অবসন্নতা, তৎসহ উত্তেজনা, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার চেষ্টা, সমস্ত দিন শীত শীত অনুভব, রাত্রিতে উত্তাপ, গাত্রবেদনা সহ শীত; ক্ষত।

ব্যাপ্টিসিয়া ও জেলসেমিয়মে প্রভেদ।—টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায়, জেলসেমিয়ম ও ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণে অতিশয় সাদৃশ্য আছে। দুই ঔষধেই (১) পেশীর বেদনা ও অবসন্নতা, (২) অবসন্নতা সহকারে নিদ্রালুতা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা, (৩) মস্তক বা অন্য কোন অঙ্গ বৃহত্তর অনুভব; এবং (৪) অপরাহ্নে বৃদ্ধি, এই কয়টী লক্ষণ আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে জেলসেমিয়মের ক্রিয়া ব্যাপ্টিসিয়া অপেক্ষা মৃদু। এই মৃদুত্ব ও তীব্রত্বেই ইহাদের প্রভেদ।

ব্রাইওনিয়া।

রক্তের পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ উহার পরিমাণ, গুণ, ও সঞ্চলনের বৈলক্ষণ্যে, যথা জ্বরাবস্থায় ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সবিরামজ্বরে এই ঔষধ বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না। স্বল্পবিরাম জ্বরেই ইহা অধিক প্রয়োজিত হয়।

প্রাদাহিক, আমবাতিক, আমাশয়িক, পৈত্তিক, আভিঘাতিক, ও সান্নিপাতিক জ্বরেও সময়ে সময়ে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়া ও তজ্জন্য অনেকটা একোনাইটের ন্যায় দ্রুত, কঠিন, অশিথিল নাড়ী; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-শক্তির বাস্তবিক আধিক্য; ও শরীর সঞ্চলনে উত্তাপ বৃদ্ধি, সুতরাং রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থির থাকিবার আগ্রহ; জ্বরের সহিত প্রায় সর্ব্বদাই মস্তকে মৃদু মৃদু দপদপকর অথবা তীব্র শস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে প্রায় সতত চক্ষুর অভ্যন্তরে ও উপরে তীব্র বেদনা; বেদনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া রোগীর মস্তক ও চক্ষু নাড়িতে অপ্রবৃত্তি; বালিশ হইতে মস্তকোত্তোলনের যৎসামান্য চেষ্টায় বিবমিষা ও মূর্চ্ছাকল্পতা অনুভব; প্রাদাহিক জ্বর ও লঘুপ্রকৃতির আমাশয়িক জ্বরাদি মৃদু জ্বরে অতিশয় মুখ-শোষ ও জিহ্বার মলাচ্ছন্নতা, জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ ও জিহ্বার মধ্যস্থলের নিম্নভাগে উহার সমধিক স্পষ্টতা; জিহ্বা-প্রান্তের সম্যক পরিচ্ছন্নতা; জ্বরের তীব্রতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার সন্নিপাত প্রকৃতি ধারণ; পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্যের উপস্থিতি; পূর্ব্বের শুভ্র লেপাবৃত জিহ্বার এক্ষণ ঈষৎপীতবর্ণ, ও মুখে নিশ্চিত তিক্তাস্বাদ; বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া; দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচী-বেধ ও অল্প অল্প বেদনা সহকারে উদরোর্দ্ধ-দেশে স্পর্শ-দ্বেষ; সন্নিপাত-লক্ষণ যতই বাড়িতে থাকে ততই জিহ্বার শুষ্কতার আতিশয্য, কিন্তু জিহ্বার লেপের পূর্ব্ববৎ অবস্থা; সবিরাম জ্বর হইলে শীত ও উত্তাপের বিমিশ্রতা, অর্থাৎ শীতাবস্থায় মস্তকের উত্তপ্ততা, গণ্ডদেশের প্রগাঢ় আরক্ততা এবং পিপাসা, ও অনেক ক্ষণ পর পর একবারে অধিক পরিমাণে জলপান; কোন কোন রোগীরবা অবিরত পিপাসা; নাড়ীর কঠিনতা, দ্রুততা ও অশিথিলতা; যৎসামান্য শ্রমে ঘর্ম্মের উদ্রেক এবং উহার অম্ল বা তৈলবৎ গন্ধ;—এই গুলি ব্রাইওনিয়ার জ্বরের সাধারণ লক্ষণ।

কোপনতা ও সহজে ক্রোধের উদ্রেক ব্রাইওনিয়ার বিশেষ মানসিক লক্ষণ। কি পিত্তজনিত রোগ, কি শিরঃপীড়া, কি অগ্নিমান্দ্য, এই সকল রোগেই ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক এই মানসিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে। ব্রাইওনিয়ার লক্ষণগুলি নড়িলে চড়িলে ও স্পর্শে বৃদ্ধি পায়। দুই চারিটী বিশুদ্ধ স্নায়বীয় লক্ষণ ব্যতীত ইহার সমুদায় লক্ষণেরই এই প্রকৃতি দৃষ্ট হয়।

সূচীবেধবৎ ও বিদ্ধবৎ বেদনা এবং সঞ্চলনে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের প্রাবল্য; প্রধানতঃ সায়াহ্নে, সচারাচর কেবল দক্ষিণপার্শ্বে শরীরের বাহ্যিক শীতলতা সহ শীত; অনাবৃত বায়ু অপেক্ষা গৃহের অভ্যন্তরে শীতের আধিক্য; * ওষ্ঠে ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগে শীতের আরম্ভ। শুষ্ক জ্বালাকর উত্তাপ, প্রধানতঃ অন্তরে তাপ, শিরার অভ্যন্তরে যেন রক্ত জ্বলিতেছে এরূপ অনুভব, তাপাবস্থায় সমুদায় যাতনার বৃদ্ধি; অল্পক্ষণ পরে পরে কেবল কোন কোন অঙ্গে ঘর্ম্ম, জ্বরের সকল অবস্থায়ই অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু উত্তাপাবস্থায়ই পিপাসার আধিক্য; প্রভূত ঘর্ম্ম, সচরাচর ঘর্ম্মের অম্লত্ব, যৎসামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মের উদ্রেক, এমনকি অনাবৃত বায়ুতে আস্তে আস্তে হাঁটিলেও ঘর্ম্মস্রাব এবং অধিকক্ষণ ঘর্ম্মের অবস্থিতি; পূর্ণ, কঠিন, অশিথিল, দ্রুতনাড়ী; উত্তাপাবস্থায় বা শীতের পূর্ব্বে শিরোবেদনা ও শিরোঘূর্ণন। বিরামকালে উদরের উপসর্গ; অঙ্গ-বেদনা; নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা; মলাচ্ছন্ন জিহ্বা, তিক্ত আস্বাদ, আহারে অরুচি; বিবমিষা, বমন-প্রবৃত্তি, ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ও শয্যায় গাত্র উষ্ণ হইলে রোগীর আরাম অনুভব। স্বল্পবিরাম জ্বর।—শুষ্ক কপিশাভ পীতবর্ণ জিহ্বা; মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ; মুখে তিক্ত আস্বাদ, বিশেষতঃ নিদ্রান্তে, অথবা স্বাদশূন্যতা বা বিস্বাদ; অম্ল পানীয়, কফি, বা সুরা পানের অতিশয় স্পৃহা, নিরেট খাদ্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি, বিবমিষা, আমাশয়ে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বারংবার বমনের ইচ্ছা, অথবা পিত্ত বমন, বিশেষতঃ পানান্তে; মস্তকে, আমাশয়-গহ্বরে, অথবা পার্শ্বে, ও শরীর-শাখায় সূচী-বেধ, বিশেষতঃ কাসিবার বা হাঁটিবার সময়; আমাশয়-গহ্বরে ভার বা অশিথিলতা অনুভব, বিশেষতঃ আহারান্তে; কোষ্ঠবদ্ধ; জলবৎ, পরিষ্কার বা ঈষৎ পীতবর্ণ, পীতাভ অধঃক্ষেপ সংযুক্ত মূত্র; জ্বালাকর পিপাসা সহ প্রবল গাত্রোত্তাপ, অথবা সর্ব্বশরীরের কম্প, ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা (এবং উত্তাপ) সহ শীত শীত অনুভব; প্রচণ্ড স্বভাব; অতিশয় দুর্ব্বলতা; শিরোঘূর্ণন সহ মস্তকের জড়তা। (একন, ক্যাম, নক্স-ভম সহকারে তুলনা করুন)। সন্নিপাত জ্বর।—(১) জ্বরের প্রারম্ভ হইতে ছিন্নবৎ, দপদপ কর, উৎক্ষেপজনক শিরঃপীড়া, বিবমিষা, ও বিবক্তি, ঈষৎ

শুভ্র জিহ্বা, তিক্ত আস্বাদ, গল-শোষ, পিপাসা; ওষ্ঠে ও মুখে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ; আমাশয়ে থল্লী সদৃশ আকৃষ্টতা; উদরোর্দ্ধে চাপদিলে বেদনা; উদরবেদনা; আধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ; মূত্রের স্বল্পতা ও আবিলতা; ভগ্ন বা ক্ষীণ স্বর; প্রাতে কাস; কাসিলে বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে পঞ্জর্কার মধ্যবর্ত্তীস্থানে তীব্র বেদনা; কষ্টপ্রদ অলসতা; মস্তকে শীতলঘর্ম্ম; শুষ্ক ত্বক। (২) দ্বিতীয় অবস্থায়, স্নায়বীয় বা মাস্তিষ্ক লক্ষণান্বিত টাইফয়েড জ্বরে, পূর্ব্বদিনের ঘটনা সম্বন্ধীয় বা বিষয়কার্য্য সম্পর্কীয় প্রবল প্রলাপ, এবং শয্যাহইতে ছুটিয়া যাইবার প্রবৃত্তি; চক্ষু মুদিত করিবার সময় বিভ্রম দর্শন; কোপনতা, বিরক্তচিত্ততা, দ্রুত-ভাষিতা; অতীব্র, সূচী-বেধবৎ বা ছিন্নকর শিরঃপীড়া, সঞ্চালনে ও চক্ষু উন্মীলনে উহার আধিক্য; চক্ষুর প্রভাশূন্যতা ও সজলতা; শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, জ্বরের তীব্র উত্তাপ, অনেক ক্ষণ পরে পরে এক একবারে অধিক পরিমাণে জলপান করিবার প্রবল তৃষ্ণা, মুখের শুষ্কতা ও উহার অভ্যন্তরে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ; স্বাদ-শূন্যতা; আহারে অরুচি এবং তৎসহকারে বিব-মিষা ও বমন করিবার ইচ্ছা, অথবা আঠা আঠা পিত্তবমন, ;উদরোর্দ্ধে প্রচা-পনে স্পর্শ-দ্বেষ; উদরের স্ফীততা; কোষ্ঠবদ্ধ বা প্রাতে ও রাত্রে অতিসার, অতিসারে প্রায় অনৈচ্ছিক দুর্গন্ধময় পচা, পুরাতন পণিরের গন্ধবিশিষ্ট মল নিঃসরণ, ভারী মূত্র; কাসিবার বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে ব্যথা, দিবসে নিদ্রা রাত্রিতে ছটফটি; ক্ষুদ্র ও কোমল নাড়ী; আঠা আঠা ঘর্ম্ম, হস্ত-কম্প। (৩) তৃতীয় অবস্থায়ঃ—অতিশয় অলসতা ও দুর্ব্বলতা, চুপকরিয়া থাকিবার ইচ্ছা; নড়িলে চড়িলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; মুখে ও গলায় সাবানের ফেণার ন্যায় ফেণা ফেণা লালাসঞ্চয়, সময়ে সময়ে তন্দ্রা বা রোগীর প্রায় গল-রোধ, শুষ্ক, বন্ধুর, বিদারিত, ও সচরাচর মলিন কপিশবর্ণ জিহ্বা; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, গোঁগোঁ ও কোঁকোঁ করা, মুখের চর্ব্বণবৎ সঞ্চালন সহকারে অস্থির নিদ্রা, হৃদ্‌প্রদেশে যাতনা ও গৌরব; প্রলাপ সহ মানসিক অবসাদ, স্বপ্নশূন্য নিদ্রা, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা; অনিচ্ছায় মল-মূত্রের নিঃসরণ, ঘর্ম্ম সহকারে বা ঘর্ম্মব্যতীত শরীরের এক প্রকার বিশেষ অম্ল গন্ধ, সংযত প্রকৃতি, কিন্তু সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা।

——*——

ভিরেট্রম এল্‌বম্।

ডাঃ ডনহাম বলেন যে ভিরেট্রমের প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় লক্ষণের সহিতই (যেখানে কেন সেই লক্ষণ প্রকাশিত না হউক) "কপালে শীতল ঘর্ম্ম" এই বিশেষ লক্ষণটী বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়। ভিরেট্রমজ্ঞাপক শীতলতা জ্বর-রোগে এই ঔষধি প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সবিরাম জ্বর, দূষিত সবিরাম জ্বর, ও সন্নিপাত জ্বরাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভিরেট্রমের লক্ষণ পানান্তে; মলত্যাগের পূর্ব্বে ও মলত্যাগকালে, ও উত্থানে বিবর্দ্ধিত; এবং উপবেশনে ও শয়নে উপশমিত হয়। সহসা বলক্ষয়, শরীরের শীতলতা, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, যৎসামান্য শ্রমে মূর্চ্ছার আক্রমণ, ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের প্রাধান্য; শীত সহকারে পিপাসা; শীত, আভ্যন্তরিক হইলে ঊর্দ্ধাভিমুখে নয় কিন্তু নিম্নাভিমুখে গতি। নীলবর্ণ, শীতল, অস্থিতিস্থাপক ত্বক্, হস্তের নীলবর্ণ; মুখমণ্ডল, মুখ, ও জিহ্বার শীতলতা; আয়াসিত শ্বাস; হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। উত্তাপে অনুপশম; শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম্ম, কপালে ঘর্ম্মের আধিক্য; **দূষিত সবিরাম জ্বর।**—(কঞ্জেষ্টিভ্‌চিল)। ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণাপন্ন দূষিত বিষম জ্বর। প্রধানতঃ বাহিরে শীত ও শীতলতা, তৎসহ অন্তরে তাপ ও গাত্রে শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম, শীতের নিম্নাভিমুখে গতি, কম্পকর শীত, তৎসহ ঘর্ম্ম, অনন্তর শীঘ্র উহার সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতায় পরিণতি; জলপানে শীতের বৃদ্ধি; প্রধানতঃ অন্তরে তাপ, তৎসহ পিপাসা, কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা, উত্তাপের ঊর্দ্ধগতি; প্রভূত শীতল, আঠা আঠা, দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, ও তৎসহকারে মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ; জীবনীশক্তির অতিশয় অবসাদন। **সন্নিপাত জ্বর।**—বমন, বিরেচন, শীতল ঘর্ম্ম ও অঙ্গের শীতলতা সহকারে রোগের আরম্ভ; নাড়ীর প্রায় অপ্রাপ্যতা, উদরের আকুঞ্চিতবৎ অতিশয় ব্যথিততা, অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, শরীর-শাখার তুষারবৎ শীতলতা ও উহাতে বেগুণিরঙ্গের পীড়কা, জাগ্রত তন্দ্রা, এবং ভয়প্রাপ্তির ন্যায় বারবার চমকিয়া উঠা; মৃতবৎ মুখাকৃতি; অতিশয় অবসন্নতা।

ভিরেট্রম ভিরিডি।

বিষমজ্বরের উত্তাপাবস্থায় যুবকদিগের মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়, প্রলাপ, হৃৎপিণ্ডের প্রবলক্রিয়া, কঠিন ও দ্রুতনাড়ী; এবং বালকদিগের প্রবল আক্ষেপ লক্ষণে এই ঔষধ একোনাইট ও বেলেডোনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতদ্দ্বারা জ্বরের আবেশের তীব্রতা এবং আক্ষেপের আশঙ্কা সত্বর প্রতিরুদ্ধ হয়। স্বল্প-বিরাম বা পিত্তজ্বর ম্যালেরিয়া জনিত না হইলে সময়ে সময়ে এই ঔষধে উপকার দর্শে। মস্তিষ্কের উত্তেজনা সংযুক্ত জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। পাকাশয়িক উপসর্গ সম্বলিত প্রাদাহিক অবস্থা অর্থাৎ বিব-মিষাদি বিশিষ্ট কফজ্বরে ভিরেট্রম ভিরিডি একোনাইট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৃথা বমন-বেগ, বমন, পথ্য উদ্গীরণ, শিরোবেদনা, প্রলাপ, অচৈতন্য ও অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। সূতিকা জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায়; সহসা দুগ্ধ ও প্রসবান্তিক স্রাবের বিলোপ; তীব্র জ্বর, অস্থিরতা; অত্যন্ত বেদনা, কুন্থন, আধ্মান, শীতল ও আঠা আঠা গাত্র-ত্বক্; দ্রুত, দুর্ব্বলনাড়ী লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী। জ্বরে নিউ-মোনিয়ার সূচনা উপস্থিত হইলে, ধামনিক রক্তসঞ্চলনের অতিশয় উত্তেজনা থাকিলে; এবং আয়াসিত ও কষ্টকর শ্বাস লক্ষণে একোনাইটের স্থলে ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত, ও উল্লম্ফনশীল নাড়ী; এবং জিহ্বার প্রান্তভাগে পীতবর্ণ ও মধ্যস্থলে প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত লোহিত রেখা জ্বররোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিশেষ লক্ষণ। উত্থানে; বিচরণে; সায়াহ্নে; ও সঞ্চলনে ইহার লক্ষণ বিবর্দ্ধিত হয়। রক্ত-প্রধান ধাতুতেই ইহা ভাল খাটে। এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিলে সত্বরই উপকার দর্শে। স্বেদ নিঃসরণে একোনাইটের ন্যায় ইহারও উপকারিতা জ্ঞাত হওয়া যায়।

ভেলেরিয়ানা।

সবিরাম জ্বর।—* শীতের অভাব বা অল্পক্ষণস্থায়ী শীত, ঘাড়ে শীতের আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদিয়া নামা, শীতাবস্থায় মূর্চ্ছা; শীতের পরে * অনেক

ক্ষণস্থায়ী উত্তাপ ; প্রবল উত্তাপ সহ প্রভূত ঘর্ম্ম, রাত্রিতে ও পরিশ্রমে ঘর্ম্মের আধিক্য।

ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা।

আমাশয় ও অন্ত্রেই ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতই ইহার প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অসহিষ্ণু বিরক্তিচিত্ত বালকদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা ক্যামোমিলার অনুপূরক। সাধারণতঃ শরীরের একদিক আক্রান্ত হইলে এই ঔষধে বিশিষ্টরূপে উপকার করে। ইহার লক্ষণ, শীতলতায়, বায়ু-প্রবাহে, স্পর্শে, ও প্রতি ২১দিন অন্তর বর্দ্ধিত, এবং উষ্ণ বায়ুতে উপশমিত হয়, কিন্তু শয্যার উত্তাপে ও সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি পায়। সায়াহ্নে ও শয়নান্তে শীত ও কম্প, পায়ের পাতায় শীতের আরম্ভ, পিঠদিয়া শীত নামা, গৃহের বাহিরে পরিশ্রমে শীতের উপশম, শরীরে শীতল জল প্রক্ষেপের ন্যায় শীতানুভব। সায়াহ্নে শীতান্তে তাপ, মস্তকে ঘর্ম্মসহকারে পূর্ব্বাহ্নে তাপ, রাত্রিতে অস্থিরতা, ও অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা সহ তাপ ; পূর্ব্বাহ্নে কেবল একদিকে (দক্ষিণ দিকে) তাপ, ও তৃষ্ণা। তৈলবৎ ও অম্লগন্ধি ঘর্ম্ম, রাত্রি ১২টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। এই সকল লক্ষণে প্রত্যহ বা ২১ দিন অন্তর উপস্থিত সবিরাম জ্বরে ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকার ব্যবহার হয়। সলফেট-অব-ম্যাগ্নিসিয়া।—পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শীত, শরীরের একাংশে উত্তাপ ও অন্যাংশে শীত ম্যাগ্নিসিয়া সলফের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা।

স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের রোগে, বিশেষতঃ গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক বালিকাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। যকৃদ্রোগ ও দন্তোদ্ভেদ সংসৃষ্ট জ্বরেই ইহার সমধিক অধিকার দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, কষ্টে খণ্ড খণ্ড শক্ত মল নিঃসরণ, অথবা মলের অধিক শুষ্কতা বশতঃ মলদ্বার অতিক্রমের পর গুড়া গুড়া হইয়া পতন ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

সুস্থির থাকিলে বিবৰ্দ্ধিত ও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাসপ্রাপ্ত হৃৎকম্প, স্ত্রী বা পুরুষদিগের রোগে ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকার আর একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহার অধিকাংশ লক্ষণ বসিয়া থাকিলে বৰ্দ্ধিত; এবং নড়িলে চড়িলে, পরিশ্রমে, ও অনাবৃত বায়ুতে উপশমিত হয়। অগ্নির নিকটেও শীত, অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শীতের আধিক্য; অনাবৃত বায়ুতে, ও শয্যায় শয়নে শীতের লাঘব, সায়াহ্নে উত্তাপ, পিপাসা; কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম; অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা,—এই সকল লক্ষণে সবিরাম জ্বরে ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা ব্যবহৃত হয়।

মারকিউরিয়স।

রাত্রিতে ও শয্যার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি পারদের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। জ্বর ও প্রদাহিত অবস্থায় ঘর্ম্মাভাব একোনাইট ও বেলেডোনা জ্ঞাপক। কিন্তু ঘর্ম্মস্রাব হইলেও সেই ঘর্ম্মে রোগীর উপশম না জন্মিলে মারকিউরিয়স ব্যবস্থেয়। অবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বরে, বিশেষতঃ যকৃতের বিবৃদ্ধি বা অপ্রবল প্রদাহ থাকিলে, লক্ষণানুসারে মারকিউরিয়স ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রাতিশ্যায়িক বা আমাশয়িক (ক্যাটারাল বা গ্যাষ্ট্রিক) জ্বরে বদনের স্ফীততা, গলার অভ্যন্তরের ও বাহিরের স্ফীততা, সন্ধিস্থানের অবিরাম বেদনা ও শয্যার উষ্ণতায় তাহার আতিশয্য এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণে অনুপশম লক্ষণে মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করা যায়। অপর, এই সকল লক্ষণের সহিত প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর অন্ত্রের প্রতিশ্যায়-প্রবণতা দৃষ্ট হয় এবং তজ্জন্য অতিশয় কুন্থন সহকারে আমরক্তময় মল নির্গত হইয়া থাকে। মলনিঃসরণের পরেও সেই কুন্থনের বিরতি জন্মে না। এস্থলেও বেলেডোনার পরে মারকিউরিয়স উপযোগী হয়। সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা ধাতুর রোগীদিগের রোগে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে মার্ক-সল; এবং দ্বিতীয় অবস্থায় মার্ক-ডলসিস ব্যবহৃত হয়। জিহ্বা শুষ্ক ও প্রলাপ প্রকাশিত হইবামাত্র তখনি মার্ক-ডল, বহিত করা বিহিত। যাহারা পূর্ব্বে অতিমাত্রায় ও অনেক দিন পর্য্যন্ত পারদ সেবন করিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ প্রশস্ত নহে।

সাধারণতঃ পুরুষের পক্ষে মার্ক-কর, স্ত্রীলোকের পক্ষে মার্ক-সল, ও শিশুর পক্ষে মার্ক-ভাইভস অধিক উপযোগী হয়। মারকিউরিয়সের লক্ষণ সায়াহ্নে ও রাত্রিতে; শয্যার উত্তাপে; ঘর্মনিঃসরণ সময়ে; বর্ষাকালে; শীতল সান্ধ্য বায়ুতে; উষ্ণ দিবস ও শীতল রাত্রিবিশিষ্ট শরৎকালে, ব্যায়ামকালে; ও দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে বিবর্দ্ধিত, এবং দিবাভাগে, ও বিশ্রাম সময়ে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—সায়াহ্নে শীত, উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা, অথবা প্রাতঃকালের প্রাক্কালে পিপাসা; ঘর্ম্মাবস্থায় হৃৎকম্প ও বিবমিষা; দুর্গন্ধি বা অম্ল ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি। স্বল্পবিরামজ্বর। আর্দ্র জিহ্বা, জিহ্বায় শুভ্র বা পীতাভ লেপ; শুষ্ক, জ্বালাকর ওষ্ঠ; মুখে বিবমিষাজনক, মন্দ, বা তিক্ত আস্বাদ, বমনপ্রবৃত্তিসহ বিবমিষা বা শ্লেষ্মা ও তিক্ত পদার্থ বমন, কুক্ষি, আমাশয়-গহ্বর, বা নাভির চারিদিকে ব্যথিততা, বিশেষতঃ তৎসহ রাত্রিকালে অতিশয় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা; দিবসে নিদ্রালুতা, * রাত্রিতে জাগরূকতা, ক্ষণরাগিতা, পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, সন্ধ্যাকালে প্রবল জ্বর, দুইপ্রহর রাত্রির সময় সেই জ্বরের অতিশয় বৃদ্ধি; * জ্বালাকর পিপাসা, সময়ে সময়ে পানীয় দ্রব্যে অরুচি। আম ও পিত্তময় মল, বক্তাকৃতি গাঢ় লোহিতবর্ণ মূত্র। সন্নিপাত জ্বর।—মার্ক-সল।—পাণ্ডুর, বিবর্ণ, পীতাভ বদন, পচা ও রসশূন্য আস্বাদ; জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ, উদরোর্দ্ধ ও যকৃদ্দেশে স্পর্শে বেদনা, প্রভূত, তরল, পিচ্ছিল, কখনও বা অল্প অল্প রক্তাক্ত মল; বারম্বার মূত্র-প্রবৃত্তি, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, কিন্তু প্রলাপাভাব, আঠা আঠা, দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, গাত্র-ত্বকের ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ; বায়ুনলীর উপদাহ। মার্ক-ডা।—দ্বিতীয় অবস্থায় অনির্দ্দিষ্ট আমাশয়িক উপদ্রব, সমগ্র উদরে স্পর্শ-দ্বেষ; জলবৎ, বর্ণশূন্য, অথবা ঊর্ণা স্তবকের ন্যায় শুভ্র আম মিশ্রিত, কিম্বা মাংসধৌত জলের ন্যায় মল, রাত্রিকালে মলস্রাবের আধিক্য।

মারকিউরিয়ালিস।

দক্ষিণ বাহু ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণদিকে শীতের আরম্ভ এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। বাম হস্ত ও বামবাহুতে শীতের আরম্ভ কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের

লক্ষণ। জ্বরের লক্ষণ।—সমস্ত শরীরে শীত, শীতাবস্থায় মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, ও নিদ্রা, অনন্তর উত্তাপ, পরিশেষে ঘর্ম্ম। আমাশয়ে, দক্ষিণ বাহুতে বা বক্ষঃস্থলের দক্ষিণদিকে শীতের আবস্ত, কম্প, দুর্ব্বলতা, অঙ্গ-বেদনা, ও সর্ব্বদা নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা, আমাশয় ও উদরে বেদনা, স্পর্শে সেই বেদনার বৃদ্ধি; বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও শ্বাস-কষ্ট। জ্বালাকবউত্তাপ, করতল ও পদতলের উষ্ণতা, পুনঃ পুনঃ হস্তেব জ্বালা; হস্তেব শিরার স্ফীততা। শীতশূন্য ও প্রায় ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ। শেষ রাত্রিতে, নিদ্রাব পরে ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক পিপাসা।

মিউরিয়েটিক এসিড।

টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরেই মিউরিয়েটিক এসিড সমধিক ব্যবহৃত হয়। সবিরাম জ্বরে ইহার তেমন ব্যবহাব নাই; তবে অস্থিবেষ্টে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। বিগলিত ক্ষতাদি সংযুক্ত জ্বরের ন্যায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বলাবস্থা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীত।—শীতের প্রাধান্য, শীত ও কম্প, মুখমণ্ডলের জ্বালা, গণ্ডস্থলের উষ্ণতা, পৃষ্ঠের শীতলতা, হস্তের শীতলতা, বাহ্যিক তাপ, যুগপৎ শীতোত্তাপ। উত্তাপ।—আভ্যন্তরিক উত্তাপ; গাত্রাবরণ পরিত্যাগেব প্রবৃত্তি; অস্থিরতা; রাত্রিতে উত্তাপসহ হৃৎকম্প, করতল ও পদতলে জ্বালা। প্রথম নিদ্রায় রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম; সায়াহ্নে শয়নকালে পদে শীতল ঘর্ম্ম; মস্তক ও পৃষ্ঠে ঘর্ম্মের আধিক্য; ঘর্ম্মকালীন মৌনতা। সন্নিপাত জ্বর।—প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়;—ক্রমাগত প্রলাপ, তজ্জন্য বিশ্রাম ও নিদ্রা পরিশূন্যতা, অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে অবিরত নিবিষ্টতা, সুতরাং দেশকাল সম্বন্ধে বিস্মৃতি। ইন্দ্রিয়েব ক্রিয়াতিশয্য, জ্যোতিতে নেত্রের আকুঞ্চন, শব্দে কর্ণের অনুভবাধিক্য, আঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির অতিশয় প্রাখর্য্য, চক্ষুর প্রদীপ্ততা, কনীনিকার সঙ্কুচিততা, গণ্ডের সীমাবদ্ধ আরক্ততা; নাসিকা, ওষ্ঠ, ও জিহ্বাব পরিশুষ্কতা, জিহ্বায় যৎসামান্য লেপ বা লেপশূন্যতা; অন্ননালীর অতি মৃদু উপদ্রব

কখন কখন সান্নিপাতিক মল নিঃসরণ অথবা কোষ্ঠবদ্ধ; পরিষ্কার অম্লমূত্র; হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনের আধিক্য, উত্তেজনশীলতা, অথচ শক্তিশূন্যতা; শ্বাসের দ্রুততা, ত্বকের পরিশুষ্কতা, ও গাত্রতাপের বৃদ্ধি; নিদ্রার অতিশয় প্রয়োজন অথচ নিদ্রা যাইতে অপারগতা; পেশীর শক্তির অনধিক লাঘব; অল্প অল্প দুর্ব্বলতা ও গ্লানি (ব্রাইওনিয়াব পরে)। তৃতীয় অবস্থায়;— অতিশয় অবসন্নতা; মস্তিষ্ক ঘূষ্টবৎ শিরঃপীড়া, নিদ্রাবস্থায় গোঁগোঁ ও কোঁকোঁ শব্দ করা, এবং অবিরত শয্যার নিম্নাভিমুখে সরিয়া সরিয়া যাওয়া, জাগ্রতাবস্থায় মৃদুপ্রলাপ ও অচৈতন্য; দুরিস্তুতা; মুখ ও জিহ্বাব অতিশয় পবিশুষ্কতা; জিহ্বার গুরুত্ব ও স্তব্ধতা, সজ্ঞান অবস্থায়ও রোগী উহা ইচ্ছা কবিয়া নাড়িতে চাড়িতে পারে না; প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে নাড়ীর সবিরাম-দোষ (একটু থামা); জলবৎ প্রভূত মূত্র নিঃসবণ; জলবৎ অতিসাব; অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ, মূত্রত্যাগকালে অজ্ঞাতসারে মলস্রাব; শিব-নেত্র, নিম্ন-হনু ঝুলিয়া পড়া; জিহ্বা ও মলদ্বাবেব পক্ষাঘাত; মলদ্বাব হইতে রক্তপাত।

মেনিয়ান্থিস।

অনিয়মিত সবিরাম জ্বরে প্রধানতঃ শীতাবস্থাব প্রাধান্য থাকিলে এবং শীত অসম্যকরূপে প্রকাশিত হইলে অর্থাৎ হস্ত, বা হস্তাঙ্গুলীব প্রান্তভাগে, অথবা পদাঙ্গুলী ও পদে শীত জন্মিলে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগ তুষারবৎ শীতল হইলে, অথবা কেবল উদবে শীত ও কম্প জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। নাসিকাব ও অঙ্গুলীব অগ্রভাগেব তুষারবৎ শীতলতা; এবং চাতুর্থক জ্বরে জানুর নিম্ন হইতে জঙ্ঘার শীতলতা; এই ঔষধেব বিশেষ লক্ষণ। ফ্যারিংটন বলেন যে সবিবাম জ্বরে নাসাগ্র, কর্ণ-প্রান্ত, ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগেব শীতলতা; জানুপর্য্যন্ত পদের তুষারবৎ শীতলতা; হস্তপদের তুষারবৎ শীতলতা ও শরীরের অন্যস্থানের উষ্ণতা লক্ষণাপন্ন জ্বরে ল্যাকেসিসও ব্যবস্থেয় হইতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিসেব লক্ষণে গাত্রের নীলবর্ণ ও অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং তজ্জন্য নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা থাকে; মেনিয়াস্থিসে থাকে না।

মেনিয়াস্থিসের জ্বরের সময় ও প্রকৃতির স্থিরতা থাকে না। **জ্বরের লক্ষণ।**—বায়সবৎ দুর্নিবার ক্ষুধা; মাংসাহারে অতিশয় স্পৃহা, তৃষ্ণাশূন্য শীত; অগ্নির উত্তাপে শীতের লাঘব (বৃদ্ধি, ইপি); হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীর শীতাধিক্য; জানুপর্য্যন্ত পদদ্বয়ের শীতলতা, যেন শীতল জলে ডুবান রহিয়াছে এরূপ অনুভব, হস্তপদের তুষারবৎ শীতলতা, শরীরের অন্যান্য স্থানের উষ্ণতা। তৃষ্ণাশূন্য সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ; মস্তকে উত্তাপের আধিক্য; উত্তাপের বর্দ্ধিত অবস্থায় প্রলাপ; ঝলকে ঝলকে উত্তাপের আবেশ। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। ভারাক্রান্তবৎ শিরঃপীড়া।

রসটক্সিকোডেণ্ড্রন।

আর্দ্রগৃহে বা আর্দ্র শয্যায় শয়ন, আর্দ্রবায়ু সেবন, শীতল জলে স্নান, হিম ভোগ, বৃষ্টিতে ভিজা, অধিকক্ষণ জলে বা আর্দ্রবস্ত্রে থাকা, গুরুদ্রব্যাদি তোলা, অঙ্গ মচকাইয়া যাওয়া, এবং বাত-দোষ প্রভৃতি কারণে রোগ জন্মিলে সাধারণতঃ রসটক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসটক্সের লক্ষণ বিশ্রাম সময়ে উপস্থিত ও বিবর্দ্ধিত এবং সঞ্চালনে উপশমিত হয়। কিন্তু পক্ষাঘাত ও অবসন্নতা বিশ্রামে উপশমিত ও অধিক সঞ্চালনে বিবর্দ্ধিত হয়। রসটক্সের লক্ষণে পর্য্যায়শীলতা লক্ষিত হয় না। বিশ্রামে রোগের লক্ষণের বৃদ্ধি ও সঞ্চলনে উপশম রসটক্সের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। বিশ্রামে বৃদ্ধি ও সঞ্চলনে হ্রাস ব্রাইওনিয়ার বিশেষ লক্ষণ। তান্তব-বিধানে রসটক্সের ও মাস্তক-বিধানে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়া দর্শে। ব্রাইওনিয়া রসটক্সের অনুপূরক। এজন্য টাইফস জ্বরে পর্য্যায়ক্রমে এই দুই ঔষধের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। রসটক্সের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ অতিসার ও অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন একপ্রকার মৃদুস্বাভাবীয় জ্বর উৎপন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বে সান্নিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট জ্বরে এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণ উহার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ ব্যাপ্টিসিয়া প্রযোজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সন্নিপাত জ্বরে ও অন্যান্য প্রকার জ্বরে বাত-লক্ষণ থাকিলে রসটক্স দ্বারা অত্যন্ত উপকার দর্শে; অপিচ, জ্বরগ্রস্ত রোগী যখন পৃষ্ঠের ও অঙ্গের বেদনা উপশমার্থে ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন এই

ঔষধি বিশেষ ফলোপধায়ক হয়। ডাঃ ওয়ায়ষ বলেন যে সন্নিপাত জ্বরে সংক্ষেপতঃ অতিশয় উপদাহিতা ও উত্তেজনার লক্ষণে রসটক্স; এবং অনুত্তেজনা, নিশ্চেষ্টতা ও পতনাবস্থার লক্ষণে ফসফরিক এসিড ব্যবহার্য্য। রোগ বিবর্দ্ধিত হইয়া উপদাহিতার অবস্থা উগ্রতর হইলে রসটক্সের পরিবর্ত্তে আর্সেনিক; এবং নিষ্ক্রিয়তার অবস্থার অত্যন্ত আধিক্য জন্মিলে ফসফরিক এসিডের পরিবর্ত্তে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস প্রয়োজ্য। জিহ্বার অগ্রভাগে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ চিহ্ন সন্নিপাতাবস্থায় রসটক্স প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন যে এক জঙ্ঘায়, সাধারণতঃ উরুতে শীতের আরম্ভ; কাহারও কাহারও বা স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যভাগে শীতের আরম্ভ; শীতাবস্থায় বিরক্তিকর শুষ্ককাস (সিক্ক, সলফ); বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ; পিপাসাভাব; সচরাচর শীতপিত্ত ও মুখের নিকট জ্বর-স্ফোট (ন্যাট-মিউ); এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্যান্যস্থানে ঘর্ম্ম (সিলিশিয়ার বিপরীত); এই সকল লক্ষণে সবিরামজ্বরে রসটক্স ব্যবস্থেয়। ডাঃ ডনহাম "শীতাবস্থায় শুষ্ককাস" কেবল এই লক্ষণটীরপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রসটক্স দ্বারা নিস্তর বিষম জ্বরের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। স্বল্প-বিরাম জ্বরেও ওপিয়ম অপেক্ষা অপ্রগাঢ় মোহ-লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ওলাউঠার পরবর্ত্তী জ্বরে হানিমান ব্রাইওনিয়া সহকারে পর্য্যায়ক্রমে রসটক্স ব্যবহার করিতে বলেন। পৌনঃপুনিক জ্বরে ও ডেঙ্গুজ্বরেও এই ঔষধ উপকারী। গল-গহ্বরের শোথ, গল-কোষে স্ফোট, এবং গল-কোষ ও স্বরযন্ত্রে অসহ্য অবদরণ ও বন্ধুরতা; এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা লক্ষণাপন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরেও রসটক্স উপকারী।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অঙ্গমর্দ্দ, জৃম্ভণ, চক্ষু-জ্বালা, মুখে শ্লেষ্মা সঞ্চয়, শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় বিরক্তিকর শুষ্ককাস (সিক্ক, সলফ; উত্তাপাবস্থায় কাস, একন) ও অঙ্গের ক্লান্তি, সাধারণতঃ দিবসের শেষভাগে অর্থাৎ অপরাহ্ণ ৫, ৬, ৭, ও ৮টার সময় জ্বরের প্রকাশ। শীত।—অবিরত শীতানুভব, বোধ হয় যেন গাত্রে শীতল জল পতিত হইতেছে, অথবা শিরার অভ্যন্তর দিয়া শীতল রক্তপ্রবাহিত হইতেছে; অপরাহ্ণ ৭টার সময় নড়িলে চড়িলে শীতানুভব; পৃষ্ঠোপরি শীত, জলপানান্তে উহার

আধিক্য; উদরে বেদনা বা অতিসার। **উত্তাপ**।—উত্তাপাবস্থায় শীত-পিত্তের প্রকাশ, আমাশয়-গহ্বরে চাপ ও স্ফীততা, শিরার অভ্যন্তর দিয়া উতপ্ত রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা ও বারে বারে অল্প অল্প জলপান, অথবা পিপাসা পরিশূন্য অতিশয় উত্তাপ। **ঘর্ম্ম**।—উত্তাপাবস্থায়ও ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মের অভাব, ঘর্ম্মকালীন উদ্ভেদ-গুলির প্রবল কণ্ডূয়ন, ঘর্ম্মের অম্ল বা ভাপসা গন্ধ, ঘর্ম্মকালে পিপাসা বা পিপাসাশূন্যতা, ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা। শীতান্তে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, অথবা কোন কোন অঙ্গে শীত কোন কোন অঙ্গে তাপ (বেল) কিম্বা যুগপৎ শীতোত্তাপ; প্রধানতঃ রাত্রিতে মুখের শুষ্কতা বশতঃ পিপাসা; অবিরত অস্থিরতা, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায় না, শয্যায় অবিরত এপাশ ওপাশ করিতে হয়; কেবল অবিশ্রান্ত নড়িলে চড়িলে শান্তি জন্মে। **স্বল্পবিরাম জ্বর**।—মোহ, প্রলাপ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, দুবিত অতিসার, শুষ্ক জিহ্বা, পিপাসা, ও সন্নিপাত-লক্ষণ। **সন্নিপাত জ্বর**।—অবিশ্রান্ত সঞ্চলন-প্রবৃত্তি, ও তাহাতে ক্ষণস্থায়ী উপশম; ধৃষ্টবৎ অনুভব সহ অবসন্নতা ও অবিরত বসিয়া বা শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা; মস্তিষ্কে বেদনা সহ মস্তিষ্কে জড়তা অনুভব; শুষ্ক, জ্বালাকর উত্তাপ, অত্যন্ত মাথাধরা, এবং ঘাড়ের স্তব্ধতা ও আকৃষ্টতা, সন্ধ্যা-কালে ও নাড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি, রোগের প্রথম সময়ে অত্যন্ত তরুণ অবস্থায় ঘাড়ে ও বুককে সঞ্চরমান বেদনা, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্রান্তি ও আলস্য, এবং তৎকালে জিহ্বার মলাচ্ছন্নতা ও অন্ত্র-কূজন সম্বলিত অতিসার; শীত শীত অনুভব, অক্ষিপুটের সংরোধ সহ শিরোঘূর্ণন, মুখমণ্ডলের বর্ণের বৈলক্ষণ্য, গল-শোষ, ভুক্তদ্রব্য বমন, জৃম্ভণ; চক্ষুপরি মৃদু ও গুরু চাপ, আলোক ও শব্দে বিদ্বেষ; তন্দ্রাদোষ; স্মৃতিহীনতা; প্রলাপ-প্রবণতা; নিম্ন ওষ্ঠ ও জিহ্বার কৃষ্ণাভা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় অচৈতন্য ও অবসন্নতার প্রাবল্য, তৎসহ অত্যন্ত শ্রান্তি, তজ্জন্য একেবারেই নড়িতে চড়িতে অশক্তি; ধীরে ধীরে ও আয়াসে মানসিক ক্রিয়াসম্পাদন, ধীরে ধীরে, কখনও বা তাড়াতাড়ি, কিন্তু পরিশুদ্ধ রূপে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান, আপনা-পনি (স্বগত) অসংলগ্ন আলাপন, বিশেষতঃ দুইপ্রহর রাত্রির পরে, নাসিকা হইতে রক্তপাত; শুষ্ক, ও কপিশ চিপিটিকাচ্ছন্ন ওষ্ঠ; জিহ্বা পরিশুষ্ক অনুভব,

অথবা পরিশুষ্কতা অনুভূত না হইলে চর্ম্মাবৃতবৎ অনুভব; শুষ্ক, সর্ব্বত্র আরক্ত জিহ্বা, নিদানপক্ষে জিহ্বার অগ্রভাগে শুষ্ক, আরক্ত, ত্রিভুজাকার চিহ্ন, ও তৎসহ পানের প্রবৃত্তি; সর্ব্বপ্রকার আহারে অপ্রবৃত্তি; তীব্র চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা সহকারে উদরের স্ফীততা; অতিশয় দুর্গন্ধময় অপান, অতিসার, রাত্রিতে অতিসারের আধিক্য, নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, উদর-বেদনা সম্বলিত রাত্রিকালীন অতিসার, মলস্রাবান্তে উদর বেদনার বিরতি তৎসহ শিরঃপীড়া ও সমস্ত অঙ্গে বেদনা; দুশ্ছেদ্য রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস; বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, ফুসফুসের নিম্নতর অংশে ফুসফুস প্রদাহ জনিত রস-প্রসেক; অঙ্গে বাতের তীব্র বেদনা, বিশ্রামকালে উহার আধিক্য; অস্থিরতা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সংযুক্ত অস্থির উৎকণ্ঠিত নিদ্রা, বারবার জাগরণ, অথবা তন্দ্রাবৎ নিদ্রা, ও তৎসহ-কারে নাসারব, মৃদুপ্রলাপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন; ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ বা ঘর্ম্ম, তৎকালে রোগীর আবৃত থাকিবার ইচ্ছা; মস্তিষ্কের গুরুতর আক্রান্ততা এবং হস্ত-পদের পেশীর অনৈচ্ছিক সঞ্চলন; রক্তবর্ণ উদ্ভেদ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ, অতি-শয় অবসন্নতা; বিমর্ষ, উৎসাহহীন, সাহসশূন্য, নিরাশ প্রকৃতি। সূতিকা জ্বর।—দূষিত ও দুর্গন্ধি, দীর্ঘকাল স্থায়ী, অথবা বারংবার প্রত্যাবৃত্ত প্রসবা-ন্তিকস্রাব, সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ সহ স্তন্য-বিলোপ; অস্থিরতা, সুস্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারা যায় না, অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাতে ক্ষণকাল উপশম জন্মে, মন্দ মন্দ জ্বর, শুষ্ক জিহ্বা, নিম্নাঙ্গের শক্তিশূন্যতা।

লাইকোপোডিয়ম।

প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একদিন অপরাহ্ণ তিন চারিটার সময় শীতের সমাগম, ও মধ্যবর্ত্তী দাহাবস্থা ব্যতীত শীতের পরেই ঘর্ম্মের প্রকাশ; অথবা অম্ল বমনবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত সময়ে উপস্থিত কেবল শীত, কিম্বা শীতোত্তাপ বিশিষ্ট সবিরাম জ্বরে লাইকোপোডিয়মের ব্যবহার আছে। টাইফয়েড জ্বরের *প্রারম্ভাবস্থায় লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ* সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। টাইফয়েড জ্বরে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে উক্ত জ্বরের স্বভাবসিদ্ধ পীড়কা প্রকাশিত

না হইয়া রোগীর সংজ্ঞাহীনতা, মৃদুপ্রলাপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন, উদরের স্ফীততা, অতিশয় অন্ত্র-কূজন, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে আকস্মিক উৎক্ষেপ, অনিচ্ছায় মূত্রনিঃসরণ বা মূত্রস্তম্ভ, শয্যায় মূত্র পরিত্যক্ত হইলে শয্যাবস্ত্রে ঈষৎ লোহিতবর্ণ রেণুর ন্যায় অধঃক্ষেপ নিপতন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থেয়। টাইফয়েড জ্বরে ইহা অপেক্ষা মন্দাবস্থায়ও লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বরের উত্তাপ বশতঃ যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়; রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে; চক্ষুর জ্যোতি জ্ঞান থাকে না, এবং উহাদিগকে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় দেখায়; নিম্ন হনু নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; শ্বাসে নাসারব ও ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে; ফুসফুসে বায়ুর গমনাগমন সময়ে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায়; মূত্র অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত হয় বা বিলুপ্ত থাকে এবং নাড়ী বৈষম্য-দোষবিশিষ্ট ও দ্রুত হইয়া উঠে তখনও লাইকো-পোডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার অবস্থায় যদি ঔষধে কোন উপকার দর্শে তবে লাইকোপোডিয়ম দ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষা পাইতে পারে। এই সকল সন্নিপাতাবস্থায় জিহ্বা দৃষ্টেও লাইকোপোডিয়ম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। রোগীর জিহ্বা স্ফীত বোধ হইলে এবং সে উহা বাহির করিতে না পারিলে, অথবা বাহির করিলেও জিহ্বা ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলকের ন্যায় আন্দোলিত হইলে; অধিকন্তু প্রায় সর্ব্বদা পরিশুষ্ক ও ফোস্কাবিশিষ্ট থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যায়। অপর, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে এক পায়ের শীতলতা ও অন্য পায়ের উষ্ণতা লাইকোপো-ডিয়মের একটী বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। ফুসফুসের পূয়োৎপত্তি জনিত বিলেপী-জ্বরে, বিশেষতঃ বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস সমধিক আক্রান্ত থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শরীরের ঊর্দ্ধাংশের শীর্ণতা ও নিম্নাংশের স্ফীততা; একাকী থাকিতে অতিশয় ভয়; সর্ব্বদা উদরে পরিতৃপ্তি অথবা নিম্নোদরে পূর্ণতা অনুভব; অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় রোগের বৃদ্ধি ও সায়াহ্নে হ্রাস প্রাপ্তি, মূত্রে রক্তবর্ণ রেণু; অন্ত্রে বায়ুর উৎপত্তি,—এই গুলি লাইকোপোডিয়মের বিশেষ লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হস্ত-পদের অবশতা সহকারে শীত; অপরাহ্ন ৭টার সময় স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে শরীরের তুষারবৎ শীতলতা ও অল্প ঘর্ম্মাক্ততা; তৎপরে প্রবল পিপাসা। বিবমিষা ও বমন, তৎপরে *শীতের পরেই অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্তাপাবস্থা ব্যতীত ঘর্ম্ম; শীত ও তাপাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে একপ্রকার অম্ল বমন; শীতের পরে মুখমণ্ডল ও হস্তের স্ফীততা; সমগ্র শরীরে, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালের প্রাকালে, ঝলকে ঝলকে উত্তাপের আবেশ, ও এক একবার একটু একটু করিয়া বারম্বার জল পান, কোষ্ঠবদ্ধ ও ঘন ঘন মূত্রত্যাগ। সন্নি-পাত জ্বর।—হতবুদ্ধিতা, মৃদু প্রলাপ, কণ্ডরা-স্পন্দন, অন্ত্রকূজন, ও কোষ্ঠ-বদ্ধ লক্ষণাপন্ন টাইফসজ্বর। ক্যালকেরিয়ার পরে, পীড়কা ধীরে ধীরে বা স্বল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইলে, তন্দ্রাদোষ সংযুক্ত হতবুদ্ধিতা, মৃদুপ্রলাপ, অস্পষ্ট-বাক্য, শব্দোচ্চারণে ভুল, মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ, নিমগ্ন মুখাকৃতি, নিম্ন হনুর অধঃপতন, বিকশিত মুখ ও নাসা রন্ধ্রের পাখার ন্যায় সঞ্চালন সহকারে মন্দ-শ্বাস; প্রভৃতি লক্ষণ; জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা সমগ্র শরীরের উৎক্ষেপ; শয্যা-হাতড়ান; তির্য্যক্ দৃষ্টি; কম্পন; আটোপ ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ উদরের স্ফীততা; মূত্রকৃচ্ছ্র বা খটিকার জলের ন্যায় মূত্র; মলিন আঠা আঠা জিহ্বা; তরল, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস, শীতল হস্তপদ, অথবা এক পা শীতল অপর পা উত্তপ্ত, অস্থির নিদ্রা, সকল প্রকার অবস্থানেই অশান্তি, উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন ও অঙ্গোৎক্ষেপ; জাগ্রত হইবার সময় কোপনতা, বিরক্তি ও তিরস্কার, অথবা যেন স্বপ্ন দেখিয়া ভীতবৎ জাগরণ; অতিশয় শীর্ণতা ও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত, ঊর্দ্ধাঙ্গের শীর্ণতা, নিম্নাঙ্গের স্ফীততা।

লেপ্টাণ্ড্রা।

জ্বরেরলক্ষণ।—স্বল্পবিরামজ্বর।—নাড়ীর বেগের লাঘব; কোমল ও পূর্ণ নাড়ী; আলকাতরার ন্যায় কাল, অথবা দুর্গন্ধি শাদা মল লক্ষণান্বিত শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর। অতিশয় আলস্য; কম্প প্রবণতা,

তৎসহ গাত্রে স্পর্শ-দ্বেষ ও খঞ্জতা অনুভব; সুপ্তি, গাত্র-ত্বকের উত্তাপ ও রুক্ষতা; মলিন, দুর্গন্ধি, আলকাতরার ন্যায় বা জলবৎ, রক্তাক্ত আমমিশ্রিত মল, এবং পাণ্ডু লক্ষণাপন্ন পিত্তজ্বর। সন্নিপাতজ্বর।—পৈত্তিক টাইফয়েড জ্বর; অতিশয় অবসন্নতা, সুপ্তি, ত্বকের উত্তাপ ও রুক্ষতা; দেহ-শাখার শীতলতা; মলিন, দুর্গন্ধি, আলকাতরার ন্যায়, অথবা জলবৎ, রক্তাক্ত আম-মিশ্রিত মল, আমাশয়-গহ্বরে দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব; উদরোর্দ্ধ ও কুক্ষিদেশে বেদনা, পাণ্ডু, শিরোঘূর্ণন ও তন্দ্রালুতাসহ শারীরিক ও মানসিক অবসাদ।

লোবিলিয়া।

সবিরামজ্বর।—শীতের পূর্ব্বে পিপাসা, জলপানান্তে কম্পকর শীত ও শীতলতার বৃদ্ধি; পৃষ্ঠের নিম্নভাগে শীত, আমাশয়ে উত্তাপ, সর্ব্বাঙ্গীন শীত; পিপাসা ও ঘর্ম্ম সহ উত্তাপ। মধ্যাহ্ন সময়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী কম্প সংযুক্ত প্রাত্যহিক জ্বর, তৎপরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্মের অবস্থিতি। জ্বরে শ্বাস-কষ্ট উপসর্গ।

ল্যাকনান্থিস।

জ্বরেরলক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—শীতাবস্থায়*চক্ষুর প্রদীপ্ততা, ও শরীরের তুষারবৎ শীতলতা এবং উষ্ণ প্রয়োগে শীতের শান্তি। সন্নিপাত জ্বর।—গালের সীমাবদ্ধ আরক্ততা ও * প্রদীপ্ত চক্ষু সহকারে জ্বর; জ্বালাকর উত্তাপ, দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপের আধিক্য; রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা,তৎসহ ক্রমাগত বিবর্দ্ধিত গল-শোষ,ও তজ্জন্য রাত্রিতে অনিদ্রা; রাত্রিতে স্বপ্নপূর্ণ অস্থির নিদ্রা, তৎপরে ঘর্ম্ম; বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে উত্তাপানুভবসহ শিরোঘূর্ণন; শিরোবেদনা বশতঃ নাকেকাঁদা; অতিশয় বহুভাষিতা, তৎপরে হতবুদ্ধিতা ও কোপনতা; শরীরের তুষারবৎ শীতলতা, বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে তাহার উপশম; শীতল, আর্দ্র, ও আঠা আঠা গাত্র-ত্বক্; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ; * সান্নিপাতিক ফুসফুস-প্রদাহ।

ল্যাকেসিস।

(১) গাত্র-ত্বকের সবিশেষ স্পর্শাসুভাবকতা; (২) বামদিকে রোগের অধিকতর প্রভাব; এবং (৩) নিদ্রাব পবে রোগের সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি; এই তিনটী ল্যাকেসিসের সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ। এই ঔষধ জ্ঞাপক প্রায় সমস্ত রোগেই এই সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ গুলির বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয। ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় বহুভাষিতা জন্মে। এই বহুভাষিতায় বোগী শীঘ্র শীঘ্র এক বিষয়, পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে উপনীত হয়। ঈদৃশ বাবদূকতা ল্যাকেসিসের একটী বিশেষ লক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরে ও অন্যান্য রোগের সন্নিপাতাবস্থায় উল্লিখিত বাবদূকতা ল্যাকেসিস প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। মলের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ল্যাকেসিসেব আব একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে, পেশীর শক্তির অভাব, নাড়ীব মন্দতা ও কোমলতা, এবং বুদ্ধিশূন্য প্রলাপবাক্য প্রভৃতি ল্যাকেসিসেব লক্ষণ দ্বারা অতিশয় অবসন্নতা প্রতিপন্ন হয়। এই অবসন্নতার সহিত ধামনিক বা স্নায়বীয় উত্তেজনা বিদ্যমান থাকিলে আর্সেনিক, ও শক্তিহীনতার অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস, এবং এই ঔষধদ্বয়েব মধ্যবর্ত্তী অবস্থাব অবসন্নতাযই ল্যাকেসিস উপযোগী। এই প্রকাব অবস্থায়ই টাইফযেড জ্বরেও ইহা উপকারী। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন যে, ল্যাকেসিসেব মানসিক লক্ষণানুসারে সন্নিপাত জ্বরে ল্যাকেসিস পবমোপকারী ঔষধ। টাইফয়েড জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে তাহার নিম্ন হনু ঝুলিবা পড়ে, ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনাব অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনও ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যায়। শরৎকালেব জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার সত্ত্বেও যে জ্বর বসন্ত কালে প্রত্যাবৃত্ত হয় তাহাতেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরাহ্ন একটা বা দুইটার সময় শীত; * উষ্ণ থাকিবার জন্য তত নয, কিন্তু স্থির থাকিবার জন্য শীতাবস্থায় গাত্রে রাশীকৃত বস্ত্রপ্রদানের প্রয়োজন অনুভব (এইটী ল্যাকেসিসেব বিশেষ লক্ষণ। চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার অভিলাষ জেলসিমিয়মেও লক্ষণ); উত্তাপাবস্থায় তীব্র দাহ; বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডে গৌবব, এবং তৎসহকারে তন্দ্রালুতা বা বহুভাষিতা এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। অম্ল বা অধিক লবণাক্ত দ্রব্য আহার বশতঃ জ্বরের প্রকাশ বা পুনরাগমন;

পারদ বা অধিক কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী পুরাতন সবিরাম জ্বর; নিবৃত্ত-রজস্কা, ও মদ্যপায়ীদিগের তৃতীয়ক জ্বরে ল্যাকেসিস উপকার করে। ল্যাকেসিস ও লাইকোপোডিয়ম অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়; ল্যাকেসিসের পরে নাট্রম মিউরিয়েটিকম ভাল খাটে।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের পূর্ব্বে পিপাসা; দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ ও বাহ্যিক উত্তাপ প্রাপ্তির ইচ্ছা সহকারে সর্ব্বাঙ্গীন শীত; কম্পকর, অবশতাজনক শীত, পৃষ্ঠদিয়া মস্তকে শীতের উত্থান (তৃতীয়ক জ্বর); * একবার শীত, একবার তাপ এবং শীতোত্তাপের স্থান-বিকল্পতা; অপরাহ্নে শীত, তৎসহ অঙ্গে প্রবল বেদনা ও ফুসফুস-বেষ্টে সূচী-বেধ, বক্ষঃস্থলে যাতনা, এবং আক্ষেপিক অঙ্গ-সঙ্কলন। উত্তাপাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ, দুর্ব্বলতা; রাত্রিতে বিশিষ্টরূপে হস্ত-পদের উত্তাপ; * শীতল পদ সহকারে অন্তরে উত্তাপ অনুভব। প্রভূত ঘর্ম্ম; অতিশয় ঘর্ম্ম প্রবণতা; পীতবর্ণ ও শীতল ঘর্ম্ম, অথবা রক্তাক্ত ও বস্ত্রবক্তবর্ণকর ঘর্ম্ম। * বসন্ত-কালের সবিরাম জ্বর, অথবা শরৎকালে কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ বসন্তকালে প্রত্যাবৃত্ত জ্বর, অপরাহ্নের প্রথমভাগে জ্বরের বৃদ্ধি; উত্তাপাবস্থায় বহুভাষিতা। সন্নিপাত জ্বর।—মৃদুপ্রলাপ সংযুক্ত সুপ্তি; সম্যক ইন্দ্রিয়-জ্ঞান পরিশূন্যতা; অতিশয় বাচালতা সংযুক্ত প্রলাপ, অনবরত একবিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ; যেন মৃত্যু হইয়াছে এবং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে রোগিণীর এরূপ অনুভব; নিমগ্ন মুখমণ্ডল; মুখ বিস্ফারিত করিয়া অধিক নিদ্রা; পরিশুষ্ক, আরক্ত, বা কৃষ্ণবর্ণ, বিদারিতাগ্র, বাহির করিলে প্রকম্পিত বা নিম্নের দন্তে আবদ্ধ জিহ্বা; নাসিকা হইতে মলিনবর্ণ রক্তপাত; ক্ষীণ, প্রভাশূন্য, বা বিকৃত চক্ষু; আলোকে বিদ্বেষ; বধিরতা, কর্ণে সপ্‌সপ্ বা গুড়্‌গুড় ধ্বনি; মুখের পরিশুষ্কতা ও অবিরত পান-প্রবৃত্তি; বধিরতা সহকারে গলা-বেদনা; উদরের স্ফীতত্তা, এবং অতিসারের পূর্ব্বে অন্ত্র-কূজন। বাঁধাই হউক বা পাতলাই হউক মলে অতিশয় দুর্গন্ধ; আরক্ত-কপিশ ও প্রভূত মূত্র; অস্পষ্ট অনুনাসিক বাক্য; শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাস, ও আঠা আঠা রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন; * শয্যাক্ষত, প্রদাহিত ক্ষত, ক্ষতে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কুর; রক্তস্রাব, রক্তের দগ্ধতৃণের ন্যায় আকৃতি, প্রতিনিয়ত অনিদ্রা, অথবা সর্ব্বদা নিদ্রান্তে

বৃদ্ধি। সূতিকা জ্বর।—দুর্গন্ধি প্রসবান্তিক স্রাব, মূত্রনাশ, অচৈতন্য; উদরের স্ফীততা, জরায়ু প্রদেশে অল্পমাত্র প্রচাপন, এমন কি কাপড়ের চাপ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারা যায় না; মল যেন বক্ষস্থলে উঠিতেছে এপ্রকার অনুভব, রক্তপাতে জরায়ুর যাতনার সেই সময় একটু শান্তি কিন্তু পরক্ষণেই প্রত্যাবৃত্তি, নিদ্রার পরে বৃদ্ধি।

ষ্টাভিসেগ্রিয়া।

শীতাদ অর্থাৎ দন্তমূলাদি হইতে সহজে রক্তস্রাব লক্ষণ সংযুক্ত তৃতীয়ক জ্বর; * শীত ও শীতলতার প্রাধান্য; অপরাহ্ণ ৩টার সময় শীত, ঘাড় হইতে মস্তকে শীতের উত্থান অথবা পৃষ্ঠ দিয়া অবতরণ, উষ্ণগৃহে শীতের আধিক্য, ও অনাবৃত বায়ুতে পরিশ্রমে হ্রাস; রাত্রিকালীন উত্তাপ, গাত্রের আবরণ-বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা; পিপাসা, তৎপরে প্রাতঃকালের প্রাক্কালে শীত, প্রভূত ঘর্ম্ম, অনাবৃত হইবার ইচ্ছা, কপালে ও পায়ে শীতল ঘর্ম্ম। কম্প-জ্বরের পূর্ব্বে ও পরে রাক্ষসবৎ ক্ষুধা।

ষ্ট্রামোনিয়ম।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—সমস্ত শরীরের, * বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা; শীতাবস্থায় মস্তকের উত্তপ্ততা; আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা। উত্তপ্ত, আরক্ত মুখমণ্ডল ও শীতল পদ। প্রবলজ্বর; সমুদয় গাত্রের, * বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকের জ্বালাকর উত্তাপ (বেল)। সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। (এণ্টটার্ট, আর্স, কুপ, ডিজি, ভিরাট)। সন্নিপাত জ্বর।—জ্ঞানশূন্যতা, বুদ্ধিভ্রংসতা, ইন্দ্রিয় সকলের সুপ্তি; প্রবল শরীরান্দোলন সহ প্রলাপ, বিভীষিকা দর্শন এবং দৃষ্টি ও শ্রুতিরভ্রম, গানকরা, শীস দেওয়া, এবং অনিচ্ছায় অবিরত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহের বিকৃত সঞ্চলন; বালিশ হইতে বারংবার মস্তকের উত্তোলন বা উৎক্ষেপণ; আক্ষেপিক

মুখ-ভঙ্গি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রুতিশক্তি, ও বাক্‌শক্তির বিলোপ; সকল বস্তুই তির্য্যক্ দৃষ্টহয়, প্রসারিত ও আলোকজ্ঞান পরিশূন্য চক্ষুর তারা; সশব্দ শ্বাস সহ তন্দ্রা দোষ (কোমা); অভিষিক্তকর তপ্ত ঘর্ম্ম, কিন্তু ঘর্ম্ম নিঃসরণে শান্তির অভাব, বক্ষঃস্থলে লোহিত বর্ণ পীড়কা, সমগ্র মুখের অভ্যন্তর ভাগ অবদীর্ণবৎ; মুখের শুষ্কতা, তজ্জন্য সকল দ্রব্যেরই তৃণের ন্যায় স্বাদ; জিহ্বার পক্ষাঘাত, ও বাহির করিলে উহার কম্পিত গতি, গলার পরি-শুষ্কতা বশতঃ গিলিতে সম্পূর্ণ অশক্তি, মল বা মূত্র বোধ, অথবা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, পচামাংসগন্ধী অতিসার, অপর্য্যাপ্ত অনৈচ্ছিক মূত্র-স্রাব।

সলফার।

ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে, সলফারের সহিত প্রায় সকল ঔষধেরই কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। এজন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ভালরূপে প্রতি-ক্রিয়া না জন্মিলে সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধের ঈদৃশ প্রতিক্রিয়ার অসম্যকতায় যে কেবল সলফারই ব্যবহৃত হয় এমন নহে সোরিণম ও কুপ্র-মাদিরও ব্যবহার আছে। তরুণ রোগে সলফার ও পুরাতন রোগে সোরি-ণম অধিক ব্যবহৃত হয়। আবার এলোপ্যাথি বা কবিরাজি মতে উষ্ণবীর্য্য ও বিমিশ্র ঔষধ-সেবিত রোগীদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলেও প্রথমে তরুণ রোগে দুই একমাত্রা নক্সভমিকা, ও পুরাতন রোগে দুই একমাত্রা সলফার প্রয়োগ করিয়া কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করার রীতি আছে। তৎপরে এতদ্বারা রোগের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

সলফার প্রযোগোপযোগী রোগে প্রায়ই রক্ত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা থাকে। শৈবিক রক্ত সঞ্চলনেই প্রধানতঃ সলফারের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়, এবং ইহার ক্রিয়ায় একপ্রকার রক্তাধিক্য জন্মে। কিন্তু এই রক্তাধিক্য বাস্ত-বিক সর্ব্বাঙ্গীন রক্তাধিক্য নহে; রক্তঃ-সঞ্চলনের অসামঞ্জস্য বশতঃ শরী-রের কোন কোন স্থানে রক্ত-সঞ্চয় মাত্র। যকৃৎ-শিরার রক্ত-পূর্ণতা জন্য সচরাচর এই সকল রক্তসঞ্চয় সমুৎপন্ন হয়। সলফারের ক্রিয়াজনিত রক্তসঞ্চ-

লনের বৈষম্যের একটী দৃষ্টান্ত স্থল জ্বর। সন্নিপাত জ্বর বা পূয-দুষ্ট রক্ত জনিত জ্বরে এই ঔষধের বিশেষ ব্যবহার নাই। স্কার্লেটিনা, টাইফয়েডজ্বর ও পারিমিকজ্বরে সাধারণতঃ শোণিতের যে প্রকার বিধান বিকার জন্মে, সলফারে রক্তের তদ্রূপ পরিবর্ত্তন যে সাধিত হয় তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। স্বল্প-বিরাম বা অবিরাম জ্বরে সলফার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট ব্যবহার করিয়াও রোগীর গাত্রের উত্তাপ ও পরিশুষ্কতা থাকিয়াগেলে এবং প্রতিক্রিয়া বা জ্বর-বিচ্ছেদকর ঘর্ম্ম না হইলে একোনাইটের পর সলফার ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জ্বরের একেবারে বিরাম হয় না বলিয়া উহাকে অবিরাম বা সতত জ্বর; অথবা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে একটু হ্রাস পড়ে বলিয়া সন্তত-সবিরাম বা স্বল্পবিরামজ্বর বলে। ঈদৃশ জ্বরে সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম জন্মিলে অর্থাৎ তন্দ্রা-দোষ, জিহ্বার পরিশুষ্কতা এবং উহার শিখর ও প্রান্তভাগের আরক্ততা, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ধীরে ধীরে উত্তরদান, ও অতিশয় দাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবহার করা যায়। সবিরাম জ্বরেও সলফার প্রযোজিত হইয়া থাকে। রোগীর নিশ্চেষ্টতা ও ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিত কথার উত্তরদান, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও জ্বরের অনিবৃত্তি, বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরের স্বল্পবিরাম জ্বরে অথবা স্বল্পবিরাম জ্বরের সবিরাম জ্বরে পরিণতি;— এই সকল লক্ষণে সলফার ব্যবহৃত হয়।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে ডাঃ কুপার সলফারের অতিশয় প্রশংসা করেন এবং এই প্রকার জ্বরে তিনি ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ফলতঃ তরুণ জ্বরে ইপিকাক যেরূপে ব্যবহৃত হয়, পুরাতন জ্বরে সলফার সেইরূপে সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর লক্ষণগুলির অপরিস্ফুটতা নিবন্ধন যখন প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করা যায় না তখন সলফার প্রয়োগ করিলে অপ্রকাশিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া রোগের প্রকৃত প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। এইরূপে সলফার দ্বারা অন্য ঔষধ নির্ব্বাচনে সাহায্য হয়। এবং কখন কখন কেবল সলফার সেবনেও রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (ইপিকাক দ্রষ্টব্য)। চর্ম্ম রোগ সহসা বিলোপের পরবর্ত্তী জ্বর, কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জ্বর, ও সোরা-বাত দুষ্ট ব্যক্তিদিগের জ্বরেই এই ঔষধ বিশেষ ফল-

প্রদ। সবিরাম জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা সলফার অধিকতর ব্যবহৃত হইলে নির্ব্বিঘ্নে আরোগ্য লাভের অধিকতর সম্ভাবনা।

বিশেষ লক্ষণ।—মুখমণ্ডলের বর্ণের অপ্রগাঢ়তা ও সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা; ক্ষীণদেহ ও কুব্জভাবে হাঁটা; ত্বকের খরস্পর্শতা ও চর্ম্মরোগ-প্রবণতা; গাত্রে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ, দেহ-তন্তু ও কেশের স্থূলত্ব; প্রক্ষালন ও স্নানে অসুখের বৃদ্ধি; মস্তক-শিখরে (মাথার চাঁদি) সর্ব্বদা উত্তাপ, পা শীতল, কিন্তু পদতলে জ্বালা; শেষ রাত্রিতে বা অতি প্রত্যূষে মল-বেগ, শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব সহ্য হয় না। হ্রাস-বৃদ্ধি।—সায়াহ্নে বা দুইপ্রহর রাত্রির পরে, শয্যার উত্তাপে; বিশ্রামকালে, দণ্ডায়মান সময়ে, স্পর্শে, প্রক্ষালনে বা স্নানে; ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি। সঞ্চালনে; ও বিচরণে উপশম।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীত।—পিপাসা-শূন্য আভ্যন্তরিক শীত, অথবা একই সময়ে বাহিক শীত আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও আরক্ত মুখমণ্ডল, অনন্তর পিপাসা; পদাঙ্গুলী হইতে শীতের সম্প্রসারণ, এবং পৃষ্ঠের উর্দ্ধদিকে প্রধাবন, প্রলাপ। উত্তাপ।—অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে উত্তাপ, ত্বক শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, অভ্যন্তরে গ্লানি অনুভব; পদতলে উত্তাপ, অথবা পদের শীতলতা ও পদতলের জ্বালা, শীতল স্থানে বা শয্যার বাহিরে পা বাহির করিয়া রাখা। ঘর্ম্ম।—রাত্রিতে বা রাত্রির শেষভাগে ঘর্ম্ম, কখন কখন ঘর্ম্মাবস্থায় বমন। বিরাম।—জ্বরের আবেশান্তে অতিশয় অবসন্নতা। সন্নিপাত জ্বর।—জ্বরের স্তব্ধপ্রকৃতি, কিছু বলিলে রোগীর অতি ধীরে ধীরে তাহা বোধগম্য হওয়া, অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান; রাত্রিতে অনিদ্রা; মস্তকের উত্তাপ ও পূর্ণতা; প্রাচীন চক্ষু প্রদাহ; কর্ণের অতিশয় পরিশুষ্কতা; মুখাকৃতির রুগ্নতা ও পাণ্ডুরতা; ওষ্ঠের সমুজ্জ্বল আরক্ততা; জিহ্বার অগ্রভাগের লোহিতবর্ণ; নাসিকা ও দন্ত-মূল হইতে রক্তপাত; নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, অবিরত পরিবর্ত্তনশীল পুরীষ-স্রাবী, বেদনাবিহীন বা কুন্থন সংযুক্ত অতিসার, মলত্যাগান্তে রোগীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা, অতি প্রত্যূষে অতিসারের বৃদ্ধি, স্বল্প, দুর্গন্ধি, মলিন-

লোহিত, সত্বর অধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র; ফুসফুসের প্রতিশ্যায় ও প্রদাহ, (বিশেষতঃ বস-প্রসেকের প্রারম্ভ সময়ে), ঘর্ম্মশূন্য পরিশুষ্ক খরস্পর্শ ত্বক্‌; ত্বকের, বিশেষতঃ পদের ত্বকের অতিশয় উত্তপ্ততা।

সাইকিউটা।

সবিরাম জ্বর।—বক্ষঃস্থলে শীতের আরম্ভ এবং তথা হইতে বাহু ও জঙ্ঘায় সম্প্রসারণ, উষ্ণতা প্রাপ্তির ও অগ্নি সেবনের ইচ্ছা; কেবল আভ্যন্তরিক যৎসামান্য উত্তাপ, রাত্রিতে ও রাত্রির শেষভাগে প্রধানতঃ উদরে ঘর্ম্ম।

সাইমেক্স।

অনিয়মিত প্রকৃতির সবিরাম জ্বরে আর্সেনিক বা ইপিকাকে উপকার না দর্শিলে সাইমেক্স ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীত।—সুস্পষ্ট শীত ও তৎপরে পিপাসা, কিন্তু তাপাভাব; জলপান কালে শ্বাস কষ্ট ও শ্বাসরোধক কাসি, শীতের পূর্ব্বে পিপাসা ও জঙ্ঘার গুরুত্ব, মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ও প্রবল ক্রোধাবেশ সহকারে শীতের আরম্ভ, শীতাবস্থায় সমস্ত সন্ধিতে বেদনা; কণ্ডরাগুলি অতিরিক্ত হ্রস্ব অনুভব; সাধারণতঃ জানু-সন্ধির আকুঞ্চন, তজ্জন্য জঙ্ঘা প্রসারণে অশক্তি, বক্ষঃস্থলে গৌরব অনুভব, তন্নিমিত্ত বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন, দুর্নিবার নিদ্রালুতা; হস্ত-পদ অবশবৎ অনুভব। শীতাবসানে জঙ্ঘায় একপ্রকার শ্রান্তি অনুভব, ও তজ্জন্য অবিরত অবস্থানের পরিবর্ত্তন। শীতান্তে পিপাসা, কিন্তু জলপানে প্রবল শিরোবেদনার উৎপত্তি; স্বরযন্ত্রে কণ্ডূয়ন, তন্নিবন্ধন শুষ্ক অবিরাম কাস, উত্তাপাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত সেই কাসের অবস্থিতি; শ্বাস-কষ্ট; বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে গৌরব ও উৎকণ্ঠা; জলপানে বিরত থাকিলে এই সকল উপসর্গের লাঘব। উত্তাপ।—শ্বাসরোধ সহ উত্তাপ, গল-নলী আকুঞ্চিত অনুভব।

ঘর্ম্ম।—প্রধানতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থায় ক্ষুধা, ও অন্যান্য লক্ষণের অনেকটা শান্তি।

সিড্রণ।

ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে স্নায়বীয় ও উত্তেজনশীল ব্যক্তিদিগের রোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সিড্রণের বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই ঔষধ জ্ঞাপক জ্বর ও স্নায়ু-শূলের লক্ষণ, ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উষ্ণ-প্রধান দেশে, বা নিম্ন সজল স্থানে সমুৎপন্ন সবিরাম জ্বরে সিড্রণ ব্যবহৃত হয়। অনুপস্থলের জ্বরে আরেণিয়ার সহিত সিড্রণের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রভেদ এই যে, উষ্ণপ্রধান স্থানের জ্বরেই সিড্রনের বিশেষ উপকারিতা এবং শীতল ও আর্দ্র স্থলের শীত-প্রধান জ্বরে আরেণিয়ার উৎকৃষ্ট ফলবত্তা দেখা যায়। অপর, আরেণিয়ার জ্বরে শীতের প্রাবল্য ও উত্তাপের স্বল্পতা বা অভাব থাকে। পক্ষান্তরে সিড্রণের জ্বরে মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশ ও শীত, এবং পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী সহকারে পরিশুষ্ক উত্তাপ থাকে। সিঙ্কোনার সহিতও সিড্রণের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সিঙ্কোনার জ্বরে জ্বরের অবস্থাত্রয় সুস্পষ্ট ও বিভিন্ন থাকে কিন্তু সিড্রণের জ্বরে এক অবস্থার সহিত অন্য অবস্থা বিমিশ্রিত দৃষ্ট হয়, যথা শীতের সহিত উত্তাপ, উত্তাপের সহিত শীত, এবং ঘর্ম্মের সহিত শীতোত্তাপ মিশ্রিত দেখা যায়। ডাঃ হেল বলেন যে সবিরাম জ্বরে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় সিড্রণ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ রডক বলেন যে সিড্রণ প্রকৃত পর্য্যায়-নিবারক ও সামান্য বিষম জ্বরে অব্যর্থ। যদি প্রতি-দিন ঠিক একই সময়ে একই প্রকার জ্বর উপস্থিত হয় তবে ইহা ব্যবস্থেয়। ডাঃ লিলিয়ান্থাল নিম্ন সজল স্থানের গ্রীষ্মকালের ম্যালেরিয়া জ্বরে, ঘটিকা যন্ত্রানুরূপ ঠিক একই সময় জ্বর উপস্থিত হইলে ও অন্যান্য লক্ষণের সহিত ঐক্য থাকিলে ইহা সুব্যবস্থেয় মনে করেন। সিড্রণের শীত নড়িলে চড়িলে বর্দ্ধিত; এবং উষ্ণগৃহে ও উষ্ণ পানীয় পানে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—জ্বরের পূর্ব্বে অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা ও তৎপরে স্নায়বীয় অবসাদন। শীত।—মস্তকে রক্ত সঞ্চয় সহ শীত; পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ, হস্ত, পদ, ও নাসিকার তুষারবৎ শীতলতা। তাপ।—সর্ব্ব শরীরে উত্তাপ; প্রাত্যহিক বা দ্ব্যাহিক জ্বর, জ্বরের পূর্ব্বে চিত্তের অবসাদ, ইন্দ্রিয়ের অপ্রখরতা, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে শিরঃপীড়া, খল্লী, অনন্তর ঊর্দ্ধ ও অধঃশাখার আকুঞ্চন ও ছিন্নবৎ বেদনা, এবং হস্তপদে শীতলতা অনুভব; মুখের শুষ্কতা, শীতলজলের অতিশয় পিপাসা, হৃৎস্পন্দন ও দ্রুতশ্বাস, দুর্ব্বল ও প্রচাপিত নাড়ী; তৎপরে শুষ্ক উত্তাপ অনুভব, অনন্তর * প্রভূত ঘর্ম্ম, দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী, এবং আরক্ত মুখমণ্ডল। বিরাম কালে মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পাণ্ডুরতা।

সিনা।

সিনার ক্রিয়ায় মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ জন্মে এবং জ্বর হইলেও এই পাণ্ডুরতা যায় না। ইপিকাক ও ব্রাইওনিয়ায়ও বদনের এই পাণ্ডুবর্ণ লক্ষণ আংশিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু সিনার পাণ্ডুর (ফেকাসে) বদন সহকারে প্রায়ই চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নয়নতারা প্রসারিত হয়। বালক নিদ্রাকালে দন্ত কড় মড় করে। নাসিকা খুঁটে বা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করে। সে সুস্থির ভাবে নিদ্রা যাইতে পারে না, ও নিদ্রাবস্থায় চিৎকার করিয়া উঠে। তাহার জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। ইপিকাকের লক্ষণেও কখন কখন জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু ইপিকাকে বমনের অধিকতর প্রাবল্য থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ কয়টী সিনার সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ সিনাজ্ঞাপক প্রায় সকল রোগেই উহারা বর্ত্তমান থাকে। সিনার লক্ষণের সহিত রোগীর সিনাসূচক প্রকৃতিও বিদ্যমান থাকে। যে সকল বালকেরা উত্তেজনশীল, স্নায়বীয়, খিটখিটে ও অবাধ্য এবং কাহাকেও কাছে আসিতে দিতে চায়না, তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী। সিনাজ্ঞাপক রোগী নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে ভাল থাকে। এণ্টিমোনিয়ম

ক্রুডম ও সিনাব লক্ষণে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয বটে, কিন্তু সিনার ন্যায এন্টি-ক্রুডেব জিহ্বা পবিচ্ছন্ন থাকেনা চূণকামকবার ন্যায় শুভ্র লেপাবৃত থাকে। সবিবাম ও স্বল্পবিবাম জ্বরে, বিশেষতঃ কৃমি উপসর্গে সিনা বা স্যান্টোনিন ব্যবহৃত হয। শীতাবস্থায পিপাসা, এবং কথন কথন বা দাহাবস্থায় পিপাসা, জ্বরের উত্তাপাবস্থাযও মুখমণ্ডলেব পাণ্ডুবর্ণ; অপিচ বমন, ও অতিবিক্তি ক্ষুধা এবং পরিষ্কাব জিহ্বা সিনাব প্রধান প্রযোগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—শীত।—সকম্প শীত, উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের নিকটেও শীত, শরীরের উর্দ্ধাংশ হইতে মস্তকে শীতের উত্থিতি; মুখমণ্ডলেব * পাণ্ডুবতা ও শীতলতা; হস্তের উষ্ণতা। উত্তাপ।—সমগ্র মুখমণ্ডলে জ্বালাকব উত্তাপ, ও শীতল পানীয় দ্রব্যের পিপাসা। ঘর্ম্ম। কপালে, নাসিকাব চতুর্দ্দিকে, ও হস্তে, সাধারণতঃ * শীতল ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মান্তে ভুক্তদ্রব্য * বমন, ও সেই সময় অতিরিক্ত ক্ষুধা। ঐকাহিক জ্বর।

সিপিয়া।

গর্ভাবস্থা বা সূতিকাবস্থায সবিবামজ্বরে, এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিযের রোগ বা যকৃতের রোগ গ্রস্তা দিগের পুরাতন জ্বরে সিপিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ মেয়াব বলেন যে সংক্ষেপতঃ সিপিয়াব মুখ্য-ক্রিয়া বশতঃ শৈবিক রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন হয় এবং এই মুখ্য ক্রিযাব উপবই ইহাব অন্যান্য স্থানিক ক্রিয়া নির্ভব কবে। পীতবর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট, মৃত্তিকা বা মোমেব ন্যায মুখাকৃতি; শরীরের কোমলাংশেব স্ফীততা, মানসিক অবসাদ ও ঔদাসিন্য সিপিয়ার প্রধান প্রয়োগলক্ষণ। সিপিযাব লক্ষণ অপরাহ্নে, ও বিশ্রামে বর্দ্ধিত; এবং উত্তাপ প্রযোগ, ও প্রবল ব্যায়ামে উপশমিত হয়।

সবিরাম জ্বর।—শীতাবস্থায় পিপাসা, অথবা একেবারেই পিপাসাভাব; হস্তের অবশতা, অনাবৃত বায়ুতে ও সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি; উত্তাপাবস্থায় তাপের উর্দ্ধে উত্থান, কিম্বা তপ্তজল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় অনুভব; কপিশ ও দুর্গন্ধি মূত্র; দুর্গন্ধি অম্ল নৈশঘর্ম্ম।

সিলিশিয়া।

একাদশী হইতে অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় জ্বরের পুনরুপস্থিতি; পদ-তলের ঘর্ম্মাবরোধ জনিত জ্বর; বিলেপীজ্বর, কৃমি-জ্বর; এবং দৌর্কালীন জ্বরে সিলিশিয়া ব্যবহৃত হয়। সিলিশিয়ার সমস্ত লক্ষণই শীতলতায় বর্দ্ধিত ও উষ্ণতায় উপশমিত হয়। কেবল উষ্ণ আহার্য্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি ও শীতলদ্রব্যে প্রবৃত্তি লক্ষণে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম সিলিশিয়ার একটী বিশেষ লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীত।—অধিক শীত, গাত্রবস্ত্র খুলিলে ও নড়িলে চড়িলে শীতের বৃদ্ধি, আভ্যন্তরিক শীত, গাত্রের শীতলতা, বিশেষতঃ নাসিকা, বাহু, এবং জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত তুষারবৎ শীতল; পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর হইতে নীচে অবতরণ; পরে প্রচণ্ড উত্তাপ ও উদরের স্ফীততা; শীতাবস্থায় অতিশয় ক্ষুধা, ও আমাশয়ে বেদনা; শীতের মধ্যে মধ্যে তাপাবেশ। উত্তাপ।—তৃষ্ণা, শীতানুভব, ও শ্বাস-হ্রস্বতা সহ সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ; মস্তকে প্রবল উত্তাপ; দিবসে ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ, অনন্তর অল্পঘর্ম্ম; সারারাত্রি অতিশয় উত্তাপ ও শ্বাস-কষ্ট। ঘর্ম্ম।—রাত্রিতে সর্ব্বশরীরে প্রভূত ঘর্ম্ম; কেবল মাত্র মস্তকে ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম; অম্ল বা দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিঃসরণ; অথবা একেবারে ঘর্ম্মের অভাব। বিলেপীজ্বর।—মলিন মুখাকৃতি; শুষ্ক হ্রস্বকাস; শীর্ণতা; ক্ষুধাহীনতা; সায়াহ্নে বা প্রাতে জ্বরের উত্তাপ, শ্বাস-হ্রস্বতা; দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে; দীর্ঘকাল স্থায়ী পূযস্রাব; নৈশঘর্ম্ম। সন্নিপাত জ্বর।—অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রভূতঘর্ম্ম, তাড়িত প্রয়োগের প্রবল-ইচ্ছা ও তদ্দ্বারা দুর্ব্বলতার উপশম; ধীরে ধীরে আরোগ্যোন্মুখতা, ব্রণ-শোথ ও স্ফোটকের

উৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা আভ্যন্তরিক বিষের বহির্গমন ও ক্রমে ক্রমে রোগের মোচন।

স্যাবাডিলা।

স্যাবাডিলার ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়। কৃমির লক্ষণ ও কৃমিজনিত স্নায়বীয় লক্ষণে; ও অসম্পূর্ণ বিষমজ্বরে অর্থাৎ জ্বরের অবস্থাত্রয় যথানিয়মে প্রকাশিত না হইলে, এবং নক্সভমিকা ও পলসেটিলার স্থায় আমাশয়ের বিশৃঙ্খলার লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে স্যাবাডিলা ব্যবহৃত হয়। প্রথমে দক্ষিণপার্শ্বে, পরে বামপার্শ্বে রোগ-লক্ষণের প্রকাশও এই ঔষধের একটী লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—কেবল তীব্র শীত, অত্যল্প তৃষ্ণা অথবা তৃষ্ণার অভাব, শুষ্ক আক্ষেপিক কাস, শীতাবস্থায় অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা, প্রলাপ, নিদ্রা; বদনে ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ, শরীরের অবশিষ্টাংশে শীত, হস্ত-পদ শীতল, উত্তাপাবস্থায় অঙ্গ-মর্দ্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা)। ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরের উপস্থিতি (সিড, আবেণ)। বিরাম-কালেও অবিরত শীত শীত অনুভব।

স্যাম্বুকস।

স্যাম্বুকসের ক্রিয়ায় প্রতিশ্যায় ও দুর্ব্বলকর প্রভূত ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। এজন্য ঘর্ম্ম-প্রধান সবিরাম জ্বরে ইহা প্রয়োজিত হয়। ডাঃ সারল বলেন যে নিদ্রা-কালে আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, সর্ব্বশরীরের ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ, হস্ত-পদের শীতলতা; নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবামাত্র মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম, অনন্তর সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্মোৎপত্তি; জাগ্রতাবস্থায় অল্প বা অধিক ঘর্ম্মস্রাব; এবং পুন-রায় নিদ্রাকালীন ঘর্ম্মপরিশূন্য উত্তাপ এই ঔষধের বিশেষ নির্ব্বাচন-লক্ষণ। চায়নার জ্বরেও প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব লক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু চায়নার ঘর্ম্মে রোগীর অতিশয় দৌর্ব্বল্য জন্মে, স্যাম্বুকসের ঘর্ম্মে তত দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় না; অধিকন্তু চায়নার লক্ষণে ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা বিদ্যমান থাকে, স্যাম্বুকসে

থাকেনা। শীতের পূর্ব্বে বিবমিষা ও তৃষ্ণা সহকারে গভীর শুষ্ককাস স্থাম্বু-কসের আর একটী বিশেষ ব্যবস্থা-লক্ষণ। শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় বিরক্তিকর শুষ্ককাসে সাধারণতঃ রসটক্স ব্যবহৃত হয়। সিঙ্কোনা, ও সলফারেও রসটক্স জ্ঞাপক এই কাস লক্ষণ আছে। স্থাম্বুকসের কাস শীতের পূর্ব্বে উপস্থিত না হইলে শীত ও উত্তাপাবস্থায়ও প্রকাশ পায়। এই ঔষধের লক্ষণ বিশ্রামকালে বিবর্দ্ধিত; এবং সঞ্চলনে; ও শয্যায় উঠিয়া বসিলে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতের পূর্ব্বে বিবমিষা ও পিপাসা সহ অৰ্দ্ধ ঘণ্টাব্যাপী শুষ্ক কাশ; ঘর্ম্ম। অনন্তর সর্ব্বশরীরে শীত এবং স্থানে স্থানে সুড়সুড়ি অনুভব, পিপাসাশূন্য শুষ্ক (ঘর্ম্মহীন) উত্তাপ; উত্তাপাবস্থায় শয়নান্তে গাত্রাবরণ খুলিতে অপ্রবৃত্তি; দিবারাত্রি * প্রভৃত, দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, বিরামাবস্থায়ও ঘর্ম্ম। শর্দ্দিজ্বর।—শিশুদিগের প্রতিশ্যায়ে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইতেছে এরূপভাবে শিশু যদি সহসা চমকিত হইয়া উঠে তবে স্থাম্বুকস ব্যবহৃত হয়। বিলেপীজ্বর।—কাশি, লবণাক্ত বা মিষ্ট নিষ্ঠীবন, বক্ষঃস্থলে বেদনা; নৈশঘর্ম্ম।

হাইওসায়েমাস।

স্নায়বীয় উত্তেজনা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য হাইওসায়েমাসের প্রকৃতিগত প্রধান লক্ষণ। এই ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি এই যে এতজ্জাত আক্ষেপ, উন্মাদ, প্রলাপ, কাস, ও নিদ্রাশূন্যতার সহিত প্রায়ই জ্বর থাকে না। বেলেডোনায় জ্বর থাকে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকারেই হাইওসায়েমাস অধিক প্রয়োজিত হয়। হাইওসায়েমাসে বেলেডোনার ন্যায় গ্রীবার ধমনীর প্রবল দপদপ এবং বদন ও নয়নের রক্তপূর্ণতার তত তীব্রতা থাকে না। বেলেডোনা অপেক্ষা নিস্তেজ প্রকৃতির রোগেই হাইওসায়েমাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় প্রলাপের প্রমত্ততা ও প্রচণ্ডতা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যখন অচৈতন্যের সমধিক প্রাবল্য জন্মে, রোগী শয্যা-বস্ত্র বা হস্তাঙ্গুলী গুলি একপ্রকার নিদ্রাবিষ্টের ন্যায় খুঁটিতে থাকে, এবং কখন কখন কিছু যেন

ধরিতেছে, এরূপভাবে শূন্যে হস্ত প্রসারণ করে তখন হাইওসায়েমাসই উপ-যোগী। হাইওসায়েমাসের রোগীর আলোকে বিশেষ বিদ্বেষ; এবং কেহ বিষ খাওয়াইবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বলিয়া অতিশয় আশঙ্কা থাকে। শরীরের পেশী, চক্ষু, অক্ষিপুট, এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন ও আক্ষেপ; আক্ষেপিক শুষ্ককাস, শয়ন করিলে সর্ব্বদাই উহার বৃদ্ধি, এবং উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলে উপশম, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা; গুপ্তাঙ্গের বস্ত্রোন্মোচন, প্রভৃতি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ইহার লক্ষণগুলি সন্ধ্যাকালে, পানাহারান্তে, উষ্ণগৃহে, ও ঋতুকালে বিবর্দ্ধিত, এবং অবনত হইলে, ও তামাক খাইলে উপশমিত হয়।

জ্বরেরলক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—পা হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত, রক্ত-সঞ্চয় জনিত শীত (কঞ্জেষ্টিভ চিল); শয্যায় শরীর উত্তপ্ত হয় না; এক দিন পর একদিন পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় শীত, কাহারও কথা ভাল লাগেনা। অথবা সামান্য গোলমাল শুনিতে পারা যায় না; পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ; জলপানে অনিচ্ছা; সমস্ত রাত্রি জ্বালাকর উত্তাপ, তৎসহ ছিন্নকর কাস; মুখে শ্লেষ্মা ও দূষিত আস্বাদের বৃদ্ধি; প্রধানতঃ জঙ্ঘায় ঘর্ম্ম; * অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ; * চাতুর্থক জ্বর। সন্নিপাত জ্বর।—ভয়বশতঃ ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা সহকারে উন্মাবায়ুবৎ ও দুর্ব্বলতা জনিত প্রলাপ; সম্পূর্ণ চৈতন্যহীনতা, ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগ্রাবিশূন্যতা; বহির্জ্জগত সম্বন্ধে রোগীর সম্যক জ্ঞানশূন্যতা, যেন অন্তর্জ্জগতেই বাস করিতেছে তাহার এরূপ কল্পনা ও ভ্রম-দৃষ্টি-পূর্ণতা, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তরদান, কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য ও প্রলাপ, জাগ্রত অবস্থায়ও প্রলাপ, এবং অবর্ত্তমান ব্যক্তিদিগকে দর্শন; অস্পষ্ট ও মৃদু বাবদুকতা, শয্যাবস্ত্র খুঁটন সহকারে মৃদুপ্রলাপ; দৃশ্যমান সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি সহকারে চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর প্রতি অবিরত একদৃষ্টিপাত, অথবা অতিশয় অস্থিরতা সহ ছুটিয়া ছুটিয়া যাইবার বা লুক্কায়িত থাকিবার ইচ্ছা; আরক্ত ও প্রদীপ্ত স্থির-দৃষ্টি বিশিষ্ট, ঘূর্ণিত চক্ষু; তির্য্যগদৃষ্টি; বধিরতা, বিকৃতবদন, হতবুদ্ধিবৎ মুখাকৃতি; লোহিত বা কপিশ, পরিশুষ্ক ও বিদারিত, স্তম্ভিত জিহ্বা, নির্ব্বাকতা বা

অস্পষ্ট বাক্য; মুখ হইতে মৃতদেহের ন্যায় দুর্গন্ধ নিঃসরণ; শয্যায় অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলস্রাব; মূত্রনাশ বা মূত্র-রোধ; অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব; বারম্বার মূত্র-প্রবৃত্তি, কিন্তু মূত্রত্যাগে অশক্তি; মলদ্বার ও মূত্রাশয়ের মুখাবরক-পেশীর পক্ষাঘাত; আক্ষেপিক গতি; দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ; উৎক্ষেপণ, কণ্ডরা-স্পন্দন; কম্পন; মৃদুপ্রলাপসহ অনিদ্রা বা অবিরত নিদ্রা; জাগ্রত তন্দ্রা (কোমাভিজিল); বুক ও উদরের উপর গোলাপীরঙ্গের পীড়কা। সমগ্র শরীর যন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা। **সূতিকা জ্বর।**—ভাববৃত্তির উত্যক্ততা বশতঃ রোগের বিকাশ; *আক্ষেপিক লক্ষণ, দেহ-শাখা, বদন, চক্ষুর পাতাদির উৎক্ষেপণ; সপ্রলাপ সন্নিপাতাবস্থা; গাত্রবস্ত্র উন্মোচন, বিবস্ত্র হইবার ইচ্ছা।

হিপার সলফার।

স্নায়ুমণ্ডলে হিপারের কতকটা ক্রিয়া দর্শে। সেই ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুর অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য জন্মে। সুতরাং রোগীর বেদনা অসহ্য হয়না এবং কখন কখন বেদনায় মূর্চ্ছাও জন্মে। প্রদাহিত স্থান ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয় এবং উহাতে এমনই স্পর্শ-দ্বেষ বিদ্যমান থাকে যে রোগী হস্ত বা পরিচ্ছদের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। এই অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য হিপারের সার্ব্বভৌমিক বিশেষ লক্ষণ। হিপার জ্ঞাপক সকল রোগেই এই লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকে। ধাতু-দ্রব্যের বিষ নাশে হিপারের প্রধান অধিকার।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—সাধারণতঃ সায়াহ্নে শীত, শীতের পূর্ব্বে মুখে তিক্ত আস্বাদ; অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় শীত; *শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় কণ্ডূয়ন ও হুলবেধ বিশিষ্ট শীতপিত্ত, তখন অবিরত আবৃত থাকিবার ইচ্ছা; ঘর্ম্ম এবং অল্পমাত্র অনাবৃত হইলেই পুনরায় শীত; বদনের আরক্তিমা ও সারারাত্রি প্রবল পিপাসা সহকারে শুষ্ক উত্তাপ; ঘর্ম্ম সহকারে ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ; মুখের চতুর্দ্দিকে জ্বর-স্ফোট; *দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত শান্তিশূন্য ঘর্ম্ম; দিবাজাগ্রে সামান্য

মানসিক পরিশ্রমে বা শারীরিক সঞ্চলনের পর সহজে ঘর্ম্মস্রাব; শীতল, আঠা আঠা, অনেক সময় অম্ল বা দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম; জিহ্বা-পৃষ্ঠে শুষ্ক কর্দ্দমের ন্যায় লেপ।